বিজ্ঞাপন।

প্রতিমূর্ত্তি সহিত আরব্যোপন্যাস নামক গ্রন্থ খানি
হইল। প্রথমতঃ এই গ্রন্থ খানি আরবীর ভাষায় প্রকা
তৎপরে ইহার উপন্যাস গুলির মনোহারিতা ও চমৎকা
আরবীয় ভাষাজ্ঞ কতিপয় ইংরাজ মহোদয় এই গ্রন্থখানি অ
নাইটস্ নামে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। কিন্তু
সাধারণ জনগণের পক্ষে ইংরাজী ভাষা পাঠ করা এবং তৎপা
ভাব অবগত হওয়া বড় সহজ নহে, এই বিবেচনায়
সুশিক্ষিত বঙ্গদেশ বাসী ঐ ইংরাজী আরেবিয়ান নাইটস্
খানিকে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন; কিন্তু তাহাতে অ
গল্প একেবারে পরিত্যক্ত এবং কতিপয় গল্পের সারাংশমা
হইয়াছে, সুতরাং ইংরাজী ভাষায় উক্ত গ্রন্থ খানি পাঠ
প্রকার মনস্তুষ্টি জন্মিয়া থাকে পূর্ব্ব প্রচারিত ঐ বাঙ্গালা এ
রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে ঐ চির
থানি বঙ্গদেশ-বাসি-গণের হৃদয়ানন্দদায়ী হইতে পারে,
বহু ক্লেশ এবং ব্যয় স্বীকার করত গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত
অধ্যাপক মান্যবর শ্রীযুক্ত আলোকনাথ ন্যায়ভূষণ মহোদয়
কলেজ নামক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু
মহাশয় দ্বারা গ্রিফিন্স ইংরাজী আরেবিয়ান নাইটস্
হইতে এই আরব্যোপন্যাস নামক পুস্তক খানি সরল বঙ্গ ভা
অনুবাদ করাইয়া ইহার স্থানে স্থানে ইংরাজী গ্রন্থের স
শত প্রতিমূর্ত্তি সন্নিবেশপূর্ব্বক লোক সমা
করিলাম।

এই সমস্ত কারণ বশতঃ, পূর্ব্ব প্রকাশিত আরব্য উপন
খানি অপেক্ষা ইহার কলেবরও প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হ
গণের সুবিধার্থ ইহার মূল্য তদনুযায়িক বৃদ্ধি করা হইল
ক্ষণে গুণজ্ঞ মহাশয়দিগের নিকট বিনীত ভা
তাঁহারা পূর্ব্বক ইহার আদ

আমার পুত্রকে নষ্ট করিয়াছিল, সেই রু

শমনসদনে প্রেরণ করি।"

বণিক্ এবং ঐ তিন জন প্রাচীন দৈত্যদর্শনে মহাভীত হইয়া উ
স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রথমাগত বৃদ্ধ যখন দেখি
লেন দৈত্য বণিককে নির্দ্দয়রূপে সংহার করে, আর বিলম্ব নাই, তখ
দৈত্যের পদতলে পড়িয়া কহিলেন, "হে দৈত্যেশ্বর! আমি কৃতাঞ্জলি
হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, আপনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আমার এবং
এই হরিণীর বিবরণ শ্রবণ করুন। হে দানবেন্দ্র! আপনি অঙ্গীকার
করুন, যদ্যপি এইবৃত্তান্ত বণিকের বৃত্তান্ত অপেক্ষা অধিক চমৎকৃত বোধ
হয়, তাহা হইলে আপনি অনুগ্রহ করিয়া বণিকের অপরাধের তৃতীয়াংশের একাংশ মার্জ্জনা করিবেন।" দৈত্য ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া বলিল,
'ভাল, স্বীকৃত হইলাম, তোমার কি বৃত্তান্ত তাহা শীঘ্র বল।"

প্রথম বৃদ্ধ ও হরিণীর কথা।

বৃদ্ধ কহিলেন, "হে দৈত্যরাজ! এই যে আমার সমভিব্যাহারিণী হরিণীকে দেখিতেছেন, ইহা বাস্তবিক মৃগী নহে, এ আমার পিতৃব্যকন্যা
মদীয় ভার্য্যা; যখন ইহার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন ইহার সহি
আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পর ত্রিংশৎ বৎসর আমি ইহার সং
একত্র বাস করিলাম, এই দীর্ঘকালমধ্যে ইহার সন্তানসন্ততি কিছু
হইল না, পরন্তু বন্ধ্যা বলিয়া আমি কদাচ আমার সহধর্ম্মিণীকে অশ্র
করি নাই। পরিশেষে সন্তানকামনায় একটী দাসী ক্রয় করিলাম, কা
ক্রমে তাহার গর্ভে একটী লক্ষণাক্রান্ত পুত্র জন্মিল। তদবধি আ
ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া ঐ সন্তান ও তাহার গর্ভধারিণীর প্রতি অত্য
ঘৃণা করিত, কিন্তু আমি তাহা পূর্ব্বে কিছুমাত্র জানিতাম না।
পুত্রটী বর্দ্ধিত হইয়া যখন দশম বৎসরে পতিত হইল, তখন কোন
তর কার্য্যানুরোধে আমার বিদেশ গমনের প্রয়োজন হওয়াতে, র
হস্তে সন্তান ও তদীয় জননীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ ক

...য় লইলাম। ইতিমধ্যে আমার এই স্ত্রী
...মোহাচরণ-মানসে কুহক-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া, তৎপ্রভাবে আমার
...কে বৎস ও তাহার মাতাকে গাভী করিয়া, গোপালকের হস্তে সম...
...পূর্ব্বক কহিল, আমি এই দুইটিকে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি, তুমি
...ত্ন পূর্ব্বক আহারাদি প্রদান করিয়া ইহাদিগকে স্থূলাঙ্গ কর।"

এক বৎসরের পর আমি গৃহে আসিয়া পুত্র ও তাহার জননীকে না দেখিয়া ভার্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাহারা কোথায়?' সে উত্তর করিল, 'দাসীর মৃত্যু হইয়াছে, এবং দুই মাস হইল, তোমার সন্তান নিরুদ্দেশ হইয়াছে।" দাসীর মৃত্যু সম্বাদে আমি অত্যন্ত কাতর হইলাম, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে নিরুদ্দিষ্ট তনয়ের উদ্দেশ হইতে পারে, এই-রূপ আশার উপর নির্ভর করিয়া অষ্টমাস পর্য্যন্ত তাহার অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু অবশেষে আমার সে আশা একেকালে বিফলা হইল। অনন্তর ঈদপর্ব্বোপলক্ষে একটা হৃষ্টপুষ্ট গাভী বধের ইচ্ছা করিয়া গোরক্ষককে একটী সুলক্ষণা গাভী আনয়ন করিতে আদেশ করিলাম। গোপালক আদেশমাত্রে একটা স্থূলাঙ্গী গাভী আনিয়া উপস্থিত করিল। আমি উহাকে বন্ধন করিলাম, কিন্তু যখন তাহার কণ্ঠচ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলাম, তখন ঐ অবলা অশ্রুবিসর্জ্জনপূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, তাহাতে আমার যুগপৎ একরূপ স্নেহ ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল, যে তাহার প্রাণসংহারকরণে আপনাকে একান্ত অসমর্থ বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ গাভীকে বন্ধনমুক্ত করিলাম, এবং গোরক্ষককে অপর একটী গাভী আনয়ন করিতে অনুমতি দিলাম। আমার বনিতা তৎকালে নিকটে ছিল, পাপীয়সী যখন দেখিল, আমার অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হওয়াতে, তাহার দুরভিসন্ধিসাধনের বিলক্ষণ ব্যাঘাত ...ইল, তখন সে ক্রোধে অধীরা হইয়া কহিল, "আপনি করেন কি, ...রূপ লক্ষণসম্পন্না গাভী আপনি কোথায় পাইবেন, ইহাকেই বধ ...রুন।" কি করি! ভার্য্যার মনোরঞ্জনার্থ অগত্যা ঐ গাভীকে হত্যা ...রাই স্থির করিয়া, স্বয়ং তাহার কণ্ঠচ্ছেদনে অক্ষম হইয়া, গোরক্ষকের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলাম। গোপালক আমার আজ্ঞানুসারে ...াভীকে অন্তরে লইয়া গিয়া সংহার করিল। পরে যখন তাহার গাত্র ...তে চর্ম্মোত্তোলন করা গেল, তখন তাহার দেহ কেবল অস্থিপঞ্জরময় ...ইল, তাহাতে আমি বিরক্ত হইয়া গোপকে কহিলাম, "এই ...শীর্ণ গাভীতে কোন প্রয়োজন নাই। যদ্যপি একটী পুষ্টকলেবর ...বৎস থাকে, তাহা হইলে, ইহার পরিবর্ত্তে তাহাকেই লইয়া ...ইস।"

গোরক্ষক এই কথা শ্রবণ মাত্র গাভীকে লইয়া তথা হইতে চলিয়া ...এবং অনতিবিলম্বে আমার পত্নী-প্রদত্ত পূর্ব্বোক্ত স্থূলকায় বৎস-

দৈকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবা-মাত্র আমার অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল, বৎসও আমাকে দেখিয়া ব্যগ্রতা-সহকারে নিকটে আসিবার নিমিত্ত, কণ্ঠস্থিত-রজ্জুচ্ছেদনপূর্ব্বক আমার পদতলে আসিয়া পড়িল, এবং বিবিধ ইঙ্গিতদ্বারা, সে যে আমার সন্তান, ইহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিল। স্বাভাবিক অপত্য স্নেহে আমার চিত্ত এরূপ জড়ীভূত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল, যে বৎসের কাতরতা-দর্শনে অশক্ত হইয়া আমি তৎক্ষণাৎ গোরক্ষককে কহিলাম, "এ বৎসটীকে রাখিয়া অপর এক গোবৎস আনয়ন কর।" পাপীয়সী বনিতা ইহা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধোন্মত্তা হইয়া কহিল, "নাথ! করেন কি, এরূপ সুলক্ষণ বৎসকে পরিত্যাগ করিতে আছে?" আমি এই কথায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রেয়সীর মনস্তুষ্টি-সম্পাদনার্থ ঐ বৎসকেই সংহার করিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু বৎস আমার প্রতি এরূপভাবে দৃষ্টিপাত করত রোদন করিতে লাগিল, যে তদ্দর্শনে আমি এককালে শোকাভিভূত ও স্পন্দহীন হইয়া রহিলাম, এবং আমার হস্ত হইতে অস্ত্র ভূতলে পড়িয়া গেল। অনন্তর পত্নীকে নানাপ্রকার প্রবোধ দিয়া কহিলাম, "আগামি বৎসর ঈদপর্ব্বোৎসবে, এই বৎসকে বলিদান দিব, সম্প্রতি অন্য একটা বৎস হত্যা করা যাউক।" ইহা বলিয়া অপর একটা বৎস বধ করিলাম।

পরদিন প্রত্যূষে আমি একাকী বসিয়া আছি, ইত্যবসরে গোপালক আমার নিকটে আসিয়া কহিল, "মহাশয়কে বিরলে একটী বিষয় নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। বোধ হয়, তৎশ্রবণে আপনি আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন। হে প্রভো! জাদুকরী বিদ্যায় নিপুণা আমার একটী কন্যা আছে, গতকল্য যখন আমি আপনার পরিত্যক্ত পুষ্টাঙ্গ গোবৎসটীকে লইয়া যাইতেছিলাম, তখন মদ্দুহিতা তাহাকে দেখিয়া প্রথমতঃ ঈষৎহাস্য করিল এবং মুহূর্ত্তমাত্রেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। আমি ইহার কিছুমাত্র মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তনয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এক সময়ে এরূপ হাস্য ও ক্রন্দন করিলে কেন?" তনয়া উত্তর করিল, "হে পিতঃ! যে বৎস আপনার সহিত প্রত্যাগমন করিল, এটী আমাদিগের ভূম্যধিকারীর সন্তান, ইহাকে বধ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়াও যে প্রভু ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এজন্য আহ্লাদ প্রযুক্ত হাস্য করিলাম, কিন্তু গাভীরূপ প্রাপিত ইহার জননী নিহতা হইয়াছেন ভাবিয়া শোকপ্রযুক্ত রোদন করিলাম।

তনয়া আরও কহিল, যে আমাদিগের প্রভু পত্নী বিদ্বেষবশতঃ কুহকবিদ্যা দ্বারা ক্রীতদাসী ও তদ্গর্ভজপুত্রের এইরূপ অবস্থান্তর করিয়া রাখিয়াছেন।

হে দৈত্যেশ্বর! আপনি বিবেচনা করুন, এই সংবাদ প্রাপ্তে আমার

রূপে বিস্ময়োৎকর হইতে পারে। আমি চমৎকৃত হইয়া তৎক্ষণাৎ গোপাঙ্গনার সহিত স্বয়ং কথোপকথন করিবার নিমিত্ত, গোরক্ষকের বাটীতে গমন করিলাম। আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ পুত্র গোশালার যে ভাগে রজ্জুবদ্ধ ছিল, তথায় যাইয়া বৎসরূপাপন্ন তনয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলাম। পুত্র প্রত্যালিঙ্গনাদি করণে অসমর্থ হইয়াও আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা এরূপ ভাব প্রকাশ করিল যে, সে যে আমার সন্তান তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। অনন্তর গোপাল-দুহিতা তথায় আগমন করিলে, তাহাকে বলিলাম, "আমার সন্তানের যেরূপ নরাকৃতি ছিল, যদ্যপি তুমি তাহাকে তদবস্থাপন্ন করিতে পার, তাহা হইলে, তোমাকে আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী করিব।" গোপনন্দিনী ইহা শুনিয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক কহিল, "আপনি আমাদিগের প্রভু, আপনার অন্নে আমরা প্রতিপালিত, সুতরাং আপনার আদেশ আমাদিগের শিরোধার্য্য, তথাপি আমার দুইটা পণ আছে, তাহা অঙ্গীকার করিলে, আপনার পুত্রকে মানবাকার করিয়া দি, প্রথম পণ এই, যে ইহার সহিত আমার বিবাহ দিবেন, দ্বিতীয় পণ এই যে, যে ব্যক্তি উহাকে গবাকৃতি করিয়া রাখিয়াছেন, আমি তাহার উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিব, তদ্বিষয়ে আপনি কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবেন না।" আমি কহিলাম, "এরূপ হিতকারিণীর সহিত যে পুত্রের বিবাহ দিব, তাহার আর বিচিত্র কি, বরং আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতেছি, যে বিবাহ সময়ে আমি তোমাকে যৌতুক-স্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিব। আর পত্নী যখন এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তখন তাহাকেও সমুচিত শাস্তি প্রদান করা উচিত, তবে স্ত্রীহত্যা না করিয়া অন্য কোন রূপে তাহার প্রতিফল দেওয়া হয়, ইহাই আমার বাসনা।"

গোপকন্যা ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ একটা জলপূর্ণ পাত্র লইয়া কতক গুলি অস্ফুট পূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরেই উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "হে গোবৎস! যদ্যপি সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বর তোমাকে গবাকৃতি করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তুমি তদবস্থায় থাক, আর যদি মনুষ্য হইয়া কোন কুহকিনীর মোহিনীবিদ্যাবলে গোদেহ ধারণ করিয়া থাক, তবে মুহূর্ত্তমাত্রেই ঈশ্বরপ্রসাদে পুনরায় মানবাকার প্রাপ্ত হও।" গোপবালা ইহা বলিয়া সেই বারিপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া পুত্রের গাত্রে প্রক্ষেপ করিবামাত্র সে গবাকৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ নরদেহ ধারণ করিল। আমি পুত্রদর্শনে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ-লোচনে তাহাকে অঙ্কোপরি বসাইয়া কহিলা "বৎস! যে মায়াবিনী, ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা দ্বারা তোমাকে এবং তোমার জননীকে গবাকৃতি করিয়া রাখিয়াছিল, তোমার সেই পাপীয়সী বি. তার দণ্ডবিধানার্থ এবং তোমাদিগের এই জঘন্য গোদশা মোচন করিবার

নিমিত্ত, পরমেশ্বর এই যুবতীকে প্রেরণ করিয়াছেন। অচিরে সেই পাপিষ্ঠা কুহকিনীর সমুচিত শাস্তি দেওয়া যাইবে, এক্ষণে এই কন্যাকে তোমার বিবাহ করিতে হইবে, কারণ আমি প্রতিশ্রুত আছি, যে তোমার সহিত তোমার গোদশাবিমোচয়িত্রীর বিবাহ দিব।" পুত্র প্রীতিপ্রবাহ-পূর্ব্বক যুবতীর পাণিগ্রহণে সম্মত হইল, কিন্তু গোপাত্মজা তাহাদিগের বিবাহের পূর্ব্বে মন্ত্রের দ্বারা আমার বনিতাকে মৃগী করিয়া দিল। সেই হরিণী এই আমার সমভিব্যাহারে রহিয়াছে।

কিয়ৎকাল পরে আমার পুত্রবধূর মৃত্যু হওয়াতে, পুত্র পত্নীবিয়োগে কাতর হইয়া দেশপর্য্যটন মানসে বাটী হইতে বহির্গত হইল। তদবধি তাহার প্রত্যাগমনের আশায় কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু পরিশেষে তাহার কোন সমাচার না পাইয়া, এক্ষণে স্বয়ং তাহার অনুসন্ধানার্থ দেশবিদেশে ভ্রমণ করিতেছি। আপন স্ত্রীকে কাহারও নিকটে রাখিয়া আসিতে বিশ্বাস না হওয়াতে, তাহাকে আপনার সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। হে দৈত্যেশ্বর! আমার এবং হরিণীর উপাখ্যান এই, এক্ষণে আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইহা অদ্ভুত কি না? দৈত্য কহিল, "হাঁ ইহা আশ্চর্য্য বটে, অতএব আমি বণিকের অপরাধের তৃতীয়াংশের একাংশ মার্জ্জনা করিলাম।"

শাহারজাদী কহিলেন, মহারাজ! প্রথম বৃদ্ধের গল্প সমাপ্ত হইবামাত্র যাঁহার সহিত দুই কৃষ্ণবর্ণ কুকুর ছিল, সেই দ্বিতীয় বৃদ্ধ কহিলেন, "হে দৈত্যরাজ! আপনি আমার এবং এই দুইটী কুকুরের বিবরণ শুনিলে, ইহা অপেক্ষা অধিক চমৎকৃত হইবেন।" দৈত্য বলিল, "যদ্যপি এরূপ হয়, তাহা হইলে, বণিকের অপরাধের অপর তৃতীয়াংশেরও একাংশ ক্ষমা করিব।" এতৎ শ্রবণে দ্বিতীয় প্রাচীন এইরূপে আত্ম-কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ ও দুই কৃষ্ণ কুক্কুরের কথা।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ কহিলেন, হে দৈত্যাধিরাজ! আমার নিকটে এই যে দুইটী কৃষ্ণবর্ণ কুকুর দেখিতেছেন, ইহারা আমার দুই সহোদর। পিতা মৃত্যুকালে আমাদিগের প্রত্যেককে এক এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়া যান, আমরা সেই ধনব্যয়ে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর বিদেশে বাণিজ্য-করণাশয়ে স্বদেশীয় পণ্য-জাত বিক্রয়ানন্তর যে যে দেশে গমনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তত্তৎ স্থানের প্রয়োজনীয় বাণিজ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দেশান্তরে যাত্রা করিলেন। এক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদ পাইলাম না, পরে এক দিবস আমি দোকানে বসিয়া আছি,

ইতিমধ্যে সহসা এক ব্যক্তি দরিদ্রবেশে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাকে ভিক্ষুক বোধে কহিলাম,"জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" সে উত্তর করিল, "জগদীশ্বর তোমারও মঙ্গল করুন, তুমি কি আমাকে চিনিতে পার নাই?" আমি তাহার এই কথায় বিস্মিত হইয়া মনোযোগপূর্ব্বক তাহাকে বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, সুতরাং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দগদ্গদস্বরে কহিলাম, "ভাই! তোমাকে এবেশে চিনিতে পারা সুকঠিন, অতএব আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।" অনন্তর তাঁহাকে বাটীতে আনীয়া শারীরিক ও বৈষয়িক মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলাম। অগ্রজ কহিলেন, 'ভাই! বৃথা কেন সে সকল কথা উত্থাপন করিতেছ? আমার আকার প্রকার দর্শন করিয়াই তুমি মঙ্গলামঙ্গল অনুমান করিতে পার।" আমি এ কথায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া দোকান বন্ধ করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইলাম, এবং স্নানানন্তর নূতন বস্ত্র পরাইয়া আহারাদি করাইলাম। পরে আপন দোকানের হিসাব মিলাইয়া দেখিলাম, তৎকালে আমার মূলধন দ্বিগুণ হইয়াছে, সুতরাং তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ সহস্র মুদ্রা ভ্রাতাকে দিয়া কহিলাম, "ভাই! এই অর্থ লইয়া বাণিজ্য আরম্ভ করুন।" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঐ টাকা পাইয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় আমার নিকটে থাকিয়া সেই অর্থযোগে ব্যবসায়াদি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, আমার মধ্যম ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের ন্যায় যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ব্যবসায় করণাভিপ্রায়ে বিদেশগমনের মানস করিলেন। আমরা দুই সহোদরে তাঁহাকে যথাসাধ্য বুঝাইলাম, এবং বিশেষরূপে তাঁহার দেশান্তরগমনের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। এক বৎসর পরে দেখিলাম, তিনিও জ্যেষ্ঠের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে আমার আর এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লভ্য হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকেও এক সহস্র মুদ্রা দিয়া বাণিজ্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, এক দিবস জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম দুই সহোদর আমার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "ভাই! স্বদেশের বাণিজ্যে তাদৃশ লভ্য হয় না, বিদেশে চল অল্পকাল মধ্যে প্রচুর ধন সম্পত্তি হইতে পারিবে।" তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, "তোমরাতো এক এক বার বিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলে, কি লভ্য করিয়া আনিয়াছ? তোমাদিগের যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, আমার পক্ষেও তদ্রূপ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।" ইঁহারা উভয়ে আমাকে ভিন্নদেশীয় ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত বিবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগের পরা[illegible]নিয়া, অবিচলিতচিত্তে ক্রমাগত পাঁচ

বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ বাণিজ্যাদি করিতে লাগিলাম, পরিশেষে তাঁহারা নিতান্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করাতে অগত্যা তাঁহাদিগের অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া বিদেশগমনে সম্মত হইলাম।

অনন্তর যখন বাণিজ্যার্থ দ্রব্য-জাত ক্রয় করিতে উদ্যোগ করিলাম, তখন জানিতে পারিলাম, যে আমি বাণিজ্যার্থ দুই সহদরকে যে এক এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলাম, তাহার এক কপর্দ্দকও তাঁহাদিগের হস্তে নাই, সকলই নষ্ট করিয়াছেন। যদিও এই বিষয় বিদিত হওয়াতে, তাঁহাদিগের প্রতি আমার কিঞ্চিৎ অশ্রদ্ধা জন্মিল, তথাপি আমি তৎকালে তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র বলিলাম না। ঐ সময়ে আমার ছয় সহস্র মুদ্রার সংস্থান হইয়াছিল, আমি বিবেচনা করিলাম ঐ সমুদয় ধন একবারে বাণিজ্যে নিযুক্ত না করিয়া,অর্দ্ধেক দ্বারা আপাততঃ বাণিজ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করি, এবং অপরার্দ্ধ কোন গুপ্তস্থানে নিহিত করিয়া রাখি, কেন না দৈববশতঃ যদিস্যাৎ কোনরূপে ব্যবসায় দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত হয়, তবে ঐ অর্থ দ্বারা পুনরায় বাণিজ্যাদি করিয়া কালযাপন করিতে পারিব। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া আমাদিগের তিন সহোদরের নিমিত্ত তিন সহস্র মুদ্রা গৃহমধ্যে নিখাত করিয়া রাখিলাম। পরে অবশিষ্ট তিন সহস্র মুদ্রা দ্বারা বাণিজ্য-দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া, আমরা তিন জনে আর্ণবপোতে আরোহণপূর্ব্বক বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিলাম। এক মাস পরে ঐ জাহাজ অনুকূল বায়ুভরে নির্ব্বিঘ্নে এক নগর সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইলে, আমরা ঐ সকল দ্রব্য দশগুণ মূল্যে বিক্রয় করিলাম, তাহাতে যে অর্থ-সঙ্গতি হইল, তদ্দ্বারা তথাকার উত্তম উত্তম দ্রব্য ক্রয় করিয়া প্রত্যাগমনার্থ পুনরায় অর্ণবযানে আরোহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছি, ইত্যবসরে মলিনবসনা এক রূপবতী কামিনী সহসা নিকটে আসিয়া আমার হস্তচুম্বনপূর্ব্বক কহিল, "মহাশয়! যদি কৃপাবলোকনপুরঃসর এই অধিনীকে বিবাহ করিয়া সঙ্গে লইয়া যান, তাহা হইলে কৃতার্থ হই।" আমি এই প্রস্তাবে প্রথমতঃ বিলক্ষণ অসম্মতি প্রকাশ করিলাম, কিন্তু সেই অবলা অনুনয়পূর্ব্বক পুনরায় বলিল, "মহাশয়! আমাকে অভাগিনী দেখিয়া ঘৃণা করিবেন না, আমি সদাচরণদ্বারা আপনাকে সতত সন্তুষ্ট রাখিতে ত্রুটি করিব না, এবং আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে, আপনার বিশেষ উপকার হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিবাহ করিয়া জাহাজে তুলিয়া লইলাম।

আমরা যৎকালে জলযাত্রা করি, সে সময়ে ঐ রমণী স্বীয় সদাচার ও সুশীলতার এরূপ পরিচয় দিতে লাগিল, যে আমি তাহার সচ্চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া দিন দিন তাহার প্রতি অধিকতর অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলাম। ভ্রাতৃদ্বয় আমাদিগের এই অকৃত্রিম প্রণয় সঞ্চার দর্শনে

ঈর্ষান্বিত হইয়া, আমাদিগের প্রাণ সংহারার্থ ষড়্যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এক দিবস রাত্রিকালে আমরা জাহাজের উপর নিদ্রিত আছি ইত্যবসরে তাঁহারা, আমাদিগের উভয়কেই এককালে সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। আমি যে নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম ঈশ্বরেচ্ছায় সে জলমগ্ন হইল না, বরঞ্চ আমাকে জলরাশি হইতে তুলিয়া এক দ্বীপে লইয়া গিয়া কহিল, "হে জীবিতেশ্বর! দেখ, আমাকে বিবাহ করাতে তোমার কিরূপ উপকার দর্শিল। কিন্তু আমি কে তাহা তুমি জান না, অতএব আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি গন্ধর্ব্বকন্যা, আকাশ পথে ভ্রমণ করিতেছিলাম, এমন সময়ে তোমাকে পোতারোহণ করিতে দেখিয়া হঠাৎ মনের চাঞ্চল্য জন্মিবাতে, আমি তোমাকে বিবাহ করিবার মানসে তদ্রূপ ছদ্ম-বেশে তোমার নিকটে গমন করি, তাহাতে তুমি আমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া যথোচিত সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছ, সুতরাং আমি তোমার এই প্রত্যুপকার করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিলাম। পরন্তু তোমার ভ্রাতৃদ্বয় যেরূপ কৃতঘ্নতাচরণ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগের প্রাণ সংহার না করিলে, কিছুতেই আমার ক্রোধানল শীতল হইবে না।" এই কথা শুনিয়া আমি পরীর নিকটে স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলাম, "প্রিয়ে! প্রার্থনা করি, আমার সহোদরদ্বয়ের প্রাণবিনাশ করিও না, যদিও তাহারা আমার প্রতি সাতিশয় অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, তথাপি আমার হৃদয় তাহাদিগের প্রতি এককালে মমতাশূন্য হইতে পারিতেছে না।" পরী এই সমস্ত বাক্যের কোন উত্তর না দিয়া সহসা আমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া অন্তরীক্ষে উঠিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদ্র পার হইয়া, এককালে আমার বাটীর ছাদের উপর আমাকে রাখিয়া কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

আমি পরীর এই ব্যাপারে ক্ষণকাল চমৎকৃত ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। পরে ছাদ হইতে নীচে আসিয়া, গৃহমধ্যে প্রোথিত ধনদ্বারা পুনর্ব্বার বাণিজ্য-করণের চিন্তা করিতে করিতে বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছি, ইত্যবসরে এই দুই কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর অতি নম্রভাবে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি ইহাদিগের ভাব কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলাম। কিয়ৎকাল পরে সেই পরী আসিয়া আমাকে কহিল, "নাথ! এই যে দুইটী কুক্কুর দেখিতেছেন, ইহারা আপনার দুই সহোদর।" আমি এই কথা শ্রবণমাত্র একবারে জ্ঞানশূন্য হইলাম, অনেক ক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইলে, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরূপে ইহারা এইরূপ কুক্কুরদেহ প্রাপ্ত হইল ?" পরী কহিল, "ইহাদিগের দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত মদীয় ভগিনী আমার উপদেশানুসারে ইহাদিগের এরূপ রূপান্তর করিয়াছে, এবং ইহাদিগের

জাহাজও জলমগ্ন করিয়া দিয়াছে। ইহারা দশ বৎসর পশু
অবস্থায় থাকিবে, তৎপরে ইহাদিগকে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত ক
এই কথা বলিয়া পরী প্রস্থান করিয়াছে, তদবধি তা । কোন
সন্ধান পাই নাই। পরে যখন দেখিলাম, সেই দশ বৎসর অতীত
হইল, অথচ পরী আসিল না, তখন আমি এই দুই সহোদর কুকুরকে
সঙ্গে লইয়া, সেই পরীর অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলাম,
দৈবাৎ এই স্থান দিয়া যাইবার সময়ে, বণিক্ ও হরিণী-সমভিব্যাহারী
বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, এই স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি।
হে দৈত্যাধিপ! ইহাই আমার বিবরণ, এক্ষণে এই বৃত্তান্ত আপনার
অদ্ভুত বোধ হয় কি না? দৈত্য কহিল, "হাঁ, ইহা আশ্চর্য্য বটে, অত-
এব আমি বণিকের অপরাধের অবশিষ্ট দুই অংশের একাংশ মার্জ্জনা
করিলাম।"

দ্বিতীয় বৃদ্ধের কথা শেষ হইলে, অশ্বতর-সমভিব্যাহারী তৃতীয় বৃদ্ধ
কহিলেন, "হে দৈত্যরাজ! আমিও আপনাকে আমার ও মৎসঙ্গী এই
অশ্বতরের বিবরণ শুনাইতে বাসনা করি, দয়াপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে
আজ্ঞা হউক। পরন্তু যদি এই বৃত্তান্ত শ্রুতপূর্ব্ব কাহিনীদ্বয় অপেক্ষা
অধিক চমৎকারজনক বোধ হয়, তবে বণিকের অপরাধের অবশিষ্টাংশ
মার্জ্জনা করিবেন?" দৈত্য তৎশ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কহিল, "হাঁ,
এরূপ হইলে আমি অবশ্য মার্জ্জনা করিব।" এই কথা শুনিয়া তৃতীয়
বৃদ্ধ এইরূপে আত্ম-বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় বৃদ্ধ ও অশ্বতরের কথা।

তৃতীয় বৃদ্ধ কহিলেন, হে দৈত্যরাজ! আমার সঙ্গে এই যে অশ্বতর
দেখিতেছেন ইহা বাস্তবিক অশ্বতর নহে, ইটী আমার স্ত্রী। আমি
একদা কোন গুরুতর-কার্য্যানুরোধে দেশান্তরগমন করিয়াছিলাম, এক
বৎসর পরে বাটী আসিয়া দেখি, আমার ভার্য্যা একজন কৃষ্ণবর্ণ ক্রীত
কিঙ্করের প্রতি আসক্তা হইয়াছে। ইহাতে পত্নী আত্মদোষ প্রকাশ
জন্য আমার প্রতি অতিশয় কুপিত হইয়া এক পাত্র জল মন্ত্রপূত
করিয়া আমার গাত্রে প্রক্ষেপ করিল, তাহাতে আমি তৎক্ষণাৎ
কুকুর দেহ প্রাপ্ত হইয়া উন্মত্ত-প্রায় ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগি-
লাম। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে এক দিবস এক মাংস-বিক্রেতার
সমভিব্যাহারে তাহার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। মাংসজীবীর
কন্যা তৎকালে বহির্দ্বারে দণ্ডায়মানা ছিল, সে আমাকে দেখিবামাত্র
অতিবেগে অন্তঃপুরে পলায়ন করিল। ইহা দেখিয়া মাংসজীবী কন্যাকে

।। করিল, "বৎসে! তুমি আমাকে দেখিয়া অমন দ্রুতপদে বাটীর বেশ করিলে কেন?" কন্যা উত্তর করিল, 'পিতঃ! আপনার ..হও যে এব প পুরুষ রহিয়াছে, আপনি কি তাহা দেখিতে পান নাই?" এই কথা শুনিবামাত্র মাংস বিক্রেতা ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক কহিল, "কৈ এখানেতো কেহই নাই, একটী কুকুরমাত্র রহি-য়াছে।" তাহাতে কন্যা কহিল, "ঐ যে কুকুর দেখিতেছেন উহা বাস্ত-বিক কুকুর নহে।" এই কথা বলিয়া সে একপাত্র জল আনয়নপূর্ব্বক মন্ত্র-পাঠ করিয়া আমার শরীরে প্রোক্ষণ করিল। ঐ জল স্পর্শ করিবামাত্র আমি কুকুর শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক নরদেহ ধারণ করিলাম। আমি মানবাকার প্রাপ্ত হইয়া কন্যাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলাম, "অয়ি পরমোপকারিণি! যে পাপীয়সী আমাকে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার সমুচিত শাস্তিবিধান করিবার উপায় কি?" কন্যা এতৎশ্রবণে মন্ত্রপূত করিয়া একপাত্র জল আনয়নপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি এই জল তাহার শরীরে সিঞ্চন করিয়া যে আকার ধারণ করিতে বলিবে, তাহার সেই আকার হইবে।" আমি তাঁহার উপদেশানুসারে সেই বারিপাত্র আনয়ন করিয়া আমার স্ত্রীর গাত্রে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে অশ্বতর হইতে কহিলাম, তাহাতে তাহার এই আকার হই-য়াছে। হে দৈত্যেশ্বর! এই আমার বৃত্তান্ত বলিলাম, এই বিবরণ আশ্চর্য্য কি না, তাহা আপনি বিবেচনা করুন। দৈত্য কহিল, "হাঁ, ইহা অদ্ভুত বটে, অতএব আমি বণিকের অপরাধের অবশিষ্টাংশও মার্জ্জনা করি-লাম।" দৈত্য আরও কহিল, "বণিকের পরম সৌভাগ্য, যে তোমরা তিন জনে আপন আপন বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া ইহাকে প্রাণদান করিলে, নচেৎ এতক্ষণ ইহাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতাম।" এই কথা বলিয়া দৈত্য অন্তর্হিত হইল। বণিক্ আপনার উদ্ধারকারী প্রাচীনত্রয়ের নিকটে আসিয়া অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পরে ঐ তিন বৃদ্ধ আপন আপন কর্ম্মে চলিয়া গেলেন। বণিকও স্বভবনে প্রত্যাগমন করিয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই গল্প শেষ করিয়া শাহারজাদী কহিলেন, "মহারাজ! যে যে গল্প বলিলাম, তৎসমুদায়ই আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে কোনটীই ধীবরের গল্পের সদৃশ নহে।" শহরিয়ার এ কথায় কোন উত্তর না করাতে, দিনারজাদী বলিল, "এখনও রাত্রি প্রভাত হয় নাই, অতএব সেই গল্পটী বল।" রাজা তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলে, শাহারজাদী এইরূপে উপন্যাস আরম্ভ করিলেন।

ধীবরের উপাখ্যান।

মহারাজ! পূর্ব্বকালে এক প্রাচীন ধীবর বাস করিত, সে এরূপ দরিদ্র ছিল, যে তাহাকে অতিকষ্টে আপনার, আপন স্ত্রী এবং তিনটী সন্তানের ভরণ পোষণ করিতে হইত। সে প্রত্যহ প্রত্যূষে মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত জালস্কন্ধে নানা স্থানে ভ্রমণ করিত কিন্তু কদাচ চারিবারের অধিক জাল ক্ষেপণ করিত না। একদা ঐ ধীবর জ্যোৎস্নাময় রজনীর শেষভাগে সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পরিধেয় বসন পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সাগর-সলিলে জাল নিক্ষেপ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই জাল আকর্ষণ করাতে জাল ভারী বোধ হইল, সুতরাং ধীবর আনন্দিত হইয়া ভাবিতে লাগিল অদ্য অনেক মৎস্য পড়িয়াছে। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদায় জাল তীরে তুলিয়া দেখিল, একটা মৃত গর্দ্দভ উঠিয়াছে, বিশেষতঃ গর্দ্দভের ভারে জাল স্থানে২ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, তখন তাহার আর বিরক্তির পরিসীমা রহিল না। যাহা হউক, মৎস্যজীবী ছিন্ন জাল সংস্করণপূর্ব্বক পুনরায় জাল ক্ষেপণ করিল। সে বারেও পূর্ব্বের মত জাল ভারীবোধ হওয়াতে বিবেচনা করিল, এবারে বোধ হয় অনেক মৎস্য পাইব, কিন্তু জাল তুলিয়া দেখিল, বালুকা ও কর্দ্দমে পরিপূর্ণ একটা ঝুড়ি উঠিয়াছে তদ্দর্শনে ধীবর আক্ষেপ করিয়া করুণস্বরে কহিল, "হা অদৃষ্ট! আমি অতি দীন, মৎস্য ধরিয়া তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ স্ত্রী ও সন্তান গুলি লইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি, অদ্য বিধাতা তাহাতেও আমার বাদ সাধিতে লাগিলেন। হা হত বিধাতঃ! তোমার কি এই কর্ম্ম, ভদ্র ও মহৎ ব্যক্তিকে দুরবস্থায় পাতিত করিয়া অভদ্র ও নীচাশয়দিগকে উন্নত করতঃ কৌতুক দেখ?" এইরূপ খেদ করিয়া মৎস্যজীবী জাল হইতে ঝুড়িটা দূরে ফেলিয়া দিল, এবং জাল পরিষ্কার করিয়া তৃতীয়-বার নিক্ষেপ করিল, সে বারেও কর্দ্দম এবং কতকগুলা প্রস্তর ও শম্বুক ব্যতিরেকে অপর কিছুই উঠিল না। তদ্দর্শনে ধীবর এককালে ভগ্নোৎ-

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইলে, জালজীবী নিয়মিতরূপে ...রিয়া এইরূপে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "প্রভো! ... আমি প্রত্যহ চারিবারের অধিক জাল ক্ষেপণ করি না, ইতিপূর্ব্বে আমি তিনবার জাল নিক্ষেপ করিয়াছি, কিন্তু কিছুই প্রাপ্ত হই নাই, আর একটিবার মাত্র জাল ফেলিতে অবশিষ্ট আছে, এবারেও যেন পূর্ব্বের মত বিফলপ্রয়াস না হই।"

ধীবর এইরূপ প্রার্থনা করিয়া চতুর্থবার জাল ক্ষেপণ করিল, কিন্তু সেবারেও মৎস্য না উঠিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটা তাম্র কলস উঠিল। ঐ কলস ভারী বোধ হওয়াতে, ধীবর অনুমান করিল, নিশ্চয় ইহার মধ্যে কোন বস্তু আছে। পরে ধীবর বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল কলসের মুখ সীসা দিয়া বদ্ধ আছে, এবং তাহার উপর মুদ্রাঙ্কণ রহিয়াছে। তদ্দর্শনে সে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল, "অবশ্য এই কলসের মধ্যে কোন বহু-মূল্য দ্রব্য আছে। আর যদিই তাহা না থাকে, তাহা হইলে অন্ততঃ কলস বিক্রয় করিয়াও কিছু মুদ্রা পাইব, তদ্দ্বারা শস্য ক্রয় করিলে, আপাততঃ কিছু দিন স্বচ্ছন্দে চলিবে।" ইহা বলিয়া কলসের মধ্যে কি আছে তাহা জানিবার নিমিত্ত ব্যগ্রতার সহিত একখানি ছুরিকা দ্বারা তাহার মুখোদ্ঘাটন করিল, কিন্তু তন্মধ্যে কিছুই দেখিতে পাইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ কলস হইতে এমন গাঢ় ধূম নির্গত হইতে লাগিল, যে ধীবর তাহার নিকটে থাকিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে সরিয়া গেল। ক্রমে ক্রমে ঐ ধূমরাশি সমুদ্রে, তটে ও গগনমণ্ডলে এরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িল, যে চতুর্দ্দিক যেন নিবিড় কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন বোধ হইতে লাগিল ধীবর তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ভীত হইল। অনন্তর যখন ঐ সমস্ত ধূম কলস হইতে বহির্গত হইল, তখন উহা পুনরায় একত্রিত হইয়া একটা ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড দৈত্যের রূপধারণপূর্ব্বক গভীর স্বরে কহিল, "প্রভো সলোমন! আমাকে ক্ষমা করুন, প্রভো সলোমন! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আর কখন আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না, আপনি যখন যাহা অনুমতি করিবেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিব।" ধীবর দৈত্য দর্শনে প্রথমতঃ মহাশঙ্কিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার এরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়া বলিল, "অরে গর্ব্বিত দৈত্য! তুই কি বলিতেছিস্? ভবিষ্যদ্বক্তা সলোমন্ অষ্টাদশ শত বৎসর অতীত হইল লোকান্তর গমন করিয়াছেন, তুই কি তাহা জানিস না? তুই কে? কিরূপেই বা এই কলস মধ্যে রুদ্ধ ছিলি?" দৈত্য ধীবরের এই কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ কহিল, "তুই অবশ্য আমার সঙ্গে ভদ্রতার সহিত আলাপ করিস, আমাকে গর্ব্বিত বলিয়া এত সাহস প্রকাশ করিস্ না।"

ধীবর বলিল, "তো
প্রকাশ হইত ?" দৈত্য
ততক্ষণ আমার সহিত
বলিল, "তুমি কি জন্য আমা ...? আমি যে এই
মাত্র তোমাকে কলস হইতে মুক্ত ... তাহা কি ইহার মধ্যেই
ভুলিয়া গিয়াছ ?" দৈত্য বলিল, "না, আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই,
কিন্তু তজ্জন্য তোকে নষ্ট করিতে কদাচ ক্ষান্ত হইব না। যাহা হউক
আমি তোকে একটী অনুগ্রহ করিতেছি।" ধীবর বলিল, "তুমি
আমাকে কি অনুগ্রহ করিবে ?" দৈত্য বলিল, "আমি তোর প্রাণ
সংহার করিব, কিন্তু তোর যেরূপে মরিতে ইচ্ছা হয় স্পষ্ট করিয়া
বল, আমি তোকে সেই রূপেই নষ্ট করিব, তোকে এই অনুগ্রহ
করিতেছি।" ধীবর বলিল, "আমি তোমার নিকট কি অপরাধ
করিলাম ? এই মাত্র যে তোমার উপকার করিলাম, তাহারই ইহা
পুরস্কার না কি ?" দৈত্য বলিল, "আমার কথা অন্যথা হইবার
নহে, কেন তোর প্রাণ সংহার করিব, তাহার বিশেষ কারণ
বলিতেছি শোন্।"

"যে সকল দৈত্য ঈশ্বরের নিকটে আপনাদিগের অধীনতা স্বীকার
করিত না, সেই সকল বিদ্রোহকারী দৈত্যদিগের মধ্যে আমি এক জন,
অন্যান্য দৈত্য মহারাজ সলোমনকে মান্য করিত, এবং তাঁহার বশবর্ত্তী
ছিল, কিন্তু আমি ঐ নীচতা স্বীকার করি নাই, এজন্য ঐ ভবিষ্যদ্বক্তা
ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সমুচিত দণ্ডবিধান মানসে আমাকে এই তাম্রকলসের
মধ্যে রুদ্ধ করিলেন। আমি কদাচ ইহা হইতে মুক্ত হইতে না পারি,
এই অভিপ্রায়ে সীসাদ্বারা কলসের মুখ বদ্ধ করিয়া, তাহার উপর
স্বীয় নাম মুদ্রাঙ্কিত করতঃ, আপনার আজ্ঞাবহ এক দৈত্যের হস্তে এই
পাত্র সমর্পণপূর্ব্বক সমুদ্র মধ্যে ইহা ফেলিয়া দিতে অনুমতি দিলেন।
সে তাঁহার আদেশানুসারে এই পাত্র সহিত আমাকে সাগরগর্ভে
ফেলিয়া দিল। আমি এইরূপে কলস মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া শপথ
করিলাম, যে ব্যক্তি আমাকে এক শত বৎসরের মধ্যে ইহা হইতে
মুক্ত করিবে, আমি তাহাকে প্রভূত ধনশালী করিব, কিন্তু এক শত
বৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি কেহ আমাকে উদ্ধার করিল না।
তৎপরে আমি দিব্য করিলাম, দ্বিতীয় শত বৎসরের মধ্যে যে ব্যক্তি
আমাকে উদ্ধার করিবে, তাহাকে আমি পৃথিবীস্থ তাবৎ ঐশ্বর্য্যের
অধিকারী করিব, কিন্তু তাহার মধ্যেও কেহ আমাকে তুলিল না।
তদনন্তর প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে ব্যক্তি তৃতীয় শতাব্দীতে আমাকে
পরিত্রাণ করিবে, তাহাকে আমি ক্ষমতাপন্ন সম্রাট করিয়া দিব, আর
আজ্ঞাবহ হইয়া সর্ব্বদা তাহার নিকটে থাকিব, এবং সে ব্যক্তি প্রত্যহ

পূর্ণ করিব, কিন্তু
।। দীর্ঘকাল এইরূপে
বাদয় হইল, এবং আমি
ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া শ। ইহার পর আমাকে মুক্ত
করিবে, আমি তাহাকে দাচ তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ
করিব না, তবে তাহার প্রতি একমাত্র অনুগ্রহ করিব, সে যেরূপে
মরিতে প্রার্থনা করিবে, তাহাকে সেইরূপেই নষ্ট করিব। অদ্য তুই
আমাকে উদ্ধার করিয়াছিস্, অতএব তুই কিরূপে মরিতে ইচ্ছা করিস্
বল্ আমি তোকে সেইরূপে সংহার করি।"

এইরূপে জালজীবী দৈত্যকে তাহার প্রাণবধার্থ কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া এককালে বিচেতন-প্রায় হইল। তাহার অভাবে তদীয় পুত্রকলত্রাদি অন্নাভাবে মরিবে, ইহা ভাবিয়া ধীবর যেরূপ কাতর হইল, স্বমৃত্যু উৎপ্রেক্ষা করতঃ সেরূপ ব্যাকুল হয় নাই। অনন্তর ধীবর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক করুণস্বরে বলিল, "হে দৈত্যরাজ! আমি আপনার যে উপকার করিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন।" দৈত্য বলিল, "বৃথা কালবিলম্বে প্রয়োজন নাই, তোমার তর্ক বিতর্কে কোন ফলোদয় হইবে না, এক্ষণে শীঘ্র বল কিরূপে মরিতে ইচ্ছা কর।"

বিপদে পড়িলেই মনুষ্যের বুদ্ধি শক্তি স্বভাবতঃ প্রবল হইয়া থাকে, সুতরাং যখন ধীবর দেখিল, দৈত্য কিছুতেই দয়ার্দ্রচিত্ত হইল না, তখন উপায়ান্তর বিহীন হইয়া কহিল, "হে দৈত্যরাজ! যদি তুমি আমাকে নিতান্তই নষ্ট কর, তাহা হইলে আমি ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতেছি, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে তাহার সদুত্তর প্রদান করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া দৈত্য মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ ত্রাস পাইয়া বলিল, "কি প্রশ্ন আছে শীঘ্র বল, বৃথা সময় নষ্ট করিবার আবশ্যকতা নাই।" দৈত্য তাহার যথার্থ উত্তর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, মৎস্যজীবী তাহাকে বলিল, "তুমি যে এই কলসের মধ্যে ছিলে, তাহা পরমেশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক শপথ করিয়া বলিতে পার?" দৈত্য কহিল, "হাঁ, আমি ঈশ্বরের নামগ্রহণ করিয়া বলিতেছি, যে আমি ইহার মধ্যে ছিলাম।" ধীবর বলিল, "না, আমি ইহা কদাচ বিশ্বাস করিতে পারি না, তোমার একখানি পদও ইহার মধ্যে থাকিতে পারে না, সমস্ত দেহ ইহার মধ্যে থাকা নিতান্তই অসম্ভব।" দৈত্য বলিল, "ধীবর! আমি এইমাত্র পরমেশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক শপথ করিলাম, যে আমি এই পাত্র মধ্যে ছিলাম, তাহাতেও কি তোমার আমার কথায় প্রত্যয় হয় না?" ধীবর কহিল, "আমি স্বচক্ষে দর্শন না করিলে

কদাচ ইহা বিশ্ব.
ধূমময় হইয়া অ...
ক্রমে যখন সমুদায় ...
গভীরস্বরে এই কয়েকটি ... রে নিৰ্ব্বোধ ধীবর!
দেখ্ আমি সম্পূর্ণরূপে কলস ... হইয়াছি. কেমন এখন তোর
বিশ্বাস হয়?" ধীবর দৈত্যের এ... ...য় কোন উত্তর না দিয়া তৎক্ষণাৎ
সীসার ঢাকনি খান তুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা কলসের মুখ বন্ধ করিয়া
বলিল, "কেমন রে দৈত্য! এখন তোর সময়, আমি এই দণ্ডেই তোকে
সংহার করিব, বল্ দেখি তুই কিরূপে মরিতে বাসনা করিস্? অথবা
থাক্ তোকে প্রাণে মারিব না, তোকে পুনরায় সমুদ্র মধ্যেই ফেলিয়া
দিব, আর আমাকে সমুদ্রতটে একখানি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া থাকিতে
হইবে,কেননা যদি অন্যকোন মৎস্যজীবী এই স্থানে আসিয়া জাল নিক্ষেপ
করে, তাহাহইলে তাহাকে সাবধান করিয়া দিব, যেন সে তোর ন্যায়
কৃতঘ্ন ব্যক্তির পরিত্রাণ না করে, যেহেতু তুই উদ্ধারকর্ত্তার প্রাণ সংহার
করিতে চাহিস।" দৈত্য এই কথায় ক্রোধোন্মত্ত হইয়া কলস হইতে বহি-
র্গত হইবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিল. কিন্তু সলোমনের মহরে
কলসের মুখ আবৃত থাকাতে সে কোন ক্রমেই পাত্র হইতে বাহির
হইতে পারিল না। এইরূপে যখন দৈত্য দেখিল. ধীবরের হস্তেই তাহার
জীবন, তখন সে আপনার ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক মৃদুমধুরস্বরে বলিল,
"অহে ধীবর! তুমি যেন সত্য সত্যই আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিও
না, আমি এতক্ষণ তোমার সহিত যে বিদ্রূপ করিতেছিলাম, তাহা কি
তুমি বুঝিতে পার নাই?" ধীবর উত্তর করিল, "রে দৈত্য! তুই মুহূর্ত্ত
মাত্র পূর্ব্বে দৈত্যরাজ ছিলি, এখন শক্তিহীন হইয়া দৈত্যাধম হইয়াছিস্
সুতরাং তোর এই ধূর্ত্ত-বাক্যে আর কোন ফলোদয় হইবে না, তোকে
অবশ্যই আবার সমুদ্র মধ্যে থাকিতে হইবে। আত্ম-জীবন রক্ষার্থ আমি
তোর নিকটে ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক বিস্তর অনুনয় করিয়াছি, কিছু-
তেই তোর মনে করুণা উৎপাদন করিতে পারি নাই, সুতরাং এখন
আমারও তোর প্রতি সেইরূপ নির্দ্দয় আচরণ করা উচিত।" দৈত্য কোন
প্রকারে ধীবরের অন্তঃকরণে স্নেহোৎপাদন করিতে না পারিয়া বলিল,
"অহে! আমি মিনতি করিয়া বলিতেছি, আমাকে এ বিপদ্ হইতে
উদ্ধার কর, উত্তরকালে মদীয় কৃতজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তুমি যথেষ্ট
সন্তোষ লাভ করিবে।" ধীবর উত্তর করিল, "তুই অতিশয় কৃতঘ্ন, তোর
কথায় আর বিশ্বাস করিতে পারি না। যদ্যপি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ আমি
তোর কথায় প্রত্যয় করি, তাহা হইলে গ্রীসদেশীয় কোন রাজা দোবান-
নামক চিকিৎসকের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তুইও আমার
সহিত সেইরূপ করিবি। আমি তোকে সেই গল্প বলিতেছি, শোন।"

...কথা।

...ক রাজা ছিলেন, ... পরিশেষে তাহারা ...জন্মভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক ... অবস্থিতি করিয়াছিল। কালক্রমে নৃপতি এরূপ কুষ্ঠ... হলেন, যে কোন চিকিৎসক তাঁহার রোগের উপশম করিতে পা... না। কিয়দ্দিনানন্তর দোবান্ নামক এক জন বিচক্ষণ চিকিৎসক রাজার পীড়ার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া একদা রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই চিকিৎসক গ্রীক্, পারস্য, তুরকী, আরব্য, লাটিন, হিব্রু প্রভৃতি নানা প্রকার চিকিৎসা-শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিরেকে তিনি এক জন বিজ্ঞ দার্শনিক ছিলেন এবং তরুলতাদির দোষগুণ বিচারবিষয়ে তিনি বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইয়া নৃপতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! শুনিলাম রাজ-বৈদ্যেরা আপনার রোগের কিছুমাত্র প্রতীকার করিতে পারেন নাই, এক্ষণে যদ্যপি মহারাজের অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি ঔষধসেবন অথবা প্রলেপাদি লেপন ব্যতিরেকে আপনাকে এই মহা ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ করিতে পারি।" রাজা চিকিৎসকের এই কথা শুনিয়া প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ভিষকবর! যদ্যপি আপনি আমাকে নিব্যাধি করিতে পারেন, তাহা হইলে, আপনাকে আমি এরূপ অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিব, যে পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে আপনি পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিবেন, এবং চিরকাল আপনাকে আমার প্রিয়পাত্র করিয়া রাখিব।" দোবান এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং একটা সছিদ্র মুদ্গার প্রস্তুত করিয়া তাহার বাঁটের মধ্যে বিবিধ ঔষধ স্থাপন করিলেন, পরে বিবেচনামতে একটা ভাঁটা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়া দিলেন। পর দিন প্রত্যূষে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে প্রণিপাত পুরঃসর নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! আপনি যেখানে মুদ্গারক্রীড়া করিয়া থাকেন, তথায় একবার অশ্বারোহণপূর্ব্বক আপনাকে যাইতে হইবে।" রাজা চিকিৎসকের বাক্যানুসারে ক্রীড়াস্থানে উপস্থিত হইলে, বৈদ্যরাজ রাজহস্তে মুদ্গার ও ভাঁটা দিয়া বলিলেন, "মহারাজ! যে পর্য্যন্ত আপনার শরীরে স্বেদোদ্গম না হয়, সে পর্য্যন্ত আপনি এই মুদ্গার ও ভাঁটা লইয়া ক্রীড়া করুন। আমি মুদ্গার মধ্যে ঔষধ রাখিয়াছি, যখন ঘর্ম্ম নির্গত হইবে, তখন উহার গুণ আপনার শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে। দেহ খিন্ন হইলে, আপনার আর ক্রীড়া করিতে হইবে না, আপনি গৃহে যাইয়া স্নান ও গাত্র প্রক্ষালনাদি করিয়া নিদ্রা যাইবেন, পরদিন প্রাতে আপনি রোগের চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইবেন না।"

রাজা চিকি
ক্রীড়া করিতে ক
স্বীয় প্রাসাদে প্রব
পর দিন প্রভাতে ... খলেন, শরীর এরূপ
নীরোগ হইয়াছে, ... ধ জন্মিয়াছিল, এমন চিহ্নও
নাই; ইহাতে তিনি অত ... ও আহ্লাদিত হইয়া, রাজপরিচ্ছদ পরিধানা ন্তর রাজ সভায় প্রবেশপূর্ব্বক সিংহাসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। সভ্যগণ রাজাকে সম্পূর্ণরূপে গতব্যাধি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক সকলে মিলিয়া দোবান চিকিৎসকের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দোবান রাজসভায় প্রবেশ করিবামাত্র ভূপতি তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আপনার পার্শ্বে বসাইয়া সকলের সমক্ষে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তদনন্তর মহারাজের আরোগ্যলাভোপলক্ষে এক ভোজনোৎসব হইল, তাহাতে নৃপতি দোবান চিকিৎসকের সম্মানার্থ তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিলেন। জেমানাধিপতি দোবান চিকিৎসকের সম্মানবর্দ্ধনার্থ এইরূপে তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিয়াও পরিতৃপ্ত না হইয়া রাত্রিকালে যখন তাঁহাকে বিদায় দিলেন, তখন তাঁহাকে রাজপ্রিয়পাত্রদিগের উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া পারিতোষিক স্বরূপ দুই সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন, এবং প্রতিদিন নূতন নূতন প্রকারে স্বীয় কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিলেন।

ঐ রাজার প্রধান মন্ত্রী অত্যন্ত লোভী, হিংস্রক ও স্বভাবতঃ লোকের অনিষ্টকারী ছিল। সে চিকিৎসকের তাদৃশ সম্মান ও তাহার পুরস্কার দর্শন করিয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া, কি প্রকারে তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি নষ্ট হয়, সর্ব্বদা তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একদা সে আপনার দুরভিসন্ধিসাধনার্থ রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বিরলে তাঁহার নিকটে স্বাভিপ্রায় প্রকাশার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিল, এবং ভূপাদেশ পাইয়া এইরূপে বলিতে লাগিল, "হে নৃপশ্রেষ্ঠ! যাহার বিদ্যাদি গুণের বিশেষ পরিচয় না পাওয়া যায়, এইরূপ লোককে সহসা বিশ্বাস করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কদাচ বিধেয় নহে. বিশেষতঃ আপনি যে চিকিৎসককে সর্ব্বদা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, এবং যাহাকে লইয়া সতত বিশ্রস্তরূপে আমোদ প্রমোদ করেন, সে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক, কোনরূপে মহারাজের প্রাণসংহার করিবার অভিসন্ধিতেই সে এস্থানে আসিয়াছে।" নৃপতি ইহা শুনিয়া বলিলেন, "তুমি কোন্ সূত্রে ইহা জানিলে, যে সহসা আমার সম্মুখে একথা বলিতে তোমার এতদূর সাহস হইল? তুমি কাহার নিকট কথা বলিতেছ, উহা তোমার অগ্রে বিবেচনা করা উচিত, এবং তুমি এরূপ কথা উত্থাপন করিয়াছ, যাহা আমি কখনই অনায়াসে

বিশেষরূপে

,, আপনি আর

এক্ষণে স্বপ্নাবস্থায়

আছেন, সুতরাং সেই. পারিতেছেন না,

নিদ্রাপরিত্যাগপূর্ব্বক ম. না করুন, দেখিতে

পাইবেন, সে রাজসভায় প্রতি. নিমিত্ত তাহার মাতৃভূমি

গ্রীসদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক এখানে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু যে কোন প্রকারে আপনাকে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়েই সে স্বদেশ হইতে আগমন করিয়াছে।" রাজা বলিলেন, "না না, মন্ত্রি! তুমি এরূপ কথা আর কখন মুখেও আনীও না; আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যাঁহাকে তুমি প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক বলিতেছ, তিনি পরমধার্ম্মিক ও সাতিশয় বিশ্বসনীয় এবং তৎসদৃশ প্রিয়পাত্র আমার এ জগতে আর কেহই নাই। তুমি কি জান না, কিরূপ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা অথবা কেমন দৈবশক্তিপ্রভাবে তিনি আমাকে দুঃসাধ্য কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করিয়াছেন? যদ্যপি আমার প্রাণসংহার করাই তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি আমার রোগশান্তি করিবেন কেন? অতএব অমাত্য ক্ষান্ত হও, আমার অন্তঃকরণে অন্যায়রূপে সন্দেহোৎপাদন করিও না। আমি কদাচ তোমার এমত কথা শুনিব না, বরং অদ্য হইতে সেই প্রাণদাতা যত দিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন তাঁহাকে মাসিক এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা বৃত্তিস্বরূপ প্রদান করিব। তিনি আমার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে আমার সমুদায় রাজ্য ও সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অংশী করিলেও কদাচ তাঁহার ঋণ পরিশোধ হইবে না। বোধ করি, তুমি তাহার গুণ-দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া এ প্রকার অন্যায় কথা বলিতেছ, কিন্তু তুমি কদাচ এরূপ মনে করিও না, যে আমি হিংস্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া কদাচ তাঁহার প্রতি অন্যায়াচরণ করিব। সিন্ধবাদ নামক কোন রাজা আপনার পুত্রের বধের নিমিত্ত অনুমতি প্রদান করিলে তদীয় মন্ত্রী তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে।" ইহা শুনিয়া মন্ত্রী কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ! তিনি কি বলিয়াছিলেন?" রাজা কহিলেন, "সচিব নৃপতিকে এই কথা বলিয়াছিলেন, যে বিমাতার কথা বিশ্বাস করিয়া পুত্রের প্রাণসংহার করিলে, পরিশেষে আপনাকে তজ্জন্য অনুতাপ করিতে হইবে. এই কথা বলিয়া উক্ত মন্ত্রী সিন্ধবাদ রাজাকে উদাহরণস্বরূপ একটী গল্প বলেন, তাহা এই।"
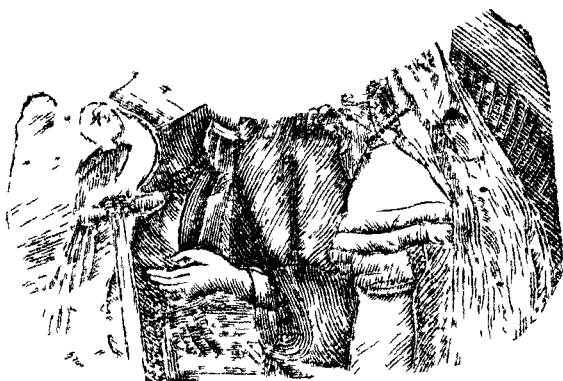
এক মনুষ্য ও শুকপক্ষীর কথা।

কোন এক ভদ্রলোকের এক পরম রূপবতী ভার্য্যা ছিল তিনি তাহার প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন যে এক নিমেষও পত্নীকে দৃষ্টি পথের বহির্ভূত করিতেন না। একদা কোন গুরুতর কার্য্যবশতঃ তাঁহার স্থানান্তর গমনের প্রয়োজন হওয়াতে, তিনি একটী শুক পক্ষী ক্রয় করিয়া আনিলেন। ঐ শুক সুস্পষ্টরূপে কথা কহিত, এবং তাহার সম্মুখে যাহা কিছু ঘটিত তাহার সবিশেষ বর্ণন করিতে পারিত। তিনি শুককে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া বনিতা হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, ''প্রিয়ে! যাবৎ না আমি গৃহে ফিরিয়া আসি, তাবৎ তুমি এই পক্ষীটীকে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক পালন করিও।" এই কথা বলিয়া তিনি বাটী হইতে চলিয়া গেলেন। পরে কর্ম্ম সমাধা হইলে তিনি স্বভবনে প্রত্যাগত হইয়া প্রথমতঃ শুককে নির্জ্জনে বলিলেন, '' শুক! আমার অনুপস্থিতিতে বাটীতে কি কি ঘটিয়াছিল তাহা সবিশেষ বর্ণন কর।' শুক তাঁহার পত্নীর যে যে দুষ্ক্রিয়া দেখিয়াছিল, তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত ব্যক্ত করিয়া বলিল। তাহাতে ঐ ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। দুষ্টা রমণী এইরূপে অপমানিতা হইয়া অনুমান করিল, দাসীদিগের মধ্যে কেহ না কেহ এই কথা প্রকাশ করিয়াছে, সুতরাং তাহাদিগকে বহু তিরস্কার করিয়া বলিল,''তোদের কি এই কায?'তাহারা সপথ করিয়া বলিল, ' ঠাকুরাণি! আমরা ইহার কিছুই জানি না, তবে বোধ হয় ঐ শুকটা রহস্য ভেদ করিয়া থাকিবে।" ইহা শুনিয়া ঐ কুলটা শুককেই আত্মদোষপ্রকাশের একমাত্র কারণ স্থির করিয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রদানার্থ এবং ভর্ত্তার অন্তঃকরণ হইতে স্বচরিত্রবিষয়ক সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে লাগিল।

গমন করিলে, সেই
' অদ্য রজনীতে
৮২ শুক পক্ষীর   ' যাঁতা ঘুরাইবি।"
তাহার এক জনকে বলিল   র উপর হইতে জল
ফেলিবি, যেন বোধ হয় বৃষ্টি   পর এক দাসীকে কহিল,
"তুই প্রদীপের নিকটে একখান দ . . . . য়া তাহা এরূপ ভাবে সঞ্চা-
লন করিবি, যেন শুকের চক্ষে তাহার বিলক্ষণ আভা লাগে।" দাসীরা
প্রভু-পত্নীর আজ্ঞানুসারে রাত্রির ভূরিভাগ ঐ প্রকার করিয়া অতি-
বাহিত করিল। পরদিন গৃহ স্বামী বাটীতে আসিয়া শুককে জিজ্ঞাসা
করিলেন, "শুক! গতরাত্রি আমার অনুপস্থিতিতে বাটীতে কি কি হইয়া-
ছিল?" শুক উত্তর করিল, "প্রভো! গতরাত্রে বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাতের সহিত
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়াতে আমার এরূপ কষ্ট হইয়াছিল, যে আমি তাহা
বর্ণন করিতে একান্ত অসমর্থ।" গৃহ স্বামী জানিতেন যে, সে রাত্রি এ
সকল কিছুই হয় নাই, সুতরাং শুক পক্ষীর এই কথা শুনিয়া তিনি মনে
মনে বলিলেন, "হায়! আমি এই অবোধ পক্ষীর কথায় বিশ্বাস
করিয়া চিরপ্রণয়িনীর প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ করিলাম! যখন এ আমার
সমক্ষে একবার মিথ্যা কথা বলিল, তখন এ আমার প্রিয়তমার চরিত্র
বিষয়েও নিশ্চয় অলীক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে।" ইহা বলিয়া ঐ
অবিবেচক গৃহী ক্রোধান্ধ হইয়া শুককে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া
এরূপ বলপূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিল, যে তৎক্ষণাৎ সে প্রাণত্যাগ
করিল। কিন্তু পরিশেষে প্রতিবেশিদিগের মুখে আপন বনিতার
ব্যভিচারবিষয় শুনিয়া শুককে নির্দ্দোষী বিবেচনা করিয়া ঐ গৃহী যৎ-
পরোনাস্তি অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

ধীবর দৈত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিল, হে দানবাধম! গ্রীস-
দেশীয় রাজা এইরূপে শুকের গল্প সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, "সচিব!
ঐ কুলটা যে প্রকার শুক পক্ষীর প্রতি ঈর্ষাপ্রকাশ করতঃ তাহার প্রাণ
সংহার করিয়াছিল, তুমিও তদ্রূপ বিদ্বেষবশতঃ দোবান চিকিৎসকের
অনিষ্টচেষ্টা করিতেছ, কিন্তু আমি সাবধান হইলাম, কদাচ সেই শুক-
নাশক গৃহীর ন্যায় দোবানকে বধ করিয়া পশ্চাত্তাপে খিন্ন হইব না।"
উক্তাশয় মন্ত্রী দোবান চিকিৎসককে নষ্ট করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র
হইয়াছিল, সুতরাং নৃপতি কর্ত্তৃক সে এইরূপে প্রত্যাদিষ্ট হইয়াও
তাহা হইতে ক্ষান্ত না হইয়া পুনরায় বলিল, "মহারাজ! শুক পক্ষীর
হত্যা একটা তুচ্ছ বিষয়, এবং আমি বোধ করি, তাহার নিমিত্ত তদীয়
প্রভু অধিক দিন দুঃখপ্রকাশ করেন নাই; কিন্তু কি জন্য মহারাজের
এরূপ শঙ্কা হইতেছে যে, দোবান চিকিৎসকের দণ্ডবিধান করিলে নির-
পরাধীর প্রতি অত্যাচার করা হইবে? যে ব্যক্তি মহারাজের প্রাণহানি

করিতে অভি...
কর্ম্ম বোধ হয়...
...গের স্থায় নহে
হরণ করিতে অভি... ...স্থিত হইলেও
তাহাকে তৎক্ষণাৎ ন... ...হারাজ! দেওয়ান যে
অপরাধী তদ্বিষয়ে অণু... ...যেহেতু তাহার দেশ পরি-
ত্যাগ করিয়া এস্থানে আসিবার অভিপ্রায় যে কেবল মহারাজকে নষ্ট করা ইহা বিলক্ষণরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। হে রাজেন্দ্র! আপনি কদাচ এরূপ মনে করিবেন না, যে আমি ঈর্ষাবশতঃ তাহার শত্রুতা করিতেছি, কেবল মহারাজের পাছে কোন বিপদ ঘটে এই ভয়ে আমি আপনাকে সতর্ক করিয়া দিলাম। মহারাজ! যদি আমি মিথ্যা বলিয়া থাকি, তাহা হইলে কিছুকাল পূর্ব্বে এক মন্ত্রীর যেরূপ শাস্তি হইয়াছিল, আমাকেও আপনি সেইরূপ শাস্তি দিবেন।" গ্রীসদেশীয় রাজা বলিলেন, "মন্ত্রী কি দণ্ডার্হকর্ম্ম করিয়াছিল?" মন্ত্রী কহিল, "মহারাজ! আমি নিবেদন করিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।"

দণ্ডিত মন্ত্রীর কথা।

মহারাজ! পূর্ব্বকালে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার মৃগয়াসক্ত একটী পুত্র ছিল। ভূপতি আত্মজের মৃগয়ানুরাগ দেখিয়া বাৎসল্যবশতঃ সর্ব্বদা তাঁহাকে ঐরূপ আমোদ করিতে প্রশ্রয় দিতেন, কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর প্রতি আজ্ঞা করিয়াছিলেন, "অমাত্য! তুমি সর্ব্বদা কুমারের সঙ্গে থাকিবে, কদাচ যেন তিনি তোমার চক্ষুর অগোচর না হন।" একদা মৃগয়ার্থ তাঁহার সমভিব্যাহারী শিকারীরা একটী মৃগের অনুসন্ধান করিয়া দিলে, মন্ত্রিবর তাঁহার পশ্চাতে আছেন এরূপ বিবেচনা করিয়া রাজপুত্র মৃগকে বাণবিদ্ধ করিবার নিমিত্ত এমতবেগে এবং এরূপ ঔৎসুক্যের সহিত তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন, যে অল্পকাল মধ্যেই বহুদূর গমন করিয়া একাকী হইয়া পড়িলেন। রাজকুমার এইরূপে আপনাকে অসহায় ও পথভ্রষ্ট দেখিয়া মৃগয়ানুসরণ ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অনুযাত্রিকগণের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইবার নিমিত্ত আর অগ্রসর না হইয়া যে পথ দিয়া গমন করিয়াছিলেন সেই পথের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু যৎকালে মৃগের অনুগমন করেন, সে সময়ে অত্যন্ত বেগে যাওয়াতে তাঁহার পথ পরিচিত হয় নাই, সুতরাং এক্ষণে গন্তব্য পথ স্থির করিতে না পারিয়া বিপথে গিয়া পড়িলেন। রাজনন্দন এইরূপে পথ হারাইয়া কোন এক নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ না করিয়া বিষণ্নমনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিলেন

ছে। রাজপুত্র
পূর্ব্বক অশ্বকে
এখানে একাকিনী
ক্রন্দন করিতেছ ভারতবর্ষীয় এক
রাজার কন্যা, পিতার অশ্বারোহণপূর্ব্বক ইত-
স্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলাম, কা... আকর্ষণ হওয়াতে অশ্বো-
পরি নিদ্রিত হই, পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম আমি একাকিনী
এই বিজন প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, অশ্ব এবং সহচরীগণ
কে কোথায় গিয়াছে, কিছুই বলিতে পারি না। তচ্ছ্রবণে যুবরাজ
তাহার প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন, "যদি তুমি আমার সঙ্গে যাইতে
ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, এই অশ্বের পশ্চাদ্ভাগে আরোহণ কর।"
কামিনী আগ্রহপ্রকাশপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতা হইল।

অনন্তর উভয়ে অশ্বারোহণপূর্ব্বক কিয়দ্দূর গমন করিলে, সহসা
একটা প্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট অট্টালিকা তাহাদিগের নয়নপথে পতিত
হইল। কামিনী তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া রাজপুত্রকে আপনার অশ্ব
হইতে অবতরণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, রাজতনয় তাহাকে নামাইয়া
দিলেন, এবং স্বয়ংও ঘোটক হইতে অবরোহণ করিয়া অশ্বের প্রগ্রহ
ধারণপূর্ব্বক সুন্দরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। ক্রমে যুবতী
বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, রাজকুমার বিস্মিত হইয়া, শুনিলেন, সে
তন্মধ্য হইতে বলিতে লাগিল, "পুত্রগণ কোথায় গেলি, অদ্য তোদের
আহারের নিমিত্ত একটী হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ যুবক ধরিয়া আনীয়াছি।" তিনি
আরও শুনিলেন, পরক্ষণেই তাহার পুত্রেরা চীৎকার করিয়া বলিল,
"কই মা সে কোথায়? তাহাকে শীঘ্র দাও না, অদ্য আমরা অত্যন্ত
ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি।"

রাজকুমার ঐ সমস্ত কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আপনি যে বিষম
বিপদে পড়িয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া মহাশঙ্কিত হইলেন।
এক্ষণে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতীতি হইল যে এ কামিনী কখনই মানবী নহে,
সে কেবল প্রবঞ্চনা করিবার নিমিত্ত মিথ্যা করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান
করিয়াছে। তখন তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এই মায়াবিনী
রাক্ষসী জনশূন্য স্থানে বাস করতঃ বিবিধ মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক হতভাগ্য
পান্থগণকে মুগ্ধ করিয়া এইরূপ কৌশলে আত্মসাৎ করতঃ ভক্ষণ করে।
এক্ষণে করি কি? এ সময়ে অবসন্ন হইয়া একবারে নিশ্চেষ্ট হইলে
নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটিবে।" রাজনন্দন ইহা বলিয়া সাহসে নির্ভর করিয়া
তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিলেন। রাজকন্যারূপিণী নিশাচরী মুহূর্ত্ত
মধ্যেই তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজপুত্র অশ্বারূঢ় হইয়াছেন,
শীঘ্রই প্রস্থান করিবেন, সুতরাং পাছে আপনার চাতুরী বিফল হয়, ইহা

ভাবিয়া সে র।
তোমার ভয় কি
তুমি কি অন্বেষণ
য়াছি, এজন্য তা.   ।।চরী বলিল,
"যদ্যপি তুমি পথভ্রু.   বরে আত্ম-সমর্পণ কর,
তিনিই তোমাকে এ সঙ্কট   . করিবেন।"

রাক্ষসী সরলতাপূর্ব্বক তাহাকে এরূপ উপদেশ দিতেছে, রাজতনয়ের কদাচ এমত বিশ্বাস হইল না। তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন তাঁহাকে স্বায়ত্ত বোধ করিয়া সে উপহাসপূর্ব্বক এ প্রকার রাগ বিন্যাস করিতেছে। যাহা হউক, তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করতঃ কহিতে লাগিলেন, "হে প্রভো! হে সর্ব্বশক্তিমান্! আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া এই শত্রুর হস্ত হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন।" রাজপুত্রের এইরূপ প্রার্থনা শেষ হইলে, নিশাচরী পুনরায় সেই ভগ্ন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, যুবরাজও সাধ্যানুসারে সত্বর হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি এক্ষণে প্রকৃত পথ দেখিতে পাইয়া নির্ব্বিঘ্নে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং মন্ত্রীর অনবধানতাবশতঃ তিনি যে বিপদে পড়িয়াছিলেন তদ্বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পিতার সমীপে বর্ণন করিলে। ভূপতি তাহা শুনিয়া সাতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন, এবং মন্ত্রীর শিরশ্ছেদনার্থ তৎক্ষণাৎ অনুমতি প্রদান করিলেন।

গ্রীসদেশীয় রাজার খলস্বভাব মন্ত্রী ঐ গল্প সমাপ্ত করিয়া বলিল, "মহারাজ! যদ্যপি এ বিষয়ে আমার কোন দোষ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ঐ অমাত্যের মত আমার প্রাণদণ্ড করিবেন, কিন্তু মহারাজকে আমি পুনরায় সাবধান করিয়া দিতেছি, কদাচ দোবান চিকিৎসককে বিশ্বাস করিবেন না, তাহা হইলে মহারাজের বিষম অনর্থ ঘটিবে। আমি স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি সে কেবল আপনাকে নষ্ট করিবার নিমিত্ত শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া এস্থানে আসিয়াছে। মহারাজ বলিতেছেন, সে ব্যক্তি আপনার রোগ শান্তি করিয়াছে, কিন্তু তাহারই বা স্থিরতা কি? হয়তো সে আন্তরিক রোগের সঞ্চার রাখিয়া কেবল বাহ্য পীড়ার উপশম করিয়া থাকিবেক। কে এরূপ বলিতে পারে, যে তাহার ঔষধবলে আর কখনও এই ব্যাধি প্রকাশ পাইবে না। মহারাজ তো বিলক্ষণ বুদ্ধিজীবী, আপনিই বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, এক দিনের চিকিৎসায় এই দীর্ঘকালীন রোগের উপশম হইতে পারে কি না?"

গ্রীসদেশীয় রাজা স্বভাবতঃ অল্পবুদ্ধি ছিলেন, সুতরাং মন্ত্রীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে ভাবিলেন, ইহা সত্য হইতেও পারে, এবং পরিশেষে মন্ত্রীকে বলিলেন, "মন্ত্রীবর! তুমি যাহা বলি-

এ ব্যাক্তে নিশ্চয়

ঔষধের আঘ্রাণ

এক্ষণে এ বিপদ্

হইতে উদ্ধার প। দেখি।”

দুষ্টাশয় মন্ত্রী নৃ. অনুসরণ করিতে উন্মুখ দেখিয়া বলিল, ‘‘মহারাজ! নিরাপদ্ করিবার নিমিত্ত এস্থলে একমাত্র উৎকৃষ্ট উপায় এই, দোবানকে এই মুহূর্ত্তেই এস্থানে আহ্বান করিয়া অবিলম্বে তাহার শিরশ্ছেদন করা। এরূপ শত্রুকে ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে দেওয়া উচিত নহে, কি জানি কখন কি মহারাজের অনিষ্টচেষ্টা করে।” রাজা বলিলেন, ‘‘তুমি যুক্তিসঙ্গত কথাই বলিয়াছ, এরূপ না করিলে তাহার দুরভিসন্ধি নিবারণের উপায়ান্তর নাই।” ইহা বলিয়া দোবানকে তথায় আনীবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ এক জন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। দোবান রাজার অভিপ্রায় কিছুই জানিতেন না, সুতরাং ভূপতির আদেশ প্রাপ্তিমাত্রে নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বৈদ্যরাজ রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবামাত্র ভূপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘দোবান! আমি তোমাকে কি জন্য আহ্বান করিয়াছি, কিছু বুঝিতে পারিয়াছ?” দোবান উত্তর করিলেন, ‘‘মহারাজ! আমি কিছুই জানি না, অনুমতি করুন।” রাজা বলিলেন, ‘‘আমি তোমাকে সংহার করিয়া তোমার হস্ত হইতে আত্মাকে রক্ষা করিব, এই নিমিত্ত তোমাকে আহ্বান করিয়াছি।” দোবান এই কথা শুনিবামাত্র একবারে হতজ্ঞান ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, ‘‘মহারাজ! আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যে আমাকে বধ করিবেন?” রাজা বলিলেন, ‘‘আমি কোন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছি, তুমি কেবল আমার প্রাণহিংসার্থ রাজসভায় আসিয়াছ, সুতরাং তোমাকে নষ্ট করিয়া আমি নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ্ হইব।” ইহা বলিয়া সন্নিহিত ঘাতককে আজ্ঞা করিলেন, ‘‘শীঘ্র এই বিশ্বাসঘাতকের শিরশ্ছেদন কর।”

চিকিৎসক ভূপতির এই নিষ্ঠুর আজ্ঞা শ্রবণ করিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, রাজদত্ত ঐশ্বর্য্য ও সম্মান দর্শন করিয়া কোন ব্যক্তি বিদ্বেষবশতঃ শত্রুতা করিয়া তাঁহার প্রতি রাজার মনোভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। তখন তিনি আক্ষেপ করিয়া মনে মনে কহিলেন, ‘‘হায়! আমি এই আশুপ্রত্যয়ী রাজাকে রোগমুক্ত করিয়া আপনার কাল ঘটাইলাম!” অনন্তর রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘‘মহারাজ! আপনাকে যে দুঃসাধ্য ব্যাধি হইতে উদ্ধার করিলাম তাহারই কি এই পুরস্কার হইল?” রাজা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনরায়

ঘাতককে বলিলে
হইয়া কহিলেন,
করিবেন না, জগদী
রূপে বিস্তর স্তবস্তুতি ... ...ার কথায় কর্ণ-
পাত না করিয়া বলিলে ... হইবার নহে। আমি
নিশ্চয়ই তোমার প্রাণ সংহ... ...তুবা তুমি আমার প্রাণহন্তা
হইবে।" এতৎশ্রবণে চিকিৎসকের চক্ষুঃ হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, এবং তিনি বহু বিলাপ করিয়া পরিশেষে প্রাণবিসর্জ্জনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর যখন ঘাতক তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বসনাবৃত এবং করযুগল বদ্ধ করিয়া তাঁহার কণ্ঠচ্ছেদনার্থ খড়্গোত্তোলন করিতে উদ্যত হইল, তখন তিনি ভূমিতে পাতিত জানু হইয়া করুণস্বরে রাজাকে বলিলেন, "হে পৃথিবীশ্বর! আমাকে বধ করা যদি আপনার একান্তই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমাকে অন্ততঃ একবার গৃহে যাইতে দিউন. আমি পুত্র কলত্রাদির নিকটে জন্মের মত বিদায় লইয়া এবং বিষয়াদির শৃঙ্খলা করিয়া আসি, আর আমার যে সকল উৎকৃষ্ট২ গ্রন্থ আছে তাহা যাহাদিগের হস্তে পতিত হইলে জগতের উপকার হইবে, সেই সকল ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়া আসি, এবং তন্মধ্যে আমার একখানি চমৎকার গ্রন্থ আছে উহা মহারাজকে প্রদান করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিব।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ চমৎকার গ্রন্থের বিশেষ গুণ কি?" চিকিৎসক উত্তর করিলেন, "ঐ গ্রন্থে বিবিধ অদ্ভুত বিষয় বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে অত্যাশ্চর্য্য বিষয় এই. যে যৎকালে আমার মস্তক ছিন্ন হইবে, সে সময় যদি মহারাজ কিঞ্চিৎ আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক ঐ গ্রন্থের ষষ্ঠপত্র প্রসারিত করিয়া বাম-পৃষ্ঠের তৃতীয় পংক্তি পাঠ করেন, তাহা হইলে আপনি যে কোন প্রশ্ন করিবেন, আমার ছিন্ন-মুণ্ড তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করিবে।"

রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া পর দিবস পর্য্যন্ত চিকিৎসকের শিরশ্ছেদন করা স্থগিত রাখিলেন, এবং তাঁহাকে সৈন্যগণ-পরিবেষ্টিত করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বৈদ্য গৃহে যাইয়া স্বীয় সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার প্রাণদণ্ডের পর ছিন্ন মস্তক কথা কহিবে, এই জনরব সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়াতে, মন্ত্রী, সভাসদ্ ও রাজভবনস্থ তাবৎ লোক তদ্দর্শনমানসে পর দিবস রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর দোবান এক খান প্রকাণ্ড গ্রন্থ হস্তে করিয়া রাজসভায় প্রবিষ্ট হইলেন, এবং বিনীতভাবে সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! একটা পাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ জল আনয়ন করিতে অনুমতি হয়।" রাজাজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ জল আনীত হইলে, তিনি গ্রন্থের আবরণ

প্রদানপুরঃসর

...ইবে, তখন ছিন্ন

...াতে শোণিতস্রাব

নিবৃত্তি পাইবে, ... বন আমার ছিন্ন মস্তক

তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর ... মহারাজ! আমি আপ-
নাকে অনুনয় করিয়া প্রার্থনা ... দয়াপ্রকাশপূর্ব্বক আমার
বধাজ্ঞা স্থগিত করুন, আমি আপনাকে যথার্থ বলিতেছি, আমার কোন
অপরাধ নাই।” রাজা বলিলেন, “বৃথা কেন আর প্রার্থনা কর, যদিও
তোমার কোন অপরাধ না থাকে, তথাপি তোমার ছিন্ন মুণ্ড কথা
কহিবে, এই কৌতুক দেখিবার নিমিত্তও অন্ততঃ তোমাকে নষ্ট করিব।
ইহা বলিয়া তিনি দোবানের হস্ত হইতে পুস্তক খানি গ্রহণ করিয়া তৎ-
ক্ষণাৎ ঘাতককে শিরশ্ছেদন করিতে অনুমতি দিলেন।”

ঘাতকপুরুষ এরূপ নিপুণতার সহিত দোবানের কণ্ঠচ্ছেদন করিল,
যে তদীয় মস্তক এককালে পাত্রের উপর গিয়া পড়িল। ছিন্নমুণ্ড তাহার
উপর পড়িবামাত্র রুধিরপতন বন্ধ হইল। তখন মুণ্ড সকলকে বিস্মিত
করিয়া নেত্রোন্মীলনপূর্ব্বক বলিল, “মহারাজ! এক্ষণে গ্রন্থ খুলিয়া
দেখুন।” রাজা গ্রন্থ খুলিলেন, কিন্তু তাহার পত্র সকল পরস্পর অত্যন্ত
সংলগ্ন ছিল, সুতরাং জিহ্বাগ্রে অঙ্গুলি প্রদানপূর্ব্বক মুখামৃতে অঙ্গুলি
আর্দ্র করিয়া এক এক খানি পাতা খুলিতে লাগিলেন। ভূপতি এইরূপে
ষষ্ঠ পত্র পর্য্যন্ত উল্টাইয়া গেলেন, পরন্তু ইহার কোন পত্রেই লেখা
দেখিতে পাইলেন না। পরে চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে
বৈদ্য! ইহার কোন পত্রেই যে লেখা দেখিতে পাই না?” মুণ্ড উত্তর
করিল, “আরও কয়েক পত্র উল্টাইয়া যাউন।” এইরূপে রাজা এক এক
বার রসনাগ্রে অঙ্গুলি প্রদানপূর্ব্বক এক এক খানি পত্র উল্টাইতে লাগি-
লেন। ঐ গ্রন্থের প্রত্যেক পত্র বিষলিপ্ত ছিল, সুতরাং আর্দ্রাঙ্গুলি-
সংযোগে ঐ বিষ জিহ্বা দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে রাজার সমস্ত
শরীরে প্রবেশ করিল, তাহাতে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া তৎক্ষণাৎ সিংহা-
সন হইতে ভূতলে পড়িলেন। অনন্তর যখন দোবানের ছিন্ন মস্তক
দেখিল, রাজা মৃতপ্রায়, তখন সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “রে দুরাচার নৃপা-
ধম! তুই যেমন নিরপরাধে আমার প্রাণ সংহার করিলি, আমিও সেই
রূপ তোকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিলাম। অন্যায়পূর্ব্বক নিষ্ঠুরতা-
চরণ করিলে জগদীশ্বরের নিকটে এই প্রকার শাস্তি পাইতে হয়।”
এই কথা বলিতে বলিতে দোবানের প্রাণ বিয়োগ হইল, ভূপতিও
মুহূর্ত্তমধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

ধীবর এই গল্প সমাপ্ত করিয়া দৈত্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল,
“অহে দৈত্য! যদি গ্রীসদেশীয় রাজা দোবান চিকিৎসকের প্রাণসংহার

না করিতেন, ত
কিন্তু তিনি ক্ষুব্ধ
তাহাকে নষ্ট করি,
আমাতেও ঠিক সেই কে বলিলাম,
আমার কোন দোষ না এখন তুমি আমার
কথায় কর্ণপাত করিলে। ...ার হস্তেই তোমার জীবন,
অতএব আমি ে তোমার প্রতি কদাচ দয়া প্রকাশ করিব না, তোমাকে
নিশ্চয়ই সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করিব।" ইহা শুনিয়া দৈত্য সাতিশয়
কাতর হইয়া বলিল, "দোহাই ধীবর! তুমি সত্য সত্যই আমাকে সমুদ্রের
মধ্যে ফেলিয়া দিও না, আমার একটি কথা শুন, আমি শপথপূর্ব্বক
অঙ্গীকার করিতেছি, কদাচ তোমার অপকার করিব না, প্রত্যুত
তোমাকে এমন কোন উপায় বলিয়া দিব যদ্দ্বারা তুমি চিরকাল অনন্ত
ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পারিবে।"

ধীবর দারিদ্র্য নিবন্ধন চিরকাল অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ
করিত, সুতরাং ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত
হইল, পরন্তু দৈত্য পাছে স্বীয় অঙ্গীকার পালন না করে, এই ভয়ে
তাহাকে কহিল, "দৈত্য! তোমার কথায় আমার সহসা বিশ্বাস হয় না,
যদ্যপি তুমি ঈশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক শপথ করিয়া বল, কখন আমার
অনিষ্ট চেষ্টা করিবে না, এবং এই মাত্র যে কথা বলিলে, তাহা উত্তর
কালে পালন করিবে, তাহা হইলে আমি তোমাকে কলস হইতে মুক্ত
করিয়া দেই।" দৈত্য শপথ করিয়া বলিল, "আমি কদাচ তোমার
অনিষ্টোৎপাদন করিব না।" ধীবর তৎশ্রবণে কলসের মুখ অনাবৃত
করিল, এবং অবিলম্বেই সেই ধূমরূপী দৈত্য পূর্ব্ববৎ তন্মধ্য হইতে নির্গত
হইয়া স্বীয় মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক অগ্রেই পদাঘাত দ্বারা কলসটা সমুদ্র
গর্ভে ফেলিয়া দিল। তদ্দর্শনে ধীবর অত্যন্ত শঙ্কিত হইল। দৈত্য
ধীবরকে সংত্রস্ত দেখিয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক বলিল, "অহে ধীবর! তুমি
ভীত হইও না, আমি কেবল পরিহাসচ্ছলে এরূপ করিলাম তুমি জাল
লইয়া আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করি-
তেছি। ইহা বলিয়া দৈত্য গমনারম্ভ করিল, ধীবরও জালস্কন্ধে তাহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত দৈত্যের কথায়
মৎস্যজীবীর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই।

অনন্তর তাহারা নগর ছাড়াইয়া ক্রমে ক্রমে একটা পর্ব্বতের শিখর
দেশে উঠিল, এবং তথা হইতে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নামিয়া কিঞ্চিৎ
দূর গমন করিয়া গিরিচতুষ্টয়ের মধ্যবর্ত্তী এক সরোবরের নিকটে গিয়া
উপস্থিত হইল। দৈত্য সেই পুষ্করিণীর তটে দণ্ডায়মান হইয়া ধীবরকে
বলিল, "তুমি এই জলাশয়ে জাল নিক্ষেপ করিয়া মৎস্য ধর।" ধীবর

-স্য বিবিধবর্ণে
ধীবর হৃষ্টচিত্ত
ধরিল। ধীবর
আর কখনও· ংসে তাহা দেখিয়া
অত্যন্ত চমৎকৃত হই· ক্রীত হইতে পারিবে
ইহা ভাবিয়া যৎপরোনাস্তি - দৈত্য বলিল, " ধীবর! তুমি এই মৎস্য গুলিকে লইয়া গিয়া ভূপতিকে উপহারস্বরূপ প্রদান কর, তিনি প্রীত হইয়া তোমাকে এরূপ ধন দিবেন, যে তুমি শরীর ধারণে কখন সেরূপ ধন চক্ষেও দেখ নাই। আর তুমি প্রত্যহ এই স্থানে আসিয়া মৎস্য ধরিও, কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, কদাচ দিনে একবারের অধিক জালক্ষেপ করিও না, তাহা করিলে তোমাকে বিপদে পড়িতে হইবে। এক্ষণে আমি যাহা উপদেশ দিলাম, তুমি সাবধান হইয়া যদি তদনুসারে চল, তাহা হইলে, তুমি পরমসুখে কালযাপন করিতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া দৈত্য অন্তর্হিত হইল।

ধীবর ও চারিটী মৎস্য।

অনন্তর ধীবর দৈত্যের পরামর্শানুযায়ী আচরণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া দ্বিতীয় বার জাল নিক্ষেপ না করিয়া সেই কয়েকটী মৎস্য গ্রহণ-পূর্ব্বক সানন্দমনে একবারে রাজসদনে গমনপূর্ব্বক নৃপতিকে ঐ চারিটী মৎস্য উপঢৌকন দিল। রাজা সেই অপূর্ব্ব মৎস্য গুলি দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত হইলেন, এবং তাহাদিগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অবশেষ মন্ত্রীকে বলিলেন, " সচিব! কয়েক দিবস হইল গ্রীসদেশীয় রাজা আমার নিকটে যে এক উৎকৃষ্ট পাচিকা পাঠা-

ইয়া দিয়াছেন
কর, তদ্দারা ত
চয় পাওয়া যাই
সুন্দর ভোজনেও সে

মন্ত্রী স্বয়ং সেই ,, এবং পাচিকার হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়া কহি ...জর অনুমতি হইয়াছে তোমাকে এই চারিটী মৎস্য ভাল করিয়া ভাজিতে হইবে।" অমাত্য ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ রাজান্তিকে প্রত্যাগমন করিলে, নৃপতি তাঁহার প্রতি আদেশ করিলেন, "ধীবরকে চারি শত স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দাও।" ধীবর জন্মাবধি কখন তত টাকা একত্র দেখে নাই, সুতরাং এককালে চারি শত স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া পুলকিতান্তঃকরণে স্বগৃহে গমন করিল।

এদিকে পাচিকা মৎস্যগুলি শল্কহীন করিয়া কটাহ মধ্যে তপ্ততৈলে নিক্ষেপ করিয়া ভাজিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে সে গুলির এক দিক্ ভৃষ্ট হইলে অন্য দিক ভাজিবার নিমিত্ত মৎস্য কয়েকটীকে উল্টাইয়া দিবামাত্র,সহসা রন্ধনশালার ভিত্তি ভেদ করিয়া তন্মধ্য হইতে নানাভরণভূষিতা পরমরূপবতী এক কামিনী যষ্টিহস্তে নির্গত হইয়া কটাহ সমীপে উপস্থিত হইয়া যষ্টিদ্বারা প্রত্যেক মৎস্যকে স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হে মীন! তুমি কি নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছ?" মৎস্যগণ কোন উত্তরপ্রদান না করাতে, রমণী পুনরায় ঐ কথা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহাতে মীনচতুষ্টয় মস্তক তুলিয়া বলিল, "হাঁ হাঁ, যদি তুমি ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে আমরাও ফিরিয়া যাইব, যদি তুমি আইস তবে আমরাও আসিব, আর যদি তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর, তবে আমরাও তোমাকে পরিত্যাগ করিব।" তাহারা এই কথা বলিবামাত্র কামিনী কটাহটা উল্টাইয়া দিয়া প্রাচীর মধ্যে প্রবিষ্টা হইল, এবং ভিত্তি পূর্ব্ববৎ সমান হইয়া গেল।

রন্ধনকারিণী এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া চমৎকৃতা হইয়া ক্ষণকাল কিংকর্ত্তব্যতা-বিমূঢ়া হইয়া রহিল। পরে চুল্লী হইতে মৎস্য গুলি তুলিয়া দেখিল সে গুলি ভস্মপ্রায় হইয়াছে, সুতরাং কোনক্রমেই তাহা রাজার নিকটে পাঠান যাইতে পারে না তাহাতে সে মহাশঙ্কিতা হইয়া কহিল, "হায়! বিধাতা আমার ভাগ্যে অদ্য কি লিখিয়াছেন? যাহা দর্শন করিলাম, তাহা ভূপতির সমক্ষে বলিলে, তিনি কদাচ বিশ্বাস করিবেন না,পরন্তু আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি ক্রোধ করিবেন।" পাচিকা একাকিনী রন্ধনশালায় বসিয়া এইরূপে বিলাপ করিতেছে, ইত্যবসরে প্রধানামাত্য তথায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মৎস্য ভাজা হইয়াছে?"পাচিকা এ বিষয়ে কি উত্তর দিবে সুতরাং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল,তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত অবিকল বর্ণন করিল। মন্ত্রী

ধয় না জানাইয়া
.ত নিরন্ত রাখিয়া
.-.ধীবী. থাকে সেইরূপ আর
চারিটা মৎস্য অ. এক একবারের অধিক
জালক্ষেপ করিতে নি. তাহা প্রকাশ না করিয়া
মন্ত্রীকে বলিল, "মহাশয়! যে . .ত এপ্রকার মৎস্য আনীতে
হইবে, সে স্থান এস্থান হইতে অতি দূর. সুতরাং অদ্য আপনি আর পাই-
বেন না কল্য আপনাকে সেই প্রকার মৎস্য নিশ্চয় আনীয়া দিব।" ইহা
বলিয়া জালজীবী রাত্রিযোগে তথায় যাত্রা করিল, এবং পরদিন প্রাতঃ-
কালে পূর্ব্বের মত চারিটা মৎস্য ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে মন্ত্রীর নিকট
আনীয়া উপস্থিত করিল। অমাত্য স্বয়ং ঐ মৎস্য গুলি স্বহস্তে লইয়া
পাকশালায় প্রবেশ করিলেন, এবং রন্ধনশালার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া
পাচিকাকে স্বসমীপে বসাইয়া পাক করাইতে লাগিলেন। রন্ধন-
কারিণী গত দিবসের ন্যায় কটাহোপরি মৎস্য নিক্ষেপ করিল, এবং
এক দিক্ ভাজা হইলে, যখন অপর দিক উল্টাইয়া দিল. তখন সেই
রূপে প্রাচীর ভেদ করিয়া সেই সুন্দরী দণ্ড হস্তে করিয়া কটাহসমীপে
আগমনপূর্ব্বক পূর্ব্বে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিল সেই প্রকার বলিল,
মৎস্যগণও তদ্রূপ উত্তর প্রদান করিল, তদনন্তর সেই কামিনী কটাহ-
খান উল্টাইয়া দিয়া অন্তর্হিতা হইল এবং প্রাচীরও পূর্ব্ববৎ সমান হইয়া
গেল। অমাত্য এই সমস্ত আশ্চর্য্য কাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ভাবিলেন,
এক্ষণে ইহা রাজার অবিদিত রাখা আর উচিত নহে, সুতরাং রাজ-
সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল অবিকল কহিলেন।
ভূপতি তচ্ছ্রবণে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং স্বয়ং সেই অদ্ভুত
ব্যাপার দর্শন করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া ধীবরকে ডাকাইয়া কহি-
লেন, "ধীবর! তুমি আমাকে সেই প্রকার আর চারিটা মৎস্য আনীয়া
দিতে পার কি না?" ধীবর উত্তর করিল, "মহারাজ! যদি আমাকে
এক দিবস অবকাশ দেন, তাহা হইলে, আমি অনায়াসে আপনাকে
সেই প্রকার মৎস্য আনীয়া দিতে পারি।" ভূপতি তাহাতে সম্মত
হইলে, জালজীবী সেই সরোবরে গমন করিয়া প্রথম বার জাল ফেলি-
য়াই সেই প্রকার চারিটা মৎস্য ধরিল। অনন্তর মৎস্যজীবী সেই
কয়েকটী মৎস্য লইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র ভূপতি
তাহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া পূর্ব্ববৎ চারিশত সুবর্ণ-মুদ্রা তাহাকে
পুরস্কার দিলেন। ধীবর হৃষ্টচিত্তে তথা হইতে চলিয়া গেলে, নৃপতি
রন্ধনের উপকরণ সকল নিজ কুঠরীতে আনাইলেন, এবং স্বয়ং অমা-
ত্যের সহিত তন্মধ্যে থাকিয়া গৃহের দ্বার সকল রুদ্ধ করিয়া মৎস্য
ভাজিতে আরম্ভ করিলেন। অমাত্য মৎস্য গুলিকে শল্ক শূন্য করিয়া

তপ্ত তৈলে নিক্ষে
তাহাদিগের অন্ত
ভেদ করিয়া যুবতী
পুরুষ দণ্ডহস্তে গৃহ. একটী মৎস্য
স্পর্শ করিয়া ভীষণ স্ব তুমি কি আপনার
কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছ ?" কথা শুনিয়া মস্তকোত্তোলন
করিয়া বলিল, "হাঁ হাঁ করিতেছি। যদি তুমি ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে আমরাও ফিরিয়া যাইব, যদি তুমি আইস তবে আমরাও আসিব, আর যদ্যপি তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর, তবে আমরাও তোমাকে পরিত্যাগ করিব।" মৎস্য সকল এই কথা বলিবামাত্র ঐ কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ কটাহখান উল্টাইয়া দিয়া মৎস্যগুলিকে অঙ্গারবর্ণ করিল, তৎপরে যে পথ দিয়া আসিয়াছিল সেই পথ দ্বারা প্রাচীর মধ্যে প্রবেশ করিল, প্রাচীরও পূর্ব্বে যেরূপ ছিল সেইরূপ হইয়া গেল।

রাজা স্বচক্ষে এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া অমাত্যকে বলিলেন, "মন্ত্রিবর! ইহা অতি আশ্চর্য্য কাণ্ড নিশ্চয় ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে, যাহা আমাদিগকে অবশ্যই জানিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মৎস্যজীবীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, ধীবর তথায় উপস্থিত হইলে, রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধীবর! তুমি যে সকল মৎস্য আনীয়া দিয়াছিলে, তদ্দর্শনে আমি অত্যন্ত অস্থির হইয়াছি, তুমি ঐ সকল মৎস্য কোথায় ধরিয়াছ?" মৎস্যজীবী বলিল, "মহারাজ! এখান হইতে ঐ যে পর্ব্বত দেখা যাইতেছে, উহার পশ্চাদ্ভাগে অপর চারিটা ক্ষুদ্র প্রত্যন্ত-পর্ব্বত আছে, ঐ সকলের মধ্যদেশে একটী রমণীয় সরোবর আছে, আমি তথা হইতে প্রতিদিন এইরূপ মৎস্যগুলি ধরিয়া থাকি।" ইহা শুনিয়া রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কখন কি সেই পুষ্করিণী দেখিয়াছ?" মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি বহুকালাবধি ঐ পর্ব্বতের ইতস্ততঃ মৃগয়া করিয়া আসিতেছি, কিন্তু কদাচ সে স্থানে কোন সরোবর দেখি নাই, এবং সেখানে যে কোন সরোবর আছে তাহা কখন কর্ণেও শুনি নাই।" অনন্তর ভূপতি ধীবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধীবর! ঐ পুষ্করিণী রাজবাটী হইতে কত দূরে তুমি বোধ কর?" জালজীবী নিবেদন করিল, "মহারাজ! সে স্থান এখান হইতে তিন ঘণ্টার অধিক কালের পথ নহে।" এতচ্ছ্রবণে নৃপতি স্বীয় সভাসদ্বর্গ সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণপূর্ব্বক সেই সরোবরের অভিমুখে যাত্রা করিলেন, ধীবর পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক সকলের আগে আগে চলিল। অনন্তর সকলে পর্ব্বতারোহণপূর্ব্বক দর্শন করিলেন, নিম্নদেশে এক বিস্তৃত প্রান্তর রহিয়াছে, তদ্দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইলেন, যেহেতু ঐ প্রান্তর পূর্ব্বে কাহারও

... প্রান্তর পার
...ষ্টিত এক মনোহর
... তন্মধ্যে ঐ প্রকার
অনেক মৎস্য ... জা সেই পুষ্করিণীর
তটোপরি দণ্ডায়মা... ...লোচনে ক্ষণকাল ঐ
সকল মৎস্য নিরীক্ষণ করিয়া ... কহিলেন, "এই সরোবর
রাজধানীর এত নিকটবর্ত্তী অথচ তোমরা কেহই কখন ইহা দেখ নাই ?"
তাঁহারা সকলেই বলিলেন. "মহারাজ ! ইহা দেখা দূরে থাক্ কখন
আমরা ইহার নামও শুনি নাই।" রাজা বলিলেন, "তোমরা যখন
কেহই কখন এই পুষ্করিণীর কথা শুন নাই, তখন এই সরোবর নিশ্চয়ই
নূতন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু কিপ্রকারে ইহা এস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল
এবং কি জন্যই বা অত্রস্থ মীনগণের চারি প্রকার বর্ণ হইল, এ বিষয়ের
তথ্যানুসন্ধান করা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়. অতএব আমি
প্রতিজ্ঞা করিলাম, ইহার তত্ত্ব না জানিয়া আমি কখনই রাজধানী
প্রতি গমন করিব না।" ইহা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় শিবির
স্থাপনপূর্ব্বক পারিষদবর্গকে অবস্থিতি করিতে অনুমতি দিলেন।

অনন্তর রাত্রিকালে সকলে নিদ্রিত হইলে, নৃপতি অমাত্যকে
বলিলেন, "মন্ত্রিবর ! এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া অবধি আমার
চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত না আমি ইহার যথার্থ কারণ
নির্ণয় করিতে পারিব সে পর্য্যন্ত আমার অন্তঃকরণ কখনই সুস্থির
হইবে না, অতএব আমি এই রাত্রিযোগেই প্রচ্ছন্নভাবে শিবির হইতে
বহির্গত হইয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান করিব, তুমি সাবধান হইও যেন
এবিষয় অন্য কেহ জানিতে না পারে।" মন্ত্রী এই অসমসাহসিক কার্য্য
হইতে নৃপতিকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু
তিনি কিছুতেই ক্ষান্ত না হইয়া নিশীথ সময়ে ভ্রমণের উপযুক্ত পরি-
চ্ছদাদি পরিধানপূর্ব্বক হস্তে খড়্গ লইয়া পূর্ব্বোক্ত শৈলের উপর
আরোহণ করিলেন। তদনন্তর অপর যে একটী প্রান্তর ছিল তন্মধ্য দিয়া
তিনি যাইতে লাগিলেন. ইতিমধ্যে রাত্রি প্রভাতা হইল, তাহাতে তিনি
দেখিতে পাইলেন, বহু দূরে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা রহিয়াছে। অন-
ন্তর তিনি ঐ অট্টালিকার নিকটে যাইয়া দেখিলেন উহা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে
নির্ম্মিত এবং দর্পণেরন্যায় উজ্জ্বল ইস্পাতের পত্রে আবৃত। রাজা ঐ
পুরী দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ; এবং ক্ষণকাল একদৃষ্টে উহা
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখি-
লেন উহা অর্দ্ধবিমুক্ত হইয়া রহিয়াছে, তদ্দর্শনে তিনি দ্বারের সম্মুখে
কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া
প্রথমতঃ ধীরে২ কপাটে আঘাত করিলেন, তাহাতেও কেহ উপস্থিত না

হওয়াছে, পা:
লেন, তাহাতেও
ঈষৎ বিস্ময় প্রক
হর্ম্ম্যে জনমানব নাই

অনন্তর তিনি অট্টা , এবং বরেন্দ্রের অর্থাৎ বারান্দার নীচে দ .ঃস্বরে বলিলেন, "অহে আমি এক জন অতিথি, ক্ষুৎপি.... য় ক্লান্ত হইয়াছি, অতিথিসৎকার করে এমন লোক কি এখানে কেহ নাই?" রাজা উচ্চৈঃস্বরে দুই তিন বার এই কথা বলিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া অধিকতর চমৎকৃত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বারান্দার উপরে উঠিলেন, এবং তথায় কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারলাভ হইতে পারে এই আশয়ে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জন প্রাণীরও দর্শনপ্রাপ্ত না হইয়া একে একে সকল গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন প্রত্যেক গৃহই বহুমূল্য দ্রব্য-সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জীকৃত রহিয়াছে। তদনন্তর একটী বিস্তৃত ও রমণীয় বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, তাহার মধ্যস্থলে এক ফোয়ারা ও চারি কোণে কনকময় চারি সিংহ মুর্ত্তি ছিল, সে সিংহ সকলের মুখ হইতে অজস্র জলোদ্গার হইতেছিল। ঐ উদ্গীর্ণ জলধারা ক্রমশঃ মুক্তা ও হীরকরূপে পরিণত হইয়া ফোয়ারাতে পড়িয়া প্রকাণ্ড স্তম্ভের মত ঊর্দ্ধে উদ্গমনপূর্ব্বক পুনরায় ভগ্ন মন্দিরের ন্যায় ইতস্ততঃ বিশীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল।

তদনন্তর ভূপতি এক গৃহে সুখাসীন হইয়া সম্মুখবর্ত্তী উদ্যানের শোভা সন্দর্শন করিতেছেন, এবং তথায় যে সকল মনোহর পদার্থ দেখিয়াছিলেন তদ্বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময়ে, সহসা কোন ব্যক্তির রোদনধ্বনি তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। তচ্ছ্রবণে নৃপতি যেখান হইতে ঐ শব্দ আসিতেছিল, তদভিমুখে গমন করিয়া এক বিস্তীর্ণ দালানের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ দালানের দ্বার রুদ্ধ থাকাতে তিনি তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলেন, তাহার মধ্যস্থলে ভূমি হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধে এক খানি সিংহাসনের উপর একটি তরুণ পুরুষ বসিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার আকৃতি ও পরিচ্ছদ সাতিশয় মনোজ্ঞ, কেবল মুখখানি অত্যন্ত ম্লান দৃষ্ট হইতেছিল। রাজা ঐ যুবকের সম্মুখীন হইয়া নমস্কার করিলেন, যুবাও ঈষৎ মস্তশির হইয়া তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিলেন, পরন্তু গাত্রোত্থান করিতে না পারিয়া কহিলেন, "মহাশয়! গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আপনার সৎকার করা যদিও আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তথাপি দুরদৃষ্টবশতঃ আমি তৎসম্পাদনে অক্ষম হইলাম, অতএব এ বিষয়ে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।" ভূপতি কহিলেন, "হে সদাশয়! আপনকার এ প্রকার সৌজন্য দর্শ-

পনার কাত-

এক্ষণে যদ্যপি

র্ব্বান্তঃকরণে তদ-

স্থানে উ

বিষয় বর্ণন করিয়া

আমাকে বাধিত

কোন উত্তর না দিয়া

কেবল অশ্রুমোচন ক র

ক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস

পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, "হে ... লক্ষ্মি! তোমার চপলতা অতি বিচিত্র, তুমি এক সময়ে যাহাদিগকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া উন্নত কর, তাহাদিগকেই আবার কিয়দ্দিনানন্তর ঘোর দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া অধঃপাতিত কর, তুমি কাহারও প্রতি কখন স্থিরপ্রসাদা হও না, তুমি মানবগণকে অবস্থাচক্রে পরিবর্ত্তিত করিয়া নিরন্তর কেবল কৌতুক দেখিতেছ।"

রাজা যুবকের এইরূপ খেদোক্তি শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এ প্রকার হৃদয়বিদারক কাতরোক্তির কারণ কি?" যুবা করুণস্বরে উত্তর করিলেন, "মহাশয়! বিলাপ ও রোদন না করিয়া কি প্রকারে ধৈর্য্যাবলম্বন করি?" ইহা বলিয়া তিনি আপনার পরিচ্ছদ উন্মোচন করিলেন। তাহাতে নরপতি দেখিলেন, যুবার মস্তক অবধি কটিদেশ পর্য্যন্ত মানবাকার এবং নিম্নার্দ্ধ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরময়। ভূপতি ঐ তরুণ পুরুষের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের পরবশ হইয়া কহিলেন, "আপনার এই বিচিত্র মূর্ত্তিদর্শনে যদিও আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত ভয় সঞ্চার হইতেছে, তথাপি আপনার এই রূপান্তর প্রাপ্তির অবশ্য কোন অদ্ভুত কারণ থাকিবে, এজন্য আমি তচ্ছ্রবণার্থ যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, সুতরাং তাহার সবিস্তার বর্ণন করিয়া আমার উৎকণ্ঠা অপনোদন করুন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, আপনার এই বিবরণ অবশ্য অত্যাশ্চর্য্য হইবে। আর আমি যে সরোবর ও মৎস্য সকল দেখিয়া আসিয়াছি, আপনার দুর্দ্দশার সহিত তাহাদিগেরও কিছু সংস্রব আছে অনুমান হইতেছে।" যুবা কহিলেন, "স্বীয় দুর্ভাগ্যের বিবরণ বলিতে গেলে আমার শোক পুনর্ব্বার নবীভূত হইয়া উঠে, তথাপি কি করি মহাশয়ের অনুরোধক্রমে আমাকে তাহা বলিতে হইবে।" ইহা বলিয়া ঐ তরুণ নিজ দুর্ঘটনার বিষয় এইরূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

যুবক বলিলে,
ছিলেন, তাঁহার নাম ... ত হইতে
তাঁহার রাজ্য কৃষ্ণ উপদ্ব ... ন। ঐ চারি গণ্ড
শৈল এক সময়ে উপদ্বীপ ... ত তাহারা পর্ব্বত হইয়া
রহিয়াছে। এক্ষণে আপনি যে স্থানে সরোবর দেখিয়া আসিলেন, পূর্ব্বে তথায় রাজপুরী ছিল। যেরূপে সে সকলের অবস্থান্তর হইল তদ্বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম কালে পিতা লোকান্তর গমন করিলে, আমি পিতৃসিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া স্বীয় পিতৃব্যকন্যার পাণি গ্রহণ করিলাম। বনিতা আমার প্রতি দিন দিন অতিশয় প্রণয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আমিও তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইলাম। এইরূপে দেখিতে দেখিতে পরম সুখে পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গেল। তৎপরে আমার প্রতি পত্নীর ক্রমশঃ অনুরাগশৈথিল্য দর্শন করিতে লাগিলাম। এক দিবস আমার স্ত্রী স্নানাগারে গমন করিলে আমি মধ্যাহ্নভোজনানন্তর আলস্যবশতঃ চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া এক খানি পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছি, ইতিমধ্যে মহিষীর যে দুই পরিচারিকা তৎকালে ঐ গৃহে ছিল, তাহাদিগের মধ্যে এক জন আমার পদতলে ও অন্য জন আমার শিরোদেশের নিকটে উপবেশন করিয়া চামর ব্যজন করিতে লাগিল। তাহারা আমাকে নিদ্রিত বোধ করিয়া মৃদুস্বরে পরস্পর বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইল, পরন্তু আমি কেবল নেত্রনিমীলন করিয়া ছিলাম, সুতরাং তাহাদিগের সকল কথাই শুনিতে পাইলাম।

তাহাদিগের মধ্যে এক জন বলিল, 'ভগিনি! আমাদিগের রাজা এমন রূপবান, তথাপিও যে মহিষী তাঁহাকে ভাল বাসেন না, এটী কি তাঁহার অন্যায় নহে?" দ্বিতীয়া বলিল, "তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমি তো ইহার কিছুই বুঝিতে পারি না। পরন্তু রাণী যে প্রতিদিন রাত্রিকালে মহারাজকে একাকী রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করেন, রাজা কি তাহার কিছুই জানিতে পারেন না?" প্রথম সখী বলিল, "মহারাজ কি প্রকারে তাহা জানিতে পারিবেন, রাণী প্রত্যহ তাঁহার পানীয় দ্রব্যে এক প্রকার ওষধির রস মিশ্রিত করিয়া দেন, তাহা পানকরিবামাত্র রাজা একবারে ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হন, সুতরাং মহিষী নিঃশঙ্কচিত্তে স্বেচ্ছাভিসারিণী হইয়া নিশাবসানে পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে আসিয়া শয়ন করিয়া থাকেন।"

হে মহানুভাব! সহচরীদ্বয়ের মুখে এই কথা শুনিয়া আমার অন্তঃকরণে এককালে যেরূপ বিস্ময় ও ঘৃণার উদ্রেক হইল, তাহা বলি-

ান করিতে
করিয়া ক্ষণকাল
। হইতে গাত্রোত্থান
করিলাম, যে ... র কিছু মাত্রও শুনি
নাই। পরে রাত্রি ... ত হইলে, উভয়ে একত্র
আহারাদি করিলাম। ভোজ ... রে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে
রাণী আমাকে যেরূপ জল পান করিতে দিত, সেই প্রকার জল আনীয়া
দিল, কিন্তু সে দিবস আমি তাহা পান না করিয়া একটী নিকটস্থ
গবাক্ষের নিকট যাইয়া এরূপ সতর্কিতভাবে ফেলিয়া দিলাম, যে
মহিষী তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। তদনন্তর আমি যে উহা পান
করিয়াছি, এই বিশ্বাস রাণীর মনে জন্মাইয়া দিবার নিমিত্ত সেই শূন্য
পানপাত্রটী তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করিলাম।
রাণীও আমার সহিত কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিয়া রহিল, তৎপরে আমাকে
নিদ্রিত বোধ করিয়া মহিষী শয্যা হইতে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল,
"তুমি এই প্রকার ঘোর নিদ্রায় অভিভূত থাক, আর যেন তোমার
নিদ্রাভঙ্গ না হয়।" ইহা বলিয়া কামুকী উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদাদি পরিধান-
পূর্ব্বক সত্বর শয়নাগার হইতে বহির্গতা হইল। রাণী বাহির হইবা-
মাত্র আমি শয্যা হইতে উঠিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে
লাগিলাম'।

তৎকালে নগরীর দ্বার সকল রুদ্ধ ছিল, কিন্তু রাণী প্রতি দ্বারের
নিকটে গিয়া কতকগুলি মন্ত্রোচ্চারণ করাতে তাহারা আপনা হইতেই
উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল। এইরূপে মহিষী বহুদূর অতিক্রম করিয়া
পরিশেষে একটী উদ্যানে গিয়া প্রবেশ করিল। আমি এপর্য্যন্ত রাণীর
অনুগমন করিতেছিলাম, কিন্তু যখন সে উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্টা হইল,
তখন পাছে আমাকে দেখিতে পায়, এই আশঙ্কায় আর তাহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ না যাইয়া উদ্যানের দ্বার সমীপে গিয়া দণ্ডায়মান হইয়া
রহিলাম। অনন্তর রাণী উদ্যানস্থ একটী নিকুঞ্জ মধ্যে প্রবেশ করিয়া
এক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষের সহিত পাদ বিহার করিতে লাগিল। আমি
দূর হইতে এই ব্যাপার দেখিয়া এক বিভিন্ন পথ অবলম্বনপূর্ব্বক তাহা-
দিগের নিকটস্থ হইয়া বৃক্ষের অন্তরাল হইতে শুনিলাম, রাণী ঐ পুরুষকে
বলিল, "হে প্রাণনাথ! অদ্য আমি বিলম্বে আসিয়াছি বলিয়া তোমার
নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, এই অপরাধ জন্য আমাকে তিরস্কার
কর। তোমার কদাচ বিধেয় নহে, কেননা আমার যে প্রতিবন্ধক আছে
তাহা তোমার অবিদিত নাই, নতুবা তোমার নিকটে সত্বর আসি ইহা
আমার একান্ত বাসনা। আমি এ পর্য্যন্ত তোমাকে যে সকল প্রেমের
চিহ্ন দর্শাইয়াছি, যদ্যপি তুমি তাহাতে প্রীতিলাভ না করিয়া থাক,

তাহা হইলে, ে
হইবে বল, আমি
করিলে আমি দুঃস,
হয়, তাহা হইলে আ' ন করিয়া
দিতে পারি, তুমি প্রাতঃ এস্থানে জনমান
নাই ইহা কেবল ব্যাঘ্র ও ন হইয়াছে।" মহিষী এই
কথা বলিয়া উপপতির সহিত পাদবিহার করিতে করিতে আমি যে স্থানে অবস্থিত ছিলাম তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার হস্তে নিষ্কাসিত অসি ছিল, সুতরাং তাহারা আমার সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র আমি তদ্দ্বারা সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষটাকে একপ আঘাত করিলাম, যে তৎক্ষণাৎ সে ভূতলশায়ী হইল। আমি তদ্দর্শনে অনুমান করিলাম তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

মহিষীর উপপতি খড়্গ দ্বারা এমত সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল, যে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিয়োগ হইত, কিন্তু রাণী কুহকবিদ্যাপ্রভাবে তাহার প্রাণবায়ুকে দেহ হইতে বিনিঃসৃত হইতে না দিয়া, এমত প্রকারে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিল, যে তাহাকে জীবিত বা মৃত কিছুই বলিতে পারা যায় না। সে যাহা হউক, আমি যৎকালে উদ্যান পার হইয়া রাজবাটীর অভিমুখে প্রত্যাগমন করি, সে সময় শুনিলাম রাণী উপপতির এই দুর্গতি দর্শনে, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে, তাহাতে তাহাকে অত্যন্ত শোকার্ত্তা বোধ করিয়া আহ্লাদিত হইয়া ভাবিলাম, রাণীকে নষ্ট না করিয়া জীবিত রাখাতে তাহার দুষ্কর্ম্মের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করা হইয়াছে। অনন্তর আমি শয্যাগৃহে আসিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম, মহিষী আমার পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছে পরন্তু সে বাস্তবিক নিদ্রা যাইতেছিল অথবা ছলপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমি তাহাকে তখন কোন কথা না বলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া পরিচ্ছদাদি পরিধান করিলাম, পরে বিচারালয়ে যাইয়া দৈনিক কার্য্য সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যখন অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিলাম, তখন দেখি রাণী শোকবসন পরিধান করিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। মহিষী আমাকে দেখিবামাত্র নিকটে আসিয়া বলিল, "মহারাজ! আমার এ প্রকার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না, আমি এককালে তিনটী অশুভ সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতেই শোকে অধীর হইয়া রোদন করিতেছি।" আমি এই কথা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি কি অশুভ সংবাদ পাইয়াছ?" রাণী উত্তর করিল, "স্নেহময়ী জননী লোকান্তর গমন করিয়াছেন, পিতা যুদ্ধে গিয়া সমর শয্যায় শয়ন

বলিয়া না জানিতে

পারে ইহ.　　　　　　　　　　　　সুতরাং সে শোকের

যথার্থ কারণ না　　　　　　　　　　উত্তর প্রদান করিল,

তাহাতে আমি কিছুমাত্র　　　　　　　　সে যাহা হউক, আমিও

ছলপূর্ব্বক নিজ অন্তঃকরণের প্রকৃত ভাব গোপন করিয়া ঈষৎ দুঃখ প্রকাশ পুরঃসর রাণীকে বলিলাম, “প্রিয়ে! এরূপ আচরণ দর্শন করিয়া তোমাকে নিন্দা করা দূরে থাক্ বরং আমিও তোমার শোকের অংশী হইলাম। এরূপ কারণ থাকিতে যে তুমি দুঃখ প্রকাশ করিবে তাহার আর বিচিত্র কি? বরং এমন স্থানে তোমাকে খেদ করিতে না দেখিলেই আমি চমৎকৃত হইতাম। তুমি বিলাপ কর, এ বিষয়ে আমার কোন আপত্তি নাই, তোমার গলিত অশ্রু কেবল তোমার মমতাপূর্ণ অন্তঃকরণের পরিচয় দিতেছে। আমি আশা করি কিছুকাল পরে তুমি স্বয়ংই প্রবোধ পাইয়া প্রকৃতিস্থা হইবে।”

তদনন্তর মহিষী উপপতির নিমিত্ত মহাশোক ও বিষাদে এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিল। তাহার পর এক দিন আমার নিকটে আসিয়া বলিল, “মহারাজ! রাজবাটীর সীমার মধ্যে একটী গোরস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় আমি জীবনের অবশিষ্টাংশ ক্ষেপণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, অতএব আপনাকে এবিষয়ে অনুমতি প্রদান করিতে হইবে।” আমি তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করাতে, মহিষী একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া তাহার নাম রোদনাগার রাখিল। সেই বাটী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, ঐ দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইলে পর, মহিষী আপন উপপতিকে তথায় আনীয়া রাখিল, পরন্তু যাদুকরী বিদ্যায় রাণীর বিশেষ নৈপুণ্য থাকিলেও, সে কোন প্রকারে আপন উপপতিকে সুস্থ করিতে পারিল না। তাহার উপপতি বাকশক্তি ও চলৎশক্তি বিহীন হইয়া জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিল, তথাপি মহিষী তাহার শুশ্রূষার্থ প্রত্যহ তথায় দুই বার করিয়া গমন করিত, আমি এসকল বিষয় বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেও এরূপ ছল করিতাম, যেন আমি তাহার কিছুই জানি না।

রাণী প্রতিদিন রোদনাগারে গিয়া কি করে, ইহা দেখিবার নিমিত্ত আমি এক দিবস প্রচ্ছন্নভাবে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুকায়িত হইয়া রহিলাম। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে রাণী তথায় উপস্থিত হইয়া উপপতিকে বলিতে লাগিল, “হে প্রাণনাথ! আমি এতাবৎকাল তোমাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতেছি তুমি যে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা পাইতেছ তাহাও আমি বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি, কিন্তু

সাধ্য তে
দাও না কেন
চরণ করিবে ?
যদিও তুমি মৌন ... নির্দ্দয় হইলে,
তথাপি আমি সেই ... বোধ করি, যৎকালে
আমি এই স্থানে আসিয়া ... দুঃখ প্রকাশ করি। হে জীবি-
তেশ্বর! আপনি যত ক্ষণ আমার দৃষ্টিপথের অন্তরালে থাকেন, তত-
ক্ষণ আমার জীবন ভার বোধ হয়, সর্ব্বদা আপনাকে দেখিতে পাইলে,
আমার অন্তঃকরণে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব হয়, সমস্ত জগতের
ঐশ্বর্য্য ভোগও তাহার নিকটে অতিতুচ্ছ পদার্থ।” ঘৃণিত কাফ্রিপুরু-
ষের প্রতি রাণীর ঈদৃশী শ্রদ্ধা ও এরূপ অনুরাগ দর্শনে আমার যৎপরো-
নাস্তি ক্রোধোদয় হইল, আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া রাণীর
সম্মুখীন হইয়া বলিলাম, “প্রিয়ে! তুমি যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করি-
য়াছ, এক্ষণে আর অধিক বিলাপ করা তোমার উচিত হয় না, যেহেতু
তদ্দ্বারা তোমার এবং আমার এই উভয়েরই অত্যন্ত অযশ হইয়া উঠিবে,
তুমি কি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম এককালে বিস্মৃত হইয়াছ? আমার প্রতি
তোমার যদ্রূপ ব্যবহার করা উচিত তদ্বিষয়ে কি এক বারও মনঃসং-
যোগ করিবে না?” মহিষী ঈষৎ কোপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিল, “রাজন্!
যদ্যপি তোমার আমার প্রতি কিছুমাত্র দয়া থাকে, তাহা হইলে, আমি
প্রার্থনা করিতেছি আমাকে এ বিষয়ে নিষেধ করিও না, যে কয়েক
দিন জীবিত থাকিব আমি এই প্রকার দুঃখ প্রকাশ করিব, এ জন্মে
আমার এই সাংঘাতিক শোকের কদাচ উপশম হইবে না।” আমি
রাণীকে এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তি নিবারণার্থ বিস্তর বুঝাইলাম, কিন্তু আমার
সমস্ত আয়াস বিফল হওয়াতে তথা হইতে চলিয়া গেলাম। রাণী দুইবৎসর
কাল পূর্ব্বের মত অবাধে উপপতির নিকটে যাতায়াত করিতে লাগিল।

তদনন্তর আমি আর এক দিবস ঐ ব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত গুপ্ত-
ভাবে রোদনাগারে প্রবেশ করিলাম। সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আমি
পূর্ব্ববৎ লুক্কাইতভাবে রহিলাম। তৎপরে রাণী আপন উপপতিকে
কহিল, “হে প্রাণেশ্বর! তিন বৎসর অতীত হইল, তুমি আমার সহিত
একটীও বাক্যালাপ কর নাই, এতাবৎ কাল আমি তোমার নিকটে
নিয়ত রোদন ও বিলাপ করিতেছি, এত দিনের প্রণয় কি তুমি একবারে
বিস্মৃত হইলে?”

হে মহোদয়! আমি এই কথা শুনিবামাত্র একবারে ক্রোধে অধীর
হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় মহিষীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলাম, “হে সমাধি
মন্দির! তুমি এ প্রকার পাষাণহৃদয় কেন? তুমি এই মুহূর্ত্তেই
বিদীর্ণ হইয়া এই দুর্ব্বৃত্তা নারী ও তাহার জঘন্য উপপতিকে আপন

বা আমার

অগ্নির ন্যায়

তুই আমার সমস্ত

অনর্থের মূল, । ইহা অবগত নহি,

বহুকাল হইতে আ। তোরই নিষ্ঠুর করে

আমার প্রিয়তম এ প্রকার . . পড়িয়াছেন, তাহাতেও তুই পরিতৃপ্ত না হইয়া এস্থানে আসিয়া আবার আমাকে অবমাননা করিতেছিস ?" আমি ক্রোধান্ধ হইয়া উত্তর করিলাম, "হাঁ আমিই এই নরাধমের যথোচিত প্রতিফল প্রদান করিয়াছি, সম্প্রতি তোরও সমুচিত শাস্তি বিধান করিতেছি।' এই কথা বলিয়া তাহার বধার্থ আমি খড়্গোত্তোলন করিবামাত্র মহিষী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, 'মহারাজ! ক্রোধ সম্বরণ করুন।" ইতিমধ্যে সে কতকগুলি অশ্রুত পূর্ব্ব মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে আমাকে বলিল, "আমি মায়াবিদ্যা প্রভাবে অনুমতি করিতেছি, তুই পূর্ব্বার্দ্ধ মনুষ্য ও পশ্চাতার্দ্ধ প্রস্তরময় হইয়া থাক।" হে মহাশয়! এই কথা বলিবামাত্র আমি অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধপাষাণ হইলাম, তদবধি আমি এইরূপ জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছি। তদনন্তর ঐ দুশ্চারিণী কামিনী আমাকে এই গৃহমধ্যে আনীত রাখিল, এবং মোহিনী বিদ্যা দ্বারা আমার সমস্ত রাজ্যকে অরণ্য প্রায় করিয়া ফেলিল। পূর্ব্বে যেখানে আমার রাজধানী ছিল, অধুনা সেই স্থানে একটি সরোবর হইল, যে চারিজাতীয় মনুষ্য পূর্ব্বে তথায় বাস করিত, এক্ষণে তাহারা চারি বর্ণের মৎস্য হইয়া ঐ সরোবরে বাস করিতেছে, অর্থাৎ মুসলমান, পারস্য, খ্রীষ্টিয়ান ও ইহুদী জাতিরা ক্রমান্বয়ে শুক্ল, লোহিত, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ মৎস্য হইয়াছে। যে চারি উপদ্বীপের নামে এই প্রদেশ কৃষ্ণ উপদ্বীপ নামে বিখ্যাত ছিল, সম্প্রতি তাহারা চারিটা পর্ব্বত হইয়া রহিয়াছে। মায়াবিনী এইরূপে রাজ্যধ্বংস ও আমাকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াই নিরস্তা হয় নাই, সে প্রতিদিন এই স্থানে আসিয়া আমাকে গোচর্ম্মাবৃত দণ্ড দ্বারা একশত বার আঘাত করে, তাহাতে আমার শরীর ক্রমশঃ ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরার্দ্র হইলে, সে ছাগলোমে নির্ম্মিত এক খান কদর্য্য বস্ত্র দ্বারা তাহা বন্ধন করিয়া তাহার উপর এই রাজযোগ্য পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দেয়। হে মহানুভাব! আপনি এমত মনে করিবেন না, যে সে আমার সম্মান রক্ষার্থ এরূপ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে আমার দেহ আবৃত করে, তাহার এরূপ করিবার অভিপ্রায় কেবল আমাকে উপহাস করা মাত্র।

এই কথা বলিতে বলিতে যুবরাজের নেত্রদ্বয় বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল, তিনি আর রোদন সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে

লাগিলেন। তাঁহার এই দুর্ঘটনার বিবরণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ভূপতির চিত্ত এরূপ করুণার্দ্র হইল, যে তিনি তাঁহার সান্ত্বনার নিমিত্ত একটীও কথা কহিতে পারিলেন না। পরিশেষে ঐ দুর্বৃত্তা কুহকিনীকে সমুচিত প্রতিফল প্রদানাশয়ে যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ বিশ্বাসঘাতিনী মায়াবিনী এক্ষণে কোন স্থানে অবস্থিতি করে, এবং তাহার পরম প্রণয়ভাজন সেই জঘন্য উপপতিটাই বা কোথায় থাকে?" যুবরাজ উত্তর করিলেন, "হে মহানুভাব! আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই নরাধম সম্প্রতি রোদানাগারে আছে, ঐ গম্বুজাকৃতি সমাধিস্থান এই দুর্গের সহিত সংলগ্ন। পরন্তু রাণী যে কোথায় থাকে তাহা কিছুই জানি না, তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, সে প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই স্থানে আসিয়া প্রথমতঃ আমাকে নিদারুণরূপে প্রহার করে, তৎপরে আপন উপপতিকে দেখিবার নিমিত্ত রোদনাগারে যাইয়া থাকে। রাণী তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপপতিকে এক প্রকার ঔষধ সেবন করায় তাহাতে তাহার প্রাণপুরুষ দেহ ত্যাগ করিতে পারে না। হে মহাশয়! এক্ষণে আপনি বুঝিতে পারিতেছেন আমার দ্বারা এই দুষ্ক্রিয়া নিবারণের কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই।"

ইহা শুনিয়া রাজা খেদ করিতে করিতে কহিলেন, "হে যুবরাজ! তোমার এই দুরবস্থার বিষয় ভাবিতে গেলে অত্যন্ত ক্ষোভ ও বিলাপ উপস্থিত হয়, ফলতঃ তোমার মত এরূপ অপূর্ব্ব দুর্ঘটনা জগতে কাহারও ভাগ্যে যে কখনও ঘটিয়াছে, এমত বোধ হয় না। আমি তোমার এই অসহ্য যাতনার বিবরণ শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলাম, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না, ঐ মায়াগর্ব্বিতা কুলটার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, এবং আমি অঙ্গীকার করিতেছি, সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ থাকিব।" নৃপতি এই কথা বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান-পুরঃসর যদর্থ তথায় আসিয়াছিলেন, তাহার সবিস্তার বর্ণন করিলেন, পরে ঐ মায়াবিনীর যে প্রকারে দণ্ড বিধান করিবেন যুবরাজের সহিত তাহার পরামর্শ করিয়া সে রাত্রি তথায় বিশ্রাম করিলেন। যুবরাজ নিয়ত দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেন বলিয়া তাঁহার নয়নে নিদ্রা ছিল না, সুতরাং অন্য দিবসের ন্যায় সে দিনও তাঁহার চক্ষুর উপরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

অনন্তর ভূপতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন, এবং প্রচ্ছন্নভাবে রোদনাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় অসংখ্য মশাল জ্বলিতেছে এবং বিবিধ কনকময় গন্ধাধার হইতে সৌরভ নির্গত হওয়াতে সমস্ত গৃহ সুবাসিত হইয়া রহিয়াছে। তৎপরে রাজা, কাফ্রিকে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ খড়্গ দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন, এবং তাহার মৃত দেহ একটা কূপমধ্যে

যা আমার
অগ্নির ন্যায়
তুই আমার সমস্ত
অনর্থের মূল, । ইহা অবগত নহি,
বহুকাল হইতে আ তোরই নিষ্ঠুর করে
আমার প্রিয়তম এ প্রকার পড়িয়াছেন, তাহাতেও
তুই পরিতৃপ্ত না হইয়া এস্থানে আসিয়া আবার আমাকে অবমাননা করিতেছিস?" আমি ক্রোধান্ধ হইয়া উত্তর করিলাম, "হাঁ আমিই এই নরাধমের যথোচিত প্রতিফল প্রদান করিয়াছি, সম্প্রতি তোরও সমুচিত শাস্তি বিধান করিতেছি।" এই কথা বলিয়া তাহার বধার্থ আমি খড়্গোত্তোলন করিবামাত্র মহিষী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, 'মহারাজ! ক্রোধ সম্বরণ করুন।" ইতিমধ্যে সে কতকগুলি অশ্রুত পূর্ব্ব মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে আমাকে বলিল, "আমি মায়াবিদ্যা প্রভাবে অনুমতি করিতেছি, তুই পূর্ব্বার্দ্ধ মনুষ্য ও পশ্চাতার্দ্ধ প্রস্তর ময় হইয়া থাক্।" হে মহাশয়! এই কথা বলিবামাত্র আমি অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধপাষাণ হইলাম, তদবধি আমি এইরূপ জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছি। তদনন্তর ঐ দুশ্চারিণী কামিনী আমাকে এই গৃহমধ্যে আনীত রাখিল, এবং মোহিনী বিদ্যা-দ্বারা আমার সমস্ত রাজ্যকে অরণ্য প্রায় করিয়া ফেলিল। পূর্ব্বে যেখানে আমার রাজধানী ছিল, অধুনা সেই স্থানে একটি সরোবর হইল, যে চারিজাতীয় মনুষ্য পূর্ব্বে তথায় বাস করিত, এক্ষণে তাহারা চারি বর্ণের মৎস্য হইয়া ঐ সরোবরে বাস করিতেছে, অর্থাৎ মুসলমান, পারস্য, খৃষ্টিয়ান ও ইহুদী জাতিরা ক্রমান্বয়ে শুক্ল, লোহিত, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ মৎস্য হইয়াছে। যে চারি উপদ্বীপের নামে এই প্রদেশ কৃষ্ণ উপদ্বীপ নামে বিখ্যাত ছিল, সম্প্রতি তাহারা চারিটা পর্ব্বত হইয়া রহিয়াছে। মায়াবিনী এইরূপে রাজ্যধ্বংস ও আমাকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াই নিরস্তা হয় নাই, সে প্রতিদিন এই স্থানে আসিয়া আমাকে গোচর্ম্মারত দণ্ড দ্বারা একশত বার আঘাত করে, তাহাতে আমার শরীর ক্রমশঃ ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরার্দ্র হইলে, সে ছাগলোমে নির্ম্মিত এক খান কদর্য্য বস্ত্র দ্বারা তাহা বন্ধন করিয়া তাহার উপর এই রাজ-
যোগ্য পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দেয়। হে মহানুভাব! আপনি এমত মনে করিবেন না, যে সে আমার সম্মান রক্ষার্থ এরূপ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে আমার দেহ আবৃত করে, তাহার এরূপ করিবার অভিপ্রায় কেবল আমাকে উপহাস করা মাত্র।

এই কথা বলিতে বলিতে যুবরাজের নেত্রদ্বয় বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল, তিনি আর রোদন সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে

লাগিলেন। তাঁহার এই দুর্ঘটনার বিবরণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া ভূপতির চিত্ত এরূপ করুণার্দ্র হইল, যে তিনি তাঁহার সান্ত্বনার নিমিত্ত একটীও কথা কহিতে পারিলেন না। পরিশেষে ঐ দুর্ব্বৃত্তা কুহকিনীকে সমুচিত প্রতিফল প্রদানাশয়ে যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ বিশ্বাসঘাতিনী মায়াবিনী এক্ষণে কোন স্থানে অবস্থিতি করে, এবং তাহার পরম প্রণয়ভাজন সেই জঘন্য উপপতিটাই বা কোথায় থাকে?" যুবরাজ উত্তর করিলেন, "হে মহানুভাব! আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই নরাধম সম্প্রতি রোদানাগারে আছে, ঐ গম্বুজাকৃতি সমাধিস্থান এই দুর্গের সহিত সংলগ্ন। পরন্তু রাণী যে কোথায় থাকে তাহা কিছুই জানি না, তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, সে প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই স্থানে আসিয়া প্রথমতঃ আমাকে নিদারুণরূপে প্রহার করে, তৎপরে আপন উপপতিকে দেখিবার নিমিত্ত রোদনাগারে যাইয়া থাকে। রাণী তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপপতিকে এক প্রকার ঔষধ সেবন করায় তাহাতে তাহার প্রাণপুরুষ দেহ ত্যাগ করিতে পারে না। হে মহাশয়! এক্ষণে আপনি বুঝিতে পারিতেছেন আমার দ্বারা এই দুষ্ক্রিয়া নিবারণের কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই।"

ইহা শুনিয়া রাজা খেদ করিতে করিতে কহিলেন, "হে যুবরাজ! তোমার এই দুরবস্থার বিষয় ভাবিতে গেলে অত্যন্ত ক্ষোভ ও বিলাপ উপস্থিত হয়, ফলতঃ তোমার মত এরূপ অপূর্ব্ব দুর্ঘটনা জগতে কাহারও ভাগ্যে যে কখনও ঘটিয়াছে, এমত বোধ হয় না। আমি তোমার এই অসহ্য যাতনার বিবরণ শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না, ঐ মায়াগর্ব্বিতা কুলটার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, এবং আমি অঙ্গীকার করিতেছি, সাধ্যানুসারে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ থাকিব।" নৃপতি এই কথা বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান-পুরঃসর যদর্থ তথায় আসিয়াছিলেন, তাহার সবিস্তার বর্ণন করিলেন, পরে ঐ মায়াবিনীর যে প্রকারে দণ্ড বিধান করিবেন যুবরাজের সহিত তাহার পরামর্শ করিয়া সে রাত্রি তথায় বিশ্রাম করিলেন। যুবরাজ নিয়ত দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেন বলিয়া তাঁহার নয়নে নিদ্রা ছিল না, সুতরাং অন্য দিবসের ন্যায় সে দিনও তাঁহার চক্ষুর উপরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল।

অনন্তর ভূপতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন, এবং প্রচ্ছন্নভাবে রোদনাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় অসংখ্য মশাল জ্বলিতেছে এবং বিবিধ কনকময় গন্ধাধার হইতে সৌরভ নির্গত হওয়াতে সমস্ত গৃহ সুবাসিত হইয়া রহিয়াছে। তৎপরে রাজা কাফ্রিকে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ খড়্গ দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন, এবং তাহার মৃত দেহ একটা কূপমধ্যে

নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় অভিসন্ধি সাধনার্থ স্বয়ং সেই কাফির শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার মত বসনাবৃত হইয়া রহিলেন, অস্ত্রখানা আপন পার্শ্বেই লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই দুর্ব্বৃত্তা কুহকিনী পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ যুবরাজের গৃহে গিয়া তাঁহাকে অনাবৃতশরীর করিয়া নির্দ্দয়-রূপে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল, যুবরাজের আর্ত্তরবে সেই সমস্ত পুরী বিদীর্ণপ্রায় হইতে লাগিল। যুবরাজ বিস্তর বিনতি করিয়া তাহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই সেই দুঃশী-লার অন্তঃকরণে করুণা উৎপাদন করিতে পারিলেন না, সে তাঁহাকে একশত বার পূর্ব্ব মত আঘাত না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। পরে সেই মায়াবিনী ক্রন্দন করিতে করিতে রোদানাগারে প্রবেশ করিল, এবং পর্য্যঙ্কোপরি আপন উপপতি শয়ন করিয়া আছে এই জ্ঞানে তাহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া বলিল, "হে প্রাণবল্লভ! তুমি আর কত কাল এইরূপ মৌনাবলম্বন করিয়া আমাকে যন্ত্রণা দিবে? আমি তোমাকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি আমার সহিত একটী কথা কও, তোমার মধুর বাক্য শুনিয়া আমার জীবন সার্থক হউক। নাথ! আমি কি জীবিত থাকিতে তুমি আর কথা কহিবে না? অধিনীর প্রতি দয়া করিয়া একটীমাত্র কথা কও।

ভূপতি ইহা শুনিয়া নিদ্রোত্থিতের ন্যায় গম্ভীর ভাব ধারণ পুরঃসর মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঈশ্বরের কি অচিন্তনীয় শক্তি! তিনিই একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান, তিনি ভিন্ন আর কাহারও কিছুমাত্র সামর্থ নাই।" মায়াবিনীর এমত আশা ছিল না যে, সে পুনর্য্যার আপন উপপতির মুখ হইতে কথা শুনিতে পাইবে, সুতরাং রাজার মুখ হইতে এই বাক্য বিনিঃসৃত হইবামাত্র সে হর্ষোৎফুল্ললোচনে উপপতি বোধে তাঁহাকে বলিল, "হে জীবিতনাথ! আমি কি তোমার মুখে এই কথা শুনি-লাম, তুমিই কি ইহা আমাকে প্রতিবচন প্রদান করিলে? অথবা আমার মতিভ্রম হইয়াছে?" নৃপতি কহিলেন, "অরে দুশ্চরিত্রে! তোর কথায় উত্তর প্রদান করি তুই কি তাহার যোগ্য পাত্রী?" রাণী বলিল, "নাথ! তুমি আমাকে এরূপ নিদারুণ ভাবে তিরস্কার করিতেছ কেন?" রাজা বলিলেন, "তুই প্রত্যহ আপন পতিকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিস, তাঁহার আর্ত্তনাদে ও ক্রন্দন ধ্বনিতে আমি অহোরাত্রের মধ্যে একবারও চক্ষু মুদিত করিতে পারি না, তাহাকে মায়াচ্ছন্ন করিয়া না রাখিলে আমি এত দিন নির্ব্যাধি হইতাম, সুতরাং আমি কেবল তোর জন্যই এই অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, অতএব কিরূপে আমার তোর সহিত হাস্য পরিহাস করিতে প্রবৃত্তি হইবে?" কুলটা কহিল, "হে প্রাণবল্লভ! যদ্যপি স্বামীর প্রতি উৎপীড়ন না করিলে তোমার চিত্ত

প্রফুল্ল থাকে, তাহা হইলে, আমি তোমার অজ্ঞানুসারে এই দণ্ডেই তাহাকে মনুষ্য করিয়া আসিতে পারি।” রাজা বলিলেন, “তবে এই মুহূর্ত্তে গিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া আয়, তাহার ক্রন্দন ধ্বনি আর আমার সহ্য হয় না।”

দুর্ব্বৃত্তা মহিষী এই কথা শুনিবামাত্র রোদনাগার হইতে বহির্গতা হইল, এবং একটা বারিপূর্ণ পাত্র লইয়া কতগুলি মায়ামন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল, তাহাতে পাত্রস্থিত জল এমত ফুটিতে লাগিল যেন তাহাতে অগ্নিসংযোগ হইয়াছে। তৎপরে সে পাত্রহস্তে পতির নিকটে গমন করিয়া তাঁহার গাত্রে কিঞ্চিৎ জল সিঞ্চন করিয়া বলিল, ‘যদ্যপি সৃষ্টি-কর্ত্তা তোমাকে এইরূপ আকৃতি দিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তুমি এই অবস্থাতেই থাক, পরন্তু যদি মনুষ্য হইয়া আমার মোহিনী বিদ্যা প্রভাবে এই প্রকার বিরূপাপন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে, পুনরায় তুমি আপনার নরদেহ প্রাপ্ত হও।” কুহকিনীর এই কথা শেষ হইবামাত্র যুবরাজ আপনার স্বাভাবিক মনুষ্য দেহ ধারণ করিলেন, এবং সানন্দ-মনে পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাণী বলিল, ‘এই দণ্ডে তুমি এস্থান হইতে পলায়ন কর, আর কদাপি এই পুরীতে পদার্পণ করিও না, করিলে আপনার প্রাণ হারাইবে। যুবরাজ তাহার কথায় আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই মুহূর্ত্তেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, পরন্তু মহাশয় আগন্তুক পুরুষের অনুগ্রহে আপনার দুরবস্থার মোচন হইল জানিতে পারিয়া তাঁহার শেষ কার্য্য দর্শন করিবার অভিলাষে পুরীর নিকটেই এক স্থানে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন।

অনন্তর সেই মায়াবিনী রোদনাগারে পুনঃপ্রবেশ করিয়া উপপতি-ভ্রমে রাজাকে বলিল, “হে প্রাণবল্লভ! তুমি যাহা আমাকে অনুমতি করিয়াছিলে, তাহা সম্পন্ন করিয়া আসিলাম, এক্ষণে আমার চির-প্রার্থিত মনোরথ পূর্ণ করিবা আমাকে পরিতৃপ্ত কর।” রাজা কাফ্রির তুল্য স্বরে তাহাকে বলিলেন “তুই এক্ষণে যাহা করিয়া আসিলি তদ্দ্বারা আমার সর্ব্বতোভাবে রোগ মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই. ইহা দ্বারা আমার রোগের কেবল অংশমাত্র নিঃশেষ হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আমাকে নির্ব্যাধি করিবার নিমিত্ত তোর আরও কিছু কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবশিষ্ট রহিয়াছে।” মহিষী কহিল, “নাথ! তোমার রোগ নির্ম্মূল করিবার নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবে বল? আমি এখনি তাহা সম্পাদন করিতেছি।” রাজা ঈষৎ কোপ প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, “অরে দুশ্চারিণি! তুই কি কিছুই বুঝিতে পারিস্ না? তুই কুহক বিদ্যা দ্বারা এই মহানগরী ও উপদ্বীপ চতুষ্টয়কে ধ্বংস করিয়া অত্রস্থ তাবৎ লোককে মৎস্য করিয়া সরোবর মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিস তাহারা প্রত্যহ

নিশীথ সময়ে জল হইতে মস্তক তুলিয়া আমাদিগকে অভিশাপ দেয়. আমি এতাবৎ কাল কেবল তাহাদিগের অভিসম্পাত বশতঃ সম্যক রূপে রোগ মুক্ত হইতে পারিতেছি না। যদ্যপি তোর আমাকে নির্ব্যাধি, করিবার আন্তরিক অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, তুই এই দণ্ডেই গিয়া যে সকল বস্তু পূর্ব্বে যে ভাবে ছিল তাহা করিয়া আয়, তুই এখানে আসিলে, আমি নীরোগ হইয়া হস্ত প্রসারণ করিব এবং তুই আমার হস্তধারণ করিলে পুনর্ব্বার আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিব।" মায়াবিনী এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া আনন্দগদ্গদস্বরে বলিল, "হে প্রিয়তম! ইহার একটা বিচিত্র কি, আমি এই দণ্ডে গিয়া তোমার আদেশানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছি।" ইহা বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চলিয়া গেল, এবং সরোবরের নিকটে উপস্থিত হইয়া এক গণ্ডুষ জল লইয়া মায়ামন্ত্র পাঠ করিয়া উহা পুষ্করিণীর উপর নিক্ষেপ করিল তাহাতে সেই মহানগরী পূর্ব্বের মত শোভা ধারণ করিল, এবং মনুষ্যগণ যে যেরূপ ছিল সে সেইরূপ হইয়া উঠিল।

এইরূপে মহিষী তত্রস্থ পদার্থসমূহের পূর্ব্বরূপ পরিগ্রহ করাইয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে সত্বর রোদনাগারে প্রবেশপূর্ব্বক উপপতি বোধে পূর্ব্ববৎ রাজাকে বলিল, "হে প্রাণেশ্বর! আমি তোমার আজ্ঞানুসারে সমস্ত বস্তুকে পূর্ব্বাবস্থায় স্থাপিত করিয়া আসিয়াছি, সম্প্রতি গাত্রোত্থান করিবার নিমিত্ত আমাকে হস্তপ্রদান কর।" নরনাথ কহিলেন, "এক্ষণে আমি তোমার আচরণ দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করিলাম, তুমি নিকটে আসিয়া হস্তধারণ কর।" ইহা শুনিয়া রাণী আহ্লাদে পরিপূর্ণা হইয়া তাঁহার শয্যার নিকটে আসিবামাত্র ভূপতি সহসা শয্যা হইতে উঠিয়া এমত শীঘ্র তাহার করাকর্ষণপূর্ব্বক খড়্গাঘাত করিলেন, যে মহিষী আপন বধকারীকে চিনিবার পূর্ব্বেই দ্বিখণ্ড হইয়া তাঁহার শয্যার দুই পার্শ্বে পতিতা হইল। নৃপতি এইরূপে সেই দুষ্টা কুহকিনীর সমুচিত দণ্ডবিধান করিয়া যুবরাজের নিকটে গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, "যুবরাজ! সম্প্রতি তুমি নিশ্চিন্ত হও, তোমার দুরন্ত শত্রুকে আমি শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া যুবরাজ যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন, এবং আপন উদ্ধারকারী নৃপতির নিকটে অশেষ প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন। রাজা তাঁহাকে স্নেহ পূর্ণ বাক্যে বলিলেন, "সম্প্রতি তুমি নিরুদ্বেগে রাজ্যশাসন কর, আমার রাজ্য এস্থান হইতে অনতিদূরবর্ত্তী, আমার সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিবার যদি অভিলাষ হয়, তাহা হইলে, স্বীয় রাজ্য নির্ব্বিরোধে আমার রাজ্যে গমন করিয়া কখন কখন তথায় অবস্থিতি করিতে পার, আমি তাহাতে অত্যন্ত প্রীত হইব।" যুবরাজ বলিলেন, "হে পরমোপকারিন্ মহানুভাব! আপনি কি বোধ

করেন আপনার রাজ্য এরাজ্যের সন্নিহিত?” ভূপতি উত্তর করিলেন, “হাঁ, আমার রাজ্যে এস্থান” হইতে চারি পাঁচ ঘণ্টায় যাওয়া যাইতে পারে।” যুবরাজ কহিলেন, “মহারাজ! চারি পাঁচ ঘণ্টার কথা দূরে থাক্, এক বৎসরের মধ্যেও আপনকার রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যায় কি না সন্দেহ, মদীয় রাজ্য পূর্ব্বে মায়াধীন ছিল বলিয়া আপনি উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আসিয়া থাকিবেন, সম্প্রতি মায়ামোচন হওয়াতে আপনি তাহার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় দেখিতে পাইবেন। যাহা হউক, আপনি এমত বিবেচনা করিবেন না, যে আমি দূরতানিবন্ধন আপনকার সমভি-ব্যাহারী হইতে পরাঙ্মুখ হইব, আপনার রাজ্য যদ্যপি পৃথিবীর প্রান্তভাগে অবস্থিত হয়, তাহা হইলেও, আমি আপনকার অনুগামী হইব।”

ভূপতি রাজধানী হইতে এত দূরদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়া-ছেন, স্বপ্নেও কখন এরূপ ভাবেন নাই, সুতরাং সহসা এই কথা শুনিয়া তিনি সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন, পরন্তু যুবরাজ তাঁহাকে এরূপ ঘটিবার সুস্পষ্ট কারণ বুঝাইয়া দেওয়াতে তাঁহার সমস্ত সংশয় দূর হইল। তখন তিনি উত্তর করিলেন, “হে যুবরাজ! যদিও এস্থান হইতে নিজ রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবার নিমিত্ত আমাকে বিলক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে, তথাপি এখানে আসিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে তোমার উপকার করিলাম ভাবিয়া আমার কিছুমাত্র ক্লেশানুভব হইবে না। হে যুবরাজ! আমি নিঃসন্তান, সুতরাং বহু পুণ্য ফলে তোমাকে পুত্র স্বরূপ লাভ করিয়াছি, যদ্যপি তুমি আমার সহিত মদীয় রাজ্যে গমন কর, তাহা হইলে, তুমি জানিতে পারিবে আমি কিরূপ স্নিগ্ধ চক্ষুতে তোমাকে দর্শন করিয়াছি, আমি ইতিপূর্ব্বেই তোমাকে আপনার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিব স্থির করিয়াছি।” ইহা বলিয়া নৃপতি যুবরাজকে আলিঙ্গন করি-লেন। অনন্তর যুবরাজ, স্বীয় উদ্ধারকর্ত্তার সমভিব্যাহারে যাত্রা করিবার নিমিত্ত সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি বিদেশে যাইবেন শুনিয়া প্রজাগণ সাতিশয় শোকাচ্ছন্ন হইল, যুবরাজ তাহা-দিগের শোক শান্তির নিমিত্ত আপনার এক জন পরমাত্মীয়ের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক স্বীয় উপকারকের সহিত কৃষ্ণ উপদ্বীপ হইতে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর ভূপাল নির্ব্বিঘ্নে আপন রাজধানীর সন্নিহিত হইলে, রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ সানন্দমনে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতে আসিলেন, এবং পুরবাসিগণ মহোল্লাসে জয়ধ্বনিপূর্ব্বক নৃপতিকে অনিমেষলোচনে দর্শন করিতে লাগিলেন।

নাথ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া প্রথমতঃ সভ্যগণের নিকটে

ভ্রমণের সবিস্তার বর্ণন করিলেন, পরে কৃষ্ণ উপদ্বীপের যুবরাজকে যে আপনার উত্তরাধিকারী করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বজন সমক্ষে ব্যক্ত করিয়া বলিলেন। তদনন্তর তাঁহার অনুপস্থিতিতে যে সকল কর্ম্মচারী সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের প্রতি প্রীত হইয়া প্রত্যেককে উপযুক্ত পুরস্কার দিলেন। এবং একমাত্র ধীবরই কৃষ্ণ উপদ্বীপের যুবরাজের দুঃখ মোচনের মূল কারণ জানিয়া তাহাকে এত অপরিমিত ঐশ্বর্য্য প্রদান করিলেন, যে সে দারিদ্র মুক্ত হইয়া পুত্রপৌত্রাদি লইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল পরম সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিল।

তিন ফকির এবং বোগ্‌দাদ নগরস্থ তিন রমণীর কথা।

হারুণ অলরশীদ রাজার রাজত্ব সময়ে বোগ্‌দাদ নগরে এক জন মোটবাহক বাস করিত সে যদিও আপন উদর পূরণার্থ এইরূপ নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, তথাপি সে উপযুক্ত সময়ে আপনার রসিকতা এবং পরিহাসকুশলতার বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিতে পারিত। এক দিবস প্রাতঃকালে ঐ বাহক একটা ঝাঁকা হস্তে করিয়া বাজারে দাঁড়াইয়া আছে, ইত্যবসরে বস্ত্রাবৃতমুখী পরমরূপবতী এক যুবতী তাহার সম্মুখে আসিয়া মধুর স্বরে বলিল, "হে বাহক! আমি তোমাকে মোট দিব তুমি ঝাঁকাটা লইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।" মোটবাহক এই কথা শুনিবামাত্র পরমাহ্লাদে সুন্দরীর সঙ্গে চলিল, এবং মনে মনে বলিতে লাগিল, "অদ্য কি শুভক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।" কামিনী কিয়দ্দূর গমনানন্তর এক বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, পরন্তু বাটীর দ্বার বদ্ধ থাকাতে সে তাহার উদ্‌ঘাটনার্থ দ্বারে করাঘাত করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে বাটীর মধ্য হইতে এক জন শ্বেতশ্মশ্রু ব্যক্তিবান বাহিরে আসিল। তরুণী তাহার হস্তে কতকগুলি মুদ্রা সমর্পণ করিলে পর, সেই বৃদ্ধ বাটীর ভিতরে যাইয়া কিঞ্চিৎক্ষণ পরে এক কলস উৎকৃষ্ট মদ্য আনীয়া উপস্থিত করিল রমণী তদ্দর্শনে মুটিয়াকে বলিল, "তুমি এই কলসটা ঝাঁকার উপরে তুলিয়া লও এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস।" মোটবাহক তৎক্ষণাৎ তাহা তুলিয়া লইয়া কামিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল এবং ভাবিতে লাগিল, "অহো! অদ্য আমার কি সুপ্রভাত!"

অনন্তর কামিনী আর কিছুদূর গমন করিয়া বাজার হইতে বিবিধ প্রকার ফল, পুষ্প, মসলা ও মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া মুটিয়ার মস্তকে তুলিয়া দিল, এবং ক্রমশঃ যাইতে যাইতে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বারদেশে উপনীতা হইল। রমণী দ্বারে আঘাত করিবামাত্র দ্বার একটী সুন্দরী

আসিয়া দ্বার বিমুক্ত করিয়া দিল। তাহাকে দেখিয়া বাহকের মন এরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিল, যে দুর্ভর আনন্দে তাহার মোট পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। যে রমণী মুটিয়াকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিল, সে বাহকের এইরূপ মনোবিকার নিরীক্ষণ করিয়া তদ্বিষয়ক চিন্তায় এপ্রকার নিমগ্নচিত্তা হইয়াছিল যে তাহাদিগের ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশার্থ দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে ইহা বিস্মরণপূর্ব্বক সে ক্ষনকাল তথায় নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইহা দেখিয়া যে নারী দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিল সে বলিল, "প্রিয়তমে ভগিনি! তুমি কিসের অপেক্ষা করিতেছ? শীঘ্র ভিতরে আইস, তুমি কি দেখিতেছ না মোটের ভারে দরিদ্র বাহক অত্যন্ত আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে আর কতক্ষণ এইখানে দাঁড়াইয়া এই অসহ্য ভার বহন করিবে?" এই কথায় কামিনী বাহকের সহিত সত্বর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, যে রমণী দ্বার বিমুক্ত করিয়া দিয়াছিল সে তৎক্ষণাৎ তাহা রুদ্ধ করিয়া দিল। অনন্তর তাহারা তিন জনে ভবন মধ্যস্থ একটী রমণীয় প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া ক্রমে একটী সুদীর্ঘ দালানের নিকটে উপস্থিত হইল। ঐ দালানের চতুর্দ্দিকে অনেক গুলি সুসজ্জিত এবং পরস্পর সংলগ্ন গৃহ ছিল, গৃহ গুলি দেখিতে অতিশয় সুন্দর, এই সকল দেখিয়া বাহকের মন এককালে বিস্ময়রসে নিমগ্ন হইল।

তিন কামিনী ও এক মোটবাহক।

ঐ দালানের প্রান্তভাগে চারিটী মনোহর স্তম্ভের উপর স্থাপিত, উজ্জ্বল এবং বৃহদাকার হীরক খণ্ডে খচিত, চারি দিকে মনোজ্ঞ মুক্তার ঝালরে শোভিত, উপরিভাগে সুন্দর শাটিনের আস্তরণে আবৃত

এক, কাঞ্চনময় সিংহাসনে, পরম সুন্দরী ষোড়শবর্ষবয়স্কা এক তরুণী উপবিষ্টা ছিলেন। তিনি কামিনীদ্বয়কে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিয়া তাহাদিগের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। ভারি বাহক এপর্য্যন্ত কেবল অট্টালিকার শোভা সন্দর্শন করিতেছিল, এক্ষণে সহসা তাঁহাকে দেখিয়া সে এককালে বিমোহিত হইল। মোটবাহক আপনার সমভিব্যাহারিণী কামিনীদ্বয়ের আচর দর্শনে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিল,যে সিংহাসনোপবিষ্টা রমণীই সর্ব্বপ্রধানা। বস্তুতঃ তিনিই গৃহের কর্ত্রী, এবং অন্য দুই যুবতী তাঁহার সহচরী ছিল। তাঁহার নাম জোবেদী, এবং তাঁহার সহচরীদ্বয়ের মধ্যে যে নারী দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছিল, তাহার নাম সাফী, আর যে বাজার হইতে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনীয়াছিল তাহার নাম আমিনী। জোবেদী বাহককে ভারাক্রান্ত দেখিয়া সহচরীদিগকে বলিলেন, "এই নির্দ্দোষ মুটিয়া মোটের ভারে শ্রান্ত হইয়াছে, তোমরা শীঘ্র ইহার মোট নামাইতেছ না কেন?" এই কথা শুনিয়া আমিনী ও সাফী দুই সহচরীতে তৎক্ষণাৎ মোটের দুই ধার ধরিয়া উহা ভূমিতে নামাইল, জোবেদীও এ বিষয়ে তাহাদিগের অনেক সাহায্য করিলেন। তাহার পর সকলে তাড়াতাড়ি করিয়া ঝাঁকা হইতে দ্রব্যাদি নামাইলে পর, আমিনী মুটিয়ার হস্তে একটী মুদ্রা অর্পণ করিল। বাহক মুদ্রা পাইয়া যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছিল, পরন্তু যদ্যপি সে সেই সকল পরম রূপবতী মহিলাগণের অলৌকিক সৌন্দর্য্যদর্শনে এককালে হতবুদ্ধি না হইত, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ আপনার ঝাঁকা লইয়া তথা হইতে গমন করিত, কিন্তু সে সেই যুবতীগণের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া সেস্থান হইতে এক পাও চলিতে পারিল না।

মুদ্রাপ্রদানের পরও বাহককে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া জোবেদী প্রথমতঃ বোধ করিলেন, বাহক শ্রান্তিদূরকরণার্থ তথায় কিছু কাল অপেক্ষা করিতেছে, কিন্তু পরিশেষে যখন দেখিলেন সে সেই ভাবে সেখানে অনেকক্ষণ রহিল, তখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাহক! তুমি কি জন্য এস্থানে এত বিলম্ব করিতেছ, তুমি কি তোমার শ্রমের উচিত মূল্য পাও নাই?" অনন্তর আমিনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ভগিনি! মুটিয়াকে আরও কিছু দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় কর।" ইহা শুনিয়া মোটবাহক বলিল, "আর্য্যে! আমি তজ্জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছি কদাচ এমত বিবেচনা করিবেন না, আমি যাহা পাইয়াছি তাহাতেই যথেষ্ট তুষ্ট হইয়াছি; আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি যে, এতক্ষণ এখানে বিলম্ব করাতে আমার বিশেষ ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইতেছে, তথাপি আমি আশা করি এ অধীনের আর একটী প্রগলভতা আপনি অনুগ্রহ করিয়া সহ্য করিবেন। আমি [illegible]

বিস্মিত হইয়া কেবল ইহাই চিন্তা করিতেছি, আপনারা তিন জনে এরূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্যসম্পন্না অথচ এখানে একটীও পুরুষ নাই ইহার কারণ কি? আমি বোধ করি, আপনারা ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, কামিনী ব্যতিরেকে পুরুষের সমাজ যে প্রকার শোভা-বিহীন হয়, পুরুষ ব্যতীত রমণীমণ্ডলও সেই রূপ শোচনীয় অবস্থা ধারণ করে।"

বাহকের মুখ হইতে এই কথা নির্গত হইবামাত্র রমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। অনন্তর জোবেদী ঈষৎ গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "অহে মিত্র! তুমি কিছু অধিক পরিমাণে নিজের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছ, যদিও তোমাকে আমাদিগের বিষয় বলাতে কোন ফল দর্শিবে না, তথাপি তোমাকে সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি, তুমি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। আমরা তিন ভগিনীতে আপনাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম অতি গুপ্তভাবে নিষ্পন্ন করি, এজন্য আমরা পুরুষজাতির কোন সম্পর্কে থাকি না।" বাহক বলিল, "হে সুন্দরীগণ! আপনারা যে অসামান্য গুণশালিনী তাহা আমি আপনাদিগের আকৃতি দর্শনেই বুঝিতে পারিয়াছি; যদিও আমি দুর্ভাগ্য-বশতঃ এই জঘন্য ভারবাহকতা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, তথাপি আপনারা এমত মনে করিবেন না, যে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ। মনের জড়তা দূর করিবার নিমিত্ত, আমি বিদ্যোপার্জ্জন বিষয়ে বিলক্ষণ কষ্ট স্বীকার করিয়াছি এবং বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদিতে আমার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। আমার আর একটি অসাধারণ গুণের কথা আমি এপর্য্যন্ত উল্লেখ করি নাই, তাহা এই—আমি, প্রাণান্তেও কখন রহস্যভেদ করি না,—যদ্যপি কোন ব্যক্তি বিশ্বাসপূর্ব্বক আমাকে কোন কথা বলেন, তাহা হইলে, সিন্দুকের ভিতর কোন বস্তু চাবি-দিয়া রাখিলে যে প্রকার থাকে, আমি সে কথা মনোমধ্যে ঠিক সেই রূপ গুপ্ত করিয়া রাখিতে পারি।" জোবেদী বাহকের এইরূপ বচন-চাতুর্য্য শ্রবণে তাহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, "অহে বন্ধো! অদ্য আমাদিগের বাটীতে একটী ভোজনোৎসব হইবে, সেটী বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ, যদ্যপি তুমি তাহাতে আমাদিগের কিছু আনুকূল্য করিতে পার, তাহা হইলে, তোমাকে এ আমোদে বঞ্চিত করি না।" বাহক সহসা এই কথার উত্তরপ্রদানে অসমর্থ হওয়াতে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিত, পরন্তু আমিনী অনেক ক্ষণ তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহাকে সেখানে রাখিবার নিমিত্ত জোবেদীর নিকটে অনুরোধ করিল। জোবেদী আমিনীর প্রার্থনানুসারে তাহাকে তথায় থাকিতে অনুমতি দিয়া বাহককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "অহে বান্ধব! এক্ষণে

আপনাদিগের সহিত একত্র আহার করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিল। ফকিরেরা আপনাদিগের আশ্রয়-দায়িনীগণের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তাহাদিগের সহিত যথেচ্ছ পান ভোজন করিল, তৎপরে তাহারা কামিনীদিগকে বলিল, "এক্ষণে আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা যে, গীত বাদ্য দ্বারা তোমাদিগের পরিতোষ উৎপাদন করি, অতএব যদ্যপি এখানে কোন বাদ্যযন্ত্র থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে আনাইয়া দিলে আমরা বাধিত হইব।" রমণীগণ এই কথা শুনিয়া মহা আহ্লাদিত হইল, এবং সাফী তৎক্ষণাৎ দুইটা বাঁশী ও একটা তবলা আনীয়া উপস্থিত করিল। অনন্তর তাহারা প্রত্যেকে এক একটী যন্ত্র লইয়া বাদ্য আরম্ভ করিল, সুন্দরীত্রয়েরও সঙ্গীত বিদ্যায় অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, সুতরাং তাহারাও সেই সঙ্গে গান গাইতে লাগিল। ক্রমে যখন তাহারা গানবাদ্যে একবারে নিমগ্ন-চিত্ত হইয়া রহিয়াছে, তখন পুনর্ব্বার বহির্দ্বারের কপাটে আঘাত ধ্বনি হইতে লাগিল সাফী তৎশ্রবণে গানে ভঙ্গ দিয়া কে আসিয়াছে ইহা দেখিবার নিমিত্ত তথা হইতে দ্বারাভিমুখে চলিয়া গেল।

শাহারজাদী বলিলেন, মহারাজ! এত রাত্রে সুন্দরীগণের বাটীর দ্বারে কে করাঘাত করিল তাহার বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন।

ভূপতি হারুণ অলরশীদের এইরূপ নিয়ম ছিল যে, পুরবাসিগণ কে কিরূপ আচরণ করে এবং রাজ্য মধ্যে কোথায় কি ঘটে স্বচক্ষে এই সকল প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত তিনি রাত্রিকালে ছদ্মবেশে ইতস্ততঃ পর্যাটন করিতেন। ঐ দিন রজনীযোগে তিনি জাফর নামক প্রধান মন্ত্রী এবং মসরুর নামক রাজবাটীর প্রধান খোজাকে সঙ্গে লইয়া সওদাগরের বেশে ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন, এমত সময়ে সহসা বাটীর ভিতরে বাদ্যধ্বনি ও হাস্যের কোলাহল শ্রবণ করিয়া জাফর মন্ত্রীকে অনুমতি করিলেন, "দ্বার খুলিতে বল, বাটীর মধ্যে কি হইতেছে আমাকে দেখিতে হইবে।" মন্ত্রী রাজাকে ঐ ব্যাপার হইতে নিরস্ত করণ-মানসে কহিলেন, "মহারাজ! অনুমান হয় অদ্য এই বাটীর স্ত্রীলোক সকল প্রচুর পরিমাণে সুরাপান করিয়া মত্ততাবশতঃ এই প্রকার উচ্চৈঃস্বরে গান বাদ্য করিতেছে, ইহা কদাচ আপনার দ্রষ্টব্য নহে, বিশেষতঃ এক্ষণে তাহাদিগের মত্তাবস্থা, সুতরাং সম্প্রতি আপনি তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইলে, তাহারা আপনার সমুচিত সম্মান রক্ষা না করিলেও না করিতে পারে, অতএব এক্ষণে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করা কখনই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। আর এসময় রাত্রিও এরূপ অধিক হয় নাই যে, এক্ষণে গান বাদ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে, অতএব সহসা আমাদিগের উপস্থিত দ্বারা অকারণে তাহাদিগের আমোদে বিঘ্ন উৎপাদন করা কোন প্রকারেই ন্যায়ানুগত

কার্য্য নহে।” ভূপতি সে কথা না শুনিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে দ্বারে করাঘাত করিতে আদেশ করিলেন। অমাত্য প্রভুর আজ্ঞা অতিক্রম করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বারে গিয়া আঘাত করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ সেই শব্দ কর্ণগোচর হওয়াতে সাফী আসিয়া দ্বার বিমুক্ত করিল। ঐ সুন্দরীর হস্তে একটী আলোক ছিল, মন্ত্রী তদ্দ্বারা তাহার অসামান্য রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া গৌরবান্বিত বাক্যে কৌশলক্রমে বলিলেন, “আর্য্যে! আমরা তিন জন মৌজল দেশীয় বনিক্ বাণিজ্যোপলক্ষে অদ্য দশ দিবস হইল বিবিধ বহুমূল্য পণ্যজাত সমভিব্যাহারে এই নগরে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি. অদ্য এক মহাজনের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজনানন্তর তথায় বসিয়া গান বাদ্য শুনিতেছিলাম, ইতিমধ্যে সহসা মহা কোলাহল শুনিয়া প্রহরিগণ বলপূর্ব্বক ঐ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং একে একে নিমন্ত্রিত লোক সকলকে বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। আমরা সৌভাগ্য বশতঃ একটা নিকটস্থ প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পলাইয়া আসিয়াছি, পরন্তু আমরা বিদেশীয় বলিয়া এখানকার পথ চিনি না, অধিকন্তু এখন পর্য্যন্ত মদিরার মাদকতা শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, সুতরাং বাসায় যাইতে চেষ্টা করিয়া পাছে আমরা অন্য কোন নগরপালের হস্তে পতিত হই এই ভয়ে আমরা তদভিমুখে গমন করিতে সাহস করিতেছি না। সম্প্রতি এই পথ দিয়া যাইতে যাইতে আপনাদিগের বাটীতে সঙ্গীত ধ্বনি শুনিতে পাইয়া আপনাদিগকে জাগ্রত বোধ করিয়া দ্বারে করাঘাত করিয়াছি। অধুনা আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে অদ্য রাত্রির নিমিত্ত এই বাটীর মধ্যে অবস্থান করিতে অনুমতি দেন ইহাই আমাদিগের এক মাত্র প্রার্থনা।” সাফী বলিল, “আমি এ বাটীর কর্ত্রী নহি, আপনারা মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করুন, আমি কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া শীঘ্র আসিতেছি।”

সাফী এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভগিনীদ্বয়ের নিকটে গমনপূর্ব্বক তাবৎ বৃত্তান্ত বলিল। জোবেদী ও আমিনী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দয়ালুস্বভাব বশতঃ পরিশেষে তাহাদিগকেও বাটীর মধ্যে আসিবার করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। সাফী ভগিনীদিগের কথানুসারে রাজা, মন্ত্রী ও খোজাধ্যক্ষকে বাটীর মধ্যে আসিতে বলিলে, তাঁহারা তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সম্ভ্রমের সহিত সুন্দরী ও ফকিরদিগকে নমস্কার করিলেন। রমণীগণও তাঁহাদিগকে সওদাগর-বোধে প্রতিনমস্কার করিয়া উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিল। অনন্তর জোবেদী বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, “আপনাদিগের শুভাগমনে আমরা যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম, পরন্তু আপনাদিগকে আমি একটী প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাতে আপনারা বিপরীত ভাবিবেন না।”

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগকে কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।" জোবেদী উত্তর করিলেন; "আপনারা এখানে অবাধে নয়নের ব্যবহার করিতে পারিবেন, কিন্তু প্রাণান্তেও জিহ্বার সহিত সংস্রব রাখিতে পারিবেন না, অর্থাৎ যাহা কিছু এখানে দর্শন করিবেন যদি তদ্বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে, আপনারা বিষম বিপদে পড়িবেন।" মন্ত্রী কহিলেন, "আর্য্যে! আপনি আমাদিগকে যাহা আদেশ করিতেছেন, আমরা তাহাই করিব, কদাচ তাহার অন্যথাচরণ করিব না।" এই কথা শুনিয়া সকলে ছদ্মবেশ-ধারী রাজা ও তৎসঙ্গিগণের সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক ভোজনাদি করিতে আরম্ভ করিল। যৎকালে জাফর মন্ত্রী বিবিধ বাগ্‌ভঙ্গী দ্বারা রমণীগণের সন্তোষোৎপাদন করিতেছিলেন, তৎকালে ভূপতি যুবতীগণের অলৌকিক সৌন্দর্য্য, সরল স্বভাব ও উৎকৃষ্ট রীতি সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন, কিন্তু ফকিরত্রয়ের মধ্যে প্রত্যেকেরই দক্ষিণ চক্ষু নাই দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি ফকিরদিগকে এই আশ্চর্য্য ঘটনার হেতু জিজ্ঞাসা করিতেন, কিন্তু নিজকৃত অঙ্গীকার স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তৎকালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তদনন্তর জোবেদী সহসা আসন হইতে উঠিয়া আমিনীর হস্তধারণপূর্ব্বক বলিলেন, "সহোদরে! আর বৃথা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই; আইস্ আমরা আপনাদিগের নিত্য কর্ম্ম করি, এই সাধুগণের উপস্থিতি জন্য আমাদিগের কদাচ কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।" আমিনী এই কথা শুনিবামাত্র ভগিনীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সত্বর গাত্রোত্থান করিল, এবং গৃহমধ্যস্থ পানপাত্র, ভোজনপাত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সকল গৃহান্তরে লইয়া গিয়া রাখিল। ইত্যবসরে সাফী সম্মার্জনীহস্তে গৃহ পরিষ্কার করিতে লাগিল, এবং তন্মধ্যস্থ দ্রব্য সকল যথাযোগ্য স্থানে রাখিয়া দিয়া দীপ সকলকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া দিল। পরে গৃহের দুই পার্শ্বে দুই খানা বসিবার নিমিত্ত পালঙ্ক পাতিয়া তাহার এক খানাতে তিন জন ফকির ও অন্য খানাতে রাজা ও তাঁহার সমভিব্যাহারীদিগকে বসাইল। তাহার পর সে মুটিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করতঃ কহিল, "অহে! তুমি এ সময়ে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছ? শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক, আমরা যখন যাহা করিতে বলিব তোমাকে তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে হইবে, তুমি গৃহের আত্মীয়, তুমি এমন সময়ে বসিয়া থাকিলে কি চলে?" সে সময়ে মোটবাহকের কিঞ্চিৎ মত্ততার লাঘব হইয়াছিল, সুতরাং সে ঐ কথা শুনিবামাত্র সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কটিবন্ধন করিয়া বলিল, "এই আমি আপনাদিগের আদেশ পালনার্থ সজ্জিত আছি।" সাফী উত্তর করিল, "তোমার এইরূপ ব্যগ্রতা দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা কর, শীঘ্রই তোমাকে আমাদিগের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছি।" কিঞ্চিৎকাল পরে আমিনী একখানি কাষ্ঠাসন আনীয়া গৃহের মধ্যস্থলে রাখিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বাহককে কহিল, "আইস, তোমাকে আমার কিছু সাহায্য করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া মোটবাহক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া একটী কুঠরীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং অনতিবিলম্বে দুইটা কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরীকে শৃঙ্খল-বদ্ধ করিয়া শৃঙ্খলধারণপূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে আনীয়া উপস্থিত করিল।

জোবেদী, রাজা ও ফকিরদিগের মধ্যবর্ত্তী একখানি আসনে উপবিষ্টা ছিলেন, তিনি বাহককে দুইটা কুক্কুরী আনীতে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন "তবে আর বৃথা কালহরণে প্রয়োজন নাই, সম্প্রতি আমরা আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করি।" এই কথা বলিয়া স্বীয় পরিচ্ছদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া আমিনীর হস্ত হইতে একটা যষ্টি গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন, "বাহক! তুমি এই দুইটা কুক্কুরীর মধ্য হইতে একটা আমিনীর হস্তে দিয়া অন্যটা লইয়া শীঘ্র আমার নিকটে আইস।" মোটবাহক তদনুসারে একটা কুক্কুরী তাঁহার নিকটে আনীয়া উপস্থিত করিল। কুক্কুরী জোবেদীর প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক অনর্গল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কিন্তু কুক্কুরীর সেই সজলনয়ন নিরীক্ষণ করিয়া জোবেদীর অন্তঃকরণে কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না, তিনি যষ্টিদ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন যে, কুক্কুরী কিছুকাল আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া ক্রমে অবসন্ন হইয়া ভূতলশায়িনী হইল। তদ্দর্শনে জোবেদী যষ্টিটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া বাহকের হস্ত হইতে স্বহস্তে শৃঙ্খল লইয়া কুক্কুরীকে পশ্চাদ্বর্ত্তী পদদ্বয়ের উপর ভর দিয়া দাঁড় করাইলেন, এবং অনেক ক্ষণ তাহার সহিত অশ্রুমোচন করিলেন। তদনন্তর স্বীয় বসন দ্বারা কুক্কুরীর নয়নজল মুছাইয়া দিয়া তাহার বদন-চুম্বনানন্তর বাহককে বলিলেন, "তুমি যে খান হইতে আনীয়াছিলে ইহাকে পুনর্ব্বার সেই খানে রাখিয়া দ্বিতীয় কুক্কুরীকে আমার নিকটে লইয়া আইস।"

বাহক প্রথমাগত কুক্কুরীকে সঙ্গে করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল, এবং তাহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কিঞ্চিৎক্ষণ পরে তথায় আসিয়া আমিনীর হস্ত হইতে দ্বিতীয় কুক্কুরীকে লইয়া জোবেদীর নিকটে আগমনপূর্ব্বক তদীয় আজ্ঞানুসারে তাহাকেও পূর্ব্বেরমত ধারণ করিয়া রহিল। জোবেদী তাহাকেও সেইরূপ প্রথমতঃ প্রহার করিয়া পরিশেষে চুম্বনাদি করিলেন। তৎপরে আমিনী আসিয়া তাহাকে সে স্থান হইতে লইয়া গেল। ভূপতি, তাঁহার সঙ্গিগণ ও তিন জন ফকির এই ব্যাপার দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা বিলক্ষণ

জানিতেন, যে যাবনিক শাস্ত্রে কুকুর জাতি নিতান্ত অপবিত্র ও অস্পৃশ্য বলিয়া উক্ত আছে, সুতরাং অগ্রে তাহাদিগকে প্রহার করিয়া পশ্চাৎ তাহাদিগের মুখচুম্বনাদি করিবার কারণ কি, ইহা কেহই কিছু অবধারণ করিতে পারিলেন না। তৎপরে তাঁহারা গোপনে ঐ বিষয় লইয়া পরস্পর আন্দোলন করিতে লাগিলেন, এবং ভূপতি উহার কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়া সঙ্কেত দ্বারা মন্ত্রীকে ইহার কারণানুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিলেন। মন্ত্রীও ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন যে, এখনও জিজ্ঞাসা করিবার প্রকৃত সময় উপস্থিত হয় নাই।

জোবেদী গৃহের মেজিসায় উপবেশনপূর্ব্বক শ্রান্তিদূর করিতেছেন।

অনন্তর জোবেদী শ্রান্তিদূরকরণার্থ ক্ষণকাল গৃহের মধ্যস্থলে বসিয়া রহিলেন। তাহার পর সাফী তাঁহাকে বলিল, "সহোদরে! এক্ষণে তুমি এস্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আপন স্থানে গিয়া উপবেশন করিলে ভাল হয়, কেন না আমাকেও আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে।" জোবেদী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "হাঁ উচিত বটে," এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উঠিয়া ভূপতি, তাঁহার সঙ্গিগণ ও তিন জন ফকিরের মধ্যস্থলে যে বিস্তীর্ণ আসন ছিল তাহার উপর যাইয়া উপবেশন করিলেন। জোবেদী তথায় গিয়া উপবেশন করিলে পর, দর্শকগণ আবার কি কাণ্ড ঘটে ইহা উৎপ্রেক্ষা করতঃ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ

হইয়া রহিল। সাফী গৃহের মধ্যস্থলে একখানি পালঙ্কে বসিয়া আমিনীকে বলিল, "সহোদরে! গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তোমাকে এক্ষণে যাহা করিতে হইবে শীঘ্র তাহার অনুষ্ঠান কর।" এই কথা শুনিবামাত্র আমিনী উঠিয়া যে গৃহ হইতে ঐ দুইটা কুক্কুরী আনীত হইয়াছিল, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী একটী কুঠরীতে গমনপূর্ব্বক পীতবর্ণের শাটিন বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটী ক্ষুদ্র সিন্দুক আনয়ন করিয়া তাহার মধ্য হইতে একটা বীণা বাহির করিয়া সাফীর হস্তে অর্পণ করিল। সাফী তাহার সুর মিলাইয়া বাজাইতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে এমন একটী মনোহর বিরহ বিষয়ক গান আরম্ভ করিল যে, তৎশ্রবণে শ্রোতৃবর্গ এক কালে মোহিত হইলেন। সাফী ক্ষণকাল ঐ প্রকার গান গাইয়া পরিশেষে শ্রান্তিবোধ হওয়াতে আমিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ভগিনি! আমার অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে, তুমি এই বীণা লইয়া কিছু ক্ষণ গান কর।" আমিনী বীণা বাজাইয়া সেইরূপ গান গাইতে আরম্ভ করিল। আমিনীও অনেক ক্ষণ গান করিয়া পরিশেষে শ্রান্তা হইলে জোবেদী তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে ভগিনি! তুমি যে গান করিলে ইহা অতিশয় চমৎকার।" আমিনী সঙ্গীতের ভাবে এরূপ নিমগ্ন-চিত্তা হইয়াছিল যে, তৎকালে তাহার বাহ্যজ্ঞান মাত্র ছিল না, সুতরাং সে নিজ সৌজন্য প্রদর্শনার্থ জোবেদীর কথার কোন উত্তর করিতে না পারিয়া শ্রমাপনয়নার্থ বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠ দেশের বসন মুক্ত করিয়া উপবেশন করিল। তাহাতে দর্শকগণ দেখিলেন তাহার উরঃস্থল ও কণ্ঠদেশ অতিশয় মলিন এবং ক্ষত বিক্ষত, তদ্দর্শনে তাঁহারা কিঞ্চিৎ ত্রাসযুক্ত হইলেন। যাহা হউক, আমিনী নিজ অঙ্গ-বসন অপসৃত করিয়াও কিছুমাত্র বিশ্রাম-লাভ করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িল।

জোবেদী ও সাফী ভগিনীর এই অবস্থা দেখিয়া শীঘ্র তাহাকে আশ্বস্ত করিতে গেলেন, ইত্যবসরে এক জন ফকির বলিল, "হায়! কেন এ সকল পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই, এখানে আসিয়া এইরূপ শোচনীয় কাণ্ড দর্শনাপেক্ষা পথিমধ্যেই শয়ন করিয়া থাকা আমাদিগের পক্ষে সহস্রাংশে ভাল ছিল।" ভূপতি পূর্ব্বাবধি বিস্মিত হইয়াছিলেন, সুতরাং ফকিরের মুখ হইতে এই বাক্য বিনির্গত হইবামাত্র তিনি তাহার এবং তদীয় সমভিব্যাহারী ফকিরদ্বয়ের সমীপবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ইহার কারণ কিছু বলিতে পার?" তাহারা উত্তর করিল, "এবিষয়ে আপনি যেরূপ অনভিজ্ঞ আমরাও তদ্রূপ, ইতিপূর্ব্বে আর কখন আমরা এবাটীতে পদার্পণ করি নাই, আপনি প্রবেশ করিবার মুহূর্ত্তমাত্র পূর্ব্বে আমরা এই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং আমরা ইহার কিছুই জানি না।" এতৎশ্রবণে রাজা

অধিকতর বিস্মিত হইলেন। অতঃপরে তিনি বাহককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় আপনাদিগের সমভিব্যাহারী ঐ ব্যক্তি কিছু জানিলেও জানিতে পারে।" ইহা শুনিয়া এক জন ফকির বাহককে ইঙ্গিতে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন হে! তুমি ইহার কিছু বলিতে পার? কিজন্য দুই কুক্কুরীকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করা হইল, এবং কিনিমিত্তই বা আমিনীর বক্ষঃস্থল এরূপ আঘাতের চিহ্নে পূর্ণ দৃষ্ট হইল?" বাহক উত্তর করিল, "আমি পরমেশ্বরের শপথ পূর্ব্বক বলিতে পারি, আমি ইহার কিছুই কারণ জানি না।" ভূপতি ও তাঁহার সমভিব্যাহারিগণ পূর্ব্বে অনুমান করিয়াছিলেন ঐ ব্যক্তি রমণীগণের পরিবারস্থ কেহ হইবে, এবং তাহার দ্বারা ঐ ব্যাপারের যথার্থ কারণ জানা যাইবে, কিন্তু যখন সে নিজ পরিচয় প্রদান করিল, তখন তাঁহা-দিগের সে আশা বিফলা হইল। যাহাহউক ভূপতি দৃঢ়সঙ্কল্প করিলেন, এ বিষয় বিশেষরূপে অবগত না হইয়া কিছুতেই নিরস্ত হইবেন না, সুতরাং তিনি অবশেষে স্থির করিলেন এবিষয় রমণীদিগকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। তাহার পর সঙ্গিগণকে বলিলেন, "অহে! তোমরা মনোনিবেশপূর্ব্বক আমার কথা শুন, আমরা এই বাটীর মধ্যে সর্ব্বসমেত সাত জন পুরুষ আছি, ইহারা তিন জন স্ত্রীলোকে আমাদিগের কি অনিষ্ট করিতে পারিবে? আইস আমরা উহাদিগকেই সাহসপূর্ব্বক এ কথা জিজ্ঞাসা করি।" সুচতুর মন্ত্রী জাফরের ঐ প্রস্তাব মনোনীত না হওয়াতে তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "রমণীগণকে এ কথা জিজ্ঞাসা করা আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত অকর্ত্তব্য, আমরা যে শপথ করিয়া এই বাটীতে প্রবেশ করিয়াছি তাহা সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের রক্ষা করা উচিত, বিশেষতঃ এরূপ অন্যায়াচরণ করিলে আমাদিগের বিলক্ষণ অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা।"

মন্ত্রী এই কথা বলিয়া ভূপতিকে একান্তে লইয়া গিয়া কহিলেন, "মহারাজ! এক্ষণে যামিনী অবসন্নপ্রায়া, আর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন, প্রাতঃকালে আমি এই তিন রমণীকে আপনার সিংহাসনের সমীপে উপস্থিত করিব, আপনি যাহা যাহা জানিতে ইচ্ছা করেন তৎকালে সেই সকল বিষয় অনায়াসে ইহাদিগের মুখ হইতে শুনিতে পারিবেন।" যদিও সচিব এইরূপ সৎপরামর্শ দিলেন, তথাপি রাজা উহা কোন মতেই গ্রাহ্য না করিয়া ঈষদ্বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক মন্ত্রীকে বলিলেন, "অমাত্য! ক্ষান্ত হও, তোমার বৃথা বাগাডম্বরের কোন প্রয়োজন নাই, আমি আর এক মুহূর্ত্তও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি না, এই দণ্ডেই আমাকে এ বিষয়ের যথার্থ কারণ জানিতে হইবে।" মন্ত্রী এই কথা শুনিয়া মৌনাবলম্বন করিলে পর, নৃপতি সেই বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ তিন জন ফকিরকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু

তাঁহারা তাহা করিতে স্বীকার না করাতে পরিশেষে ইহা স্থির করিলেন যে, মোটবাহক ঐ বৃত্তান্ত কামিনীগণকে জিজ্ঞাসা করিবে।

তাঁহাদিগের পরস্পর এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছে, ইতিমধ্যে আমিনীর মূর্চ্ছাপগম হওয়াতে জোবেদী তাঁহাদিগের সমীপে আগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এত ব্যগ্রতার সহিত কি পরামর্শ করিতেছ?" মোটবাহক তৎক্ষণাৎ বিনীত ভাবে উত্তর করিল, "ঠাকুরাণি! এই সকল মহোদয়গণ আমাকে ইচ্ছা করেন, আপনি কি জন্য দুইটী কুক্কুরীকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিলেন, কি নিমিত্তই বা পরিশেষে তাহাদিগের মুখ চুম্বন করিলেন, আর যে রমণী ইতিপূর্ব্বে মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন তাঁহারই বা বক্ষঃস্থল এরূপ আঘাতের চিহ্নে পরিপূর্ণ হইল কেন? আপনি দয়াপূর্ব্বক এই সকল বিষয়ের কারণ বলিয়া ইঁহাদিগের উৎকণ্ঠাপনোদন করুন, ইঁহারা এতক্ষণ আমাকে এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছিলেন, এবং এই জন্যই ইঁহাদিগের মধ্যে বাদানুবাদ হইতেছিল।" জোবেদী ইহা শুনিয়া কোপাকুলনেত্রে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তোমরা আমার নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিবার নিমিত্ত এব্যক্তিকে অনুরোধ করিয়াছ?" তাঁহারা সকলেই উত্তর করিলেন, "হাঁ আমরা করিয়াছি," কিন্তু অমাত্য জাফরের সম্মতিক্রমে ঐ প্রশ্ন করা হয় নাই বলিয়া তিনিই কেবল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। জোবেদী এইকথা শুনিবামাত্র ক্রোধোন্মত্তা হইয়া কহিলেন, "তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ কিরূপ অভদ্রতাচরণ করিয়াছ আমরা বাটীর মধ্যে অসহায়িনী ছিলাম বলিয়া তোমাদিগকে এখানে স্থান দান করিবার পূর্ব্বে তোমাদিগকে প্রতিশ্রুত করাইয়াছি কদাচ তোমরা আমাদিগের কর্ম্ম দেখিয়া কোন জিজ্ঞাসাবাদ করিবে না, তোমরা সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে না। আমরা যথাসাধ্য তোমাদিগের অভ্যর্থনা ও চিত্তরঞ্জন করিতে ত্রুটি করি নাই, সেই সকল উপকার এ প্রকারে পরিশোধ করিতে তোমাদিগের কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হইল না? যাহা হউক, তোমরা এমত মনে করিওনা যে, তোমাদিগের এই অশিষ্ট ব্যবহারের নিমিত্ত সমুচিত শাস্তি বিধান না করিয়া আমি কদাচ ক্ষান্ত থাকিব।" ইহা বলিয়া ভূতলে বারত্রয় পদাঘাত করিলেন, তদনন্তর তিন বার করতালি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "অরে! তোরা কোথায় আছিস্ শীঘ্র আয়।" এই কথা বলিবা মাত্র সহসা একটা দ্বার বিমুক্ত হইল, এবং তন্মধ্য হইতে সাত জন বলবান, ভীষণমূর্ত্তি, কাফ্রি পুরুষ খড়্গহস্তে প্রবেশপূর্ব্বক প্রত্যেকে এক এক জনকে ধারণ করত বলপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের শিরশ্ছেদনে উদ্যত হইল।

ভূপতি হঠাৎ এই কাণ্ড দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন, এবং

মনে মনে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "হায়! কেন আমি মন্ত্রীর কথা অগ্রাহ্য করিলাম।" ফলতঃ এই অবকাশে তাহারা সাত জনেই শমন সদনে আতিথ্য স্বীকার করিত. কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিবার পূর্ব্বে কাফ্রিদিগের মধ্যে এক জন জোবেদীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরাণি! এখনি কি ইহাদিগের কণ্ঠচ্ছেদন করিব?" জোবেদী বলিলেন, "কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, অগ্রে আমি ইহাদিগের পরিচয় গ্রহণ করি, তাহার পর ইহাদিগকে বধ করিও " এই কথা শুনিয়া বাহক আর্ত্তস্বরে বলিল, "ঈশ্বরের দোহাই, আপনারা বিনা অপরাধে আমাকে নষ্ট করিবেন না, এই সকল ব্যক্তিরাই যথার্থ অপরাধী, আমার এ বিষয়ে কিছু মাত্র দোষ নাই।" তাহার পর রোদন করিতে করিতে বলিল, "আহা! আমি পরম সুখে কাল হরণ করিতেছিলাম, কি অশুভ ক্ষণেই হতভাগ্য কাণা ফকির গুলার মুখ দেখিয়াছিলাম, তাহাতেই আমার এই বিপদ ঘটিল, বোধ হয় ইহাদিগের পদার্পণে ক্রমে নগরশুদ্ধ জ্বলিয়া যাইবে।"

জোবেদীর যদিও তৎকালে বিজাতীয় ক্রোধ জন্মিয়াছিল, তথাপি মুটিয়ার এই সকল কথা শুনিয়া তিনি হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া মনে মনে হাসিলেন, কিন্তু তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া অন্যান্য লোকদিগকে বলিলেন, "তোমরা যদি আপনাদিগের মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে এই দণ্ডে আপন আপন প্রকৃত পরিচয় প্রদান কর, নতুবা এখনি তোমাদিগের প্রাণ দণ্ড হইবে।" নৃপতি ইতিপূর্ব্বে জীবনের আশা একবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে জোবেদীর মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া তাঁহার মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ আশ্বাস জন্মিল। তিনি বিবেচনা করিলেন, জোবেদী তাঁহাকে রাজা বলিয়া জানিতে পারিলে কখনই তাঁহার প্রাণ সংহার করিতে পারিবেন না, সুতরাং স্বীয় জীবন রক্ষার্থ তাঁহার পরিচয় প্রদান করিবার নিমিত্ত অমাত্যকে অনুরোধ করিলেন। সুবুদ্ধি মন্ত্রী ভূপালের এই অপমান অপ্রকাশিত রাখিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ তাঁহার ঐ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে বারম্বার ঐরূপ করিতে বলাতে তিনি অগত্যা সেইরূপ করিতে বাধ্য হইয়া নিজ প্রভুর পরিচয় প্রদান করিবার উপক্রম করিতেছেন, ইতিমধ্যে জোবেদী ফকিরদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তোমরা কি তিন জনে সহোদর?" তাহাতে এক জন ফকির উত্তর করিল, "না, আমরা সহোদর নহি, তবে এক প্রকার ধর্ম্মাবলম্বন-জন্য সম্প্রতি আমরা ধর্ম্ম ভ্রাতা হইয়াছি " তৎপরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তোমরা কি জন্মাবধি এইরূপ এক চক্ষুবিহীন?" তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ফকির উত্তর করিল, "না, আমরা জন্মাবধি এপ্রকার নহি, কোন গুরুতর কারণ বশতঃ

আমরা এক একটী চক্ষু হারাইয়াছি।” অবশিষ্ট দুইজন ফকির বলিল, “আপনারা আমাদিগকে সামান্য লোক বোধ করিবেন না, আমরা সকলেই রাজার পুত্র, যদিও ইতিপূর্ব্বে আমাদিগের পরস্পর কিছুমাত্র আলাপ ছিল না তথাপি অদ্য সন্ধ্যাকালে দৈববশতঃ এক স্থানে একত্রিত হওয়াতে আমরা পরস্পর বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছি।” এতৎশ্রবণে জোবেদীর কিঞ্চিৎ ক্রোধ শান্তি হওয়াতে তিনি কাফ্রি দিগকে আজ্ঞা করিলেন, “তোমরা এক্ষণে ইহাদিগকে মুক্ত কর, কিন্তু অন্যত্র না যাইয়া এই খানেই অবস্থিতি কর, ইহাদিগের মধ্যে যাহারা প্রকৃতরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিবে, তাহাদিগের কোন শাস্তিবিধান করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু যাহারা আপনাদিগের জীবনবৃত্তান্ত গোপন করিতে চেষ্টা করিবে তাহাদিগকে নির্দ্দয়রূপে বধ করিবে।”

নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেই জীবন রক্ষা হইবে, এই কথা শুনিবামাত্র মুটিয়া ব্যগ্রতার সহিত বলিল,‘ ঠাকুরাণি! আমার সমস্ত বিবরণ আপনারা ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছেন, আমি মোটবাহক-বৃত্তি দ্বারা কথঞ্চিৎ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করি, অদ্য প্রভাতে আমি ঝাঁকা লইয়া বাজারে দাঁড়াইয়াছিলাম, ইতিমধ্যে আপনকার ভগিনী ঠাকুরাণী আমার মাথায় মোট দিয়া এই খানে আনীলেন, তদবধি আমি আপনাদিগের প্রসাদে পরম সুখে কাল হরণ করিতেছি, আপনাদিগের এই অনুগ্রহ আমি প্রাণান্তেও বিস্মৃত হইব না, ইহাই আমার একমাত্র পরিচয়।”

মুটিয়ার কথা শেষ হইবামাত্র জোবেদী তাহাকে বলিলেন, “তুমি এখনি এখান হইতে পলায়ন কর,আর কদাচ এ বাটীতে পদার্পণ করিও না।” ইহা শুনিয়া বাহক কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, “ঠাকুরাণি! যখন আমার প্রতি এতাদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, তখন আর কিছু ক্ষণের নিমিত্ত আমাকে এখানে থাকিতে অনুমতি দিন, এই সকল ভদ্র-লোকের বিবরণ শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতুহল হইতেছে।” এই কথা বলিয়া সে জোবেদীর আসনের এক পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল,এবং উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম বলিয়া পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। তাহার পর ফকিরদিগের মধ্যে একজন জোবেদীকে সম্বোধনপূর্ব্বক আপনার বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিল।

প্রথম ফকিরের কথা।

ঠাকুরাণি! যে প্রকারে আমার দক্ষিণ চক্ষুটী নষ্ট হইল, এবং যে জন্য আমি বিবেকীর বেশে পথে পথে ভ্রমণ করিতেছি, তাহার বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। আমি এক জন রাজকুমার, আমার পিতা এক

প্রতাপশালী সম্রাট ছিলেন। তাঁহার এক জন সহোদর ছিলেন, তিনিও পিতার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এক প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। আমার পিতৃব্যের এক পুত্র ছিলেন, দৈববশতঃ তিনি এবং আমি উভয়েই এক দিনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর, আমি জনক মহাশয়ের অনুমতি লইয়া প্রতিবৎসর এক এক বার পিতৃব্যভবনে গমনপূর্ব্বক দুই এক মাস অবস্থিতি করিতাম। এই-রূপ মধ্যে মধ্যে তথায় গমন করাতে, বিশেষতঃ পিতৃব্যপুত্র আমার সম-বয়স্ক ছিলেন বলিয়া, ক্রমে তাঁহার সহিত আমার বিশেষ সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল। শেষ যাত্রায় আমি পিতৃব্যের বাটীতে উপস্থিত হইলে পিতৃব্যপুত্র আমাকে অন্যবারের অপেক্ষা অধিকতর সমাদরপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন, এবং বিবিধ প্রকারে আমার চিত্তরঞ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক দিবস তিনি বিস্তর আয়োজন করিয়া আমাকে একটী উৎকৃষ্ট ভোজ দিলেন। আমি পরিতোষপূর্ব্বক তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিলাম, আহারান্তে তিনি বলিলেন, "ভাই! গত বার তুমি এখান হইতে চলিয়া যাওয়া অবধি আমি এই এক বৎসর কাল বহু লোক নিযুক্ত করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে একটী বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছিলাম, অল্প দিন হইল তাহা সমাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং সম্প্রতি তথায় অনায়াসে বাস করা যাইতে পারে। ঐ পুরী অতিশয় রমণীয়, তুমি উহা দেখিলে মহা পরিতোষ লাভ করিবে, কিন্তু অগ্রে তোমাকে শপথ করিয়া বলিতে হইবে, কদাচ তুমি ঐ অট্টালিকার কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না।" পিতৃব্যপুত্রের সহিত আমার যেরূপ প্রণয় হইয়াছিল, তাহাতে আমি তাঁহার প্রার্থনানুসারে কোন বিষয়েই অঙ্গীকার না করিয়া থাকিতে পারিতাম না, সুতরাং আমি তৎক্ষণাৎ শপথ করিয়া বলিলাম, "আমি প্রাণান্তেও ইহা কাহার নিকট প্রকাশ করিব না।" এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি এখনি আসিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া গেলেন, এবং কিঞ্চিৎকাল পরে স্বর্ণাভরণভূষিতা রূপ-যৌবনসম্পন্না এক কামিনীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ যুবতী যে কে তিনি আমাকে তাহার কিছুই বলিলেন না, আমিও নিজের অভদ্রতা প্রকাশ পাইবে এই ভয়ে স্বয়ং তাহার পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না।

দুই রাজপুত্র ও এক রমণী।

অনন্তর আমরা তিনজনে একত্র উপবেশনপূর্ব্বক বহুক্ষণ যথেচ্ছ পান ভোজন ও বিবিধ বাক্যালাপ করিলাম, তৎপরে পিতৃব্যতনয় আমাকে কহিলেন, "ভাই! আমি আর বিলম্ব করিতে পারি না, তুমি কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক এই রমণীর হস্ত ধারণ করিয়া অমুক সমাধি ক্ষেত্রে গমন কর, তথায় উপস্থিত হইয়া একটা গম্বুজাকৃতি গোর দেখিতে পাইবে, তাহার দ্বার বিমুক্ত আছে, তোমরা তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কিঞ্চিৎকাল আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিও, আমিও অতি শীঘ্র তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছি।"

স্বকৃত অঙ্গীকার স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে আমি পিতৃব্যতনয়ের এই কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ কামিনীকে সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলাম। কিঞ্চিৎ পরে পিতৃব্যপুত্র একটী বারিপূর্ণ ঘট, এক খান কুঠার এবং চূণ ও অন্যান্য মসলাতে পরিপূর্ণ একটা থলিয়া সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং কুঠার দ্বারা সমাধি ক্ষেত্রের প্রস্তর নির্ম্মিত মধ্যস্থল খনন করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে যে সকল পাষাণ-খণ্ড উত্থিত হইতে লাগিল, সে গুলি ক্রমে ক্রমে এক কোণে রাশীকৃত করিয়া রাখিয়া দিলেন। তৎপরে যখন মৃত্তিকা খনন করিলেন, তখন নিম্ন ভাগে দৃষ্টিপাত করাতে একটী ক্ষুদ্র দ্বার দৃষ্ট হইল, ঐ দ্বার উদ্ঘাটিত করাতে দেখা গেল, তন্মধ্যে একটী সুরম্য হর্ম্ম্য ও তদবতারিণী এক সোপান-শ্রেণী রহিয়াছে। পিতৃব্যনন্দন তদ্দর্শনে কামিনীকে বলিলেন, "ইতিপূর্ব্বে আমি তোমাকে যে পুরীর কথা বলিয়াছিলাম, তাহা ঐ দেখা যাইতেছে, এই সোপান দ্বারা অবরোহণ

করিলেই উহার মধ্যে যাওয়া যাইবে।” রমণী এই কথা শুনিবামাত্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিল, তদনন্তর পিতৃব্য তনয়ও তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ভাই! তুমি আমার নিমিত্ত যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছ তজ্জন্য আমি তোমার নিকটে চিরকাল কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ রহিলাম, তোমাকে আমার অগণ্য ধন্যবাদ সম্প্রতি আমাকে বিদায় দাও।” আমি ভ্রাতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি করেন কি, উহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন কেন?” তিনি সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া আমাকে কেবল এই কথা মাত্র বলিলেন, “আমি এক্ষণে বিদায় হই, তুমি যে পথ দিয়া আসিয়াছিলে সেই পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক গমন কর।” পিতৃব্যতনয়ের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া তথা হইতে পিতৃব্যালয়ে ফিরিয়া আসিলাম, এবং অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হওয়াতে সে রাত্রি কথঞ্চিৎ শয়ন করিয়া রহিলাম। পরদিন প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পূর্ব্ব রজনীর ঐ অদ্ভুত ব্যাপার প্রথমতঃ আমার স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল, পরে যখন ভৃত্যদিগের প্রমুখাৎ শুনিলাম পিতৃব্যকুমার গত রাত্রি বাটীতে শয়ন করেন নাই, তখন আমার সে সন্দেহ দূর হইল, এবং আমি পিতৃব্য-পুত্রের নিমিত্ত মহা উদ্বিগ্ন হইলাম। কিন্তু পাছে শপথ ভঙ্গ হয় এই ভয়ে আমি কাহাকে কিছু না বলিয়া একাকী প্রচ্ছন্নভাবে পুনর্ব্বার গোরস্থানে গমন করিলাম, এবং পিতৃব্যপুত্রের অনেক অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। এইরূপে ক্রমাগত চারি দিবস তাঁহার অনু-সন্ধানার্থ আমি সমাধিক্ষেত্রে ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু আমার সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইল। আমার পিতৃব্য তৎকালে মৃগয়ায় গমন করিয়া-ছিলেন, সুতরাং তিনি বাটী না থাকাতে পিতৃব্যকুমারের আর অধিক অনুসন্ধান হইল না।

পিতৃব্য মহাশয়ের বাটী আসিতে বিলম্ব দেখিয়া আমি তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া স্বদেশ গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। আমাকে পিত্রালয়ে গমনোন্মুখ দেখিয়া পিতৃব্য-মন্ত্রিগণ অধিকতর কাতর হইলেন, কিন্তু স্বয়ং প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ ছিলাম বলিয়া আমি ঐ গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগের উৎকণ্ঠাপনোদন করিতে সমর্থ হইলাম না। সে যাহা হউক, আমি তাঁহাদিগকে বিস্তর সান্ত্বনা করিলাম, এবং তাঁহারা পিতৃব্যের আগমনে আমার প্রণাম সহকৃত গমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করেন, এজন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়া পিতৃরাজ্যে গমন করিলাম। আমি রাজবাটীর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র এক অচিন্তনীয় দুর্ঘটনা ঘটিল, সহসা এক দল প্রহরী আসিয়া আমার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিল। আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা

করাতে তন্মধ্য হইতে এক জন বলিল, "যুবরাজ! আপনকার পিতা লোকান্তর গমন করিয়াছেন, এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সৈন্যগণের অভিমতানুসারে রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন, এক্ষণে আমরা অবশ্য তোমাকে আমাদিগের নব ভূপতির নিকট লইয়া যাইব।" এই কথা বলিয়া তাহারা সকলে আমাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া সেই রাজ্যাপহারীর সম্মুখে উপস্থিত করিল। ঐ দুর্ব্বৃত্ত মন্ত্রীর পূর্ব্বাবধি আমার প্রতি জাতক্রোধ ছিল, তাহার কারণ এই, একদা বাল্যকালে আমি ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া প্রাসাদোপরি ক্রীড়া করিতেছিলাম, ইতি-মধ্যে হঠাৎ একটী পক্ষীকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বাণ ত্যাগ করিলাম, দৈববশতঃ মন্ত্রীও সেই সময় নিজ প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া বায়ু সেবন করিতেছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে মদীয় শর পক্ষীকে বিদ্ধ করিতে না পারিয়া মন্ত্রীর নয়ন মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার এক চক্ষু নষ্ট করিয়া ফেলিল। আমি তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম, এবং স্বীয় অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহাকে বিস্তর মিনতি করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মনোমধ্যে দয়ার সঞ্চার হইল না। তিনি তদবধি প্রাণপণে আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং যখন রক্ষিগণ আমাকে ঐ দুরাত্মার নিকটে লইয়া গেল, তখন সে আমাকে দেখিবামাত্র পূর্ব্ব শত্রুতা স্মরণপূর্ব্বক ক্রোধোন্মত্ত হইয়া স্বহস্তে আমার দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিল। তদবধি আমার দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু সেই দুরাচার রাজ্যাপহারক আমার প্রতি এতাবন্মাত্র নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াই পরিতৃপ্ত না হইয়া ঘাতক পুরুষকে আজ্ঞা করিল, "শীঘ্র এই নরাধমের মুণ্ড ছেদন কর, এবং ইহার মৃত দেহ শৃগাল কুক্কুরদিগকে আহারার্থ প্রদান কর।" হত্যাকারী এই অনুমতি পাইয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে নষ্ট করিবার নিমিত্ত বধ্য ভূমিতে লইয়া গেল, কিন্তু আমি সজলনয়নে তাহাকে বিস্তর বিনতি করাতে, সে আমার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিল, "ভাল, আমি তোমাকে প্রাণদান করিলাম, কিন্তু তুমি শীঘ্র এদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশান্তরে প্রস্থান কর, আর কদাচ এস্থানে পদার্পণ করিও না, পুনর্ব্বার এখানে আসিলে, কেবল তুমিই প্রাণ হারাইবে এমত নহে, তোমার সহিত আমাকেও মরিতে হইবে।" আমি প্রাণদাতা ঘাতকের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পলায়ন করিলাম। যদিও ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণ চক্ষুটী নষ্ট হওয়াতে মনোমধ্যে অত্যন্ত ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল, তথাপি সম্প্রতি মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইলাম বলিয়া আপনাকে বিলক্ষণ সৌভাগ্যবান্ বোধ করিলাম। কিন্তু সম্প্রতি আমি যেরূপ দুরবস্থায় পতিত হইলাম তাহাতে আমি একবারে অধিক দূর যাইতে

পারিতাম না। দিবাভাগে কোন নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া রাত্রিকালে যথাসাধ্য গমন করিতে লাগিলাম। এইরূপে বহু দিবসের পর পিতৃব্য মহাশয়ের রাজ্যে গিয়া উপনীত হইলাম।

অনন্তর আমি পিতৃব্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া স্বীয় শোচনীয় ঘটনার বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলাম। তিনি ইতিপূর্ব্বে আত্মজের নিধনপ্রাপ্তি সম্ভাবনা করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন; তাহাতে আবার প্রিয় সহোদরের মৃত্যু হইয়াছে এবং আমার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে শুনিয়া এককালে শোকে অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন কোন রূপেই তাঁহার শোক শান্তি না হওয়াতে, পরিশেষে আমি শপথ ভঙ্গ করিয়া তাঁহার পুত্রের বিষয়ে যাহা কিছু জানিতাম, তৎসমুদয় তাঁহার নিকটে বিস্তারিত করিয়া বলিলাম। পিতৃব্য মহাশয় তৎশ্রবণে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "বৎস ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি যাহা বলিলে, তাহাতে আমার কিঞ্চিৎ আশা জন্মিতেছে, আমিও পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম পুত্র একটী সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত অনেক লোক নিযুক্ত করিয়াছিল, কিন্তু যদিও কোন স্থানে তাহা নিশ্চয় জানি না, তথাপি তুমি যেরূপ বলিতেছ তদনুসারে অন্বেষণ করিলে আমরা অবশ্য কৃতকার্য্য হইতে পারিব, কিন্তু যখন পুত্র তোমাকে প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ করিয়াছে তখন এ বিষয় অন্য কাহাকে বলিবার আবশ্যকতা নাই, চল আমরা দুই জনে গোপনে যাইয়া সেই স্থান অনুসন্ধান করি।"

অনন্তর আমরা উভয়ে ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক উদ্যানের এক দ্বার দিয়া বহির্গত হইলাম, এবং কিয়ৎক্ষণের পর একটী ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া সেই স্থানে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। ইতিপূর্ব্বে আমি ঐ স্থান নির্ণয় করিবার নিমিত্ত অনেক বার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সম্প্রতি অনায়াসেই তাহা চিনিতে পারিলাম বলিয়া আমার মনোমধ্যে সাতিশয় আহ্লাদ জন্মিল। সে যাহা হউক, আমি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সমাধি-মন্দিরের দ্বার ভিতরে অর্গল দ্বারা বদ্ধ রহিয়াছে, এবং যে জল ও মসলার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, তাহা প্রদান করাতে দ্বার পাষাণের মত দৃঢ় হইয়া গিয়াছে সুতরাং বহু আয়াসের পর আমরা উহা মুক্ত করিলাম। তৎপরে অগ্রে পিতৃব্য চলিলেন, তৎপশ্চাতে আমি যাইতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় পঞ্চাশটী সোপান অতিক্রম করিলে পর, নিবিড় ধূমাকীর্ণ ও অতিশয় দুর্গন্ধময় একটী ক্ষুদ্র গৃহ আমাদিগের নয়ন গোচর হইল, ঐ গৃহের অভ্যন্তরে একটী প্রদীপ অত্যন্ত হীনপ্রভ হইয়া জ্বলিতেছিল। আমরা ঐ প্রদীপ লক্ষ্য করিয়া সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং শীঘ্র তাহা পার হইয়া কয়েকটা ঝাড়ের আলোকে প্রদীপিত এবং

পিতৃব্যপুত্র ও তাঁহার ভগিনী মৃতবৎ পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন।

এক দিকে নানাবিধ আহারীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ এক বিস্তৃত গৃহে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তন্মধ্যে জনমানব কেহই আমাদিগের নেত্রপথে পতিত হইল না। তদনন্তর গৃহের এক ধারে মশারি দ্বারা আচ্ছাদিত এক খানি উৎকৃষ্ট পর্য্যঙ্ক দেখিতে পাইয়া পিতৃব্য মহাশয় সেই দিকে গেলেন, এবং মশারি তুলিয়া দেখিলেন, সেই পর্য্যঙ্কের উপরে তাঁহার পুত্র এক কামিনীর সহিত অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের দেহ এরূপ অঙ্গারবৎ বিবর্ণ লক্ষিত হইল যে, হঠাৎ দৃষ্টি করাতে বোধ হইল যেন কেহ তাহাদিগকে দগ্ধকরণানলের ভস্মীভূত হইবার পূর্ব্বে উত্তোলন করিয়া তথায় রাখিয়া দিয়াছে। যদিও এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শন করিয়া আমি এককালে ভয়, বিস্ময় ও দুঃখে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম, তথাপি পিতৃব্য মহাশয়ের তদ্দর্শনে এ সকল কিছুই হইল না। তিনি পুত্রের মুখে থুথু দিয়া অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত বলিলেন, "রে পাপিষ্ঠ! ইহলোকে তোর এই পর্য্যন্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল, কিন্তু পর কালে তোকে অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।" ইহাতেও তিনি পরিতৃপ্ত না হইয়া হস্ত দ্বারা স্বীয় পাদুকা উন্মোচনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পুত্রের গণ্ডদেশে প্রহার করিতে লাগিলেন।

প্রথম ফকির কহিল ভদ্রে! মৃত স্বীয় পুত্রের প্রতি মম পিতৃব্যের এতাদৃশ আচরণ দর্শনে আমি যে কিরূপ চমৎকৃত হইলাম, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। যাহা হউক, আমি নিজ শোক ও বিস্ময় সম্বরণপূর্ব্বক পিতৃব্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! ভ্রাতা আপনকার নিকটে এমত কি অপরাধ করিয়াছেন যে,আপনি তাঁহার মৃত দেহে পাদুকাঘাত করিতেছেন?" তাহাতে পিতৃব্য উত্তর করিলেন, "বৎস! আমার এই হতভাগা পুত্র,যাহাকে পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেই আমার ঘৃণার উদ্রেক হয়, বাল্য কাল হইতে আপন ভগিনীকে অত্যন্ত ভাল বাসিত, আমি কদাচ সেই ভালবাসার এরূপ ভয়ানক ফল ফলিবে জানিতাম না, সুতরাং তাহাতে কোন বাধা দিতাম না। ক্রমে সেই প্রণয় তাহাদিগের বয়সের সহিত এরূপ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে,পরিণামে তাহা অনিষ্টোৎপাদন করিবে আমার এমত আশঙ্কা হইল। তখন আমি সাধ্যানুসারে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। এক দিবস আমি পুত্র কন্যা উভয়কেই নির্জ্জনে ডাকিয়া ঐ বিষয় উত্থাপন করিলাম, এবং তাহাদিগকে বিস্তর ভৎর্সনা করিয়া বলিলাম, "যদ্যপি তোমরা আর কিছুকাল এইরূপ দুষ্ক্রিয়ায় লিপ্ত থাক, তাহা হইলে, ইহা সকলের নিকটে প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এবং আমাদিগের এই নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক স্পর্শ হইবে।" কি জানি, তাহাতেও যদি তাহাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি নিবারিত না থাকে এই আশঙ্কায় আমি উভয়কে এরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া দিলাম যে,তাহাদিগের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু আমার সেই হতভাগা দুহিতার চিত্ত এরূপ দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল যে,যতই আমি তাহার দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে লাগিলাম, ততই তাহার সেই জঘন্য সহোদরানুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সহোদরা যে তাহার প্রতি একান্ত অনুরক্তা ইহা পুত্রের বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল,সুতরাং সে সুবিধা পাইলেই স্বীয় সহোদরা প্রেয়সীকে লইয়া পরম সুখে বাস করিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে সমাধি নির্ম্মাণের ছল করিয়া ভূমির মধ্যে এই অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। অনন্তর আমি মৃগয়ার্থ বাটী হইতে বহির্গত হইলে, সে ঐ সুযোগে বলপূর্ব্বক ভগিনীর অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে সঙ্গে করিয়া এই পাতালপুরীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়,এবং বহুকাল নির্ব্বিঘ্নে ইহার মধ্যে থাকিতে পারিবে এই আশয়ে তৎপূর্ব্বেই ইহার মধ্যে এই সকল নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু পরমেশ্বর এই ভয়ঙ্কর পাপস্রোত আর অধিক দিন প্রবাহিত হইতে না দিয়া তাহাদিগের উভয়েরই সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়াছেন। পিতৃব্য মহাশয় এই সকল কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে আমিও অশ্রুপাত করিতে লাগিলাম।

কিঞ্চিৎ কাল পরে পিতৃব্য মহাশয় আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতুষ্পুত্র! বাবা! সেটা আমার অতি কুসন্তান ছিল, তাহার নিমিত্ত আর শোক করা বৃথা, অদ্য হইতে তুমিই আমার পুত্রের কার্য্য করিবে।" এই কথা বলিয়া পিতৃব্য সোপানে অরোহণ করিলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিতে লাগিলাম। ক্রমে আমরা উপরে উঠিয়া সোপানের দ্বার রুদ্ধ করিলাম, এবং মৃত্তিকাদি দ্বারা উহাকে পূর্ব্বের মত আবৃত করিয়া রাখিলাম। তৎপরে আমরা গুপ্তভাবে রাজপুরী প্রত্যাগমন করিয়া উভয়ে কথোপকথন করিতেছি, ইতিমধ্যে সহসা তূরী, ভেরী, দুন্দুভি প্রভৃতি বিবিধ রণবাদ্যের নিনাদপুরঃসর এক ভয়ানক কোলাহল আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইল, এবং অবিলম্বেই গগনমণ্ডল নিবিড় পাংশুজালে আচ্ছন্ন হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই জানা গেল যে, যে দুর্বৃত্ত মন্ত্রী জনকের মৃত্যুর পর বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তদীয় রাজ্য হরণ করিয়াছিল, এবং যাহার ভয়ে আমি পিতৃব্যের রাজ- [illegible] সিয়া লুক্কায়িত ছিলাম, আমার সমস্ত অনর্থের মূল সেই [illegible] পিতৃব্যের রাজ্য অপহরণ করিবার নিমিত্ত সৈন্য [illegible] র তথায় আগমন করিতেছে। পিতৃব্য মহাশয়ের [illegible] ছিল না, সুতরাং তিনি সহসা আগত সেই প্রবল [illegible] চরণ করিতে পারিলেন না। তাহারা অনায়াসে [illegible] ন, এবং পিতৃব্যের অনুসন্ধানার্থ রাজবাটীতে [illegible] ন। পিতৃব্য আত্মরক্ষার্থ অনেক ক্ষণ তাহাদিগের [illegible] কন্তু পরিশেষে হীনবল হইয়া তাহাদিগের হস্তে [illegible] ও কিয়ৎক্ষণ তাহাদিগের সহিত সম্মুখ সংগ্রামে [illegible] ও আর অধিক ক্ষণ থাকিলে, আমাকে সেই দুরন্ত [illegible] ত হইতে হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া রাজপুরীর এক [illegible] পলায়ন করিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ পিতৃব্যের এক জন [illegible] অথচ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর বাটী নিকটে ছিল, আমি প্রচ্ছন্ন- [illegible] বে তথায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিন্তু বহু দিন তথায় অব- [illegible] স্থিতি করিলে পাছে বৈরিদল কোন রূপে আমার সন্ধান পায়, এই ভয়ে আমি উপায়ান্তরবিহীন হইয়া ভ্রূ ও শ্মশ্রু মুণ্ডনপূর্ব্বক ফকিরের বেশে সে স্থান হইতে বহির্গত হইলাম, এবং নানাদেশ পর্য্যটন করণানন্তর অদ্য সন্ধ্যার সময়ে বোগ্দাদ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মহারাজ হারুন অলরশীদের রাজধানীতে উত্তীর্ণ হওয়াতে আমি নির্ভয়ান্তঃকরণ হইয়া ভাবিতে ছিলাম যে, যে কোন প্রকারে পারি সেই মহানুভাব ভূপতির নিকটে যাইয়া আত্মদুঃখ নিবেদন করিব, তিনি অবশ্যই দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আমার এই দুর্গতির কোন রূপ প্রতীকার করিয়া দিবেন, ইতিমধ্যে আমার পার্শ্ববর্ত্তী এই দ্বিতীয়

উদাসীন সমীপবর্ত্তী হইয়া আমাকে নমস্কার করিলেন, আমিও ইঁহাকে প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, " কেমন, আপনিও কি আমার ন্যায় বিদেশী ?" তাহাতে ইনি উত্তর করিলেন, " হাঁ আমি বিদেশী।" ইনি আমার বাক্যে এইরূপ প্রতিবচন দিতেছেন, ইত্যবসরে ঐ তৃতীয় উদাসীনটিও আসিয়া আমাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তিন জনেই তুল্যধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া শীঘ্রই আমাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব হইল, এবং সকলেই প্রতিজ্ঞা করিলাম কদাচ পরস্পর পৃথক্ হইব না। ক্রমে তিন জনে বিবিধ বাক্যালাপ করিতে করিতে রাত্রি অধিক হইল, অতএব কোন মতে রাত্রিযাপনের নিমিত্ত আমাদিগের একটী বাসস্থানের প্রয়োজন হইল। কিন্তু আমরা বিদেশীয়, এতন্নগরস্থ কোন ব্যক্তির সহিত আলাপ পরিচয় নাই, সুতরাং এত রাত্রে কে আমাদিগকে আশ্রয়প্রদান করিবে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে এই পথ দিয়া যাইতেছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে আপনাদের দ্বারে উপস্থিত হওয়াতে, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে নিজ বাটীর মধ্যে স্থান দান তদবধি আমরা পরম সুখে এই খানে অবস্থান করি আমার বিবরণ এই।

জোবেদী এই বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিলেন, " তে করিলাম, এক্ষণে তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় গমন শুনিয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিল, কি বৃত্তান্ত না শুনিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিতে অ জোবেদী তাহাকে তথায় থাকিতে অনুমতি দিে

দ্বিতীয় ফকিরের কথা।

প্রথম ফকিরের গল্প সমাপ্ত হইবামাত্র জোবেদীে দ্বিতীয় ফকির বলিল, 'ঠাকুরাণি! যে অদ্ভুত ঘটনা, দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, তাহা আপনাকে বিদিত করিবার আমাকে অবশ্যই আপনার আজ্ঞানুসারে নিজ জীবনের সমস্ত বৃত্তা বর্ণন করিতে হইবে।"

রাজ্যেশ্বর আমার জনক, মদীয় শৈশবাবস্থায় আমাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ দেখিয়া আমার বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও উন্নতির জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করিতেই ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার রাজ্য মধ্যে যে সকল ব্যক্তি বিজ্ঞানে ও শিল্পশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের সকলকেই আমার শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যে পবিত্র গ্রন্থে ধর্ম্মমূল, ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নিয়মাবলী নিবদ্ধ আছে, আমার লিখন ও পঠনে কিঞ্চিৎ ক্ষমতা জন্মিবামাত্রই, আমি আদ্যোপান্ত সেই সমগ্র কোরাণ সুচারুরূপে অভ্যাস করিয়াছিলাম। এবং

ইহাতে সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞতা লাভ করিবার আশয়ে, আমি সেই সকল মহাত্মাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম, যাঁহাদিগের টীকা দ্বারা কোরাণের অস্ফুট স্থলগুলি উত্তমরূপে বিবৃত হইয়াছে। তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া, আমি দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে মনোনিবেশ করিলাম, এবং অল্পকাল মধ্যে এই সকল শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলাম। বিশেষতঃ লিপিবিদ্যায় আমার এরূপ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল যে, রাজ্য মধ্যে যাঁহারা অত্যন্ত প্রশংসিত লেখক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, তাঁহারও আমার নিকটে পরাভব স্বীকার করিলেন।

ক্রমশঃ দেশ বিদেশে আমার এতাবৎ সুখ্যাতি বিস্তৃত হইতে লাগিল যে, প্রবল প্রতাপশালী ভারতবর্ষাধিপতি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এক জন দূতদ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পিতার দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, বিদেশযাত্রা ব্যতিরেকে যুবরাজদিগের যথার্থ জ্ঞানোপার্জ্জন হয় না, সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। ভারতবর্ষাধিপের সহিত তাঁহার মিত্রতা জন্মে ইহাও তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল, অতএব তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া সানন্দ মনে রাজযোগ্য উপহারের সহিত কতিপয় অনুচর সঙ্গে দিয়া আমাকে তৎসমভিব্যাহারে পাঠাইয়া দিলেন।

একদল দস্যু রাজপুত্রকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়াছে।

প্রায় এক মাস কাল আমরা নির্ব্বিঘ্নে যাত্রা করিলাম, তৎপরে এক দিবস হঠাৎ দূরে একটা প্রকাণ্ড ধূলিরাশি দেখিতে পাইলাম। অনতিবিলম্বে বিবিধ অস্ত্রধারী পঞ্চাশৎ জন অশ্বারোহী দস্যু আমাদিগের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা ভারতবর্ষাধিপকে উপঢৌকন দিবার নিমিত্ত দশটা অশ্বের পৃষ্ঠে বিবিধ দ্রব্যজাত লইয়া যাইতেছিলাম, আমাদের দল বলও অধিক ছিল না, সুতরাং তাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদিগের উপর আক্রমণ করিল। তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হই, আমাদের এমত আশা ছিল না, সুতরাং তাহাদিগকে কেবল মৌখিক ভয়প্রদর্শন করিয়া বলিলাম, "আমরা ভারতবর্ষাধিপতির দূত, আমাদিগের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিও না, করিলে মহা অনর্থ ঘটিবে।" দস্যুগণ এই কথায় কিঞ্চিৎ মাত্র ভীত না হইয়া গর্ব্বিতভাবে উত্তর করিল, "তোদের রাজাকে আমাদের ভয় কি? আমরা ত তাহার রাজ্যে বাস করি না।" এই কথা বলিয়া তাহারা আমাদিগকে বেষ্টন করিল। আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আত্ম রক্ষা করিলাম, কিন্তু পরিশেষে স্বয়ং আহত হইয়া এবং রাজদূত ও সঙ্গিগণকে বিনষ্ট দেখিয়া জয়ের আশা এক কালে পরিত্যাগপূর্ব্বক বেগে অশ্বকে কশাঘাত করিলাম। ঘোটকও দস্যুদিগের অস্ত্রদ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, তথাপি সে সাধ্যানুসারে দৌড়িতে লাগিল। অনন্তর তাহার ক্ষত স্থান হইতে অজস্র শোণিত নির্গত হওয়াতে ঘোটক কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়াই ক্ষীণবল হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। আমি তখন অগত্যা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সজলনয়নে পদব্রজেই চলিলাম। প্রকাশ্য পথ দিয়া গমন করিলে, পুনর্ব্বার পাছে দস্যুদিগের হস্তে পতিত হই, এই ভয়ে আমি দুর্গম পথ অবলম্বনপূর্ব্বক যাইতে লাগিলাম। এইরূপে সমস্ত দিবস ভ্রমণ করিবার পর আমি সায়ংকালে এক পর্ব্বতের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ পর্ব্বতের নিম্নদেশে একটা প্রকাণ্ড গহ্বর দেখিতে পাইয়া আমি তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিলাম, পথে যাইতে যাইতে যে কয়েকটী ফল সংগ্রহ করিয়াছিলাম কেবল তন্মাত্র ভক্ষণ করিয়া যথা কথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবারণ করিলাম।

বহু দিবস এইরূপে পর্য্যটন করিয়া আমি একটীও লোকালয় দেখিতে পাইলাম না, তৎপরে এক মাস অতীত হইলে আমি উত্তমবসতিযুক্ত একটী বৃহৎ নগরে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। ঐ নগরে উপস্থিত হইবামাত্র যে সকল মনোহর পদার্থ যুগপৎ আমার নয়নগোচর হইতে লাগিল, তাহাতে ক্ষণেক কালের নিমিত্ত আমি একবারে আত্মদুঃখ বিস্মৃত হইলাম। অনন্তর নগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছি, ইতিমধ্যে এক জন যুবতী আমার

দোকানে বসিয়া কর্ম্ম করিতেছিল, সে দেখিবামাত্র আমাকে মহদ্বংশ-সম্ভূত জানিতে পারিয়া সমাদরপূর্ব্বক নিকটে আহ্বান করিয়া আপন পার্শ্বে বসাইয়া আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিল। আমি কিছুমাত্র গোপন না করিয়া যে বংশে জন্মিয়াছি, এবং যে দুর্ঘটনাবশতঃ তথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার নিকটে বর্ণন করিলাম। সৌচিক মনোনিবেশপূর্ব্বক আমার তাবৎ কথা শুনিয়া বাক্যাবসানে বলিল, "তুমি আমার নিকটে বিশ্বাসপূর্ব্বক যেরূপ আত্ম পরিচয় দিলে, কদাচ আর কাহারও নিকটে এ প্রকার কহিও না, যেহেতু আমাদিগের রাজা তোমার পিতার পরম শত্রু, যদি মহারাজ কোনরূপে তোমার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হন তাহা হইলে তোমাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে।" আমি এই সদুপদেশ প্রদানের নিমিত্ত তাহার নিকটে বিস্তর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, "আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন তাহা আমি প্রাণান্তেও বিস্মৃত হইব না, অদ্য হইতে আমি আপনার পরামর্শানুসারেই চলিব।" অনন্তর দরজী আমাকে ক্ষুধার্ত্ত বোধ করিয়া আহার করাইল, এবং থাকিবার নিমিত্ত নিজ বাটীতে স্থান দিল।

অনন্তর এক দিবস দরজী আমাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, তুমি আপন জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য কি কোন বিষয়কর্ম্ম শিখিয়াছ? তোমার ন্যায় সংকুলোদ্ভব যুবকগণের পরান্নে প্রতিপালিত হওয়া আমারপক্ষে ভাল বোধ হয় না।" আমি উত্তর করিলাম, "আমি ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কারাদি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছি, বিশেষতঃ লিপিবিদ্যায় আমার বিলক্ষণ পারকতা আছে।" সে কহিল, "এ সকল বিদ্যা দ্বারা তোমার এখানে জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া অতি সুকঠিন, যেহেতু এ দেশে এ সকল বিদ্যার প্রতি লোকের কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। তোমাকে বিলক্ষণ সবল দেখিতেছি, অতএব তোমাকে একটী পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করি, যদ্যপি তুমি তদনুসারে চল, তাহা হইলে উদরান্নের নিমিত্ত অন্যের উপাসনা ব্যতিরেকে স্বচ্ছন্দে তোমার দিনপাত হইতে পারিবে। এই নগরের প্রান্তভাগে এক বৃহৎ অরণ্য আছে, তুমি প্রত্যহ তথায় যাইয়া কাষ্ঠ চ্ছেদনপূর্ব্বক বাজারে বিক্রয় করিতে থাক, তাহা হইলে, তোমার যথেষ্ট লভ্য হইবে, অথচ লোকে তোমার পরিচয় জানিতে পারিবে না। যে পর্য্যন্ত জগদীশ্বর তোমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তোমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার না করেন, তুমি সে পর্য্যন্ত এই উপায় অবলম্বন করিয়া এখানে বাস কর, আমি তজ্জন্য শীঘ্রই তোমাকে এক গাছি রজ্জু ও এক খান কুঠার আনাইয়া দিব।" ঐ কর্ম্ম সাতিশয় নীচ ও শ্রম-সাধ্য হইলেও, আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলাম। পর দিন সৌচিক এক খান কুঠার,

এক গাছা রজ্জু ও একটী ক্ষুদ্র অস্ত্রশাখা আনায়া আমার হস্তে সমর্পণ করিল, এবং যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি বন হইতে কাষ্ঠাহরণপূর্ব্বক তদ্বিক্রয় দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদিগের সমভিব্যাহার আমাকে বন মধ্যে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে বিস্তর অনুরোধ করিল। অনন্তর তাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া বন মধ্যে লইয়া গেল, এবং প্রথম দিবস আমি যে কাষ্ঠগুলি সংগ্রহ করিলাম, তাহা বাজারে বিক্রয় করাতে আমি অর্দ্ধ স্বর্ণ মুদ্রা পাইলাম। এইরূপে প্রত্যহ কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া আমি কিয়দ্দিবসের মধ্যেই কিঞ্চিৎ সংস্থান করিলাম, এবং দরজীর নিকটে যাহা কিছু ঋণ ছিল শীঘ্রই তাহা পরিশোধ করিলাম।

এক বৎসর কাল, আমি এই প্রকারে বন মধ্যে কাষ্ঠ ছেদন করিতে গিয়াছিলাম। অনন্তর এক দিবস অন্য দিন অপেক্ষা বনের অধিক দূরে গমন করিয়া একটী রমণীয় স্থানে উপস্থিত হইয়া একটী বৃক্ষের মূল ছেদন করিতেছি, এমত সময়ে হঠাৎ তাহার নিম্ন দেশে দৃষ্টিপাত করাতে দেখিলাম, মৃত্তিকার মধ্যে একটা লৌহময় গুপ্ত দ্বার কপাট সংলগ্ন রহিয়াছে। আমি তাহা দেখিবামাত্র তদুপরিস্থ মৃত্তিকা সকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া কপাট উদ্ঘাটন করিলাম। তাহাতে তন্মধ্যে একটী সোপান দেখিতে পাইয়া কুঠার হস্তেই তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। ক্রমে সোপানশ্রেণী দ্বারা নীচে নামিয়া দেখিলাম, যে আমি এক অপূর্ব্ব অট্টালিকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। ঐ পুরী এতাবৎ আলোকময় দৃষ্ট হইল যে, হঠাৎ দর্শন করাতে আমার এরূপ ভ্রান্তি জন্মিল যেন উহা মৃত্তিকার উপরিভাগেই নির্ম্মিত রহিয়াছে। তৎপরে মণিময়স্তম্ভোপরি স্থাপিত এক প্রশস্ত দালানের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ইতস্ততঃ শোভা সন্দর্শন করিতেছি, ইতিমধ্যে পরম রূপবতী এক যুবতীকে আমার অভিমুখে আসিতে দেখিয়া আমি একাগ্রচিত্তে তাঁহারই অনুপম রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর ঐ রমণী আমার নিকটে আসিলে, আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম তাহাতে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেং মনুষ্য অথবা দৈত্য?" আমি উত্তর করিলাম, "সুন্দরি! আমি মনুষ্য দৈত্যগণের সহিত আমার কোন সংস্রব নাই।" এই কথায় কামিনী এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এখানে তুমি কি প্রকারে আসিলে? পঞ্চবিংশতি বৎসর, আমি ইহার মধ্যে বাস করিতেছি, কিন্তু কখন একটীও মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাই নাই।"

ইতি পূর্ব্বে আমি কেবল কামিনীর সৌন্দর্য্য দর্শনেই মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এক্ষণে আবার তাঁহার নম্রতা ও শিষ্টাচার দেখিয়া আমার মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ সাহস হওয়াতে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "সুন্দরি! আপনার সহিত এই অসম্ভাবিতরূপে সাক্ষাৎ হওয়াতে, আমি যে কিরূপ

আহ্লাদিত হইলাম, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না; যদিও আমি স্বর্গপ্রোন্নতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, তথাপি এ অবস্থাতেও এক্ষণে আপনাকে ভাগ্যবান্ বোধ করিতেছি।” তৎপরে তাঁহার নিকটে অকপটে আত্মপরিচয়প্রদানপূর্ব্বক যে দুর্ঘটনাবশতঃ সেই অপূর্ব্ব পাতালপুরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম তাহা তাঁহার নিকটে বর্ণন করিলাম। তৎশ্রবণে সেই কামিনী পুনর্ব্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, “হে যুবরাজ! যদিও তুমি এই অট্টালিকাকে অপূর্ব্ব বলিতেছ তথাপি আমার পক্ষে ইহা কৃতান্ত ভবন সদৃশ, আমাদিগের বাসস্থান যতই রমণীয় হউক না কেন, অভিলাষের বিরুদ্ধে বদ্ধ থাকিতে হইলে আমাদিগের কখনই সুখোদয় হয় না। বোধ করি, তুমি শুনিয়া থাকিবে এবনি উপদ্বীপে এপিটিমারস্ নামে এক প্রবল-প্রতাপ নৃপতি ছিলেন আমি তাঁহার কন্যা। পিতা আপনার এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত আমার বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তদবধি পরিণয়োপলক্ষে রাজ্যমধ্যে আনন্দোৎসব করিতে ঘোষণা করিয়া দিলে, প্রজাগণ আমার বিবাহ রাত্রে জয়ধ্বনিপূর্ব্বক নগরী মধ্যে মহোৎসব করিতেছিল ইত্যবসরে অকস্মাৎ একটা দৈত্য আসিয়া পরিণয় কর্ম্ম সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বেই আমাকে লইয়া আকাশমার্গে উত্থিত হইল।
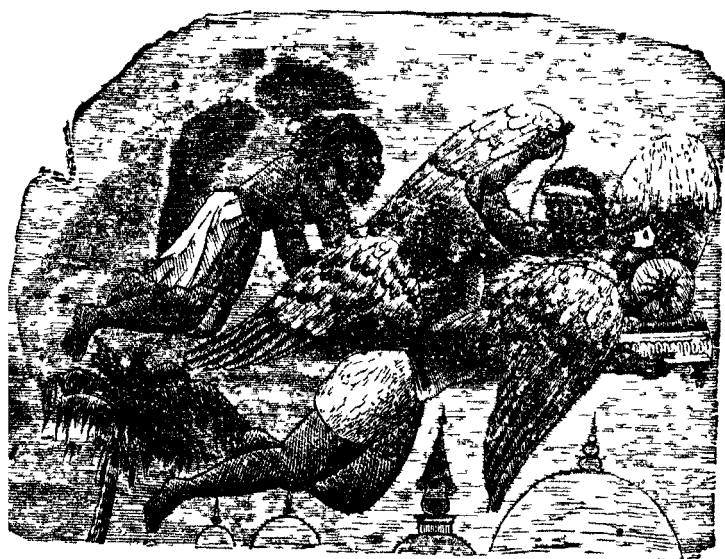
রাজকুমারীকে হরণপূর্ব্বক দৈত্য ও তৎসহচরগণ আকাশমার্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে।

আমি দৈত্য দর্শনে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলাম, সুতরাং তৎকালে কি কি ঘটিয়াছিল তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই, কিন্তু পুনর্ব্বার সংজ্ঞালাভ

হইলে দেখিলাম, দৈত্য আমাকে এই অট্টালিকার মধ্যে আনীয়া রাখিয়াছে। আপনার এই দুর্গতি দর্শনে প্রথমতঃ আমি কয়েক দিবস নিতান্ত বিহ্বল হইয়া কেবল রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলাম, পরিশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া ক্রমে আপন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইয়া রহিলাম। হে যুবরাজ! পঞ্চবিংশতি বৎসর আমি এই পাতালপুরীতে অবস্থান করিতেছি, ইহার মধ্যে যখন যাহা প্রার্থনা করিতেছি, দৈত্য তৎক্ষণাৎ আমাকে তাহা আনীয়া দিতেছে। সে প্রতি দশম রজনীতে আমার সহিত একত্র শয়ন করে, কিন্তু তাহার বিবাহিতা পত্নী এই ব্যাপার জানিতে পারিলে পাছে ঈর্ষান্বিতা হয়, এই ভয়ে সে কখন এখানে এক রাত্রির অধিক বাস করে না। আর আমার শয়নাগারের দ্বারদেশে সে এক খানি স্পর্শ-প্রস্তর রাখিয়া দিয়াছে, অন্য কোন সময়ে আমার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হইলে, আমি ঐ পাষাণখণ্ড স্পর্শ করি, তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। অদ্য চারি দিবস হইল সে আমার নিকটে আসিয়াছিল, আর পাঁচ দিবস তাহার এখানে আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব যদি তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশপূর্ব্বক এই কয়েক দিবস এখানে অবস্থিতি কর, তাহা হইলে, আমি বিবিধ প্রকারে তোমাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিব।"

কামিনী আমার প্রতি এতাদৃশ অনুগ্রহ করিবেন, আমি ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, সুতরাং তিনি এরূপ প্রার্থনা করাতে আমি আপনাকে ভাগ্যবান্ বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলাম। অনন্তর রাজকন্যা আমাকে এক মনোহর স্নানাগারে লইয়া গেলে আমি অঙ্গমার্জ্জনাদি করিয়া স্বীয় ছিন্নবসন পরিত্যাগপূর্ব্বক এক উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম। তৎপরে আমরা উভয়ে এক মহার্ঘ আসনে উপবেশনপূর্ব্বক নানাবিধ সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্য আহার করিতে লাগিলাম, এবং পরস্পর বাক্যালাপে দিবসের অবশিষ্ট ভাগ পরম সুখে অতিবাহিত করিলাম। রাত্রিকালে উভয়ে একত্র শয়ন করিয়া রহিলাম। পর দিন মধ্যাহ্ন-ভোজন সময়ে যুবতী আমার পরিতোষ উৎপাদনের নিমিত্ত এক বোতল উৎকৃষ্ট মদিরা আনয়ন করিয়া আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমি জন্মাবচ্ছেদে কখন সেরূপ উত্তম সুরা পান করি নাই, সুতরাং উৎকৃষ্ট আস্বাদন বশতঃ তাহা অধিক পরিমাণে পান করাতে ক্রমে আমার বিলক্ষণ মত্ততা জন্মিল, তাহাতে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "রাজনন্দিনি! বহুকাল পর্য্যন্ত আপনি জীবন্মৃতের ন্যায় এই অন্তঃপুরান্তে বাস করত লোকালয়ের সুখাস্বাদনে বঞ্চিতা আছেন, অতএব আমার ইচ্ছা হয় আপনাকে এই দুঃসহ কারাগার হইতে মুক্ত করি।" ইহা শুনিয়া রাজকুমারী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "যুবরাজ! ক্ষান্ত হও, ঐ সকল কথা আর কখন মুখেও আনীও না; দৈত্য আমা

সহিত কেবল এক দিবস অবস্থিতি করে, যদি অন্য নয় দিবস আমি তোমার সহবাস সুখে বঞ্চিতা না হই, তাহা হইলে, আমি এই স্থানেই থাকিয়া পরমসুখে কাল হরণ করিতে পারি।" আমি বলিলাম, "রাজনন্দিনি! তুমি কেবল দৈত্যের ভয়ে এরূপ কথা বলিতেছ, কিন্তু আমি তাহাকে কিছুমাত্র ভয় করি না, ভাল আমি এই স্পর্শ প্রস্তর চূর্ণ করিতেছি, দেখি সে আসিয়া আমার কি করিতে পারে। সে যতই সাহসী বা বলবান্ হউক না কেন, আমার ভুজপরাক্রমের নিকটে তাহাকে অবশ্যই পরাভব স্বীকার করিতে হইবে। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি সম্যক্ প্রকারে দানববংশ ধ্বংস না করিয়া আমি কখনই বিরত হইব না।" প্রস্তর স্পর্শ করিলে যে মহা অনর্থ ঘটিবে তাহা রাজকন্যা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি আমাকে বারম্বার নিষেধ করিয়া কহিলেন, "রাজকুমার! কদাচ দৈত্যের স্পর্শ-প্রস্তর স্পর্শ করিও না, করিলে আমাদিগের উভয়কেই মহা বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইবে।" মত্ততাবশতঃ তৎকালে আমার মতিভ্রংশ হইয়াছিল, এজন্য তাঁহার সেই সদুপদেশে কর্ণপাত না করিয়া আমি এক অশুভক্ষণে সেই পাষাণ খণ্ডে পদাঘাত করিলাম, তাহাতে তাহা তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

অনতিবিলম্বে সেই সমগ্র অট্টালিকা কম্পমান হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিক্ নিবিড়ান্ধকারে আচ্ছন্ন হইল এবং মধ্যে মধ্যে তড়িৎ শোভা ও অশনিপাতের ন্যায় বিকট ধ্বনি হইতে লাগিল। অকস্মাৎ এই ভয়ানক কাণ্ড দর্শন করাতে আমার চৈতন্যোদয় হইল, এবং দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আপনি যে কিরূপ মূঢ়তা প্রকাশ করিয়াছি তখন তাহা বুঝিতে পারিলাম। অনন্তর রাজকন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "রাজপুত্রি! হঠাৎ এ আবার কি ঘটিল?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "আর কি হইবে সর্ব্বনাশ উপস্থিত, আমার যাহা হয় হইবে, এক্ষণে তুমি আপনার জীবন রক্ষার উপায় অনুসন্ধান কর, শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন করিতে না পারিলে তোমার আর কোন রূপেই নিস্তার নাই।" এই কথা শুনিবামাত্র আমি প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু তৎকালে বুদ্ধির স্থিরতা না থাকাতে রজ্জু ও কুঠার আপনার সঙ্গে লইতে বিস্মৃত হইলাম। পরে দ্রুতপদে সোপান দিয়া উপরে উঠিতেছি, ইতিমধ্যে সহসা সেই অট্টালিকা দুই ভাগে বিভক্ত হইল, এবং তন্মধ্য দিয়া একটা বিকটাকার দৈত্য পুরী প্রবেশপূর্ব্বক ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কি হইয়াছে, তুই কি জন্য আমাকে ডাকিয়াছিস?" রাজনন্দিনী কহিলেন, "আমার উদরে অত্যন্ত বেদনা হওয়াতে একটা বোতল হইতে কিঞ্চিৎ সুরা লইয়া পান করিয়াছিলাম, তাহাতে কিঞ্চিৎ মত্ততা জন্মিয়াছিল, এজন্য হঠাৎ তোমার প্রস্তরের উপর পতিত হওয়াতে দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানি ভগ্ন

হইয়া গিয়াছে, অন্য কিছুই হয় নাই।" ইহা শুনিয়া দৈত্য ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল, "অরে দুশ্চরিত্রে! তুই অতিশয় মিথ্যাবাদিনী, ভাল বল দেখি, এই দড়ি ও কুডালি কোথা হইতে আসিল?" রাজকন্যা এই কথা শুনিয়া ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি ইহার কিছুই জানি না, ইতি পূর্ব্বে এখানে এ সকল কিছুই ছিল না, তুমি যেরূপ বেগে আসিয়াছ তাহাতে বোধ হয় তোমার সঙ্গেই এগুলি উড়িয়া আসিয়া থাকিবে, তুমি তাহা জানিতে পার নাই।" দৈত্য এ কথার কোন উত্তর না দিয়া প্রেয়সীকে বিস্তর তিরস্কার করিল, এবং পরিশেষে তাঁহার সেই সুকোমল শরীরে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে লাগিল। রাজকন্যার আর্ত্তরবে সেই সমস্ত পুরী বিদীর্ণপ্রায় হইতে লাগিল। এবং আমারই দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তাঁহাকে এই সকল যাতনা ভোগ করিতে হইল, ভাবিয়া আমার অন্তঃকরণে বিজাতীয় কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু আমি তৎকালে আত্মপ্রাণ রক্ষার্থ এরূপ ব্যগ্র হইলাম যে, সেই নির্দ্দোষ অবলাকে এপ্রকার বিপদগ্রস্ত করিয়াও তাঁহার উদ্ধারার্থ দৈত্যের সম্মুখে যাইতে কোন মতেই সাহসী হইলাম না। অনন্তর তাঁহার কাতরধ্বনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া, সোপান মধ্যে আপনার যে পুরাতন পরিধেয় বসন ও অঙ্গরাখা রাখিয়া দিয়াছিলাম শীঘ্র তাহা পরিধানপূর্ব্বক উপরে উঠিয়া মৃত্তিকাদি দ্বারা গুপ্ত দ্বার আবৃত করিলাম; তৎপরে কিঞ্চিৎ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া সত্বর নগরাভিমুখে গমন করিলাম। কিন্তু তৎকালে মহাভয়ে এরূপ আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলাম যে, কাষ্ঠাহরণ সময়ে কি কি ঘটিয়াছিল তাহা এক্ষণে কিছুই স্মরণ হয় না।

অনন্তর আমি গৃহে প্রত্যাগত হইলে, দরজী আমার নিকটে আসিয়া আনন্দগদ্গদস্বরে বলিল, "রাজকুমার! কল্য হইতে তোমাকে দেখিতে না পাইয়া আমি যে কিরূপ উদ্বিগ্ন ছিলাম তাহা বলিতে পারি না, মনে মনে কতই অনিষ্টাশঙ্কা হইতেছিল, এক এক বার ভাবিতে ছিলাম নিশ্চয় কোন ব্যক্তি তোমার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে যে তুমি নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হইয়াছ ইহাতে আমি পরমাহ্লাদিত হইলাম, এবং তজ্জন্য আমি পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি।" সৌচিকের এইরূপ স্নেহপূর্ণ বাক্য শুনিয়া আমি তাহাকে নমস্কার করিলাম, কিন্তু বনমধ্যে যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহার কিছুই ব্যক্ত করিলাম না। পরে আপন কুঠরীতে গিয়া নিজ দুর্ব্বুদ্ধিতার বিষয় স্মরণপূর্ব্বক আপনার যথেষ্ট নিন্দা করিতেছি, ইতিমধ্যে সূচিজীবী আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "এক জন প্রাচীন তোমার রজ্জু ও কুঠার হস্তে করিয়া বাহিরে দণ্ডায়মান আছে, এবং বলিতেছে যে সে সেই সকল দ্রব্য গুলি পথিমধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছে; এক্ষণে সে ব্যক্তি তোমার সামগ্রী তোমাকে দিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু অপর কাহারও হস্তে সে গুলি

সমর্পণ করিতে তাহার বিশ্বাস হয় না, অতএব এক বার তুমি বাহিরে চল।” এই কথা শুনিবামাত্র ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। দরজী আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এরূপ ভীত হইলে কেন?” সবে মাত্র এই কয়েকটী কথা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ আমার গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, এবং রজ্জু ও কুঠার হস্তে লইয়া একটী বৃদ্ধ তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আমাকে বলিল, “আমি দানবাধিপতি এবলিষের দৌহিত্র, এক্ষণে আমি জানিতে ইচ্ছা করি আমার হস্তে এই যে রজ্জু ও কুঠার রহিয়াছে এ গুলি তোমার কি না?”

যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হওয়াতে তৎকালে আমার মুখ হইতে একটীও কথা নির্গত হইল না, ফলতঃ দৈত্য আমার উত্তরের অপেক্ষাও করিল না, সে প্রশ্ন করিয়াই আমার কটীদেশ ধারণপূর্ব্বক বেগে আমাকে গৃহ হইতে বাহির করিল, এবং আমাকে লইয়া একবারে শূন্যমার্গে উঠিল. কিয়ৎ ক্ষণ পরে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীতে নামিয়া পদাঘাত দ্বারা পৃথিবীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই দেখিলাম আমি সেই পাতাল পুরীর মধ্যে আসিয়াছি এবং রাজকুমারী বিবস্ত্রা ও ধরাবলুণ্ঠিতা হইয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছেন, তাঁহার সেই সুকোমল শরীর একবারে রক্তাক্ত, এবং গণ্ডদেশ দিয়া অজস্র অশ্রুধারা বহিতেছে।

অনন্তর দৈত্য আমাকে রাজনন্দিনীর নিকটে লইয়া গিয়া সরোষ বচনে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “অরে বিশ্বাস ঘাতিনি! এখন বল দেখি এই ব্যক্তি তোর উপপতি কি না?” রাজকুমারী একবার আমার প্রতি ব্যাকুলভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “এ ব্যক্তিকে আমি এই মাত্র দেখিতেছি, ইতিপূর্ব্বে কখন ইহাকে চক্ষেও দেখি নাই।” দৈত্য ইহা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল,“রে পাপীয়সি! যাহার জন্য তোকে এই সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তাহাকে তুই চিনিস্ না এ কথা বলিতে তোর কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হইল না?” রাজকন্যা বলিলেন, “যখন আমি ইহাকে বাস্তবিক চিনি না তখন কি প্রকারে মিথ্যা কথা বলিয়া এই নিরপরাধী ব্যক্তির প্রাণনাশের হেতু হইব?” দৈত্য ইহা শ্রবণ করিয়া রাজনন্দিনীর হস্তে এক খানা খড়্গ দিয়া বলিল, “ভাল, যদি তুই ইহাকে ইতিপূর্ব্বে কখন দেখিস্ নাই, তাহা হইলে, এই খড়্গ দ্বারা এখনি ইহার মুণ্ডচ্ছেদন কর্।”রাজকুমারী বলিলেন, “হায়! আমি কি প্রকারে আপনকার অনুমতি পালন করিব? আমার এমন সামর্থ্য নাই যে খড়্গোত্তোলন করি, আর যদিই আমার শক্তি থাকিত, তাহা হইলেই বা কিরূপে যাহাকে আমি কখন চক্ষেও দেখি নাই সেই নির্দ্দোষী ব্যক্তির উপর অস্ত্রাঘাত করিতে

পারি?” ইহা শুনিয়া দৈত্য বলিল, “আর অধিক প্রমাণের প্রয়োজন নাই, ইহা দ্বারা আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, তুই অতিশয় দুশ্চরিত্রা।” তৎপরে সে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, “কেমন তুই এই স্ত্রীকে জানিস্?”

যদিও আমি রাজকুমারীর সমস্ত যন্ত্রণাভোগের একমাত্র কারণ, তথাপি তিনি আমার প্রতি যেরূপ সৌজন্য প্রকাশ করিলেন, আমিও তাঁহার প্রতি সেই প্রকার সদ্ব্যবহার না করিলে, আপনার নিতান্ত নীচাশয়তা ও কৃতঘ্নতার কার্য্য করা হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া আমি কহিলাম, “হে দানবেন্দ্র! যে ব্যক্তিকে আমি ইতিপূর্ব্বে কখন দেখি নাই তাহার সহিত আমার কি প্রকারে আলাপ থাকিবে?” এতৎ শ্রবণে দৈত্য ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “ভাল, যদি যথার্থই তোর ইহার প্রতি অনুরাগ না থাকে তবে এখনি এই খড়্গ লইয়া এই পাপিষ্ঠার মুণ্ডচ্ছেদন কর, তাহা হইলে, তোকে নিরপরাধী মানিয়া সম্পূর্ণরূপে আমি ক্ষমা করিব।” আমি বলিলাম, “হে দৈত্যরাজ! আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আপনার আদেশ পালন করিতে সম্মত আছি।” এই কথা বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ খড়্গ খানা হস্তে তুলিয়া লইলাম। আমি খড়্গহস্তে রাজকন্যার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি ইঙ্গিত দ্বারা এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন যে, নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দ্বারা যদি আমার প্রাণ রক্ষা হয় তাহাতে তিনি বিলক্ষণ প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তৎকালে আমার জীবনের প্রতি এপ্রকার মমতা ছিল না যে, নিতান্ত পাষাণহৃদয়ের ন্যায় সেই নিরপরাধিনী অবলার সুকোমল শরীরে অস্ত্রাঘাত করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করি, সুতরাং আমিও তাঁহাকে ইঙ্গিত দ্বারা আপন অভিপ্রায় জানাইলাম, তাহাতে তিনি যৎপরোনাস্তি সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তৎপরে আমি কাটিবার ছলে খড়্গ উত্তোলন করিয়াই হঠাৎ সে খড়্গ ভূতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক দৈত্যকে কহিলাম, “হে দৈত্যেশ্বর! এই নির্দ্দোষা অবলাকে হত্যা করিতে আমার হস্ত উঠিতেছে না, আমি এক্ষণে আপনার অধীনে আছি ইচ্ছা হয় আমাকে নষ্ট কর, কিন্তু আমি কখনই স্ত্রীহত্যা জন্য মহাপাতকী হইয়া অনন্ত কাল নরক ভোগ করিতে পারিব না।” দৈত্য কহিল, “তোরা উভয়েই আমার কথা অগ্রাহ্য করিলি, থাক্ আমি তোদের দুই জনেরই সমুচিত শাস্তি বিধান করিতেছি।” এই কথা বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ খড়্গ দ্বারা রাজনন্দিনীর এক হস্ত চ্ছেদন করিল, তাহাতে প্রিয়তমা অন্য হস্ত দ্বারা ইঙ্গিতেই আমার নিকটে অন্তিম বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

অকস্মাৎ এই শোচনীয় ব্যাপার দর্শন করিয়া আমি বজ্রাহতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে মূর্চ্ছাবসান হইলে,

দৈত্যকে কহিলাম, হে দৈত্যরাজ! আমাকে আর কেন এই সকল যন্ত্রণা ভোগ করিবার নিমিত্ত রাখিতেছ, আমাকেও শীঘ্র বধ করিয়া এই দুঃসহ যাতনা হইতে মুক্ত কর।" দৈত্য বলিল, "আমাদিগের পুরুষানুক্রমে এইরূপ রীতি আছে যে, রমণীগণের সতীত্ববিষয়ে সন্দেহ হইলেই আমরা তাহাদিগকে এইরূপ প্রতিফল দিয়া থাকি। তুই ইহার সহিত সহবাস করিয়াছিস্ যদি আমি ইহা নিশ্চয় জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোকেও ইহার সহগামী করিতাম, কিন্তু তাহা যখন স্থির জানা যাইতেছে না তখন কেবল এই পাপীয়সী অভ্যর্থনা করিয়াছিল বলিয়া একেবারে তোকে প্রাণে নষ্ট করা উচিত নহে, অতএব তোকে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ লঘু দণ্ড দিতে ইচ্ছা করি, তোর আর নর দেহ রাখিব না, তোর কুক্কুর, বনমনুষ্য, সিংহ বা পক্ষী যাহা হইতে অভি-লাষ হয় আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল্।"

দৈত্য আমাকে প্রাণে নষ্ট করিবে না শুনিয়া আমার কিঞ্চিৎ আশ্বাস জন্মিল, কিন্তু মনুষ্য হইয়া পশু শরীরে অবস্থিতি করাও নিতান্ত ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া আমি তাহাকে বিস্তর স্তুতি বিনতি করিয়া বলিলাম, "হে দৈত্যেশ্বর! আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জীবন দান করিলেন, তবে আর আমার প্রতি অন্য প্রকার দণ্ড বিধান করিবেন না, যেমন এক জন সাধু নিজ ক্ষমাগুণে তাঁহার বিদ্বেষকারী প্রতিবাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি আমাকে দয়াপূর্ব্বক ক্ষমা করিলে আপনার এই অনু-গ্রহ আমি যাবজ্জীবন স্মরণ করিব।" দৈত্য জিজ্ঞাসা করিল, "সেই দুই প্রতিবাসীর মধ্যে কি ঘটিয়াছিল?" আমি কহিলাম, "হে দৈত্য-রাজ! আমি আদ্যোপান্ত তাহাদিগের বৃত্তান্ত বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।"

এক জন বিদ্বেষী ও তাহার দ্বেষ্য প্রতিবাসীর কথা।

কোন নগরে দুই জন প্রতিবাসী পরস্পর সংলগ্ন দুই বাটীতে বাস করিত। যদিও তাহাদিগের মধ্যে এক জন অন্য ব্যক্তির যথেষ্ট উপ-কার করিয়াছিলেন, তথাপি ঐ উপকৃত ব্যক্তি নিজ উপকারকের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া সতত তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিত, তাহাতে ঐ দ্বেষ্য সাধু বিবেচনা করিলেন একত্র অবস্থান করাতেই তাঁহার প্রতিবাসীর অন্তঃকরণে ঈর্ষা জন্মিয়াছে, সুতরাং ভবিষ্যতে আর এপ্রকার না ঘটে এজন্য তিনি স্বীয় আবাস স্থানান্তরিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া আপন বাটী ও অন্যান্য সামগ্রী সকল বিক্রয় করিলেন। তৎপরে তিনি রাজধানীর প্রান্তভাগে প্রচুর মূল্যে একটী

বাটী ক্রয় করিলেন। ঐ বাটীর মধ্যস্থলে একটী প্রশস্ত প্রাঙ্গণ ও তৎ-পার্শ্বে এক গভীর কূপ ছিল, এবং বাটীর সম্মুখ ভাগে একটী রমণীয় উদ্যান ছিল।

সাধু ব্যক্তি ঐ বাটী ক্রয় করিয়া নিরুদ্বেগে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ ক্ষেপণ করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসীর বেশে তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বাটীর মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরী করিয়া অন্যান্য উদাসীনদিগকে তথায় থাকিবার নিমিত্ত স্থান দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই যশঃ দেশ বিদেশে খ্যাত হইল, এবং ক্রমে ক্রমে তিনি কি ধনী কি দরিদ্র সকলেরই শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া উঠিলেন। তিনি যেখান হইতে আসিয়াছিলেন তদীয় সুখ্যাতি ক্রমশঃ সে স্থান পর্য্যন্ত প্রচারিত হওয়াতে ঐ বিদ্বেষী ব্যক্তির অন্তঃকরণে অত্যন্ত ঈর্ষা জন্মিল, তাহাতে সে যে কোন প্রকারে ঐ সদাশয় ব্যক্তির অনিষ্টকরণাভিপ্রায়ে আপন বাসস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার আলয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। উদার-চিত্ত সাধু তাহাকে দর্শন করিবামাত্র তৎকৃত অপকার সকল বিস্মৃত হইয়া তাহাকে সমাদরপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। তখন ঐ হিংসক ছলপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল, "আমি নির্জ্জনে তোমাকে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় বিদিত করিবার নিমিত্ত বিস্তর কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে আসিয়াছি, এক্ষণে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, অতএব তুমি এই সকল উদাসীনকে আপন আপন গৃহে যাইতে অনুমতি করিলে, আমি গোপনে তোমাকে সেই বিষয় জ্ঞাপন করিতে পারি।" উদার-প্রকৃতি সাধু তাহার প্রার্থনানুসারে তৎক্ষণাৎ উদাসীনদিগকে সেখান হইতে বিদায় করিয়া দিলেন।

তৎপরে তাহারা উভয়ে প্রাঙ্গণমধ্যে পাদবিহার করিতে করিতে বিবিধ বাক্যালাপ করিতেছে, ইত্যবসরে হিংসক প্রাঙ্গণের পার্শ্বে কূপ দেখিতে পাইয়া আপনার দুরভিসন্ধি-সাধনাভিপ্রায়ে কথোপকথন করিতে করিতে ঐ সাধুকে তদভিমুখে লইয়া গেল, এবং কিঞ্চিৎক্ষণ পরে তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া হঠাৎ বলপূর্ব্বক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিল। তৎকালে সেখানে কেহই উপস্থিত ছিল না, সুতরাং তাহার এই ঘৃণিত কার্য্য কেহই দেখিতে পাইল না। তৎপরে সেই দুষ্টাশয় অলক্ষিতভাবে সেস্থান হইতে বহির্গত হইয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধি হইল ভাবিয়া সানন্দমনে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

ঐ পুরাতন কূপের মধ্যে বহুকালাবধি কতকগুলি পরী ও দৈত্য বাস করিত, তাহারা ঐ সাধুকে কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া আপনাদিগের বাহুদ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিল, তাহাতে তিনি অক্ষত শরীরে কূপের তলদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এত উচ্চস্থান হইতে পতিত হইলেও যে তাঁহার গাত্রে কিছুমাত্র আঘাত লাগিল না তাহাতে তিনি

যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন, কিন্তু ইহার যথার্থ কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে দুই জন দৈত্যের এইরূপ পরস্পর কথোপকথন তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। এক জন বলিল, "আমরা যাঁহার জীবন রক্ষা করিলাম ইনি কে তাহা জান?" অপর ব্যক্তি বলিল, "না আমি তাহা জানি না।" তৎশ্রবণে প্রথম ব্যক্তি বলিল, "ভাল আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর, এই সদাশয় ব্যক্তির একজন প্রতিবাসী অকারণে ইঁহার প্রতি বিদ্বেষ করাতে ইনি সৎস্বভাববশতঃ তাহার প্রতি হিংসা না করিয়া আপন পৈতৃকবাটী পরিত্যাগপূর্ব্বক এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। এখানে আসিয়াও ইনি নিজ বদান্যতা গুণে অত্যন্ত কীর্ত্তিলাভ করিতেছেন শুনিয়া ইঁহার প্রতিবাসীর অন্তঃকরণে অসহ্য যন্ত্রণা হওয়াতে সে এখানে আগমনপূর্ব্বক ইঁহাকে নষ্ট করিবার আশয়ে এই কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল, আমরা না থাকিলে অদ্য এই নিরপরাধী সাধুব্যক্তির নিশ্চয়ই প্রাণনাশ হইত। সম্প্রতি তৎ প্রদেশে এই মহাত্মার এরূপ সুখ্যাতি হইয়া উঠিয়াছে যে, সন্নিহিত রাজ্যাধিপতি নিজ দুহিতার কল্যাণবাসনায় ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আগামী কল্য এখানে আসিতে মনস্থ করিয়াছেন।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল এই উদাসীন পুরুষ দ্বারা রাজকন্যার এমন কি মঙ্গল সাধিত হইতে পারে যে তজ্জন্য ভূপতি স্বয়ং ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন?" তাহাতে প্রথম ব্যক্তি উত্তর করিল, "কেন তুমি কি ইতিপূর্ব্বে শুন নাই যে, ডিম্‌ডিম দানবের পুত্র মৈমুন, উক্ত রাজনন্দিনীর অসামান্য রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন। এক্ষণে যে উপায় অবলম্বন করিলে এই সাধু অনায়াসে রাজকন্যাকে সুস্থ করিতে পারিবেন তাহা বলিতেছি শুন। এই সদাশয় ব্যক্তির মঠ মধ্যে একটী কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল আছে, তাহার লাঙ্গুলের অগ্রভাগে একটী শ্বেতবর্ণ চিহ্ন আছে, ঐ চিহ্নিত স্থান হইতে সাত গাছি লোম উৎপাটনপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রদান করিলে তাহা হইতে কিঞ্চিৎ ধূম নির্গত হইবে, সেই ধূম রাজকন্যার শিরোদেশ স্পর্শ করিবামাত্র তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিবেন, মৈমুন আর কদাচ তাঁহার নিকটেও আসিতে পারিবে না।" তাহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিয়া মৌনাবলম্বন করিল, সাধু তাহা মনোযোগপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলেন। অনন্তর ক্রমে রজনী অবসন্না হইলে তিনি কূপের এক পার্শ্বে একটী গর্ত্ত দেখিতে পাইয়া তদ্‌যোগে অক্লেশে কূপ হইতে বহির্গত হইলেন। এদিকে তদীয় আশ্রমস্থিত অন্যান্য উদাসীনগণ মঠাধিপতিকে না দেখিতে পাইয়া শোকাকুল-চিত্তে ইতস্ততঃ তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহাকে সম্মুখাগত দেখিয়া তাহারা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইল।

মঠাধিপতি স্বীয় সহচরদিগের নিকট আত্মপরিচয় ব্যক্ত করিতেছেন।

সাধু যেরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং যে প্রকারে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তৎসমুদায় অকপটে তাহাদিগের নিকটে বর্ণন করিয়া আপন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর তিনি কিয়ৎক্ষণ তথায় বিশ্রাম করিলে পর, পূর্ব্ব রজনীতে দৈত্যদিগের মধ্যে যে বিড়ালের প্রসঙ্গ হইয়াছিল, অকস্মাৎ সে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল সাধু তাহাকে দেখিবামাত্র ধারণ করিলেন এবং তাহার পুচ্ছাগ্র হইতে সাত গাছি লোম উৎপাটনপূর্ব্বক এই অভিপ্রায়ে তুলিয়া রাখিলেন, যে যদি যথার্থই ভূপতি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন তাহা হইলে তিনি অনায়াসে সে গুলি বাহির করিয়া প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

কিঞ্চিৎ ক্ষণ পরে-তৎপ্রদেশাধিপতি নিজ দুহিতার রোগাপনয়নার্থ অমাত্য ও অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া ঐ সাধুর আশ্রম সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য উদাসীনগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র সমাদর-পূর্ব্বক আপনাদিগের অধ্যক্ষের নিকটে লইয়া গেল। মঠাধিপতি মকা

সমাদরপূর্ব্বক নৃপতিকে অভ্যর্থনা করিলেন, ভূপতিও নিজ শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে বিরলে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যে জন্য আমি আপনার নিকটে আসিয়াছি, বোধ করি তাহা ইতিপূর্ব্বেই আপনি জানিতে পারিয়াছেন, এক্ষণে ইহার উপায় কি?" সাধু বলিলেন, "আপনি নিজ কন্যার রোগ শান্তির নিমিত্ত এতাদৃশ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক এ অধীনের বাটীতে আগমন করিয়াছেন, আমি পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছি, সম্প্রতি যদি এক বার রাজ নন্দিনীকে এখানে আসিতে অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি ঈশ্বর প্রসাদে তাঁহাকে এক কালে নির্ব্যাধি করিতে পারি।" এই কথা শুনিয়া ভূপতি মহা আনন্দিত হইয়া নন্দিনীকে আনয়নার্থ তৎক্ষণাৎ লোক প্রেরণ করিলেন। অনতিবিলম্বে অবগুণ্ঠনবতী নৃপাত্মজা অসংখ্য দাস দাসী সমভিব্যাহারে সাধুর নিকটে আসিলেন।

সাধু রাজকন্যাকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক একে একে সেই সাত গাছি লোম দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তদ্ধূম ক্রমে রাজনন্দিনীর মস্তক স্পর্শ করিবামাত্র মৈমুন একটা বিকট চীৎকার করিয়া তাঁহার দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরে পলায়ন করিল। রাজকুমারী দৈত্যাশ্রিতা হইয়া বহুকাল অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন, এক্ষণে রোগোপশম হওয়াতে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় চৈতন্য লাভ করিয়া নিজ বদনাবরণোন্মোচনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সহচরীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কোথায় আসিয়াছি, এখানে আমাকে কে আনীল?" নৃপতি তনয়ার মুখ হইতে এই সকল অমৃত তুল্য বাক্য শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন, এবং আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তদনন্তর তিনি সম্মান প্রদর্শনার্থ ঐ সাধুর হস্ত চুম্বনপূর্ব্বক নিকটস্থ আপন অনুচরবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সাধু যেরূপ অদ্ভুত উপায় দ্বারা আমার কন্যাকে রোগমুক্ত করিলেন, তাহা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ, এক্ষণে তোমাদিগের মতে ইঁহাকে কি প্রকার পুরস্কার দেওয়া উচিত?" তৎশ্রবণে তাহারা সকলে একমত হইয়া বলিল, "মহারাজ! ইঁহাকে এই কন্যাটী সম্প্রদান করাই কর্ত্তব্য।" ভূপতি বলিলেন, "আমিও মনে মনে এইরূপ ভাবিতে ছিলাম, অতএব অদ্য হইতে আমি ইঁহাকে জামাতারূপে বরণ করিলাম।" কিয়দ্দিনানন্তর নিজ প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে নৃপতি আপন জামাতাকেই তৎপদে নিযুক্ত করিলেন। তৎপরে ভূপাল স্বয়ং লোকান্তর গমন করিলেন, তাঁহার পুত্র না থাকাতে প্রজাগণ একচিত্ত হইয়া তাঁহার সেই সদাশয় জামাতাকেই সমগ্র রাজ্যে অভিষিক্ত করিল।

উদারচিত্ত সাধু এইরূপে রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া এক দিবস নিজ পারিষদগণে পরিবৃত হইয়া রাজধানীর মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে

ছিলেন, ইত্যবকাশে জনতার মধ্যে আপনার সেই হিংস্র প্রতিবাসীকে দেখিতে পাইয়া এক জন মন্ত্রীকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক মৃদুস্বরে বলিলেন, "অমাত্য! তুমি শীঘ্র যাইয়া ঐ ব্যক্তিকে আমার নিকটে আনয়ন কর, কিন্তু সাবধান যেন উহার অন্তঃকরণে কোন প্রকার ভয় সঞ্চার না হয়।" মন্ত্রী রাজাজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভূপ সমীপে উপস্থিত করিলে, নৃপতি কহিলেন, "মিত্র! তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম।" তৎপরে তিনি আপনার এক জন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কোষ হইতে একশত সুবর্ণমুদ্রা এবং ভাণ্ডার হইতে বিংশতি বস্তা বাণিজ্য দ্রব্য আনীয়া ইঁহাকে দাও আর যাহাতে ইনি নিরাপদে আপনার বাটীতে উপস্থিত হইতে পারেন, তজ্জন্য ইঁহার সঙ্গে কতকগুলি লোক প্রেরণ কর।" ভূপতি এই কথা বলিয়া আপনার সেই বিদ্বেষকারী প্রতিবাসীকে বিদায় দিয়া নিজ সভাসদ্গণ সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার নগর পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

আমি এই গল্প সমাপ্ত করিয়া এবনি উপদ্বীপের রাজকুমারীর নিহন্তা সেই দৈত্য কে বিস্তর বিনতি করিয়া বলিলাম, "হে দৈত্যরাজ! এক্ষণে আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই সদাশয় ভূপতি নিজ ঔদার্য্য গুণে আপনার পরম অহিতাচারী সেই প্রতিবাসীর কেবল অপরাধ মর্জ্জনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি বারম্বার তৎকর্ত্তৃক স্বয়ং অপকৃত হইয়াও তাহার উপকার সাধনে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই।" আমি ক্ষমা প্রাপ্তির আশয়ে এই প্রকার কৌশল ক্রমে নানাবিধ বাক্য বিন্যাস করিলাম, কিন্তু সেই দুরাত্মা দানবের অন্তঃকরণে কিছুতেই দয়ার সঞ্চার হইল না। সে আমাকে বলিল, "আমি তোকে প্রাণে নষ্ট করিব না ইহাই তোর পক্ষে বিশেষ অনুগ্রহ করা হইতেছে, কিন্তু তুই কদাচ এমত আশা করিস্ না যে মানব শরীরে আর অধিক কাল থাকিতে পাইবি, আমি মায়াবিদ্যা-প্রভাবে এখনি তোর রূপান্তর করিব।" ইহা বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ আমাকে বলপূর্ব্ব আকর্ষণ করিয়া পাতালপুরী হইতে বহির্গত হইল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আমাকে লইয়া এত উচ্চে উঠিল যে, তথা হইতে ধরণীমণ্ডল এক খানি শুভ্র মেঘখণ্ডের মত দৃষ্ট হইতে লাগিল। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে সে হঠাৎ বিদ্যুৎ বেগে একটা পর্ব্বতের উপর অবতরণ করিল, এবং তথা হইতে এক মুষ্টি ধূলি লইয়া মায়ামন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আমার গাত্রে প্রক্ষেপ করিয়া বলিল, "তুই নরদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনমনুষ্য হইয়া থাক্।" এই কথা বলিয়া দৈত্য অন্তর্হিত হইল।

আমি বনমনুষ্য হইয়া একাকী সেই পর্ব্বতের উপরে বহুক্ষণ বিলাপ ও রোদন করিলাম, তৎপরে ধীরে ধীরে পর্ব্বত হইতে নামিয়া এক

প্রকাণ্ড প্রান্তরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ক্রমাগত এক মাস পরিভ্রমণের পর আমি ঐ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সমুদ্রতটে উত্তীর্ণ হইলাম। তৎকালে বায়ু তাদৃশ প্রবল না থাকাতে সরিৎপতি কিঞ্চিৎ শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, এবং প্রায় দেড় ক্রোশ অন্তরে দেখা গেল এক খান সমুদ্র-যান পাল ভরে যাইতেছে. তদ্দর্শনে আমার কিঞ্চিৎ আশ্বাস জন্মিল। আমি এপ্রকার সুযোগ পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তৎক্ষণাৎ একটা বৃহৎ বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলাম, এবং স্বয়ং তাহার উপর আরোহণ করিয়া দুই হস্তে দুই গাছা যষ্টি লইয়া বাহিতে বাহিতে ঐ জাহাজের অভিমুখে যাইতে লাগিলাম। ক্রমে যখন আমি অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন জাহাজের নাবিক ও আরোহিগণ এই কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত জাহাজের উপরে শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। অনন্তর আমি জাহাজের এক গাছা রজ্জু ধরিয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক জাহাজের উপর উঠিলাম। ঐ জাহাজে যে সকল মহাজন আরোহণ করিয়াছিল তাহারা সকলেই সন্দিগ্ধচিত্ত এবং কুসংস্কারাপন্ন, তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে জাহাজে উঠিতে দিলে তাহাদিগের মহা অনিষ্ট ঘটিবে, সুতরাং আমাকে জাহাজে আরূঢ় দেখিয়া তাহারা আপনাদিগের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া আমাকে সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল, কেহ কেহ আমার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইল। আমি এইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া প্রাণ ভয়ে পোতাধ্যক্ষের চরণ ধারণপূর্ব্বক সজলনয়নে আপনার কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলাম। পোতাধ্যক্ষ ইঙ্গিতে আমার আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়া আমার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া মহাজনদিগকে কহিলেন, "তোমরা এই নির্দ্দোষ জন্তুকে প্রহার করিও না, যে কেহ ইহার প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ করিবে আমি তাহার সমুচিত শাস্তিবিধান করিব।" অনন্তর তিনি আমাকে অভয় প্রদান করিয়া আমার অবস্থিতির নিমিত্ত জাহাজের মধ্যে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। আমি যদিও তৎকালে বাক্‌শক্তি বিহীন, তথাপি আমি ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহার নিকটে যথাসাধ্য আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম।

তদনন্তর ক্রমাগত পঞ্চাশ দিবস অনুকূল বায়ু প্রবহমান হওয়াতে আমাদিগের অর্ণবযান এক সুন্দর এবং বহুজনাকীর্ণ নগরে গিয়া উত্তীর্ণ হইল। ঐ নগর বিস্তৃত বাণিজ্য স্থান এবং প্রবল-পরাক্রান্ত এক নৃপতির রাজধানী ছিল। সেই নগরের বন্দরে আমাদিগের জাহাজ নোঙ্গর করিবামাত্র কতক গুলি ক্ষুদ্র নৌকা আসিয়া জাহাজের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। সেই সমস্ত নৌকায় কয়েক জন আমাদিগের জাহাজস্থিত মহাজনগণের আত্মীয় ছিল, তাহারা বহুকালের পর মহাজনদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, কেহ কেহ মহাজনদিগের নিকটে

বিদেশস্থ বন্ধুগণের মঙ্গলবার্ত্তা জানিতে আসিল, কেহ কেহ বা দূরদেশ হইতে জাহাজ আসিয়াছে শুনিয়া উহা কিরূপ তাহা দেখিবার নিমিত্ত কেবল কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তথায় আগমন করিল।

অনন্তর তন্মধ্যে কয়েক খান নৌকা হইতে কতিপয় রাজকর্ম্মচারী আমাদের জাহাজে আসিয়া বলিল, "আমরা রাজকার্য্যবশতঃ একবার মহাজনদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।" ইহা শুনিয়া মহাজনগণ তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইলে, তন্মধ্য হইতে এক জন রাজকর্ম্মচারী কহিল, "আপনাদিগের এখানে শুভাগমন হওয়াতে যে ভূপতি মহা আহ্লাদিত হইয়াছেন তদ্বিষয় আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত, এবং আপনারা কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রত্যেকে কিছু কিছু লিখিয়া আপন আপন লিপিকুশলতার পরিচয় দেন তদর্থ আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য, মহারাজ আমাদিগকে এই খানে পাঠাইয়া দিলেন। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই মহারাজের এক মন্ত্রী রাজকীয় কার্য্যে অত্যন্ত দক্ষ ও লিপিবিদ্যায় বিশেষ পারগ ছিলেন, কিছু দিন হইল ঐ মন্ত্রীর স্বর্গলাভ হওয়াতে মহারাজ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি মৃত মন্ত্রীর ন্যায় উত্তম অক্ষর লিখিতে পারিবেন তাঁহাকেই তিনি তৎপদে নিযুক্ত করিবেন। অনেক লোক তৎপদাকাঙ্ক্ষী হইয়া স্ব স্ব লিপিবিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু এই রাজ্য মধ্যে অদ্যাপি কেহই তাঁহার পদের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া পরিগণিত হন নাই। এক্ষণে আমরা এক খানি কাগজ আনীয়াছি, আপনারা প্রত্যেকে তাহার উপর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লিখিয়া দিউন, মহারাজকে তাহা দেখাইতে হইবে।"

আমাদিগের সাগর-যানে যে সকল মহাজন আপনাদিগকে সুলেখক বলিয়া বোধ করিত, তাহারা এই কথা শুনিয়া মন্ত্রিত্বপদপ্রাপ্তির আশয়ে একে একে সকলে আগ্রহাতিশয় সহকারে দুই চারি পঙ্‌ক্তি করিয়া লিখিয়া দিল। সকলের লেখা শেষ হইলে আমি অগ্রসর হইয়া রাজকর্ম্মচারীর হস্ত হইতে সেই কাগজ খানা টানিয়া লইলাম, তাহাতে মহাজনগণ চীৎকার করিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! পশুর হস্তে কাগজ, এ হয় এখনি খণ্ড খণ্ড করিবে, নতুবা এখনি সমুদ্রে ফেলিয়া দিবে।" অনন্তর যখন আমি রীতিমত কাগজ খানি ধারণপূর্ব্বক লিখিবার উপক্রম করিলাম তখন তাহারা বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে এক দৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। তথাপি পশুজাতির লিখিবার শক্তি কোন কালেই নাই ইহা বিলক্ষণ তাহাদের হৃদয়ঙ্গম থাকাতে কেহ কেহ আমার হস্ত হইতে কাগজ খান কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পোতাধ্যক্ষ আমার প্রতি সদয় হইয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "যদি বনমনুষ্য লিখিতে পারে লিখুক, তোমরা উহাকে বাধা দিও না, কিন্তু

যদি এ না লিখিয়া কাগজ নষ্ট করে, তাহা হইলে, আমি ইহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিব।" জাহাজাধ্যক্ষের এই কথায় তাহারা সকলে আমার প্রতি কুব্যাচরণ করিতে নিরস্ত হইলে, আমি লেখনী ধারণপূর্ব্বক ভূপতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া ছয় ভাষায় ছয় কবিতা লিখিলাম। আমার লিখন সমাপ্ত হইলে রাজকর্ম্মচারিগণ ঐ কাগজ লইয়া শীঘ্র তথা হইতে চলিয়া গেল।

অনন্তর নরনাথ মহাজনদিগের লিপির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া একাগ্র চিত্তে মদ্রচিত কবিতা গুলি পাঠ করিলেন, তাহাতে তাঁহার অত্যন্ত হর্ষোদয় হওয়াতে তিনি বারম্বার মদীয় রচনানৈপুণ্য ও বর্ণসৌন্দর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া নিজ কর্ম্মচারীদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা শীঘ্র আমার অশ্বশালা হইতে একটী উৎকৃষ্ট অশ্ব লইয়া ও ভাণ্ডার হইতে বহুমূল্য পরিচ্ছদ লইয়া অর্ণবযানে গমন কর, এবং যে ব্যক্তি এই ছয় প্রকার উত্তম অক্ষর লিখিয়াছে, তাহাকে সেই অশ্বে আরোহণ করাইয়া এবং মণিময় পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত কর।" তৎশ্রবণে রাজপুরুষগণ হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। ভূপতি এবিষয়ের কিছুই মর্ম্ম জানিতেন না সুতরাং তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিল ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়াতে তন্মধ্য হইতে এক জন বিনয়নম্র বচনে তাঁহাকে কহিল, "মহারাজ! আমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমরা প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করি নাই, তবে আমাদিগের হাসিবার কারণ এই আপনি যাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া এখানে আনীতে বলিতেছেন সেটী মনুষ্য নহে সে একটী বনমনুষ্য।" নৃপতি কহিলেন, "বনমনুষ্যের এমত উত্তম লেখা ইহা অতি বিচিত্র কথা।" রাজপুরুষগণ বলিল, "মহারাজের সাক্ষাতে আমরা মিথ্যা বলিতেছি না, এই কয়েক পংক্তি বাস্তবিকই একটী বনমনুষ্য আমাদের সমক্ষে লিখিয়াছে।" তৎশ্রবণে ভূপাল যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তোমরা সত্বর যাইয়া সেই অপূর্ব্ব বনমনুষ্যকে লইয়া আইস, সে কিরূপ তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে।" রাজপুরুষগণ নৃপাদেশ-প্রাপ্তিমাত্র অর্ণবযানে গমনপূর্ব্বক পোতাধ্যক্ষের নিকট তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিলে, তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর রাজকর্ম্মচারিগণ আমাকে মণিময় পরিচ্ছদ পরাইয়া এবং অশ্বোপরি আরোহণ করাইয়া রাজবাটীর অভিমুখে লইয়া চলিল। দেশাধিপতি একটা বনমনুষ্যকে মৃত মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করিতে সংকল্প করিয়াছেন, এবং মহাসমারোহপূর্ব্বক তাহাকে আনয়ন করিবার জন্য রাজপুরুষগণ প্রেরিত হইয়াছে, এই কৌতুকাবহ বার্ত্তা নগরী

মধ্যে প্রচার হওয়াতে পুরবাসিগণ আমাকে দেখিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রাসাদের উপরিভাগে, গবাক্ষ দ্বারে এবং পথি মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল, সুতরাং যৎকালে আমি সুসজ্জিত ও অশ্বারূঢ় হইয়া রাজপথ দিয়া যাইতে লাগিলাম তখন তাহারা আমাকে দেখিয়া মহা হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল, কিন্তু আমি অম্লান বদনে তাহাদিগের ঐ সকল কাণ্ড দেখিতে দেখিতে ক্রমে রাজবাটীতে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

অনন্তর রাজসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নরপতি স্বীয় সভাসদগণে পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। আমি তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া তিন বার শিরোবনমনপূর্ব্বক ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া মৃত্তিকা চুম্বন করিলাম। তৎপরে গাত্রোত্থান করিয়া ভূপাদেশে আসনোপরি উপবেশন করিলাম। বনমনুষ্যের এ প্রকার সদাচারপরিজ্ঞান দর্শনে সভাস্থ সকল লোক চমৎকৃত হইল। তৎকালে তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া আমি তাহাদিগকে অধিক পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম না ভাবিয়া আমার মনোমধ্যে বিজাতীয় ক্ষোভ হইতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে ভূপাল পারিষদবর্গকে বিদায় দিয়া খোজাধিপতি, একজন ক্রীতদাস ও আমাকে সঙ্গে লইয়া সভাস্থান হইতে আপন আবাসগৃহে গমন করিলেন এবং সেখানে ভোজনের আয়োজন হইল। তিনি আহারে বসিয়া আমাকে নিকটস্থ হইয়া আহার করিতে সঙ্কেত করিলেন। আমিও তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আহার করিতে লাগিলাম। আহারান্তে আমি সুলতানকে ধন্যবাদ দিয়া কয়েক পঙক্তি কবিতা লিখিলাম। তৎপরে এক প্রকার মদিরা আনা হইল; সুলতান আমাকে কিছু পান করিতে সঙ্কেত করিলেন, আমি পান করিয়া আপনার অবস্থা বর্ণনপূর্ব্বক আরও কয়েক পঙ্ক্তি কবিতা রচনা করিলাম। সুলতান দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। পরে সুলতান সতরঞ্চের বল আনাইয়া আমি সে খেলা জানি কি না এবং তাঁহার সহিত খেলিতে পারিব কি না, সঙ্কেত দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি প্রণিপাতপূর্ব্বক সঙ্কেত দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিলাম। প্রথম বারে সুলতান জয় লাভ করিলেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারে আমি জয়ী হইলাম। কিন্তু তিনি আমার জয়লাভে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদনের জন্য আরও একটী কবিতা রচনা করিলাম।

সুলতান বানরজাতি-দুর্লভ এইরূপ অনেকানেক অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং নিজ দুহিতাকে সেই স্থানে আনয়নার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। রাজকুমারী অনাবৃত মুখে গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, কিন্তু প্রবেশ করিবামাত্রই অবগুণ্ঠ

দ্বারা মুখচন্দ্র আবরণ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনি আমাকে অপর পুরুষের সমক্ষে আসিবার জন্য আদেশ করিলেন কেন?" সুলতান বলিলেন, "সে কি নন্দিনি! এখানেত তোমার পরিচিত খোজা, এই বালক দাস, আমি ও এই বানর ভিন্ন আর কেহই নাই।" রাজনন্দিনী বলিলেন, "মহারাজ! শীঘ্রই আপনি আমার কথার প্রমাণ পাইবেন।" যাহাকে আপনি বানর বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, উনি বাস্তবিক বানর নহেন; উনি এক জন মহদ্বংশ-জাত বিখ্যাত রাজার সন্তান। কোন দানবের কুহকে ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সুলতান এই কথা শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন; এবং এবারে আর সঙ্কেত না করিয়া স্পষ্ট ভাষায়, রাজকুমারীর কথা সত্য কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার বাকশক্তি ছিল না, সুতরাং পুনরায় মস্তকে হস্ত দিয়া রাজকুমারীর কথা সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। তদনন্তর সুলতান পুনরায় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দিনি! ইনি যে দানব কুহকে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তুমি তাহা কিরূপে জানিলে?" রাজকুমারী বলিলেন, "পিতঃ! আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে বাল্যকালে আমার এক জন বৃদ্ধা পরিচারিকা ছিল। সে আমাকে সত্তরটী যোগিনী মন্ত্র শিক্ষা দেয়; আমি তাহার বলে কুহকগ্রস্ত লোক দেখিলেই চিনিতে ও সে ব্যক্তি কে এবং কাহার মন্ত্রে তাহার যে প্রকার দুর্দ্দশা হইয়াছে একেবারে তাহাও বুঝিতে পারি, অতএব আপনি বিস্মিত হইবেন না। সুলতান বলিলেন, "প্রিয় পুত্রি! তোমার এত বিদ্যা আছে আমি তাহা জানিতাম না। যাহা হউক, এখন বোধ হইতেছে যে তুমি এই রাজকুমারের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দূর করিতে পার।" রাজকুমারী উত্তর করিলেন, "আপনার আশীর্ব্বাদে আমি ইঁহাকে ইঁহার পূর্ব্বাকৃতি প্রদান করিতে পারি।" সুলতান বলিলেন, "তবে কর; আমি তাহাতে পরম আনন্দিত হইব; এবং ইঁহাকে আমার মন্ত্রী করিয়া তোমার সহিত বিবাহ দিব।"

রাজকুমারী এই কথা শুনিয়া আপনার শয়নাগারে গমন করিলেন, এবং সেখান হইতে এক খান ছুরিকা আনীয়া আমাদিগকে অন্তঃপুরবর্ত্তী এক প্রাঙ্গণে লইয়া গেলেন। আমাদের চারি জনকে এক পার্শ্বে বসিতে বলিয়া তিনি প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং আপনার চতুর্দ্দিকে একটী রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে আরব্য অক্ষরে নানা-প্রকার মন্ত্র লিখিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার গণ্ডী সম্পূর্ণ হইল তিনি তাহার মধ্যস্থলে বসিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দিঙ্মণ্ডল এরূপ তমসাবৃত হইয়া আসিল, যেন, রজনী উপস্থিত এবং জগতের প্রলয় কাল সন্নিকট, আমরা ইহা দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। ইতি মধ্যে যে দৈত্য আমাকে

রূপান্তর করিয়াছিল, সে এক ভয়ঙ্কর সিংহের রূপ ধারণ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

রাজকুমারী তাহাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "রে কুকুর? তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা যে তুই আমার পদানত না হইয়া আমাকে ভয়প্রদর্শনের জন্য এই আকারে আমার সমক্ষে আসিলি!" সিংহ বলিল, "পরস্পরের ক্ষতি করিব না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলি তাহা কি তুই একেবারে বিস্মৃত হইলি," এইরূপ কলহ হইতে হইতে সিংহ বদন ব্যাদান করিয়া রাজনন্দিনীর প্রতি ধাবিত হইল। রাজনন্দিনী তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া গেলেন, এবং আপনার মস্তক হইতে এক গাছি কেশ লইয়া মন্ত্র বলে তাহা তরবারি রূপে পরিণত করিয়া এক আঘাতে সিংহের শরীর দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে সিংহের শরীরের এক খণ্ড অন্তর্হিত হইল, কেবল মস্তকটী পড়িয়া রহিল। সেই মস্তক দেখিতে দেখিতে বৃশ্চিক রূপ ধারণ করিল। রাজকুমারীও সর্পমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া সেই বৃশ্চিকের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। বৃশ্চিক আপনাকে পরাস্ত দেখিয়া বাজপক্ষীর আকার ধারণপূর্ব্বক আকাশে উড্ডীন হইল। সর্পও তৎক্ষণাৎ সেই আকার গ্রহণ করিয়া তাহার অনুসরণ করিল, এবং মেঘের মধ্যে উভয়ে চক্ষের অগোচর হইয়া গেল।

রাজকুমারী এবং দানব বাজপক্ষীর আকার ধারণপূর্ব্বক পরস্পর যুদ্ধ করিতেছে।

তাহাদের প্রস্থানের কিঞ্চিৎক্ষণ পরে সহসা আমাদের সমীপস্থ ভূমির গর্ভ বিদারণ করিয়া একটী বিড়াল কঠোর চীৎকার করিতে করিতে বহির্গত হইল। এবং একটী কৃষ্ণবর্ণ ব্যাঘ্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইল। উক্ত বিড়াল সমরে পরিশ্রান্ত হইয়া একটী কীটের রূপ ধারণপূর্ব্বক নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে পতিত একটী দাড়িম্বের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। কীট প্রবেশ করিবামাত্র সেই দাড়িম্ব স্ফীত হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল এবং হঠাৎ ভাঙ্গিয়া শত খণ্ড হইয়া গেল। ব্যাঘ্র ইত্যবসরে কুক্কুটের আকার ধারণ করিয়া দাড়িম্বের বীজগুলি খুটিয়া এক একটী করিয়া আহার করিতে লাগিল। যখন সমুদয় বীজ নিঃশেষিত হইয়া গেল তখন সেই কুকুট পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক আনন্দধ্বনি করিতে করিতে আমাদের নিকট আসিল, কিন্তু একটী বীজ সেই তরুর নিকটবর্ত্তী পয়ঃপ্রণালীর পার্শ্বে পড়িয়াছিল; কুকুট পূর্ব্বে তাহা দেখিতে পায় নাই, এখন দেখিতে পাইয়া যেমন তুলিয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইল, অমনি সেই বীজটী পয়ঃপ্রণালীতে পড়িয়া দেখিতে দেখিতে একটী ক্ষুদ্র মৎস্যের আকার ধারণ করিল। কুকুটও আর এক প্রকার মৎস্যের আকার গ্রহণ করিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইল। জলের মধ্যে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল যুদ্ধের পর হঠাৎ এক প্রকার ঘোরতর চীৎকার আমাদের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। দেখিলাম যে রাজকন্যা ও সেই দানব পরস্পরের প্রতি অগ্নি বর্ষণ করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে উভয়ে উভয়ের সন্নিকৃষ্ট হইলেন এবং ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইতি মধ্যে সেই দুষ্ট দানব হঠাৎ রাজকুমারীর হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া আমাদের দিকে আসিল এবং আমাদের প্রতি অগ্নি বৃষ্টি করিতে লাগিল। আমরা বোধ হয় সকলে ভস্মাবশেষ হইতাম, কিন্তু রাজনন্দিনী সত্বর আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন এবং পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তখনি তাঁহার প্রিয় খোজা শ্বাসবদ্ধ হইয়া দগ্ধ কলেবরে প্রাণ ত্যাগ করিল তাঁহার পিতার শ্মশ্রুজাল দগ্ধ ও মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; এবং আমার দক্ষিণ চক্ষু অগ্নি সংযোগে জন্মের মত অন্ধ হইয়া রহিল। কিয়ৎকাল পরে রাজকন্যা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমাদের নিকটে আসিয়া এক পাত্র জল প্রার্থনা করিলেন। ক্রীতদাস তৎক্ষণাৎ জল আনীয়া দিল। তিনি তাহা মন্ত্রপূত করত আমার মস্তকে সিঞ্চন করিয়া বলিলেন, 'যদি তুমি দানব মায়ায় ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়া থাক তবে শীঘ্র তোমার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হও।" এই কয়েকটী কথা উচ্চারিত না হইতে হইতেই আমি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু আমার চক্ষুটী জন্মের মত অন্ধ হইয়া রহিল।

আমি হৃদয়ের সহিত রাজনন্দিনীকে ধন্যবাদ করিব ভাবিতেছি, এরূপ সময়ে তিনি পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "পিতঃ!

আমি দুর্ব্বৃত্ত দানবকে পরাস্ত করিলাম বটে, কিন্তু এই জয়লাভে আমারও যথেষ্ট ক্ষতি হইল।" আমি আর দুই এক দণ্ড মাত্র জীবিত আছি, আমার বিবাহ বিষয়ে আপনার যে মনোরথ ছিল তাহা পূর্ণ হইল না। আমাকে বাধ্য হইয়া অগ্নি অস্ত্র ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আমি দানবকে ভস্মাবশেষ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমারও প্রাণ রক্ষার কোন আশা নাই।

সুলতান অনন্যমনা হইয়া কন্যার কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। কুমারীর কথা শেষ হইবামাত্র তাঁহার শোকসাগর উথলিয়া উঠিল, তিনি বাষ্পগদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয় নন্দিনি! একবার পিতার অবস্থা ভাবিয়া দেখ। হায় আমি যে এখনও জীবিত আছি ইহাই আশ্চর্য্য। তোমার বৃদ্ধ পরিচারক খোজাধিপতি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে; যে যুবা পুরুষকে তুমি উদ্ধার করিলে, তিনি একটী চক্ষু হারাইলেন এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন"

আমরা যখন শোকে অভিভূত হইয়া কাঁদিতেছি, তখন রাজকন্যা "যাই যাই! পুড়িয়া মরি!" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীরের অন্তরে যে অগ্নি প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি মরি মরি, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে এক মাত্র মৃত্যুই তাঁহার যন্ত্রণার অবসান করিল। দানবের ন্যায় তিনিও দেখিতে দেখিতে ভস্মাবশেষ হইলেন। সুলতান দুহিতার শোকে স্ত্রীলোকের ন্যায় আর্ত্তনাদ ও শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন, এবং দুঃখভারে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে রাজান্তঃপুরের কর্ম্মচারীরা সে স্থানে আসিয়া অনেক কষ্টে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। সুলতান চলৎ শক্তিবিহীনের ন্যায় তাহাদের স্কন্ধে ভর দিয়া শয়নাগারে গমন করিলেন।

ক্রমে রাজভবনে ও পুরী মধ্যে এই সংবাদ প্রচার হইলে, প্রজাগণ রাজকন্যার তাদৃশী দুর্দ্দশায় ক্রন্দন করিতে লাগিল, এবং সুলতানের শোকে সকলেই শোকাকুল হইল। সাত দিবস এইরূপ শোকসূচক কার্য্যাদিতে গত হইলে পর, তাহারা সেই দানবের ভস্ম সকল আকাশে বিক্ষেপ করিল এবং রাজকন্যার ভস্মময় শরীর মহা সমারোহে সমাহিত করিয়া তদুপরি বিচিত্র স্মৃতি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিল।

কন্যার বিয়োগে সুলতান গভীর শোকে আক্রান্ত ও পীড়িত হইয়া প্রায় এক মাস কাল শয্যাস্থ থাকেন। তাঁহার পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইতে হইতেই তিনি এক দিবস আমাকে সমীপে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি চিরকাল পরমসুখে বাস করিতেছিলাম; কখনও কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই; কিন্তু তোমার পদার্পণে আমার সকল সুখ

অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি প্রিয় কন্যা হারাইলাম, আমার বৃদ্ধ পরিচারকের মৃত্যু হইল, এবং আমিও মৃত-প্রায় হইয়া রহিলাম, তুমিই এই সমুদায় দুর্ঘটনার মূল। অতএব তুমি সত্বর আমার রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কর।" আমি দোষক্ষালনার্থ কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিলাম, কিন্তু সুলতান অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। আমি তিরস্কৃত ও নির্ব্বাসিত হইয়া তাঁহার রাজধানী পরিত্যাগ করিলাম, এবং আমার জন্য দুই জন নিরপরাধি ব্যক্তির প্রাণ গেল, ভাবিয়া শোকে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া মস্তক ও শ্মশ্রু প্রভৃতি মুণ্ডন করতঃ ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া বোগদাদের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। অজ্ঞাতসারে অনেক গ্রাম ও জনপদ অতিক্রম করিয়া অদ্য বৈকালে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখানে আসিয়া প্রথমেই এই প্রথম ফকিরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। "আর্য্যে!" এইমাত্র আমার পরিচয়।

দ্বিতীয় ফকিরের কথা শেষ হইলে জোবেদী তাহাকে গমন করিতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু সে অন্যান্য লোকদিগের বিবরণ শুনিবার জন্য সেই স্থানে থাকিতে প্রার্থনা করিল। জোবেদী তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন

তৃতীয় ফকীরের কথা।

অনন্তর তৃতীয় ফকির জোবেদীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল। "আর্য্যে! আপনি এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা যাহা শুনিলেন আমার ইতিহাস ইহার মধ্যে কোনটীরই সদৃশ নহে।" পূর্ব্বোক্ত দুই রাজকুমার ভাগ্যদোষে এক একটী চক্ষুঃ হারাইয়াছেন, কিন্তু আমি নিজ দোষে তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি।

কাশীব নামে এক রাজা ছিলেন, আমি তাঁহার পুত্র আমার নাম আজীব। পিতার পরলোক হইলে, আমি তদীয় রাজ্যে উত্তরাধিকারী হইয়া তাঁহার আবাসনগরীতে বাস করিতে লাগিলাম। ঐ নগরী সাগরের উপকূলে প্রতিষ্ঠিত। আমার আয়ুধাগার সর্ব্বদাই এক শত পঞ্চাশ খানি রণতরীর উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ থাকিত, এতদ্ভিন্ন বাণিজ্য এবং বিহারোপযোগী অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জাহাজও ছিল। আমি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সর্ব্বাগ্রে ভূভাগস্থ প্রদেশ সকলের পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইলাম, পরে উপদ্বীপস্থ প্রজারা কিরূপ আছে তাহা দেখিবার জন্য আমার সমুদায় রণতরী সুসজ্জিত করিয়া সেই দ্বীপ সকলে গমন করিলাম। ইহার পরে আরও কয়েক বার সেই স্থানে গমন করিয়াছিলাম। এইরূপে বারম্বার সমুদ্রে গমনা-

গমন করাতে আমার সমুদ্রে যাত্রার প্রতি এক প্রকার অনুরাগ জন্মিল। সেই অনুরাগ ক্রমে এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, আমি দশ খানি অর্ণব পোত সুসজ্জিত করিয়া কয়েটী নূতন দ্বীপের আবিষ্কার করিবার মানসে সমুদ্রে যাত্রা করিলাম।

চল্লিশ দিন আমাদের নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে গেল, কিন্তু একচল্লিশ দিনের রজনীতে পবন প্রতিকূল ভাব ধারণ করিল, এবং এরূও প্রবল ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল যে আমাদের জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইল। রজনী অবসান হইলে, বায়ুর বেগ মন্দ হইয়া আসিল, গগণমণ্ডল পুনরায় মেঘশূন্য ও নির্ম্মল শ্রীধারণ করিল এবং নব দিবাকরের উদয়ে পুনরায় সুদিনের উদয় হইল। তৎপরে আমরা একটী সন্নিহিত দ্বীপে উঠিলাম, এবং সেই খানে দুই দিবস অবস্থান করিয়া আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্ব্বক পুনরায় সমুদ্রে ভাসমান হইলাম। পূর্ব্বোক্ত বাত্যায় আমাকে এরূপ ভগ্নোদ্যম করিয়াছিল যে, আমি অধিক দূর অগ্রসর হইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবার আজ্ঞা প্রচার করিলাম, কিন্তু দেখিলাম যে, আমরা তখন যে স্থানে আসিয়াছি আমাদের কর্ণধারও তাহা পরিজ্ঞাত নহে। তজ্জন্য এক জন নাবিককে মাস্তুলের উপর উঠিয়া দিঙ্‌নির্ণয় করিতে আদেশ করিলাম। সে ব্যক্তি বলিল যে দক্ষিণে এবং বামে আকাশ ও সমুদ্র ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ একটী প্রকাণ্ড পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

এই কথা শুনিবামাত্র কর্ণধারের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, সে আপনার উষ্ণীষ তরী পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিয়া বক্ষে করাঘাতপূর্ব্বক কহিল, "হায় হায়! এইবার সকলে প্রাণ হারাইলাম। আমাদের এক প্রাণীও আর বাঁচিবে না, আমার সমুদায় বুদ্ধিবিদ্যা নিয়োগ করিলেও আমি এই দুর্ঘটনা বারণ করিতে পারিব না।" এই কথা বলিয়া সে ব্যক্তি আসন্নমৃত্যু লোকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাঁহাকে ভগ্নাশ দেখিয়া পোতারোহী সকলেরই ভয়ের সঞ্চার হইল। আমি তাহাকে নিরাশ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল যে "পূর্ব্বোক্ত বাত্যাতে আমাদিগকে এতদূর বিপথে আনীয়া ফেলিয়াছে যে, কল্য অনুমান বেলা দুই প্রহরের সময় আমরা ঐ কৃষ্ণপদার্থের নিকটে উপনীত হইব। ঐ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ ভূমিখণ্ড নহে, উহা এক চুম্বক প্রস্তরের পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বত, আপনার পোতস্থিত লৌহনির্ম্মিত শলাকাদির জন্য পোত সকলকে এখনি অল্পে২ আকর্ষণ করিতেছে। কল্য তরী সকল আরও নিকটবর্ত্তী হইলে ঐ পর্ব্বতের আকর্ষণশক্তি এত বৃদ্ধি হইবে যে, পোত সকলের প্রেক প্রভৃতি সমুদায় লৌহময় পদার্থ খুলিয়া গিয়া পর্ব্বতে সংলগ্ন হইবে, এবং পোত সকল তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া জলমগ্ন হইয়া যাইবে।

ঐ পর্ব্বতের উপরিভাগে একটী পিত্তলনির্ম্মিত মন্দির ও তদুপরি একটী পিত্তলনির্ম্মিত অশ্বারোহী মূর্ত্তি আছে। সেই অশ্বারোহী মূর্ত্তির বক্ষঃস্থলে সীসক নির্ম্মিত পত্রে ঐন্দ্রজালিক অক্ষরে কি লিখিত আছে। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, ঐ মূর্ত্তিরই প্রভাবে পোত সকল এইরূপে আকৃষ্ট ও বিপদস্থ হয়। ঐ মূর্ত্তি চিরকাল অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, এবং যত দিন ভগ্ন ও নষ্ট করিয়া ফেলা না হইবে, তত দিন এইরূপে লোকের সর্ব্বনাশ করিবে।"

কর্ণধার এই কথা বলিয়া পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিল, এবং তরী সকলের আরোহীরাও সেই সঙ্গে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। আমি তখন অনন্যমনা হইয়া, এত শীঘ্র আমার জীবনের দিন অবসান হইল, এই কথাই ভাবিতেছিলাম। আরোহীরা সকলেই স্ব স্ব মুক্তির উপায়ান্বেষণে ব্যস্ত কেহ বা কাহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত কর্‌তেছে, কেহ বা শেষ অনুরোধ রক্ষার প্রার্থনা করিতেছে, এইরূপে রাত্রি প্রভাত হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে আমরা সুস্পষ্টরূপে সেই পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বদিন অপেক্ষা পর্ব্বতটী এক্ষণে অতি ভীষণবোধ হইতে লাগিল, এবং আতঙ্কে প্রাণ শুকাইয়া গেল। মধ্যাহ্ন সময়ে আমাদের তরী সকল পর্ব্বতের এত নিকটবর্ত্তী হইল যে, আমরা কর্ণধারের কথানুযায়ী সমুদায় স্বচক্ষে দর্শন করিতে লাগিলাম। পেরেক সকল পোত হইতে উঠিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করতঃ পর্ব্বতের শরীরে গিয়া সংলগ্ন হইতে লাগিল। তরীগুলিও খণ্ড খণ্ড হইয়া ক্রমে ক্রমে অতলসাগরের জলে নিমগ্ন হইতে আরম্ভ হইল। আমার সহচর অনুচর সকলেই নিমগ্ন হইলেন, কেবল ঈশ্বর কৃপা করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিলেন। আমি এক খণ্ড কাষ্ঠ অবলম্বন করিয়া বায়ুবলে সেই পর্ব্বতের পাদদেশে গিয়া উপনীত হইলাম, আমার শরীরে কিছুমাত্র আঘাত লাগে নাই, এবং সৌভাগ্যক্রমে এমন এক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম যে, সেখান হইতে গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিবার উপযোগী সোপান পরম্পরা দেখিতে পাইলাম।

এই সোপান গুলি দেখিতে পাইয়া আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক তদীয় হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলাম। ঐ সোপান গুলি একপ দুর্গম ও সংকীর্ণ ছিল যে, অল্পমাত্র বায়ুর প্রবলতা হইলেই, বোধ হয়, আমি সাগর জলে পতিত হইতাম, কিন্তু ঈশ্বর-প্রসাদে আমি নির্ব্বিঘ্নে সেই মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং সেই পিত্তল নির্ম্মিত মূর্ত্তিও দর্শন করিলাম।

আমি সেই মন্দির মধ্যেই শয়ন করিয়া থাকিলাম। নিদ্রাবস্থায় দেখি যেন এক জন গম্ভীর প্রকৃতি বৃদ্ধ আমার নিকটে আসিয়া বলিতেছেন, "আজীব! আমার কথা শুন, তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র উঠিয়া

তোমার পদদ্বয় এক্ষণে যে স্থানে আছে সেই স্থান খনন করিবে। খনন করিতে করিতে তন্মধ্যে এক খানি পিত্তলনির্ম্মিত ধনু ও তিনটী সীসক নির্ম্মিত শর দেখিতে পাইবে। মনুষ্যজাতিকে বিপদজাল হইতে মুক্ত করিবার জন্যই বিশেষ তিথি নক্ষত্রে ঐ ধনুক ও শরগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ শরগুলি গ্রহণ করিয়া তুমি এই অশ্বারূঢ় মূর্ত্তির প্রতি নিক্ষেপ করিবে, তাহাতে মূর্ত্তটী সাগরের জলে পতিত হইবে, কিন্তু অশ্বটী তোমারই পদতলে পড়িবে। অশ্বটীকে সত্বর সেই স্থানেই সমাধিস্থ করিও, ইত্যবসরে তুমি দেখিতে পাইবে যে, সমুদ্রের জলস্ফীত হইয়া মন্দিরের ভিত্তিদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং সেই সাগরতরঙ্গের উপরে এক খানি ক্ষুদ্র তরী ও তদুপরি আরূঢ় একটী পিত্তলনির্ম্মিত মূর্ত্তি রহিয়াছে। ঐ মূর্ত্তির দুই হস্তে দুইটী প্রক্ষেপণী। তুমি তৎক্ষণাৎ তরীতে আরোহণ করিও, কিন্তু সাবধান যেন ঈশ্বরের নাম লইও না। যদি পথিমধ্যে ঈশ্বরের নাম না কর তাহা হইলে সেই মূর্ত্তি দশ দিনে তোমাকে অপর একটী সাগরে লইয়া যাইবে এবং তথা হইতে তুমি অনায়াসে স্বদেশে গমন করিতে পারিবে।”

বৃদ্ধ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, আমি স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম, এবং বৃদ্ধের আদেশানুসারে ভূগর্ভ হইতে ধনু ও শর উত্তোলনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত অশ্বারূঢ় মূর্ত্তির প্রতি শরাঘাত করিতে লাগিলাম। তৃতীয় শরক্ষেপের পর মূর্ত্তিটী সাগরজলে পতিত হইল এবং অশ্বটীও আমার পার্শ্বে পড়িল। আমি ঐ অশ্বকে সেই ধনু ও শরের গর্ত্তে সমাহিত করিলাম। ইত্যবসরে সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া যেমন ঐ মন্দিরের ভিত্তিভূমি স্পর্শ করিল অমনি আমি দূরে এক খানি তরী দর্শন করিলাম। এবং ঐ তরীখানি আমারই অভিমুখে আসিতেছে দেখিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলাম।

অবশেষে তরীখানি কূলে আসিয়া উপস্থিত হইলে দেখিলাম যে, তাহাতে একটী ধাতুনির্ম্মিত পুরুষ দুই হস্তে দুইটী ক্ষেপণী লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি অতি সাবধান হইয়া তরীতে আরোহণপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলে, সেই ধাতুময় পুরুষটী ক্ষেপণী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। নয় দিবস এইরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর কতকগুলি দ্বীপ দৃষ্ট হইল, তাহাতে আমার অন্তঃকরণে এরূপ হর্ষোদয় হইল যে,সেই বৃদ্ধের নিষেধবাক্য বিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরেরগুণানুবাদ করিতে লাগিলাম।

ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ না করিতে করিতেই সেই তরীখানি ধাতুময় পুরুষ সহিত সাগরজলে নিমগ্ন হইল। আমি নিরালম্ব হইয়া সমস্ত দিন রাত্রি নিকটস্থ ভূমির উদ্দেশে সন্তরণ করিতে লাগিলাম। এ দিকে আমার শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিল,সুতরাং আমি প্রাণের আশায়

জলাঞ্জলি দিয়া কেবল ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। অবশেষে হঠাৎ বায়ুর বেগ প্রবল হইয়া উঠিল, এবং পর্ব্বত সমান উত্তাল তরঙ্গ নিচয়ে সমস্ত সাগর আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহার একটী তরঙ্গে আমাকে একেবারে এক চড়ার উপর লইয়া ফেলিল। আমি কালি বিলম্বে পুনরায় সিন্ধুগর্ভে নীত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তীরে উত্তীর্ণ হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এবং দৈবানুগ্রহে বহু কষ্টে স্থলে উপনীত হইয়া সেই খানেই রাত্রি যাপন করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি সেই স্থানের তত্ত্ব নির্ণয় করিবার জন্য বহির্গত হইয়া দেখিলাম যে, আমি এক বিজন ও প্রাণিশূন্য দ্বীপে উপনীত হইয়াছি। যদিও সেই স্থানটী নানা জাতীয় বৃক্ষ লতা ও ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া অতি মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিল, তথাপি সেই দ্বীপ মহাদেশের উপকূল হইতে বহু দূরে অবস্থিত ভাবিয়া আমার আনন্দের অনেক হ্রাস হইতে লাগিল। যাহা হউক, আমি এই বিপদের সময় বার বার ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে দূরে এক খানি তরি দৃষ্ট হইল, সেই তরি খানি বায়ুবেগে সেই দ্বীপের অভিমুখেই আসিতেছিল। ঐ জাহাজস্থ লোকদিগের স্বভাবাদি না জানিয়া তাহাদের সমক্ষে উপস্থিত হওয়া অনুচিত বিবেচনা করিয়া আমি এক প্রকাণ্ড বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। ক্রমে তরি খানি দ্বীপের উপকূলে আসিয়া লাগিলে দেখিলাম কোদালি ও অপরাপর ভূমি খননোপযোগী অস্ত্র হস্তে করিয়া প্রায় দশ জন ক্রীত দাস তরি হইতে অবতরণপূর্ব্বক সেই দ্বীপের মধ্যস্থলে আসিয়া ভূমি খননানন্তর একটী গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটিত করিল; তৎপরে তাহারা জাহাজে আসিয়া নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী ও খাট পালঙ্ক লইয়া ঐ দ্বার দিয়া ভূমি গর্ভে অবতরণ করিল, তাহার পর পুনর্ব্বার জাহাজে আসিয়া এক প্রাচীন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে গমন করিল। ঐ প্রাচীনের সমভিব্যাহারে একটী পরমসুন্দর নবীন বালক ছিল তাহার বয়স প্রায় চৌদ্দ পনর বৎসর। তাহারা সকলেই পাতালপুরী প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন তাহারা ভূগর্ভ হইতে বাহিরে আসিয়া, খনিত স্থান মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, জাহাজে আরোহণ করিল, তখন সেই সৌম্যমূর্ত্তি নবীন বালককে তাহাদিগের সমভিব্যাহারে দেখিলাম না, ইহাতে বিবেচনা করিলাম তাহারা ঐ বালককে মৃত্তিকা মধ্যে রাখিয়া আসিল।

অনন্তর ঐ বৃদ্ধ স্বীয় ভৃত্যবর্গের সহিত জাহাজারোহণপূর্ব্বক গমন করিলে, আমি বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া সেই স্থানে গমন করত মৃত্তিকা খনন আরম্ভ করিলাম, এবং খুঁড়িতে খুঁড়িতে এক খানি প্রস্তর দেখিতে পাইলাম, সেই প্রস্তরখণ্ড অপসারিত করিবামাত্র সোপান শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইল। আমি তদ্দ্বারা অবতীর্ণ হইয়া একটী প্রশস্ত গৃহে গিয়া

উপনীত হইলাম। সেই গৃহটী অতি সুন্দররূপে সজ্জিত ছিল, সেখানে বহুমুল্য বস্ত্রাভরণে মণ্ডিত এক খানি পর্যঙ্কোপরি সেই সৌম্যকান্তি বালককে ব্যজন হস্তে আসীন দেখিলাম। ঐ বালক আমাকে দেখিবামাত্র বিস্মিত ও চমকিত হইয়া উঠিল। আমি তাহাকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক বলিতে লাগিলাম, "তুমি যে হও ভয় পাইও না। আমি রাজপুত্র ও স্বয়ং রাজা, তোমার কোন প্রকার অনিষ্ট করিবার মানসে এখানে আসি নাই, কেবল তোমাকে এই কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য আসিয়াছি। আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম যে, লোকে তোমাকে জীবদ্দশায় সমাহিত করিয়া গেল, কিন্তু তুমি কিছুমাত্র অসম্মতি বা অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে না।" আমার কথা শেষ হইলে, বালক প্রফুল্ল-বদনে আমাকে আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিল, "রাজপুত্র! আমি অদ্য আপনাকে এরূপ অদ্ভুত কথা শুনাইব যে, আপনি বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইবেন।"

আমার পিতা এক জন মণিমুক্তা-ব্যবসায়ী বণিক্। তিনি নিজ ব্যবসায় দ্বারা বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্তান সন্ততি কিছুই ছিল না। এক দিবস তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার একটী পুত্র সন্তান জন্মিবে কিন্তু সে দীর্ঘকাল বাঁচিবে না। কিছু দিন পরেই আমার জননীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইল, তিনি যথাসময়ে আমাকে প্রসব করিলে, আমাদের পরিবারের মধ্যে সকলেই আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

পিতা আমার জন্ম মুহূর্ত্তের তিথি নক্ষত্রাদি নিরূপণ করিয়া জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের দ্বারা আমার ভাগ্য গণনা করাইলেন। তাহারা বলিল, "তোমার পুত্র পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত নিরাপদে ও নির্ব্বিঘ্নে থাকিবে। কিন্তু সেই সময়ে ইহার এক ঘোর বিপদ উপস্থিত হইবে। বিখ্যাত চুম্বক পর্ব্বতের উপরিভাগে যে পিত্তল নির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে, কাশীব রাজার পুত্র আজীব কর্ত্তৃক তাহা ভগ্ন হইবার পঞ্চাশ দিন পরে সেই রাজপুত্রেরই হস্তে তোমার পুত্রের মৃত্যু হইবে। যদি এই বিপদ হইতে কোন প্রকারে উদ্ধার পাইতে পারে, তাহা হইলে তোমার তনয় দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবে। অদ্য দশ দিন হইল রাজপুত্র আজীব সেই মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়াছেন শুনিয়া পিতা একেবারে চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই এই ভূমিতলবর্ত্তী গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, অদ্য আমাকে এখানে রাখিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, আর চল্লিশ দিন পরে আমাকে লইয়া যাইবেন। আমারও বিশ্বাস হইতেছে না যে রাজপুত্র আজীব এই নির্জ্জন ও প্রাণি-শূন্য দ্বীপে আসিয়া আমাকে হত্যা করিবেন।"

যখন বণিকের পুত্র পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছিল, আমার হস্তে তাহার মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া তখন আমি হাস্য করত মনে

মনে জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগকে উপহাস করিতে ছিলাম। বণিক বালকের কথা শেষ হইলে, আমি বলিলাম, "সৌম্য! তোমার ভয় নাই। ঈশ্বরকে স্মরণ কর তোমার কোন বিপদ্ ঘটিবে না।" আমার কথাতে বণিক্‌পুত্রের মনে আশা, বিশ্বাস ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। আমিই যে কাশীবরাজার পুত্র আজীব এ কথা তখন প্রকাশ করিলাম না। কথোপকথন করিতে২ রজনী উপস্থিত হইল। যথেষ্ট আহারীয় সামগ্রীর আয়োজন ছিল, উভয়ে আহার করিলাম। আহারান্তে পুনর্ব্বার কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া নিদ্রা গেলাম। পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করণানন্তর আমি ঐ বালককে স্নানাদি করাইয়া দিলাম তৎপরে আহারাদি হইলে উভয়ে পুনর্ব্বার কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে পরমানন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িলাম। তখন আমি জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগকে নিতান্তই প্রবঞ্চক ভাবিতে লাগিলাম। কারণ আমার হস্তে তাহার মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাইলাম না।

এইরূপে উনচল্লিশ দিন অতিবাহিত হইল। বণিকপুত্র পর দিবস প্রাতে উঠিয়া প্রফুল্লচিত্তে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল "রাজকুমার! এইতো চল্লিশদিনের প্রাতঃকাল; আমি আপনার অনুগ্রহে এখন বাঁচিয়া আছি। আজি আমার পিতার আগমনের দিন, তিনি অবিলম্বে এখানে উপস্থিত হইবেন, এবং আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন।" এই কথা বলিয়া আমাকে স্নানার্থ কিঞ্চিৎ জল উষ্ণ করিতে অনুরোধ করিল। আমি জল উষ্ণ করিয়া বালককে স্নান করাইয়া দিলাম। স্নানান্তে সে পুনরায় কিয়ৎক্ষণ নিদ্রিত হইল। নিদ্রাভঙ্গে সে একটী তরমুজ খাইতে চাহিল, আমি তরমুজটী কাটীবার জন্য ছুরিকা অন্বেষণ করাতে বালক বলিল, "আমার মস্তকের উপর কুলঙ্গিতে ছুরিকা আছে।" আমি যেমন সেই ছুরিকা খানি গ্রহণ করিব অমনি পদদ্বয় বস্ত্রে জড়িত হওয়াতে পতিত হইলাম, এবং ছুরিকা খানি একবারে সেই হতভাগা বালকের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওয়ায় সে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। আমি ঐ বণিক্-পুত্রের হঠাৎ মৃত্যু দর্শনে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া শিরে করাঘাত করত বলিতে লাগিলাম, "হায় আমি কি হতভাগা! যে বালক প্রাণরক্ষার জন্য এই জনশূন্য গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিল; আর কয়েক ঘটিকা অতীত হইলেই যাহার প্রাণ রক্ষা হইত, আমি সেই নিরপরাধী বালকের প্রাণনাশের কারণ হইলাম।" এইরূপ বহুবিধ বিলাপের পর আমি বিবেচনা করিলাম যে, আর আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দন করা বিফল। বণিকের আগমনের সময় সন্নিকট, আর অধিক কাল বিলম্ব করিলে ধৃত হইবার সম্ভাবনা। এরূপ চিন্তা করিয়া আমি সেই

ভূতলবর্ত্তী গৃহ পরিত্যাগ করিলাম এবং পূর্ব্বের ন্যায় প্রবেশ দ্বার প্রস্তর ও মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া বহির্গত হইলাম।

আমার কার্য্যশেষ না হইতে হইতেই সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে এক খানি তরি দ্বীপের অভিমুখে আগমন করিতেছে। আমি তখন মনে মনে বিবেচনা করিলাম যে, যদি আমি দর্শন দিই, তাহা হইলে, বণিক্ নিশ্চয় ক্রোধবশে আমাকে হত্যা করিবে। আমি যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার পুত্রকে হত্যা করি নাই এ কথা বলিলে কখনই তাঁহার বিশ্বাস জন্মিবে না, অতএব পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। এই ভাবিয়া আমি নিকটবর্ত্তী এক তরুকোটরে লুক্কায়িত হইলাম। অবিলম্বে জাহাজ দ্বীপের তটে উত্তীর্ণ হইলে, বৃদ্ধ ও তাঁহার দাসগণ সস্মিত বদনে ঐ গর্ত্তের নিকট চলিল, কিন্তু যখন তাহারা গর্ত্ত দেখিয়া সদ্য খনিত বলিয়া বুঝিতে পারিল, তখন তাহাদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহারা সেই প্রস্তর তুলিয়া সোপানে অবতরণ করিতে করিতে উক্ত বালকের নাম করিয়া অহ্বান করিতে লাগিল, কিন্তু উত্তর না পাইয়া সকলের মন আরও বিষণ্ণ হইল। গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিল যে, বালক শয্যার উপর ছুরিকা বিদ্ধ হইয়া মরিয়া আছে। এই ব্যাপার দেখিবামাত্র তাহারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল, এবং বৃদ্ধ বণিক্ শোকে অভিভূত হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল। দাসগণ বণিক্‌কে তদবস্থায় উপরে আনীয়া তাঁহার চৈতন্যসম্পাদনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে বণিকের সংজ্ঞালাভ হইলে ভৃত্যগণ বালকের মৃত শরীর উপরে আনয়ন করিল, এবং বহুমূল্য বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া সেই তরুতলেই সমাহিত করিয়া রাখিল।

তদনন্তর ভৃত্যেরা ঐ গহ্বর হইতে সমুদায় দ্রব্যাদি জাহাজে তুলিল, এবং পালঙ্কে করিয়া বৃদ্ধ প্রভুকে অর্ণবযানে আরোহণ করাইয়া জাহাজ খুলিয়া দিল। অতি অল্পকাল মধ্যেই সেই তরি দৃষ্টিপথের অতীত হইল। বৃদ্ধ বণিক্ ও তাঁহার ভৃত্যগণ গমন করিলে পর, আমি একাকী সেই বিজনদ্বীপে পড়িয়া রহিলাম। সেই ভূমিতলবর্ত্তী গৃহেই আমি সে দিনের রাত্রি যাপন করত পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দ্বীপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। পরিশ্রান্ত হইলেই কোন স্থানে বিশ্রাম করি, পুনরায় উঠিয়া ভ্রমণ করি। এইরূপ কষ্টে একমাস অতীত হইল। তৎপরে ক্রমশঃ সমুদ্রের জল শুষ্ক হওয়াতে, আমি এক দিবস ঐ সমুদ্রে গিয়া অবতরণ করিলাম, এবং পদব্রজেই তাহা অনায়াসে পার হইয়া পর তটে গিয়া উঠিলাম। অনন্তর তীর হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলাম, বহুদূরে একটা অগ্নি জ্বলিতেছে, তদ্দর্শনে সেই স্থান অবশ্যই লোকালয় হইবে, ভাবিয়া আমি প্রফুল্লচিত্তে তদভিমুখে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু ক্রমে যখন আমি তাহার নিকটবর্ত্তী হইলাম তখন দেখিলে

পাইলাম, সেটা অগ্নি নহে, রক্তবর্ণ উজ্জ্বল তাম্রে নির্ম্মিত একটী অট্টালিকা সূর্য্যের জ্যোতিতে দূর হইতে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। আমি পথশ্রান্তিপ্রযুক্ত সেই স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, ইত্যবসরে দেখিলাম দশ জন যুবা পুরুষ এক জন দীর্ঘাকৃতি প্রাচীনের সহিত পাদবিহার করিতে করিতে তথায় আসিতেছে। ঐ দশ জন যুবাই দেখিতে অতিশয় সুন্দর, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদিগের প্রত্যেকেরই দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ। একত্র দশ জন যুবাকেই দক্ষিণ চক্ষু বিহীন দেখিয়া আমি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া এই অদ্ভুত ঘটনার বিষয়ে মনে মনে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিতেছি, ইতিমধ্যে তাহারা আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে এবং কি নিমিত্তই বা এই বিজন দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ?" তাহাতে আমি নিজ দুর্ঘটনার আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলাম। তৎশ্রবণে তাহারা আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া ঐ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং কয়েক প্রকোষ্ঠ উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে এক প্রশস্ত গৃহে গিয়া উপনীত হইল। ঐ গৃহে নীলবর্ণ রেসমিবস্ত্রে মণ্ডিত দশ খান পর্য্যঙ্ক বর্ত্তুলাকারে স্থাপিত ছিল, তাহাতে ঐ দশ জন যুবা দিবসে উপবেশন ও রাত্রিকালে শয়ন করিত, এবং তাহাদিগের মধ্যস্থলে আর এক খানা পালঙ্কে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন পুরুষের শয়নাদি হইত। যুবাগণ স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলে তন্মধ্য হইতে এক জন আমাকে মধ্যস্থানে এক খানি গালিচার উপর বসাইয়া কহিল, "ভাই! তুমি এই স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাক, এবং আমরা যাহা করি তাহা দেখ, কিন্তু সাবধান কদাচ তাহাতে জিজ্ঞাসাবাদ করিও না, করিলে মহা অনর্থ ঘটিবে।"

কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ প্রাচীন ব্যক্তি হঠাৎ গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে গেল, এক মুহূর্ত্ত মধ্যে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য আনয়নপূর্ব্বক আমাদিগের সকলকে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করিল, আমরা সকলে পরিতোষপূর্ব্বক একত্র আহার করিলাম। তৎপরে সকলে আমার বৃত্তান্ত পুনরায় শুনিতে চাহিল, আমি পুনর্ব্বার তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলাম, তাহাতে ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া আসিল। তখন এক জন তরুণ বৃদ্ধকে বলিল, "তুমি কি দেখিতেছ না, রজনী বিগত প্রায়, আমরা আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কখন্ সম্পাদন করিব?" বৃদ্ধ ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে গেল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে দশটা নীল বসনাবৃত পাত্র আনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রত্যেকের সম্মুখে এক এক পাত্র স্থাপন করিয়া তাহার নিকটে এক একটা দীপ জ্বালিয়া দিল। যুবকগণ সেই সকল পাত্রের আচ্ছাদন মুক্ত করিলে, দেখিলাম সে গুলি ভস্ম, অঙ্গার চূর্ণ এবং প্রদীপের কালি দ্বারা পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তদনন্তর তাহারা

পাত্রমধ্যস্থিত সেই সকল পদার্থ একত্র করিয়া আপনাদিগের মুখে লেপনপূর্ব্বক ভীষণ মুর্ত্তি ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল, এবং শিরদেশ ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিল, "আলস্য ও লাম্পট্যাচরণ করিলে এই রূপ শাস্তি পাইতে হয়।" তাহারা এই প্রকারে বহুক্ষণ বিলাপ ও রোদন করিয়া রজনী প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাহা হইতে নিরস্ত হইলে ঐ প্রাচীন তাহাদিগকে জল আনীয়া দিল, তাহাতে তাহারা স্ব স্ব হস্ত মুখাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক নূতন বসন পরিধান করিয়া নিজ নিজ শয্যায় গিয়া শয়ন করিয়া থাকিল। আমি স্বচক্ষে এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া একবারে হতজ্ঞান হইলাম, এবং সেই ভাবনাতে সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও নেত্র নিমীলন করিতে পারিলাম না।

পর দিন প্রত্যূষে যখন তাহারা শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আমাকে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিবার নিমিত্ত শিবির হইতে বহির্গত হইল, তখন আমি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, "ভাই সকল! তোমরা আমাকে যে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিয়াছ, তৎপালনে আমি নিতান্ত অসমর্থ, এক্ষণে প্রার্থনা এই তোমরা কি জন্য আপনাদিগের মুখে কালী মাখিয়া রোদন কর এবং কি নিমিত্তই বা তোমাদিগের প্রত্যেকেরই দক্ষিণ চক্ষুঃ অন্ধ অনুগ্রহপূর্ব্বক তদ্বৃত্তান্ত বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর, তৎশ্রবণে আমার যে বিপদ্ ঘটে ঘটিবে তাহাতে তোমাদিগের কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবার আবশ্যকতা নাই। তোমরা সকলে যে বিশেষ বুদ্ধিমান্ তাহা তোমাদিগের সহিত আলাপ হওয়াতেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি, অথচ তোমরা যেরূপ আচরণ করিলে, তাহা নিতান্ত বাতুলের কার্য্য, অতএব নিঃসন্দেহ ইহার কোন বিশেষ কারণ আছে।" যুবাগণ এই কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "তোমার এ বিষয় জানিবার কোন প্রয়োজন নাই, অতএব তুমি কেন বৃথা ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার বিপদ্ ঘটাইবে।" অনন্তর তাহাদিগের সহিত বিবিধ বাক্যালাপে দিবা ভাগ অতীত হইল, রাত্রিকালে পূর্ব্ব রজনীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহারা অবিকল সেই সমস্ত কাণ্ড করিল। তদ্দর্শনে আমি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে বিস্তর বিনতি করিয়া পুনরায় কহিলাম, "ভ্রাতৃগণ! তোমরা কৃপা করিয়া আমার নিকট ইহার যথার্থ কারণ ব্যক্ত কর, তাহাতে আমার যে বিপদ্ ঘটে ঘটিবে।" এই কথা শুনিয়া তন্মধ্য হইতে এক জন যুবা বলিল, 'ইহার কারণ শুনিলে পাছে তুমি আমাদিগের ন্যায় দুরবস্থাগ্রস্ত হও কেবল এই আশঙ্কায় আমরা তোমাকে এ বিষয় বলিতে সম্মত হই নাই, অতএব তোমার ইহা জানিবার প্রয়োজন নাই।" আমি কহিলাম, "আমার

যে অনর্থ ঘটে ঘটিবে, তোমরা অকপটে তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল।”

অনন্তর ঐ দশ জন যুবক আমাকে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ একটা মেষ বধপূর্ব্বক তদীয় চর্ম্ম উত্তোলন করিয়া আমার হস্তে এক খান ছুরিকা প্রদান পুরঃসর কহিল, “তুমি এই চর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ কর, আমরা ইহার মুখ বদ্ধ করিয়া ফেলিয়া রাখিব, তদ্দর্শনে রক নামক এক প্রকাণ্ড পক্ষী মেষ ভ্রমে তোমাকে মুখে করিয়া শূন্যে উঠিবে, তাহাতে তোমার কিছুমাত্র বিপদের আশঙ্কা নাই, কারণ সে তোমাকে লইয়া এক পর্ব্বতের শিখর দেশে গিয়া অবতরণ করিবে। যৎকালে তুমি দেখিবে পক্ষী তথায় অবতীর্ণ হইয়াছে, তখন তুমি ছুরী দ্বারা চর্ম্মচ্ছেদনপূর্ব্বক তাহা হইতে বহির্গত হইও এবং ঐ চর্ম্মখানা দূরে নিক্ষেপ করিও, তদ্দর্শনে রক পক্ষী ভয়ে পলায়ন করিবে। অনন্তর তুমি সেই স্থান হইতে কিয়দ্দূর উত্তরাভিমুখে গমন করিলে বিবিধ বহুমূল্য রত্নে খচিত কনকময় এক অপূর্ব্ব প্রাসাদ তোমার নয়নগোচর হইবে; ঐ পুরীর বহির্দ্বার সর্ব্বদা মুক্ত থাকে, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিও। আমরা প্রত্যেকে কিছুকাল ঐ অট্টালিকার মধ্যে বাস করিয়াছি, কিন্তু সেখানে আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা এক্ষণে তোমাকে বলিবার প্রয়োজন নাই, তুমি স্বচক্ষে তাহা দেখিতে পাইবে, তবে তোমাকে এইমাত্র বলিয়া রাখি যে, তথায় আমরা এক একটি চক্ষু হারাইয়াছি, এবং আমাদিগকে যেরূপ আচরণ করিতে দেখিলে তাহা সেই স্থানে অবস্থিতি করিবার নিমিত্তই ঘটিয়াছে।” তাহারা এই কথা বলিয়া আমাকে মেষ চর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করাতে আমি ছুরিকা হস্তে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলাম। অনন্তর তাহারা উহা সেলাই করিয়া আমাকে বাহিরে রাখিয়া অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিল। অনতিবিলম্বে এক প্রকাণ্ড রক পক্ষী আসিয়া মেষবোধে আমাকে মুখে করিয়া আকাশে উঠিল, কিয়ৎক্ষণের পর যখন সে এক পর্ব্বতের উপর অবতীর্ণ হইয়া মুখ হইতে আমাকে ভূতলে রাখিল তখন আমি স্বীয় আবরণ চর্ম্ম ছেদনপূর্ব্বক বাহির হইয়া সেই চর্ম্ম খানা অন্তরে ফেলিয়া দিলাম, রক পক্ষী তদ্দর্শনে ভয়ে পলায়ন করিল। ঐ পক্ষীর বর্ণ শুভ্র, এবং আকার অতিশয় বৃহৎ, সে এরূপ অপরিমিত বলশালী যে, প্রান্তর হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী সকলকেও অনায়াসে মুখে করিয়া পর্ব্বতোপরি লইয়া গিয়া ভক্ষণ করে। সে যাহা হউক, রক পক্ষী তথা হইতে প্রস্থান করিবামাত্র আমি ঐ অট্টালিকার অন্বেষণার্থ উত্তরাভিমুখে চলিলাম। প্রায় অর্দ্ধ দিবস গমনের পর দূর হইতে ঐ অট্টালিকা আমার নয়নগোচর হইল, যুবাগণ উহার যে রূপ বর্ণন করিয়াছিল তদপেক্ষা উহা অধিক রমণীয় বোধ হইল। অনন্তর আমি বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে

উহার সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন উহার সমস্ত সৌন্দর্য্য এক কালে আমার দৃষ্টিগোচর হইল। প্রাঙ্গণটী চতুষ্কোণ এবং অতি প্রশস্ত, তাহার চারি ধারে এক শত দ্বার, তন্মধ্যে কেবল একটী দ্বার কনকময়, তদ্ভিন্ন আর সকল গুলিই বহুমূল্য কাষ্ঠ নির্ম্মিত। এতদ্ভিন্ন উপরে উঠিবার অসংখ্য সোপান ছিল।

তৎপরে আমি সম্মুখে একটী দ্বার উদ্ঘাটিত দেখিয়া তদ্দ্বারা এক প্রশস্ত দালানের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলাম তথায় চল্লিশ জন পরম রূপবতী যুবতী উপবিষ্টা আছে, তাহাদিগের বেশ ভূষা অতিশয় মনোহর। রমণীগণ আমাকে দেখিবামাত্র সম্ভ্রমের সহিত আসন হইতে উঠিয়া বিনীতভাবে কহিল, "মহাশয়ের শুভাগমনে অদ্য আমাদিগের বাটী পবিত্র হইল, বহু কালাবধি আমরা আপনার ন্যায় সদ্গুণ সম্পন্ন একটী পুরুষ রত্নের কামনা করিতেছিলাম, সম্প্রতি আপনার মুখারবিন্দ দর্শনে আমার যে কি পর্য্যন্ত পরিতোষ লাভ করিলাম, তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না, এবং আশা করি আমাদিগের সহিত একত্র অবস্থান করিতে আপনার অন্তঃকরণে ঘৃণার উদ্রেক হইবে না।" এই কথা বলিয়া তাহারা আমাকে এক উচ্চ আসনে বসাইবার চেষ্টা করিল। আমি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করাতে, তাহারা বলিল, "আপনার জন্যই এই আসন সুসজ্জিত রহিয়াছে, সম্প্রতি আপনিই আমাদিগের এক-মাত্র ভর্ত্তা ও হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, আমরা আপনার কিঙ্করী, আপনি যখন যাহা আমাদিগকে আদেশ করিবেন, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিব।" ইহা বলিয়া তাহারা বিশেষ অনুরোধ করাতে অগত্যা আমাকে ঐ আসনে উপবেশন করিতে হইল। অনন্তর তাহারা উত্তম-রূপে আমাকে আহারাদি করাইয়া আমার বিবরণ শুনিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করাতে আমি অকপটে তাহাদিগের নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিলাম। পরে অন্যান্য কথা বার্ত্তায় দিবা অবসান হইল, তখন তাহারা অসংখ্য বর্ত্তিকা প্রজ্বালনপূর্ব্বক ঐ পুরীকে আলোকময় করিয়া আমার সহিত একত্র আহারাদি করিতে আরম্ভ করিল। ভোজ-নানন্তর নৃত্য গীতাদিতে প্রায় অর্দ্ধ রাত্র অতিবাহিত হইল। তৎপরে রমণীগণের মধ্য হইতে এক জন আমাকে কহিল, "পথশ্রান্তি প্রযুক্ত বোধ করি মহাশয়ের নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকিবে, অতএব আর অধিক রাত্রি জাগরণ না করিয়া আমাদিগের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা হয় এক জনকে সঙ্গে করিয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করুন।" আমি কহিলাম, "তোমাদিগের সকলকেই আমি সমসৌন্দর্য্যশালিনী এবং তুল্যবুদ্ধিমতী দেখিতেছি, সুতরাং তোমাদের সকলকেই আমার তুল্য সমাদর করা কর্ত্তব্য, অতএব তোমাদিগের মধ্য হইতে এক জনকে মনোনীত করিয়া আমি আর সকলের মনে কিরূপে ক্লেশ প্রদান করিব?" ঐ কামিনী

বলিল, "মহাশয়! তজ্জন্য আপনি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না, আমরা এক জন আর এক জনের সৌভাগ্য দেখিয়া কখন ঈর্ষা করি না, আমরা সকলেই পর্য্যায়ক্রমে এক এক রাত্রি আপনার সংসর্গে থাকিব, সুতরাং কাহারই মনঃক্ষোভের কারণ নাই; আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে যাহাকে ইচ্ছা হয় মনোনীত করুন।"

কামিনী এই কথা বলিলে পর, আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহারই করগ্রহণ করিলাম, তাহাতে সে যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রকাশ করিল। অনন্তর অন্যান্য রমণীগণ আমাদিগের উভয়কে এক বিচিত্র শয্যাগৃহে রাখিয়া দিয়া সকলে আপন আপন প্রকোষ্ঠে চলিয়া গেল। আমরা তথায় দুগ্ধফেণ নিভ কোমল শয্যায় শয়ান হইয়া পরম সুখে রাত্রি যাপন করিলাম। পর দিন প্রাতঃকালে আমরা শয্যা হইতে উঠিয়া আপন আপন বসন পরিধান করিতেছি, ইতিমধ্যে অন্যান্য রমণীগণ নিকটে আসিয়া আমাদিগের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিল। অনন্তর তাহারা আমাকে এক অপূর্ব্ব স্নানাগারে স্নান করাইয়া নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করাইল। তৎপরে সকলে একত্র উপবেশনপূর্ব্বক আহার করণানন্তর হাস্য পরিহাসাদি করিতে করিতে দিবাবসান হইল। রাত্রিকালে অন্য এক যুবতীর সহিত আমি শয়ন করিয়া রহিলাম।

এইরূপে প্রতি রাত্রি এক এক নব কামিনীর সহিত সুখ সম্ভোগ করতঃ পরমানন্দে এক বৎসর অতিবাহিত করিলাম। অনন্তর দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম দিন প্রাতঃকালে যুবতীগণ সজলনয়নে আমার গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক একে একে সকলে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "হে প্রিয়তম রাজকুমার! সম্প্রতি আমরা বিদায় হইব, আপনি আমাদিগকে অনুমতি করুন।" সহসা তাহাদিগের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি যুগপৎ বিষাদ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদিগের কি হইয়াছে কেন রোদন করিতেছ, কি জন্যই বা বিদায় চাহিতেছ?" তাহারা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল, "হে যুবরাজ! এক্ষণে বোধ হইতেছে তোমার সহিত প্রণয় না হইলেই আমাদিগের পক্ষে মঙ্গল ছিল, কেন না তোমার প্রেমে আসক্ত না হইলে আমাদিগকে এরূপ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে সকল পুরুষের সংসর্গে ছিলাম, তন্মধ্যে কেহই তোমার মত রূপবান্, সুরসিক বা মিষ্টভাষী ছিল না, তোমার সদ্গুণে আমরা এরূপ মুগ্ধ হইয়াছি যে, কি প্রকারে তোমার বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিব, ইহা ভাবিয়া আমরা এক কালে শোকে অধীর হইতেছি।"

রমণীগণ এই কথা বলিয়া সকলে একবারে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল, তদ্দর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর আমি তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "হে জীবিতেশ্বরীগণ!

তোমাদিগকে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়া আমার মনে যে বিজাতীয় কষ্ট হইতেছে, তাহা আমি আর সহ্য করিতে পারি না, তোমাদিগের শোকের যথার্থ কারণ কি বলিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর।” এই কথায় এক রমণী কহিল, “হে রাজকুমার! তবে বলিতেছি শুন। আমরা সকলেই রাজার কন্যা, আমরা এই পুরীর মধ্যে যে প্রকারে কালহরণ করি তাহা তুমি সকলই স্বচক্ষে দেখিয়াছ, কিন্তু কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে প্রতি বৎসরের শেষে আমাদিগকে চল্লিশ দিন স্থানান্তরে গিয়া থাকিতে হয়, চল্লিশ দিনের পর পুনরায় আমরা এই অট্টালিকার মধ্যে আসিয়া অবস্থিতি করি। গত কল্য বৎসরের শেষ হইয়াছে, সুতরাং অদ্য তোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে, কেবল এই দুঃখেই আমরা ক্রন্দন করিতেছি। যাহা হউক, এখান হইতে যাইবার পূর্ব্বে আমরা তোমার হস্তে শতদ্বারের চাবি সমর্পণ করিতেছি, তুমি ঐ সকল দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক তন্মধ্যস্থিত বিচিত্র বস্তুজাত সন্দর্শন করতঃ আমাদিগের বিরহজনিত চিত্ত-খেদ অপনয়ন করিও, কিন্তু সাবধান যেন সুবর্ণ দ্বার মুক্ত করিও না, তদ্বিষয়ে আমরা তোমাকে বারম্বার *নিষেধ করিয়া যাইতেছি, করিলে তোমার বিপদ্ ঘটিবে, এবং আমরা* আসিয়াও তোমাকে আর দেখিতে পাইব না। এবংপাছে তুমি আমাদের নিষেধবাক্য লঙ্ঘন কর এই দুশ্চিন্তায় আমাদিগের শোকাগ্নি আরও উদ্দীপ্ত হইতেছে। আমরা হিরণ্ময় দ্বারের চাবি সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি, কিন্তু তাহাতে ভবাদৃশ সদ্‌গুণসম্পন্ন যুবরাজের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পাইবে, কেবল এই ভাবিয়া আমরা ইহা রাখিয়া চলিলাম।” তাহারা এই কথা বলিয়া পুরী হইতে বহির্গত হইল, আমি একাকী তন্মধ্যে থাকিলাম।

অনন্তর আমি রমণীগণের নিষেধ লঙ্ঘন না করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই শত চাবির মধ্য হইতে কনকময় দ্বারের চাবিটী স্বতন্ত্র রাখিয়া অবশিষ্ট দ্বারগুলি একে একে মুক্ত করিতে লাগিলাম। প্রথম দ্বার উদ্ঘাটন করাতে এক অপূর্ব্ব ফলের উদ্যান আমার নেত্রপথে পতিত হইল, দেখিলাম তথায় নানাজাতীয় বৃক্ষ ফলভরাবনত হইয়া উদ্যানের এক বিচিত্র শোভা বিস্তার করিতেছে, তদ্দর্শনে আমি ভাবিলাম স্বর্গ ব্যতীত আর কুত্রাপি এরূপ রমণীয়তা সম্ভবে না। ঐ উদ্যানের সৌন্দর্য্য দর্শনে আমার চিত্ত এরূপ প্রফুল্ল হইল যে, মনে করিলাম ঐ স্থান কদাচ পরিত্যাগ করিব না, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম অন্যান্য দ্বার উদ্ঘাটন করিলে হয়ত এতদপেক্ষা অধিক অদ্ভুত পদার্থ সকল দেখিতে পাইব, মনোমধ্যে এই প্রকার ভাব উদিত হওয়াতে তৎক্ষণাৎ প্রথম দ্বার রুদ্ধ করিয়া দ্বিতীয় দ্বার খুলিলাম।

আমি দ্বিতীয় দ্বার মুক্ত করিবামাত্র সহসা এক অপূর্ব্ব সৌরভ

আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া আমার চিত্তকে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে মগ্ন করিল ; আমি ইহার কারণানুসন্ধান করিবার আশয়ে ধীরে ধীরে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম এক রমণীয় কুসুমোদ্যান নানাজাতীয় পুষ্পে সুশোভিত হইয়া সম্মুখে বিরাজমান আছে। তৎপরে আমি তৃতীয় দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলাম তথায় বিচিত্র পাষাণ খণ্ডে খচিত এক বৃহৎ পক্ষিশালার সুগন্ধিকাষ্ঠ নির্ম্মিতস্বর্ণপূর্ণ পিঞ্জর সকলের মধ্যে নানাজাতীয় বিহঙ্গম প্রফুল্লচিত্তে গান করিতেছে, তাহাদিগের সুললিত গীত শ্রবণে আমার মন একেবারে মোহিত হইল।

পর দিন প্রাতঃকালে আমি চতুর্থ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দর্শন করিলাম তাহাতে আমার বিশেষ চমৎকারবোধ হইল। দেখিলাম প্রাঙ্গণের চারিধারে এক মনোহর পুরী, ঐ পুরীর চল্লিশ দ্বার, সকল গুলিই মুক্ত রহিয়াছে,এবং প্রত্যেক দ্বার দিয়া এক এক ধনাগারে যাওয়া যায়,ঐ ধনাগার গুলির এক একটীতে এরূপ ধন আছে যে প্রভূত ধন-সম্পন্ন পৃথিবী-পতির কোষ গৃহেও সেরূপ ধন সম্ভবে না। প্রথম ধনাগারে গিয়া দেখিলাম তথায় রাশীকৃত মুক্তা রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই কপোত ডিম্বের ন্যায় বৃহৎ। দ্বিতীয় ধনাগার হীরক, পদ্মরাগ ও অন্যান্য বহুমূল্য রত্নে পরিপূর্ণ। তৃতীয় গৃহে হরিণ্মণি। চতুর্থ গৃহে শুদ্ধ স্তূপাকার সুবর্ণ। পঞ্চম গৃহে সুবর্ণ এবং রৌপ্যমুদ্রা। ষষ্ঠ গৃহে স্তূপাকার রৌপ্য। সপ্তম এবং অষ্টম গৃহে বিবিধ মুদ্রা। এইরূপ অন্যান্য কোষ গৃহে প্রবাল, বৈদূর্য্য, চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি নানাবিধ রত্ন দৃষ্ট হইল. ঐ সকল রত্নের জ্যোতিতে গৃহ সমূহের যে কি এক অপূর্ব্ব শোভা জন্মিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমি উনচল্লিশ দিনে নিরনব্বইটী দ্বার মুক্ত করিয়া তন্মধ্যস্থ অদ্ভুত পদার্থ সকল দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলাম।

তদনন্তর ক্রমে চল্লিশ দিবসের দিন উপস্থিত হইল। তৎপর দিন রাজনন্দিনীদিগের আসিবার কথা ছিল, সুতরাং যদি তাঁহাদিগের আগমন প্রতীক্ষায় কেবল সেই দিনটী কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকি তাহা হইলে, অদ্য ধরাতলে মৎসদৃশ সৌভাগ্যশালী আর কেহই থাকিত না; কিন্তু বিধাতার কিরূপ নির্ব্বন্ধ যে আমি আপনার দুরাশা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এক অশুভক্ষণে সেই সুবর্ণ দ্বার উদ্ঘাটন করিলাম। ঐ দ্বার মুক্ত করিবামাত্র হঠাৎ একটা দুর্গন্ধ আমার নাসিকা মধ্যে প্রবেশ করাতে আমি বিচেতন-প্রায় হইলাম, তথাপি আমি ঐ ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত না হইয়া কিয়ৎক্ষণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিলাম। ক্রমে ঐ গন্ধটা বাহির হইয়া গেলে এবং আমারও সেই অবকাশে কিঞ্চিৎ সুস্থতা জন্মিলে, আমি ধীরে ধীরে তন্মধ্যে গিয়া দেখিলাম তথায় অসংখ্য সুবর্ণ এবং রৌপ্যময় প্রদীপে আলোক জ্বলিতেছে

এবং বিবিধ অদ্ভুত পদার্থে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আমি ঐ সকল অপূর্ব্ব বস্তু সন্দর্শন করিয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছি, ইতি

অসংখ্য স্বর্ণ এবং রৌপ্যময় প্রদীপে আলোক জ্বলিতেছে।
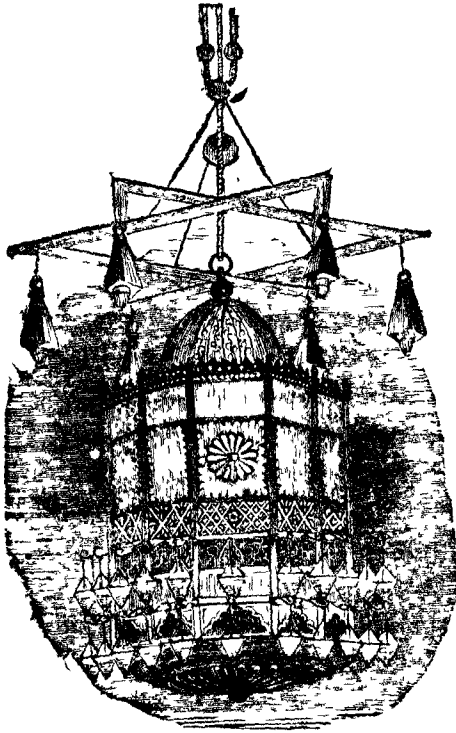
মধ্যে হঠাৎ একটী কৃষ্ণবর্ণ পরম সুন্দর ঘোটক আমার দৃষ্টিগোচর হইল। আমি ঐ অশ্বের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম, তাহার জিন ও লাগাম কনকনির্ম্মিত, তাহাতে শিল্প নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় আছে। ঐ অশ্বের ভোজন পাত্র দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ পরিষ্কৃত যবে ও অন্য ভাগ গোলাপের জলে পূর্ণ রহিয়াছে। ঐ পরম রমণীয় অশ্বকে দর্শন করিবামাত্র আমার সাতিশয় বিস্ময়োদয় হইল। অনন্তর আমি তাহার বেগ পরীক্ষা করিবার আশয়ে লাগাম ধরিয়া তাহাকে বাহিরে আনয়নপূর্ব্বক তাহার পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করিলাম, এবং তাহাকে চালাইবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। সে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এক পাও চলিল না, তদ্দর্শনে আমি তাহাকে কশাঘাত করিলাম। সেটী পক্ষিরাজ ঘোটক ইতি পূর্ব্বে আমি ইহা জানিতে পারি নাই, এক্ষণে তাহাকে আঘাত করিবামাত্র সে একটী ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক আপন পৃষ্ঠদেশে আমাকে

সহন করত এককালে বায়ুবেগে শূন্যে উঠিল। আমি তখন উপায়ান্তর-বিহীন হইয়া দৃঢ়রূপে তাহার পৃষ্ঠদেশে বসিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রমশঃ অধোগামী হইয়া এক অট্টালিকার ছাদের উপর অবতীর্ণ হইল, তদ্দর্শনে আমি তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছি, ইতিমধ্যে সে বলপূর্ব্বক আপনার অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া আমাকে তাহার পশ্চাৎভাগে ফেলিয়া দিল, এবং পুচ্ছাগ্রদ্বারা আমার দক্ষিণ চক্ষুতে এরূপ আঘাত করিল যে, তৎক্ষণাৎ আমার সেই চক্ষুটী নষ্ট হইয়া গেল।

এইরূপে আমি স্বীয় কুবুদ্ধিবশতঃ নেত্রহীন হইয়া আপনাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিতে লাগিলাম, অশ্ব তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। পরে অত্যন্ত যন্ত্রণাবোধ হওয়াতে আমি এক হস্তে দক্ষিণ চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া ধীরে ধীরে ছাদ হইতে অবতরণ করিবামাত্র দেখিতে পাইলাম এক প্রশস্ত দালানের মধ্যে মণ্ডলাকারে স্থাপিত দশখান উৎকৃষ্ট পালঙ্ক রহিয়াছে। তদ্দর্শনে আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইল যে, আমি সেই এক-চক্ষু যুবকগণের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছি। যুবাগণ তৎকালে বাটীর মধ্যে ছিল না, কিন্তু শীঘ্রই তথায় আসিয়া অকস্মাৎ আমাকে তদবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া কিছুমাত্র বিস্ময় বা বিষাদ প্রকাশ না করিয়া বলিল, "ভাই! তুমি যে একচক্ষু বিহীন হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ ইহাতে আমাদিগের অত্যন্ত আনন্দোদয় হইল, কেন না দুরবস্থাগ্রস্ত ব্যক্তি-দিগের আপনাদিগের ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন লোক দেখিলেই মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা বোধ হয়। যাহা হউক, তোমার এ বিপদের কারণ আমরা নহি, তুমি নিজ দুর্ঘটনা নিজেই ঘটাইয়াছ। তুমি এই স্থানে থাকিয়া আমাদিগের সহবাসে অনায়াসে কালহরণ করিতে পারিতে, কিন্তু সম্প্রতি আমাদিগের সংখ্যা পূর্ণ আছে সুতরাং তোমার কোন মতেই এখানে বাস করা ঘটিতেছে না, তুমি এখান হইতে বোগ্দাদ নগরের অভিমুখে যাত্রা কর, কারণ এরূপ অবস্থায় তোমার যাহা বিধেয় তদ্বিষয় যিনি নিরূপণ করিবেন তাঁহাকে সেই স্থানে গেলেই দেখিতে পাইবে।" এই কথা বলিয়া তাহারা আমাকে পথ প্রদর্শন করাতে আমি তদনুসারে চলিতে লাগিলাম। পথে আসিতে আসিতে আমি ভ্রূ ও শ্মশ্রু মুণ্ডনপূর্ব্বক ফকিরের বেশে বহু দিবস পর্য্যটন করিয়া অদ্য সায়ংকালে বোগ্দাদনগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। নগরমধ্যেপ্রবেশ করিবামাত্র এই দুই উদাসীনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, পরে আমা-দিগের পরস্পর পরিচয়াদি হইলে, আমরা তিন জনে মিলিত হইয়া কোনরূপে অদ্য রাত্রি যাপনের নিমিত্ত বাসস্থান অন্বেষণ করিতে২ আপ-নাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলাম, আপনারাও দয়াপূর্ব্বক আমাদিগকে বাটীর মধ্যে থাকিতে দিয়াছেন। ভদ্রে! আমার কাহিনী এই।

তৃতীয় ফকিরের গল্প শেষ হইলে, জোবেদা তাহাদিগের তিন জনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম, অতএব তোমরা যথা ইচ্ছা গমন কর।" তৎশ্রবণে এক জন ফকির বলিল, "ঠাকুরাণি! এই তিন জন সাধুর বৃত্তান্ত কিরূপ তৎশ্রবণে আমরা অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি, অনুমতি হইলে আর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ইঁহাদিগের বিবরণ শুনি।" জোবেদা এই কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া রাজা, মন্ত্রী ও খোজাধ্যক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "সম্প্রতি তোমরা নিজ নিজ বৃত্তান্ত বল।" মন্ত্রিবর জাফর এই কথা শুনিয়া বাটীপ্রবেশকালে সাফীর নিকটে আপনাদিগের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন, এক্ষণেও অবিকল সেইরূপ পরিচয় দিলেন। তৎশ্রবণে জোবেদা তাহাদিগকে কি উত্তর দিবেন সহসা তাহা স্থির করিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তাকুল থাকাতে ফকিরেরা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ভদ্রে! আমাদিগকে আপনি যেরূপ ক্ষমা করিয়াছেন, মৌজলবাসী এই তিনজন বণিককেও সেইরূপ ক্ষমা করিলে, আমরা পরমাপ্যায়িত হইব।" জোবেদা কহিলেন, "ভাল, আমি তোমাদের সকলকেই মার্জ্জনা করিলাম, কিন্তু তোমাদিগকে এই মুহূর্ত্তেই এস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।" এই কথা শুনিবামাত্র সকলে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা বাহিরে আসিবামাত্র যখন ঐ বাটীর দ্বার রুদ্ধ হইল, তখন নরেন্দ্র ফকিরদিগকে কহিলেন, "আপনারা বিদেশী, এখনও রাত্রি শেষ হয় নাই, অতএব আপনারা এক্ষণে কোথায় যাইবেন?" তাহারা বলিল, 'মহাশয়! আমরা কোন্ পথে যাইব এপর্য্যন্ত কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।" ভূপতি কহিলেন, "আমাদিগের সমভিব্যাহারে আসিলে আপনাদের থাকিবার একটা সুবিধা ঘটিতে পারে।" এই কথা বলিয়া তিনি ফকিরদিগের অসাক্ষাতে মৃদুস্বরে মন্ত্রীকে বলিলেন, 'অদ্য রাত্রির নিমিত্ত তুমি ইহাদিগকে তোমার বাটীতে লইয়া রাখ, কল্য প্রাতে ইহাদিগকে আমার সমীপে উপস্থিত করিও, কারণ ইহাদিগের ন্যায় অদ্ভুত গল্প লেখাইয়া রাখা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।" মন্ত্রী রাজাজ্ঞানুসারে ফকিরদিগকে সঙ্গে লইয়া স্বভবনে গমন করিলেন, মুটিয়া নিজ বাসাতে চলিয়া গেল, এবং ভূপতিও খোজাধ্যক্ষের সহিত প্রাসাদে গমন করিলেন।

পর দিন নরনাথ যথাসময়ে ধর্ম্মাসনে আসীন হইয়া পৌরকার্য্য প্রত্যবেক্ষণানন্তর অমাত্যকে কহিলেন, "মন্ত্রিন্! গত রাত্রে আমি রমণীত্রয়ের কাণ্ড দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়াছি, এক্ষণে আমার বাসনা এই তাহাদিগের বৃত্তান্ত অবগত হই, অতএব তুমি শীঘ্র যাইয়া সেই তিন জন কামিনী ও সেই তিন জন উদাসীনকে আমার সম্মুখে

আনয়ন কর।” অমাত্য নৃপাদেশ প্রাপ্তিমাত্র রমণীগণের বাটীতে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্ব রাত্রির ব্যাপার উল্লেখ না করিয়া স্বীয় আগমন কারণ ব্যক্ত করিলে, তাহারা রাজ্যাদিপের অনুমতি লওয়া করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ অবগুণ্ঠনধারণপূর্ব্বক মন্ত্রীর সমভিব্যাহারে গমনারম্ভ করিল। মন্ত্রী প্রত্যাগমন সময়ে নিজ বাটী হইতে ফকিরদিগকে সঙ্গে করিয়া এরূপ সত্বর রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন যে, নরেন্দ্র তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর রাজা রমণীত্রয়কে যবনিকার মধ্যে বসাইতে অনুমতি দিয়া এবং ফকিরদিগকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া নারীদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, “সুন্দরীগণ! গত কল্য রাত্রিকালে আমি সওদাগরের বেশে তোমাদিগের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। হঠাৎ এ কথা শুনিয়া তোমরা চমৎকৃত হইতে পার, এবং তোমাদিগের অন্তঃকরণে এরূপ সন্ত্রাস জন্মিতে পারে যে, আমি তোমাদিগের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া কেবল দণ্ড বিধানার্থ তোমাদিগকে এই খানে আনাইয়াছি। কিন্তু তোমরা তজ্জন্য কিছুমাত্র শঙ্কিত হইও না, আমি তোমাদিগের সদ্ব্যবহারে অত্যন্ত আপ্যায়িত হইয়াছি। তোমাদিগের কোন অনিষ্ট করিবার আশয়ে আমি তোমাদিগকে এখানে আনয়ন করি নাই, কেবল ইহা জানিবার নিমিত্ত আমি উৎসুক হইয়াছি, কি জন্য তোমাদিগের মধ্যে এক জন দুইটা কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরীকে প্রথমতঃ নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিল, কেনই বা স্বয়ং সেই দুইটা কুক্কুরীর মুখ চুম্বনপূর্ব্বক পশ্চাৎ ক্রন্দন করিল, আর তোমাদিগের মধ্যে এক জনের বক্ষঃস্থল কিরূপে মলিন এবং আঘাতের চিহ্নে পূর্ণ হইল। অতএব আমি অনুরোধ করিতেছি তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে এ বিষয়ের যথার্থ কারণ বল।” ইহা শুনিয়া জোবেদা নির্ভয়ান্তঃকরণে এইরূপে নিজ বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

জোবেদীর কথা।

মহারাজ! আমি যে গল্প বলিতে উদ্যত হইতেছি ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য। আপনি যে দুই কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরীর কথা বলিলেন তাহারা আমার জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা সহোদরা, যে অদ্ভুত ঘটনাক্রমে তাহারা এই জঘন্য পশুদশা প্রাপ্ত হইয়াছে আমি তদ্বিবরণ বলিতেছি। যে দুই কামিনী আমার সহিত একত্র বাস করে এবং যাহারা আমার সঙ্গিনী হইয়া সম্প্রতি এখানে উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা আমার বৈমাত্রেয় ভগিনী। যে রমণীর বক্ষঃস্থল কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নে পরিপূর্ণ তাহার নাম আমিনী, অন্য ব্যক্তির নাম সাফী, এবং আমার নাম জোবেদী।

পিতা লোকান্তর গমন করিলে পর, আমরা পৈতৃক সম্পত্তি পাঁচ

ভগিনীতে তুল্যাংশ করিয়া লইলাম। আমার বৈমাত্রেয় ভগিনীদ্বয় স্ব স্ব অংশ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের মাতার নিকটে গিয়া বাস করিতে লাগিল, আমি এবং আমার দুই সহোদরা আমাদিগের জননীর নিকটে রহিলাম। জননী স্বর্গারোহণ করিলে আমরা তিন সহোদরাতে তাঁহার স্ত্রীধন তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকে এক এক সহস্র মুদ্রা পাইলাম। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই আমার জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা সহোদরা বিবাহ করিয়া আপন আপন পতির আলয়ে গমন করাতে, আমি একাকিনী গৃহে বাস করিতে বাধ্য হইলাম। কিছু দিনের পর আমার জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া পত্নীকে সঙ্গে লইয়া আফিকা মহাদেশে যাত্রা করিল। তথায় কিছুকাল অবস্থিতির পর সে অপরিমিত ব্যয় ও লাম্পট্য দোষে নিজ সমস্ত বিষয়াদি নষ্ট করিয়া দারিদ্র্যবশতঃ ভার্য্যাকে গ্রাসাচ্ছাদন দিতে না পারিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিল। অগ্রজা তখন গত্যন্তর না দেখিয়া এক দিবস মলিন বেশে আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া স্বীয় দুর্ঘটনার বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল, তৎশ্রবণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। যাহা হউক, আমি বিস্তর স্নেহ ও সমাদর করিয়া ভগিনীকে স্বগৃহে স্থান দান করিলাম, এবং কয়েক মাস আমরা পরম সুখে একত্র বাস করিলাম। অনেক দিন পর্য্যন্ত মধ্যমা ভগিনীর কোন সমাচার না পাওয়াতে সময়ে সময়ে তদ্বিষয়ক কথা বার্ত্তা আমাদিগের মধ্যে উপস্থিত হইত। ইতি মধ্যে এক দিবস ঐ ভগিনীও হঠাৎ হীন বেশে আমাদিগের বাটীতে আসিয়া সজল নয়নে বলিল, "আমার স্বামী আমাকে নিষ্ঠুরতাপূর্ব্বক দূর করিয়া দিয়াছে।" আমি এই কথা শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাকেও সমাদর করিয়া আপন বাটীতে রাখিলাম।

কিছুকাল গত হইলে একদা ঐ দুই ভগিনী একত্র হইয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "সহোদরে! চিরকাল তোমার গলগ্রহ হইয়া থাকা অপেক্ষা পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদিগের শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে।" ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "তোমরা আমার বাটীতে বাস করিতেছ বলিয়া কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইও না, কারণ আমার যে সম্পত্তি আছে তদ্দ্বারা তিন জনের এক প্রকার স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, আর যদি তোমাদের বিবাহ করাই অভিপ্রেত হয় তাহা হইলেও আমি তোমাদিগের মতের পোষকতা করিতে পারি না, কেননা ইতিপূর্ব্বে তোমরা একবার বিবাহ করিয়া বিলক্ষণ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছ।" এইরূপে আমি তাহাদিগকে বিবাহ করিতে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিলাম, কিন্তু তাহারা আমার কথা না শুনিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিল। কয়েক মাস অতীত হইলে তাহারা পুনর্ব্বার সেইরূপ দরিদ্রবেশে আমার বাটীতে আসিয়া বলিল, "ভগিনি! কেবল তোমার বাক্য লঙ্ঘন করা-

তেই আমাদিগের পুনরায় এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, যদিও বয়সে তুমি আমাদিগের কনিষ্ঠা তথাপি তুমি আমাদিগের দুইজন অপেক্ষাই বুদ্ধিমতী; আমরা গত অপরাধের নিমিত্ত তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, এক্ষণে যদি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আর এক বার তোমার বাটীতে স্থান দান কর, তাহা হইলে আমরা চিরকাল তোমার দাসী হইয়া থাকিব প্রাণান্তেও আর কখন তোমার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিব না।" এই কথা শুনিয়া আমি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম, "ভগিনীগণ! তোমরা আমার উপদেশ শুন নাই এজন্য আমি দুঃখিত হইয়াছি, কিন্তু তন্নিমিত্ত আমার তোমাদিগের প্রতি ক্রোধ জন্মে নাই, তোমরা স্বগৃহ নির্ব্বিশেষে এখানে স্বচ্ছন্দে বাস কর।" ইহা বলিয়া আমি তাহাদিগকে পুনরায় আপন গৃহে রাখিলাম।

এইরূপে পরম সুখে এক বৎসর অতীত হইল। তাহার পর আমার মূলধন ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাওয়াতে আমি বিদেশে বাণিজ্য করিবার আশায় ভগিনীদ্বয়ের সহিত বালশোরায় গমনপূর্ব্বক এক খানি জাহাজ ক্রয় করিলাম, এবং বোগদাদ নগর হইতে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়াছিলাম তদ্দ্বারা জাহাজ বোঝাই করিয়া সমুদ্রপথে যাত্রা করিলাম। বায়ু অনুকূল থাকাতে আমরা কয়েক দিবসের মধ্যে পারস্য উপসাগর অতিক্রম করিয়া মহাসমুদ্রে গিয়া পড়িলাম। জাহাজ আরোহণ করিবার ঊনবিংশ দিবস পরে ভারতবর্ষীয় পর্ব্বত আমাদিগের নয়নগোচর হইল। পরে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া জাহাজ নঙ্গর করিয়া যখন আমরা তীরে উঠিলাম, তখন দেখিলাম ঐ পর্ব্বতের নিম্নভাগে এক বিস্তৃত নগর রহিয়াছে। অনন্তর আমরা নগরের দ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম তথায় অসংখ্য প্রহরী যষ্টি হস্তে পাহারা দিতেছে, কেহ উপবিষ্ট কেহবা দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারা সকলেই চলৎশক্তি-বিহীন এবং সকলেরই চক্ষু নিমেষ শূন্য। আমি এই ব্যাপার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, তাহারা প্রস্তরময় হইয়া রহিয়াছে। তৎপরে নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমি যে দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিলাম সেই দিকেই লোক সকল পাষাণময় দৃষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপে আমি পথে ঘাটে বাজারে যেখানে যাইতে লাগিলাম সেই খানেই দেখিতে পাইলাম মনুষ্যগণ যে, যে অবস্থায় ছিল সে, সেই অবস্থাতেই পাষাণ মূর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে। নগরের ঠিক মধ্যস্থলে গমন করাতে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা আমার নেত্রপথে পতিত হইল, তাহার বহির্দ্বার সুবর্ণে খচিত, ঐ দ্বার সর্ব্বতোভাবে অপাবৃত রহিয়াছে, তাহার সম্মুখ ভাগে এক অপূর্ব্ব রেসমের পরদা ঝুলিতেছে এবং উপরিভাগে একটা লণ্ঠন ঝোলান আছে। ঐ বাটী দর্শন করিবামাত্র

আমি অনুমান করিলাম তাহা রাজপ্রাসাদ হইবে। পরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেখানেও জনমানব নাই, প্রহরিগণ কেহ উপবিষ্ট কেহ দণ্ডায়মান কেহ বা শয্যাগত আছে, সকলেই পাষাণ-কলেবর। তৎপরে আমি এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণ পার হইয়া দেখিলাম সম্মুখে এক সুরম্য হর্ম্ম্য রহিয়াছে তাহার গবাক্ষ সকল কনকনির্ম্মিত, তাহাতে বোধ করিলাম তথায় রাজমহিষী অবস্থিতি করেন। তথা হইতে রমণীয় পদার্থ সমূহ দ্বারা সুশোভিত এক মনোহর গৃহে প্রবেশ করিয়া দর্শন করিলাম তথায় এক সৌম্যাকৃতি পাষাণময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি বিরাজমানা আছেন, তাঁহার মস্তকে হিরণ্ময় কিরীট ও কণ্ঠে মুক্তার মালা রহিয়াছে, তাহাতে অনুমান করিলাম তিনিই রাজমহিষী ছিলেন।

অনন্তর আমি সে গৃহ হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক অনেক স্থল পার হইয়া অবশেষে এক প্রকাণ্ড গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তথায় বিবিধ বহুমূল্য রত্নে খচিত এক কনকময় সিংহাসন আছে, ঐ সিংহাসনের উপরে মুক্তার ঝালরযুক্ত এক রমণীয় শয্যা বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। শয্যার উপরিভাগ হইতে একটা উজ্জ্বল আলোক আসিতেছিল দেখিয়া আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম। ঐ আলোক কোথা হইতে আসিতেছিল তাহা জানিবার নিমিত্ত সিংহাসনের উপর উঠিয়া দেখিলাম ঊর্দ্ধদেশে অণ্ডাকৃতি এক খানা বৃহৎ হীরক রহিয়াছে, ঐ হীরার আভা এমত উজ্জ্বল যে দিবসেও আমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলাম না। তৎপরে আমি সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া অন্যান্য গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক বিবিধ অদ্ভুত পদার্থ দেখিতে দেখিতে এরূপ আত্ম বিস্মৃত হইয়া পড়িলাম যে, তৎকালে আমি ভগিনীগণ ও জাহাজের বিষয় একবারে বিস্মৃত হইলাম। ক্রমে যখন রাত্রি হইল তখন মনে হইল জাহাজে যাইতে হইবে. অতএব আমি তথায় ফিরিয়া যাইবার নিমিত্ত পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে যে ঘরে সিংহাসন ছিল পুনরায় সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া মনোমধ্যে স্থির করিলাম, অদ্য এই খানেই রাত্রি যাপন করি, কল্য প্রাতঃকালে জাহাজে গিয়া উঠিব। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সেই হিরণ্ময় সিংহাসনে গিয়া শয়ন করিলাম, কিন্তু একাকিনী সেই অপরিচিত ও জনশূন্য স্থানে অবস্থিতি করাতে অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল, তাহাতে কোন প্রকারে আমার নিদ্রা হইল না। পরে যখন রাত্রি দুই প্রহর তখন আমার জ্ঞান হইল যেন অদূরে কোন ব্যক্তি কোরাণ পাঠ করিতেছে। তাহাতে আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলাম, এবং হস্তে একটা আলোক লইয়া শব্দলক্ষ্যে চলিলাম। অনন্তর যে গৃহের মধ্যে কোরাণ পাঠ হইতেছিল তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া হস্তস্থিত আলোক ভূমির

উপর স্থাপনপূর্ব্বক গবাক্ষ দিয়া দর্শন করিলাম এক পরম সুন্দর যুবা পুরুষ এক খানা মসলন্দের উপর উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে কোরাণ পাঠ করিতেছেন। তদ্দর্শনে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম নিশ্চয় এ বিষয়ে কিছু আশ্চর্য্য আছে, নতুবা যে নগরে তাবৎ লোকই অচল পাষাণ হইয়া রহিয়াছে, তথায় এই নিশীথ সময়ে এক জন সৌম্যমূর্ত্তি যুবক কোথা হইতে আসিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। তৎপরে আমি ঐ গৃহের দ্বার অর্দ্ধমুক্ত দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, "হে জগদীশ্বর! কেবল আপনকার প্রসাদেই আমরা নির্ব্বিঘ্নে মহাসমুদ্র পার হইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে প্রার্থনা করি যে পর্য্যন্ত না আমরা পুনর্ব্বার নিরাপদে স্বদেশে গিয়া উত্তীর্ণ হই সে পর্য্যন্ত আপনি আমাদিগকে দয়া করিয়া রক্ষা করুন।" এই কথা শুনিয়া ঐ যুবা পুরুষ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি কে এবং কি অভিপ্রায়ে এই বিজন নগরে আসিয়াছ?" এই কথায় আমি সংক্ষেপে তাঁহার নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে ঐ নগরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। যুবা কহিলেন, "ভদ্রে! সম্প্রতি তুমি ঈশ্বরের নিকট যে প্রার্থনা করিলে তাহাতে আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, তুমি ঈশ্বরের তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছ, এক্ষণে আমি তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি শ্রবণ কর।"

আমার জনক সমৃদ্ধি সম্পন্ন এক রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, পূর্ব্বে এই নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। এইখানে কি রাজা কি প্রজা সকলেই সূর্য্যোপাসক ও অগ্নিপূজক ছিলেন, এবং সময়ে সময়ে ঈশ্বর বিরোধী নারদুন নামক দানবের আরাধনা করিতেন। আমি যদিও পৌত্তলিক বংশে জন্মিয়াছিলাম তথাপি আমার কদাচ পৌত্তলিক ধর্ম্মে আস্থা জন্মে নাই, তাহার কারণ এই বাল্যকালে আমার এক রক্ষিকা ছিলেন, তিনি মুসলমান ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম বিশ্বাস করিতেন না। ঐ রক্ষিকা আমাকেও ক্রমে ক্রমে আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তিনি আমাকে সর্ব্বদা বলিতেন, "প্রিয় রাজকুমার! ঈশ্বর এক ব্যতিরেকে দুই নাই, অতএব তুমি একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা কর, তদ্ভিন্ন তোমার অন্য কাহাকে পূজা করিতে হইবে না।" পরে রক্ষিকার মৃত্যু হইলে আমি তাঁহার উপদেশানুসারে একমাত্র মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রহিলাম। প্রায় চারি বৎসর গত হইল, এক দিবস অকস্মাৎ এই নগরে দৈববাণী হইল, 'হে নগরবাসিগণ! তোমরা নারদুন ও অগ্নির পূজা পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র করুণাময় পরমেশ্বরের উপাসনা কর।" ক্রমাগত তিন বৎসর এইরূপ দৈববাণী হইল, তথাপি কেহ তাহাতে কর্ণপাত করিল না, সুতরাং তৃতীয় বৎসরের শেষ দিবসের রাত্রি চারি

ঘটিকার সময়ে নগরস্থ তাবৎ লোক, ঈশ্বরের কোপে পড়িয়া, যিনি যে অবস্থায় ছিলেন তিনি সেই অবস্থাতেই এক কালে পাষাণ হইয়া গেলেন। আমার জনক ও জননী উভয়েই কৃষ্ণবর্ণ পাষাণ হইয়া এই পুরীর মধ্যে রহিয়াছেন. কেবল আমিই ঈশ্বরের কোপ দৃষ্টিতে পতিত না হইয়া জীবিত আছি। আমার প্রতি ঈশ্বরের এই অসাধারণ অনুগ্রহ দেখিয়া আমি তদবধি তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকি, কিন্তু এই বিজন স্থানে অবস্থিতি করাতে আমার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা শোকাচ্ছন্ন থাকে, সম্প্রতি তোমার আগমনে আমার বোধ হইতেছে ঈশ্বর কেবল সেই শোক নিবারণকরণের জন্যই তোমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন।

আমি বলিলাম, "হে রাজপুত্র! কেবল তোমাকে এই ভয়াবহ স্থান হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্যই যে জগদীশ্বর আমাকে এই খানে আনীয়াছেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আমি এবং আমার যাহা কিছু আছে সকলই তোমার অধীন, তুমি আমার জাহাজে আরোহণ করিয়া যেখানে ইচ্ছা হয় যাইতে পার।" রাজকুমার এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে, আমি তাঁহার সহিত বিবিধ কথোপকথনে রাত্রির অবশিষ্ট ভাগ ক্ষেপণ করিলাম। পর দিন প্রত্যূষে আমরা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ঐ পুরী পরিত্যাগ করিয়া উভয়ে জাহাজে গমন করিলাম। আমার দুই ভগিনী, পোতাধ্যক্ষ ও অন্যান্য জাহাজস্থ সমস্ত লোক আমার অনুপস্থিতিতে অতিশয় উদ্বিগ্ন ছিল, তাহারা আমাকে দেখিতে পাইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইল। অনন্তর আমি যে কারণে পূর্ব্ব রাত্রি জাহাজে আসিতে পারি নাই, যেরূপে আমার যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং যে ঘটনাক্রমে ঐ রমণীয় নগর জনশূন্য হইয়াছে, তৎসমুদায় তাহাদিগকে বলিলাম। তৎপরে যে সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য দ্বারা জাহাজ পরিপূর্ণ ছিল তাহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া সেই রাজপুরী হইতে বিবিধ বহুমূল্য হীরকাদি লইয়া জাহাজে বোঝাই করিয়া সকলে অর্ণবযানারোহণপূর্ব্বক বোগদাদাভিমুখে যাত্রা করিলাম। যৎকালে আমি রাজকুমার ও ভগিনীদ্বয়ের সহিত জলপথে যাত্রা করি. তৎকালে আমাদিগের সুখের পরিসীমা রহিল না, কিন্তু হায় শীঘ্রই আমাদিগের সে সুখের দিন স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল, কারণ যুবরাজের সহিত আমার সম্প্রীতি-দর্শনে ভগিনীগণের মনে বিজাতীয় ঈর্ষার উদয় হইল। এক দিন তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সহোদরে! তুমি কি অভিপ্রায়ে এই রাজপুত্রকে বোগদাদে লইয়া যাইতেছ?" আমি উত্তর করিলাম, "আমি ইঁহাকে তথায় লইয়া গিয়া বিবাহ করিব।" তৎপরে রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "হে যুবরাজ! এ বিষয়ে আপনার মত কি? কিন্তু আমার নিতান্ত বাসনা এই

যে, বোগ্দাদে যাইয়া আপনাকে পতিত্বে বরণ করিয়া আপনার দাসী হইয়া সতত চরণ সেবা করি।" রাজকুমার উত্তর করিলেন, "সুন্দরি! আপনি আমার প্রতি এত অধিক অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে যত্নবতী হইয়াছেন যে, আপনি ইহা যথার্থ অথবা পরিহাসচ্ছলে বলিতেছেন তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আমি আপনকার ভগিনীদ্বয়ের সমক্ষে অঙ্গীকার করিতেছি, যদি আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে আপনাকে দাসী জ্ঞান করা দূরে থাক্ বরং আমি স্বয়ং যাবজ্জীবন আপনকার বশবর্ত্তী হইয়া থাকিব।" এই কথা শুনিবামাত্র আমার দুই সহোদরার বদন এক কালে মলিন হইয়া গেল এবং সেই দিন অবধি তাহাদিগের আমার প্রতি স্নেহের ব্যত্যয় দৃষ্ট হইতে লাগিল।

ক্রমে যখন আমাদের অর্ণবযান পারস্য উপসাগরে উত্তীর্ণ হইল, তখন মনোমধ্যে এমন আশা হইল যে পরদিন আমরা বালশোরায় গিয়া উপস্থিত হইব. ইতি মধ্যে আমার দুই সহোদরা রাত্রিতে আমাকে ও রাজকুমারকে নিদ্রিত দেখিয়া উভয়কেই বলপূর্ব্বক সাগরগর্ব্ভে ফেলিয়া দিল। রাজনন্দন জলমগ্ন হইবামাত্র প্রাণত্যাগ করিলেন, কিন্তু আমি কিয়ৎক্ষণ জলের উপর সন্তরণ করিয়া সৌভাগ্যবশতঃ এক দ্বীপে গিয়া উঠিলাম। ঐ দ্বীপ বালশোরা নগর হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অনন্তর ক্রমে প্রভাত হইলে আমি সূর্য্যকিরণে স্বীয় আর্দ্র বসন শুষ্ক করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম তথায় আহারার্থ বিবিধ সুস্বাদু ফল এবং পানার্থ নির্ম্মল জল রহিয়াছে, তাহাতে পুনর্ব্বার আমার মনোমধ্যে জীবিতাশা অঙ্কুরিতা হইল। তৎপরে আমি সেই স্থানে এক বৃক্ষের তলায় উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রাম করিতেছি, ইত্যবসরে দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড পক্ষযুক্ত সর্প জিহ্বা বাহির করিয়া আমার অভিমুখে দৌড়িয়া আসিতেছে। তদ্দর্শনে আমি সে স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একটা ভয়ঙ্কর সর্প পূর্ব্ববর্ত্তী সর্পের লাঙ্গুল ধরিয়া আসিতেছে, এবং তাহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে মুখ ব্যাদন করিতেছে। আমি এই ব্যাপার দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া অগ্রবর্ত্তী সর্পকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ এক খান প্রকাণ্ড প্রস্তর তুলিয়া সাহসপূর্ব্বক পশ্চাদ্বর্ত্তী সর্পের মস্তক লক্ষ্য করিয়া মারিলাম, তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। প্রথমাগত সর্পটার এইরূপে প্রাণরক্ষা হওয়াতে সে আপনার পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক আকাশমার্গে উড়িয়া গেল। আমি এই কাণ্ড দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া ক্ষণকাল ঐ সর্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম, কিন্তু সে শীঘ্রই আমার অদৃশ্য হইল। তৎপরে আমি সে স্থান হইতে আর এক তরুছায়ায় গিয়া শয়ন করিয়া থাকিলাম।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলাম,এক শ্যামাঙ্গী রমণী দুইটা কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরীর কণ্ঠরজ্জু ধারণপূর্ব্বক আমার পার্শ্বে উপবিষ্টা আছেন। তদ্দর্শনে আমি যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া ভূশয্যা হইতে উঠিয়া বসিলাম, এবং কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে ?" রমণী উত্তর করিলেন, "যে সর্পকে আপনি কিয়ৎক্ষণপূর্ব্বে দারুণ শত্রুর মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন আমি সেই সর্প, আমরা পরীজাতি, আপনি আমার যে মহৎ উপকার করিয়াছেন কিঞ্চিৎ পরিমাণে তাহা পরিশোধ করিবার নিমিত্ত আমি যে কাণ্ড করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। আপনকার ভগিনীদ্বয় বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক আপনাকে যে সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম। পরে যখন আমি আপনকার অনুগ্রহে আসন্ন-মৃত্যু হইতে মুক্তি লাভ করিলাম, তখন এ স্থান হইতে গমনপূর্ব্বক আমি স্বজাতীয় অন্যান্য পরীদিগের সহিত মিলিত হইয়া আপনকার জাহাজস্থিত রত্নরাশি বোগদাদে আপনকার বাটীর মধ্যে স্থাপনানন্তর জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছি। আর আপনকার দুই সহোদরাকে আমি দুই কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরী করিয়া আমার সমভিব্যাহারে আনীয়াছি,এপর্য্যন্ত ইহাদিগের দুষ্কর্ম্মের সমুচিত শাস্তি বিধান করা হয় নাই, ইহাদিগকে আরও কিঞ্চিৎ দণ্ড দিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ আমি তোমাকে উপদেশ দিয়া যাইব।" ইহা বলিয়া পরী এক হস্তে আমাকে ও অন্য হস্তে দুইটা কুক্কুরীকে লইয়া একেবারে আকাশ মার্গে উঠিলেন,এবং মুহূর্ত্তমধ্যে বোগদাদ নগরে আমার বাটীতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। গৃহে আসিয়া দেখিলাম আমার অর্ণবযানে যে সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্য ছিল সে সমস্তই আমার বাটীতে রাশিকৃত রহিয়াছে। অনন্তর পরী গমন কালে সেই দুই কুক্কুরীকে আমার হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন, "আপনকার দুই সহোদরা আপনার এবং রাজকুমারের নিকট গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, অতএব আমি ভূয়োভূয়ঃ আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি প্রতি দিন রজনীযোগে এই দুই কুক্কুরীকে এক এক শত যষ্টি প্রহার করিবেন, কদাচ যেন ইহার অন্যথা না হয়, অন্যথা হইলে আপনাকেও ইহাদিগের ন্যায় কুক্কুরী হইতে হইবে।" আমি অগত্যা পরীর আদেশানুরূপ আচরণ করিতে অঙ্গীকার করিলাম, এবং তদবধি তাহাদিগকে ঐ রূপ প্রহার করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে আমার মনোমধ্যে বিজাতীয় দুঃখ উপস্থিত হয়।

বোগদাদাধিপতি জোবেদীর প্রমুখাৎ বিস্ময়ের সহিত এতাবৎ বৃত্তান্ত শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমিনীর বক্ষঃস্থল কিরূপে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নে পরিপূর্ণ হইল, এক্ষণে তদ্বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।" তৎশ্রবণে আমিনী নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া এইরূপে গল্পারম্ভ করিল।

আমিনীর কথা।

ধর্ম্মাবতার! আপনি আমার ভগিনীর মুখে যে পর্য্যন্ত শুনিয়াছেন তাহা আর পুনর্ব্বার বলিবার প্রয়োজন নাই, সুতরাং তাহার পর আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সম্প্রতি তন্মাত্র বলিতেছি শ্রবণ করুন। পিতার মৃত্যু হইলে আমার জননী আমার বিমাতার সহিত পৃথক্ হইয়া অন্য এক বাটীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, এবং এক সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত আমার বিবাহ দিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি এক বৎসরের মধ্যে বিধবা হইলাম। যাহা হউক, আমার পতির প্রচুর সম্পত্তি থাকাতে আমি সেই সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইয়া তাহার উপস্বত্ব দ্বারা এক প্রকার সুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

এক দিন আমি গৃহ কর্ম্মে ব্যাপৃতা আছি ইতি মধ্যে ভৃত্য আসিয়া বলিল, "ঠাকুরাণি! এক বৃদ্ধা আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দ্বারে দণ্ডায়মানা আছে।" আমি কহিলাম, "তাহাকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর।" ভৃত্য আমার অনুমতি পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিলে, ঐ প্রাচীনা আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আর্য্যে! আপনকার জগদ্বিখ্যাত সৌজন্যের কথা শুনিয়া আমি সাহসপূর্ব্বক আপনার নিকট একটি নিবেদন করিতে আসিয়াছি। আমার একটি কন্যা আছে সে পিতৃহীনা, অদ্য তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত আমি সমস্ত আয়োজন করিয়াছি, কিন্তু আমরা বিদেশীয় সুতরাং এখানে আমাদের কাহারও সহিত আলাপ নাই; এক্ষণে এ বিষয় বরপক্ষের গোচর হইলে আমাদের কিঞ্চিৎ গৌরবের হানি হইতে পারে, এজন্য আমি এতন্নগরস্থ কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোককে নিমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছা করি, অতএব যদি অনাথিনীর প্রতি দয়া করিয়া আপনি একবার বিবাহের সময় অধিষ্ঠান করেন, তাহা হইলে, আমি কৃতার্থ হই।" ইহা শুনিয়া আমি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিলাম, "আমার এ বিষয়ে কোন আপত্তি নাই, আমি এখনি যাইতে প্রস্তুত আছি।" এই কথায় বৃদ্ধা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক বলিল, "আপনাকে এখনি যাইতে হইবে না, আমি সায়ংকালে আসিয়া আপনাকে স্বসমভিব্যাহারে লইয়া যাইব।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা তথা হইতে প্রস্থান করিলে, আমি বেশ বিন্যাস করিয়া তাহার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অনন্তর সন্ধ্যার সময়ে ঐ প্রাচীনা হাস্যবদনে আমার নিকট আসিয়া বলিল, "নগরস্থ তাবৎ সম্ভ্রান্তলোকের দুহিতৃগণ আমার বাটীতে একত্রিত হইয়াছেন, এক্ষণে আপনি আমার সঙ্গে আসুন।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা অগ্রে অগ্রে চলিল, আমি সঙ্গিনীগণ পরিবৃতা হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর গমনের পর বৃদ্ধা

এক প্রকাণ্ড ফটকের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। ফটকের সম্মুখে একটী লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, আমি তাহার আলোকযোগে দেখিলাম ফটকের উপরিভাগে সুবর্ণাক্ষরে এই কয়েকটী কথা লিখিত আছে—"এখানে নিত্য সুখ অবস্থিতি করে।" অনন্তর ভৃত্যগণ ভিতর হইতে কপাট মুক্ত করিয়া দিলে, প্রাচীনা আমাকে সঙ্গে লইয়া প্রাঙ্গণ পার হইয়া এক প্রশস্ত দালানের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

দালানে উপস্থিত হইবামাত্র রূপলাবণ্যবতী এক রমণী আমাকে আলিঙ্গনাদি দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া আদরপূর্ব্বক হীরকে খচিত এক অপূর্ব্ব সিংহাসনে বসাইয়া হাসিতে২ বলিলেন, "সুন্দরি! বিবাহের অধ্যক্ষতা করিতে হইবে বলিয়া যে তোমাকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে বস্তুতঃ তাহা মিথ্যা। আমার এক সহোদর আছেন যাঁহাকে দর্শন করিলে ভগবান্ কন্দর্পেরও রূপগর্ব্ব খর্ব্ব হয়। তিনি তোমার সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া এরূপ চঞ্চলচিত্ত হইয়াছেন যে, পরিণামে তাঁহার অমঙ্গল ঘটিবে আমরা সর্ব্বদা ইহা আশঙ্কা করিতেছি, এক্ষণে প্রার্থনা এই তুমি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা কর।"

পতির মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার বিবাহ করি আমার এমত ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি তাঁহার কথা অবহেলন করিতে না পারিয়া আমি ব্রীড়াবনতমুখী হইয়া রহিলাম। আমি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকাতে তিনি বিবাহ বিষয়ে আমার সম্মতি বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ করতালি দিলেন। তাহাতে পার্শ্বস্থিত এক কুঠরীর দ্বার মুক্ত হইল এবং তন্মধ্য হইতে ত্রিভুবনমোহন এক যুবা পুরুষ বহির্গত হইলেন। তাঁহার অসামান্য রূপ লাবণ্য দর্শনে আমি আপনার পরম সৌভাগ্য জ্ঞান করিলাম। অনন্তর যখন ঐ যুবা আমার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক আমার সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ভগিনীর মুখ হইতে তাঁহার যেরূপ বর্ণন শুনিয়াছিলাম তিনি তদপেক্ষা সহস্রগুণে গুণবান্ বোধ হইল। কামিনী আমাদিগকে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতে দেখিয়া পুনর্ব্বার করতালি দিলেন, তাহাতে কাজী আসিয়া আপনার সমভিব্যাহারী চারি জন লোককে সাক্ষী রাখিয়া বিবাহের পত্র লিখিলেন। যুবা ব্যক্তি আমাকে কেবল এই মাত্র অঙ্গীকার করাইলেন যে, তিনি ভিন্ন আমি কদাচ অন্য পুরুষের সহিত বাক্যালাপ বা অন্য কাহারও মুখদর্শন করিতে পারিব না। তিনি নিজেও স্বীকার করিলেন আমাকে কখন কোন বিষয়ে অসুখী করিবেন না। পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে পর আমাদিগের পরিণয় কার্য্য শেষ হইল। এই প্রকারে আমি অন্যের বিবাহে অধ্যক্ষতা করিতে যাইয়া স্বয়ংই বিবাহ করিতে বাধ্য হইলাম।

বিবাহের এক মাস পরে আমার কিছু উৎকৃষ্ট বস্ত্রের প্রয়োজন

হওয়াতে আমি তাহা ক্রয় করিবার নিমিত্ত পতির অনুমতি লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রাচীনা ও আর দুই জন দাসীর সহিত বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। অনন্তর যখন বণিক্‌দিগের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম, তখন ঐ বৃদ্ধা আমাকে বলিল, "ঠাকুরাণি! এখানে আমার এক জন পরিচিত যুবা বণিকের দোকান আছে তথায় নানাবিধ রেসমী বস্ত্র পাওয়া যায় সে খানে যে বস্ত্র তোমার মনোনীত হইবে তাহা অনায়াসে ক্রয় করিতে পারিবে, তুমি বৃথা কেন দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বেড়াইবে, চল আমি তোমাকে ঐ দোকানে লইয়া যাই।" আমি এই কথায় কোন আপত্তি না করাতে বৃদ্ধা আমাকে এক জন সৌম্যাকৃতি তরুণ মহাজনের দোকানে লইয়া গেল। আমি তথায় উপবেশন করিয়া ইঙ্গিতে প্রাচীনাকে বলিলাম, "তুমি সাধুকে উৎকৃষ্ট রেসমী বস্ত্র দেখাইতে বল।" বৃদ্ধা বলিল, "তোমার যে যে বস্তুর প্রয়োজন হয় তাহা তুমি নিজেই বল না কেন?" আমি উত্তর করিলাম, "বিবাহের সময় আমি অঙ্গীকার করিয়াছি পতি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহিত আলাপ করিব না, সুতরাং আমি পর পুরুষের সহিত কি প্রকারে কথা কহিব?"

এই কথা শুনিবামাত্র ঐ নবীন মহাজন নানাবিধ উৎকৃষ্ট বস্ত্র হস্তে লইয়া আমাকে দেখাইতে লাগিল, তন্মধ্যে একখানি আমার বিশেষ রমণীয় বোধ হওয়াতে আমি বৃদ্ধাকে বলিলাম, "ইহার কি উচিত মুল্য দিতে হইবে তাহা তুমি জিজ্ঞাসা কর।" বণিক্ প্রাচীনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমি টাকা লইয়া এই বস্ত্র বিক্রয় করিব না, ইহা আমি বিনা মুল্যে সুন্দরীকে প্রদান করিতে পারি, যদি ইনি কৃপা করিয়া আমাকে একবার মুখচুম্বন করিতে দেন।" আমি প্রাচীনাকে বলিলাম, "তুমি মহাজনকে বারণ কর এ ব্যক্তি পুনর্ব্বার যেন এরূপ অভদ্রতাচরণের কথা না বলে।" বৃদ্ধা তাহাকে কিছুমাত্র না বলিয়া আমাকে বলিল, "ইহা অতি তুচ্ছ বিষয়, তোমার এ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে হইতেছে না, তবে একবার গণ্ডদেশের বসন উত্তোলন করিয়া দিলে চুম্বন করিবে মাত্র, তাহাতে একটা বিশেষ ক্ষতি কি?" ফলতঃ বস্ত্র দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণে এরূপ সন্তোষ জন্মিয়াছিল যে এই কথা শুনিবামাত্র আমি জ্ঞানশূন্য হইয়া চুম্বন দানে সম্মতি প্রকাশ করিলাম, কিন্তু পাছে এই কাণ্ড অন্য কেহ দেখিতে পায় এজন্য প্রাচীনা এবং আমার অন্য দুইজন দাসীকে আমাকে বেষ্টন করিয়া থাকিতে বলিলাম। তাহারা সেই রূপ করিলে আমি স্বীয় বদনাবরণ উন্মোচন করিলাম, কিন্তু যুবা চুম্বন না করিয়া আমার গণ্ডদেশে এরূপ দংশন করিল যে, অবিলম্বে আমার সমস্ত গণ্ডদেশ রুধিরাপ্লুত হইয়া উঠিল।

আমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলাম, তদ্দর্শনে বণিক্ প্রাণভয়ে দোকান ফেলিয়া পলায়ন করিল। চৈতন্যোদয় হইলে

দেখিলাম আমার গণ্ডদেশ দিয়া অনবরত রুধিরধারা বহিতেছে, এবং পাছে তাহা অন্য কেহ দেখিতে পায় এজন্য প্রাচীনা এবং আমার অন্য দুইজন দাসী বসনদ্বারা আমার গণ্ডদেশ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। অনন্তর বৃদ্ধা আমাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বলিল, "ঠাকুরাণি! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমিই একমাত্র আপনকার সমস্ত অনর্থের মূল, কি অশুভ ক্ষণেই আমি আপনাকে এই দুষ্ট বণিকের দোকানে আনয়ন করিয়াছিলাম, এব্যক্তি যে এরূপ অশিষ্ট ব্যবহার করিবে ইহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাহা হউক, আপনি এজন্য চিন্তা করিবেন না আমি বাটীতে গিয়া আপনাকে এমত ঔষধ দিব যে তিন দিনের মধ্যে আপনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবেন, আপনার ক্ষতস্থানে চিহ্নমাত্র থাকিবে না।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা আমাকে বাটীতে লইয়া গিয়া আমার গণ্ডদেশে ঔষধ লেপন করিয়া দেওয়াতে আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করিলাম।

রাত্রিকালে স্বামী শয্যায় আসিয়া আমার গণ্ডদেশে বন্ধন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি হইয়াছে?" আমি বলিলাম, "শিরঃপীড়া হইয়াছে।" আমার নিশ্চয় বোধ ছিল যে এ কথা শুনিয়া তিনি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু স্বামী তৎক্ষণাৎ একটা আলোক লইয়া আমার গণ্ডদেশে ক্ষত চিহ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ আঘাত কি প্রকারে লাগিল?" পাছে যথার্থ বৃত্তান্ত প্রকাশ পায় এই আশঙ্কায় আমি ছলপূর্ব্বক উত্তর করিলাম, "অদ্য আপনকার অনুমতি লইয়া বস্ত্র ক্রয় করিবার নিমিত্ত বাজারে যাইতেছিলাম, ইতিমধ্যে একজন মুটিয়া এক বোঝা কাষ্ঠ লইয়া আমার নিকট দিয়া যাওয়াতে হঠাৎ এক খানা কাষ্ঠ আমার গণ্ডদেশে লাগিয়াছিল তাহাতেই এই চিহ্ন হইয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য আমার অধিক বেদনা বোধ হয় নাই।" এই কথা শুনিবামাত্র স্বামী ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন, "কল্য আমি কোটালকে বলিয়া নগরস্থ তাবৎ মুটিয়ার প্রাণ সংহার করাইব।" পাছে বিনা দোষে মুটিয়া সকল মৃত্যুমুখে পতিত হয় আমি এই আশঙ্কায় বলিলাম, "মহাশয়! এরূপ করিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে, আমি বিনতি করিয়া বলিতেছি আপনি কদাচ এমন কর্ম্ম করিবেন না।"

স্বামী কহিলেন, "তবে সত্য করিয়া বল কি প্রকারে আঘাত লাগিল?" আমি বলিলাম, "অদ্য যৎকালে আমি পথিমধ্যে গমন করিতেছিলাম সেই সময় এক জন ঝাঁটাওয়ালা একটা গাধার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল, ঐ ব্যক্তি হঠাৎ অন্যমনস্ক হওয়াতে গাধাটা এরূপ বেগে আমার উপর আসিয়া পড়িল যে আমি ভয়ে ভূমিতে পড়িয়া গেলাম, তাহাতে এক খানা কাচ দ্বারা আমার গণ্ডদেশ ক্ষত হইয়া গেল। পতি বলিলেন, "তবে কল্য সূর্য্যো-

দয়ের পূর্ব্বেই ...কের মন্ত্রীকে বলিয়া শহরের তাবৎ বাটীওয়ালার প্রাণদণ্ড করি...।" আমি বলিলাম, "প্রভু তাহা করিবেন না, তাহাদিগের কোন দোষ নাই।" তিনি বলিলেন, "তবে সত্য করিয়া বল তোমার গ...দেশে কিরূপে আঘাত লাগিয়াছে?" আমি কহিলাম, "মহাশয়! আমি দৈবাৎ আপনি পড়িয়া যাওয়াতে আমার গণ্ডদেশ এইরূপ ক্ষত হইয়া গিয়াছে।"

আমার মুখ হইতে এইরূপ সমস্ত অসম্বদ্ধ কথা শুনিয়া স্বামী একবারে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া বলিলেন, "রে দুশ্চারিণি! তুই আমাকে কেন প্রতারণা করিতেছিস্, আমি আর তোর মিথ্যা কথায় ভুলিব না।" ...বণে...লয়া তিনি করতালি দেওয়াতে তৎক্ষণাৎ তিন জন ভৃত্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পতি তাহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "তোমরা এই পাপীয়সীকে বলপূর্ব্বক শয্যা হইতে গৃহের মধ্যস্থলে টানিয়া আন।" ভৃত্যগণ তাঁহার আদেশানুসারে আমাকে ধরিয়া গৃহের মধ্যস্থলে লইয়া গেল, এবং এক জন আমার শিরোদেশ ও অন্য জন আমার পদদ্বয় ধারণ করিয়া থাকিল, তৃতীয় ব্যক্তিকে স্বামী অনুমতি করিলেন, "শীঘ্র এক খানা খড়্গ আনয়ন কর।" ভৃত্য আজ্ঞামাত্র এক খানা সুতীক্ষ্ণ খড়্গ আনীলে পতি তাহার প্রতি অনুমতি করিলেন, "এই ব্যভিচারিণীকে দুইখণ্ড করিয়া টাইগ্রিস নদীতে নিক্ষেপ কর, কারণ বিশ্বাসঘাতিনীদিগের এইরূপ দণ্ডবিধান করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।" দাসের প্রতি এইরূপ অনুমতি হইলেও সে তাহা পালন করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব করাতে, স্বামী ক্রোধাবেশে তাহাকে বলিলেন, "অরে হতভাগ্য! তুই কিজন্য অপেক্ষা করিতেছিস্, ইহাকে এই মুহূর্ত্তে ছেদন কর্।"

তখন ভৃত্য আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "ঠাকুরাণি! আপনকার অন্তিম কাল উপস্থিত, অতএব যদি মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনার কিছু কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে, এখন তাহা সম্পাদন করুন।" এই কথা শুনিয়া আমি পতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলাম, "আমার একটী নিবেদন আছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নিবেদন?" আমি বলিলাম, "বিধাতা কি আমার অদৃষ্টে এই লিখিয়াছিলেন যে আমি নির্দ্দোষে এইরূপ নবীন বয়সে প্রাণ হারাইব, নাথ! আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতেছি আমাকে প্রাণদান করুন।"

এই কথা বলিয়া আমি মৌনাবলম্বন করিলাম, কারণ অনবরত বাষ্পোদ্গম হওয়াতে আমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল এবং আমার গণ্ডদেশ দিয়া অজস্র অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। ইহা দেখিয়াও পতির অন্তঃকরণে কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না, তিনি আমাকে বিস্তর ভৎ

সনা করিয়া কিঙ্করগণকে অনুমতি করিলেন, "শীঘ্র ইহাকে খড়্গ দ্বারা দুই খণ্ড কর।" ভৃত্যেরা কাটিবার উপক্রম করিতেছে ইত্যবসরে তথায় পূর্ব্বোক্ত প্রাচীনা আসিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্বামীকে বলিল, "বৎস! শৈশবাবস্থায় আমি তোমার রক্ষিকা ছিলাম, এবং বিশেষ যত্ন করিয়া আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছি, অতএব আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি তুমি কদাচ স্ত্রীহত্যা করিও না, করিলে, মহা অখ্যাতি হইবে।" বৃদ্ধা অশ্রুমোচনপূর্ব্বক এই কয়েকটী কথা এরূপ দীনভাবে কহিল যে, স্বামী তাহার কথা অবহেলন করিতে না পারিয়া বলিলেন, "তবে তোমার অনুরোধে আমি ইহার আর প্রাণ দণ্ড করি[illegible] ক্ষ এ যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহার প্রতিফল প্রদ[illegible] ইহার গাত্রে এমত কিছু চিহ্ন করিয়া দিব যাহাতে ইহার এরূপ কর্ম্ম করিতে আর কখন প্রবৃত্তি না জন্মে।" এই কথা বলিয়া একজন ভৃত্যকে সঙ্কেত করাতে সে এক গাছা বেত্র লইয়া এরূপ নিষ্ঠুরভাবে আমার সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল যে, অবিলম্বে আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল এবং আমি মুর্চ্ছাপন্না হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিলাম, ভৃত্যগণ আমাকে অজ্ঞানাবস্থায় এক বাটীর মধ্যে রাখিয়া আসিলে, সেই প্রাচীনা আমার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। চারি মাস শয্যাগত থাকিয়া পরিশেষে আমি কথঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিলাম, কিন্তু গত রজনীতে আপনি আমার বক্ষঃস্থলে যে আঘাতের চিহ্ন দেখিয়াছেন সে চিহ্ন কিছুতেই গেল না। আরোগ্যলাভের পর, আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া জোবেদীর নিকট গমনপূর্ব্বক আশ্রয় লইলাম। জোবেদী আমাকে স্বভাবতঃ ভাল বাসিতেন সুতরাং আমার এই দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আমাকে নিজ বাটীতে স্থান দান করিলেন। তদবধি আমি সেইস্থানে থাকিয়া সর্ব্বদা গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধান করি।

বোগদাদেশ্বর আমিনীর প্রমুখাৎ এতাবৎ বৃত্তান্ত শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং জোবেদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে সুন্দরি! যে পরী সর্পবেশধারণপূর্ব্বক তোমাকে দর্শন দিয়াছিল এবং যাহার আদেশ বশতঃ তুমি প্রতি নিশাতে নিজ সহোদরাদ্বয়কে প্রহার কর, সে কোথায় বাস করে তাহা কি তুমি জান? আর পরীর সহিত তোমার পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে কি না এবং সে তোমার ভগিনীগণের পশুদশা মোচন করিয়া দিবে কি না তদ্বিষয় কি সে তোমাকে কিছুই বলিয়া যায় নাই?"

জোবেদী কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে আমি আপনাকে একটী কথা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, এক্ষণে তাহা শ্রবণ করুন, যৎকালে পরী আমার নিকট হইতে প্রস্থান করে তৎকালে সে আমাকে এক গোচ্ছা কেশ দিয়া এই কথা বলিয়া যায় যে, "যদি তোমার কখন আমার সহিত সাক্ষাৎ

করিবার ইচ্ছা হয় তবে তুমি এই গোছা হইতে দুই গাছি কেশ লইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিও, তাহা হইলে, আমি অবিলম্বে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইব।" নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে সে কেশের গোছা কোথায় আছে?" জোবেদী উত্তর করিলেন ধর্ম্মাবতার! আমি তাহা সর্ব্বদা আপনার সঙ্গে রাখি, এই কথা বলিয়া তিনি নিজ বস্ত্রের মধ্য হইতে কেশ গুলি বাহির করিলেন। ভূপাল কহিলেন, "এই কেশ গুলির গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ইহাই প্রকৃত সময়, কারণ কেশ গুলি অগ্নিতে প্রদান করিলে, বাস্তবিক পরী এখানে উপস্থিত হয় কি না তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত ঔৎসুক্য হইতেছে।" তৎশ্রবণে জোবেদী অবিলম্বে অগ্নি আনাইয়া তাহাতে সেই সমগ্র কেশের গোছা সমর্পণ করিলেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ সেই সমগ্র রাজপুরী এককালে টলমল করিয়া কাঁপিতে লাগিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে পরী মনোহর বেশ বিন্যাস করিয়া ভূপাল সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহারাজ! আপনকার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য, কি করিতে হইবে, আমাকে অনুমতি করুন। যে রমণী মহারাজের আদেশবশতঃ আমাকে আহ্বান করিয়াছেন তিনি আমার মহৎ উপকার করিয়াছিলেন, আমি সেই উপকার কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনীদ্বয়কে কুক্কুরী করিয়া রাখিয়াছি, এক্ষণে যদি মহারাজের অনুমতি হয়, তাহা হইলে, আমি তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ মনুষ্যাকার করিয়া দিই।" ভূপতি কহিলেন, "হে রূপবতি! যদি তুমি তাহা কর, তাহা হইলে, আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইব, আর এই সুন্দরীর স্বামী ইহার সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করিয়া নিষ্ঠুরতাপূর্ব্বক ইহাকে দূর করিয়া দিয়াছে, যদি তুমি ঐ নির্দ্দয় পুরুষের নাম ধাম বলিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমার নিকটে বিশেষ বাধিত থাকিব।"

পরী কহিল, "হে নরনাথ! আমি আপনকার অনুরোধ বশতঃ এখনি এই দুই কুক্কুরীকে পশুদশা হইতে মুক্ত করিয়া দিতেছি, এবং আমিনীর শরীরে যে সকল আঘাতের চিহ্ন আছে তাহাও আরোগ্য করিয়া দিতেছি, আর যাহার নির্দ্দয় প্রহারে ইহার গাত্রে এই সমস্ত চিহ্ন হইয়াছে সে ব্যক্তি কে? পরিশেষে তাহাও মহারাজের নিকট নিবেদন করিতেছি।"

অনন্তর ভূপতি জোবেদীর বাটী হইতে সেই দুই কুক্কুরীকে আনয়ন করাইলে, পরী একটী পাত্র জলপূর্ণ করিয়া কতকগুলি মায়ামন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে সে ঐ পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল আমিনীর গাত্রে দিয়া অবশিষ্ট জল দুই কুক্কুরীর শরীরে নিক্ষেপ করিল। ইহা করিবামাত্র আমিনীর অঙ্গে যে সমস্ত ক্ষত চিহ্ন ছিল তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইল, এবং কুক্কুরীদ্বয়ও পশুদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্রিবন দু

মোহিনী দুই রমণী হইল। তৎপরে পরী নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ‘হে ভূপেন্দ্র! আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমিন আমিনীর সৌন্দর্য্যের গৌরব শ্রবণে চঞ্চলচিত্ত হইয়া কৌশলক্রমে ইহাকে নিজভবনে লইয়া গিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি ইহার প্রতি যে নিষ্ঠুরতাচরণ করেন তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ দোষী বলা যায় না কারণ এই রমণী নিজ অপরাধ গোপন করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত অসঙ্গত ছল করিয়াছিল, তাহাতে ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে।” এই কথা বলিয়া পরী রাজাকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

পরী পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক শূন্যমার্গ দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতেছে।

নরেন্দ্র এই সমস্ত আশ্চর্য্য কাণ্ড দর্শন ও শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় পুত্র আমিনকে নিকটে ডাকাইয়া কহিলেন, “বৎস! তুমি গোপনে এই কামিনীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক সামান্য

অপরাধের জন্য ইহার প্রতি যেরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছ, তাহা আমি সকলই শুনিয়াছি, এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি?" আমিনী এই কথা শুনিবামাত্র নরেন্দ্রের অনুমতির আর অপেক্ষা না করিয়া পুনর্ব্বার আমিনীকে গ্রহণ করিলেন। তৎপরে রাজা স্বয়ং জোবেদীর গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন, এবং ফকিরবেশধারী তিন রাজকুমারের সহিত সেই তিন রমণীরত্নের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া তাহাদিগের বাসের জন্য প্রত্যেককে বোগদাদ নগরে এক একটী সুসজ্জিত অট্টালিকা প্রদান করিলেন। নৃপতি এইরূপ করিয়াই সন্তুষ্ট না হইয়া রাজপুত্রদিগকে বিশেষ বিশেষ সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত করিলেন, তাহাতে তাঁহারা বহু কষ্ট ভোগের পর, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ পরম-সুখে অতিবাহন করিতে লাগিলেন, এবং এইরূপ বদান্যতা প্রকাশ করাতে ভূপতির ও অনন্ত সুখ্যাতি দেশ বিদেশে প্রচার হইল।

সিন্দবাদ নাবিকের কথা।

হারুণ অলরশীদ রাজার রাজত্ব সময়ে বোগদাদ নগরে হিন্দবাদ নামে এক দরিদ্র মোটবাহক বাস করিত। এক দিন গ্রীষ্মকালে সে মস্তকোপরি একটা বৃহৎ মোট লইয়া নগরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে আতপতাপে ক্লান্ত হইয়া এক গলির মধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছিল, এবং পথ সকল গোলাপজলে আর্দ্র থাকাতে তাবৎ গলি এরূপ সৌরভময় হইয়াছিল যে, মোটবাহক সেই রমণীয় স্থান পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া মস্তক হইতে মোট নামাইয়া শ্রমাপনয়নার্থ এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে উপবেশন করিল। ফলতঃ ঐ অট্টালিকা হইতেই বিবিধ সুগন্ধ নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়া রাখিয়াছিল। মোটবাহক তাহা আঘ্রাণ করিয়া, এবং পুরীর মধ্যে নানাজাতীয় সঙ্গীতপ্রিয় বিহঙ্গমের সুললিত কণ্ঠধ্বনি মিশ্রিত যে একতান বাদ্য হইতেছিল তাহা শ্রবণ করিয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আর কখন ঐ পথ দিয়া যাতায়াত না করাতে, সে ঐ অট্টালিকা কাহার তাহা বুঝিতে না পারিয়া দ্বারপালের নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই! এ বাটী কাহার?" প্রতিহারী উত্তর করিল, "সুপ্রসিদ্ধ সিন্দবাদ নাবিকের এই বাটী, তুমি বোগদাদ নগরে বাস কর, অথচ ইহা জান না?" মুটিয়া পূর্ব্বে সিন্দবাদের ঐশ্বর্য্যের কথা কেবল কর্ণে শুনিয়াছিল সম্প্রতি স্বচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "হে জগদীশ্বর! তুমি সিন্দবাদ ও হিন্দবাদের অবস্থার এরূপ তারতম্য করিয়া

দিলে কেন ? আমি সমস্ত দিবস কঠিন পরিশ্রম করিয়া আপনার ও পরিবারবর্গের প্রাণধারণার্থ অতি কদর্য্য আহারও সংগ্রহ করিতে পারি না, কিন্তু সিন্দবাদ অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়া পরমসুখে কালহরণ করিতেছেন, সিন্দবাদ এমন কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন যে, তিনি এরূপ ধনসম্পন্ন হইলেন, আর আমিই বা এমন কি করিয়া ছিলাম যে আমাকে এরূপ অনন্ত দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে।"

মোটবাহক এইরূপে বিলাপ করিতেছে ইত্যবসরে এক জন ভৃত্য ঐ পুরী হইতে বহির্গত হইয়া মুটিয়ার নিকটে আগমনপূর্ব্বক তদীয় কর ধারণ করিয়া বলিল, "তুমি শীঘ্র আইস, প্রভু সিন্দবাদ তোমাকে ডাকিতেছেন।" মুটিয়া এই কথা শুনিয়া মহাভীত হইয়া ভাবিতে লাগিল, নিশ্চয় আমি যে সকল কাতরোক্তি করিতেছিলাম তাহা সিন্দবাদের কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে, সুতরাং সে কোন মতেই সিন্দবাদের নিকট উপস্থিত হইত না, কিন্তু ভৃত্য তাহাকে আশ্বাস প্রদান করাতে সে তাহার সহিত যাইতে সাহসী হইল। অনন্তর মোটবাহক ভৃত্যের সমভিব্যাহারে এক প্রকাণ্ড দালানের মধ্যে প্রবেশ করিল, তথায় অনেকগুলি ভদ্রলোক মণ্ডলাকারে বসিয়া বিবিধ খাদ্য সামগ্রী আহার করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের ঠিক মধ্যস্থলে সৌম্যমূর্ত্তি, শ্বেতশ্মশ্রু এক জন প্রাচীন উপবিষ্ট, তৎপশ্চাতে কিঙ্করগণ ও অন্যান্য কর্ম্মচারিবর্গ তদীয় আজ্ঞাপালনার্থ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। ঐ প্রাচীন ব্যক্তিরই নাম সিন্দবাদ। মুটিয়া এই সকল সমারোহ দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সকলকে প্রণাম করিল। সিন্দবাদ মুটিয়াকে বিশেষ অভ্যর্থনা করিয়া আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া উৎকৃষ্ট সুরাপান করিতে দিলেন। মুটিয়া সমাদরপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া পান করিল।

অনন্তর সকলের আহারাদি শেষ হইলে, সিন্দবাদ মুটিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই! তোমার নাম কি, তুমি কি বিষয়কর্ম্ম করিয়া থাক?" মোটবাহক উত্তর করিল, "মহাশয়! আমার নাম হিন্দবাদ, আমি মোট বহন করিয়া কথঞ্চিৎ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি।" সিন্দবাদ বলিলেন, "তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমরা পরমানন্দিত হইয়াছি, কিন্তু কিঞ্চিৎক্ষণ পূর্ব্বে তুমি গলিতে বসিয়া যে সকল কথা বলিতেছিলে, তাহা তোমার মুখে আর একবার শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।" সিন্দবাদ অধোবদন হইয়া বলিল, "মহাশয়! আমার ভ্রান্তিবোধ হইয়াছিল, সুতরাং তৎকালে আমার মুখ হইতে যে সকল অসঙ্গত কথা নির্গত হইয়াছিল, তজ্জন্য আমি আপনকার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" সিন্দবাদ বলিলেন, "তুমি তজ্জন্য ভীত হইও না, আমি এ প্রকার অবিবেচক লোক নহি যে এই তুচ্ছ বিষয়ের নিমিত্ত

তোমাকে শাস্তিপ্রদান করিব, তোমার ন্যায় দুরবস্থাগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে এরূপ কথা নিতান্ত অযুক্ত নহে, আমি তোমার খেদোক্তি শুনিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। তুমি বোধ করিয়াছ, আমি বিনা ক্লেশে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে আমি বহু, যত্ন ও বহু আয়াসে এইরূপ সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি।'

সিন্দবাদ, হিন্দবাদ এবং নিজ বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়গণের নিকট স্বীয় বাণিজ্য বিবরণ বলিতেছেন।

এই কথা বলিয়া সিন্দবাদ সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে ভদ্রগণ! আমি অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত যে সকল অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহাতে অত্যন্ত লোভী ব্যক্তিবও মনে ভয়ের উদয় হয়। আমি সপ্তবার বাণিজ্য যাত্রা করিয়া যে সমস্ত বিপদসাগরে পতিত হই, ইতিপূর্ব্বে সে সকল আপনাদিগের কর্ণগোচর না হইতে পারে, অতএব আমি আদ্যোপান্ত সেই সকল বিবরণ বলিতেছি আপনারা শ্রবণ করুন।

সিন্দবাদের প্রথম বাণিজ্য যাত্রা।

সিন্দবাদ কহিলেন, আমার পিতা লোকান্তর গমন করিলে পর, আমি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হইয়া প্রথমতঃ লাম্পট্যাচরণে তাহার ভূরিভাগ নষ্ট করিলাম। পরে তাহা দুষ্কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলাম, কাহারও ভাগ্যে ঐশ্বর্য্য চিরকাল থাকে না কিন্তু মাদৃশ অমিতব্যয়ী লোকের হস্তে ইহা শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। "দারিদ্র্যভোগ অপেক্ষা মরণ ভাল"—সলোমনের এই বচনটী পিতা সর্ব্বদা আমার নিকট বলিতেন, সম্প্রতি আমার ভাগ্যে বুঝি তাহাই ঘটিল। মনোমধ্যে এই সমস্ত ভাবনার উদয় হওয়াতে আমি অত্যন্ত কাতর হইলাম। তাহার পর আমি নিজ স্থাবর সম্পত্ত্যাদি বিক্রয় করিয়া বালশোরা নগরে যাইয়া কয়েক জন সওদাগরের সহিত জাহাজারোহণপূর্ব্বক পারস্য উপসাগর দিয়া ভারতবর্ষীয় উপদ্বীপে যাত্রা করিলাম।

ইতিপূর্ব্বে আমি আর কখন জাহাজারোহণ করি নাই, সুতরাং প্রথমবার সমুদ্র দিয়া গমন করাতে কয়েক দিবসের নিমিত্ত আমার সামুদ্রিক রোগ উপস্থিত হইল. কিন্তু আমি শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিলাম এবং ভবিষ্যতে সমুদ্রপথে যাত্রাকালে আমার আর কখন সেরূপ পীড়া জন্মে নাই। সে যাহা হউক, আমরা জলপথে যাইতে যাইতে অনেক দ্বীপে জাহাজ নঙ্গর করিয়া বাণিজ্য দ্রব্যাদি বিক্রয় ও বিনিময় করিলাম। এক দিবস আমরা পালভরে যাইতেছি ইতিমধ্যে অদূরে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখিতে পাইলাম। ঐ দ্বীপ জল হইতে অধিক উচ্চ ছিল না, এবং হঠাৎ দৃষ্টিপাত করাতে উহা একটী তৃণাচ্ছন্ন মাঠের মত বোধ হইল। তদ্দর্শনে আমি এবং অর্ণবযানস্থ আর কতিপয় ব্যক্তি পোতাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া জাহাজ হইতে ঐ দ্বীপে উঠিলাম। ক্রমাগত কয়েক দিবস জলপথে গমন করাতে, আমাদিগের বিশেষ কষ্টবোধ হইয়াছিল, সুতরাং এক্ষণে এইরূপ সুযোগ পাইয়া আমরা পান ভোজনাদির আমোদে মত্ত থাকিয়া সুখানুভব করিতেছি, ইতিমধ্যে অকস্মাৎ ঐ দ্বীপ কাঁপিয়া উঠিল. তদ্দর্শনে জাহাজস্থ লোক সকল তাহাকে তিমিমৎস্যের পৃষ্ঠদেশ জানিতে পারিয়া আমাদিগকে অতি শীঘ্র জাহাজে উঠিতে বলিল। তৎশ্রবণে কয়েক জন লোক সত্বর পোতারোহণ করিল, কেহ কেহ সন্তরণ দ্বারা জাহাজের নিকটে গেল, কিন্তু আমি ঐ সমুদ্রীয় মৎস্যের পৃষ্ঠদেশে থাকিতে থাকিতেই সে জলমগ্ন হইল, সুতরাং আমি তখন অন্য উপায় না দেখিয়া অগ্নিপ্রজ্বালার্থ জাহাজ হইতে যে কাষ্ঠখণ্ড আনয়ন করিয়াছিলাম তন্মাত্র আশ্রয় করিয়া জলের উপর ভাসিতে লাগিলাম। ইত্যবকাশে পোতাধ্যক্ষ সুবায়ুযোগে জাহাজ খুলিয়া দিলেন।

এইরূপে আমি উপায়ান্তর বিহীন হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি সমুদ্র মধ্যে সন্তরণ দিতে লাগিলাম। পর দিন প্রত্যূষে আমি শারীরিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ এককালে জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছি, ইতিমধ্যে হঠাৎ একটা উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া বেগে আমাকে এক দ্বীপের সন্নিকটে নিক্ষেপ করিল। ঐ দ্বীপের তীর অত্যন্ত উন্নত ও বন্ধুর ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় এবং আমার আয়ুশেষ থাকাতে, আমি কতকগুলি বৃক্ষের শিকড় জল পর্য্যন্ত অবনত দেখিতে পাইয়া তদবলম্বনপূর্ব্বক তটে উঠিলাম। আমি সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত তথায় মৃতের ন্যায় ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া রহিলাম, তৎপরে ক্ষুৎপিপাসায় সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া, ধীরে ধীরে ভূমি হইতে উঠিয়া আহারান্বেষণার্থ গমন করিলাম।

সৌভাগ্যবশতঃ ঐ দ্বীপে বহুবিধ সুমিষ্ট ফল ছিল, তদ্দর্শনে এবং সম্মুখে একটী রমণীয় নির্ঝর হইতে নির্ম্মল জলোদ্গার হইতেছে দেখিয়া আমার বিশেষ আনন্দোদয় হইল। অনন্তর আমি তদ্দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সবল হইয়া ঐ দ্বীপ পরিভ্রমণ করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড প্রান্তরে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র আমার বোধ হইল যেন প্রান্তরের এক দেশে একটী অশ্ব বিচরন করিতেছে। আমি দূর হইতে ঐ অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম, ক্রমে যখন আমি তাহার নিকটবর্ত্তী হইলাম তখন দেখিলাম যে, এক সুন্দর ঘোটকী কীলকে বদ্ধ রহিয়াছে। আমি ঐ ঘোটকীর অনুপম সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতেছি ইতি মধ্যে অকস্মাৎ ভূগর্ভ হইতে মনুষ্যের স্বর আমার শ্রুতিগোচর হইল, অব্যবহিত পরেই এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" তাহাতে আমি তাহাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম, তাহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি আমাকে সঙ্গে লইয়া এক গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই গর্ত্তের ভিতর আর কতিপয় লোক ছিল, তাহারা আমাকে দেখিয়া যেরূপ চমৎকৃত হইল আমিও তাহাদিগকে মৃত্তিকার মধ্যে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া সেইরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

অনন্তর তাহারা আমাকে কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিলে, আমি তাহা ভোজন করিলাম। আহারান্তে আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কি জন্য এই বিজন প্রান্তরে বাস কর?" তাহারা উত্তর করিল, "আমরা এই দ্বীপের অধীশ্বর মহারাজ নামক ভূপতির অশ্বপাল, প্রতিবৎসর এই সময়ে আমরা মহারাজের আদেশবশতঃ তদীয় ঘোটকীকে এই স্থানে বন্ধন করিয়া রাখি। তদ্দর্শনে সমুদ্র হইতে সিন্ধুঘোটক আসিয়া তাহার সহিত সঙ্গম করে, পরে যখন সে ঘোটকীকে নষ্ট করিবার উপক্রম করে, তখন আমরা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকি তৎশ্রবণে সমুদ্রীয় অশ্ব ঘোটকীকে পরিত্যাগ করিয়া

ভয়ে সমুদ্র মধ্যে পলায়ন করে, তৎপরে আমরা ঘোটকীকে মহারাজের নিকট লইয়া যাই। ঐ ঘোটকীর গর্ভে যে সন্তান প্রসূত হয়, তাহাকে ভূপতি স্বয়ং আরোহণ করেন, এবং তাহা সামুদ্রিক অশ্ব নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

তাহাদিগের সহিত আমার এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছে ইত্যবসরে সমুদ্র হইতে অর্ণবীয় অশ্ব আসিয়া ঘোটকীকে সম্ভোগ করিল, সঙ্গমানন্তর যখন সে তাহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইল, তখন অশ্বপালগণ ভয়ানক কোলাহল করিয়া উঠিল, তৎশ্রবণে সে ঘোটকীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সাগর গর্ভে প্রবেশ করিল। পর দিন প্রাতঃকালে অশ্বপালগণ ঘোটকীকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী গমনপূর্ব্বক আমাকে ভূপ সন্নিধানে উপস্থিত করিল। নৃপতি আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলে, আমি অকপটে তাঁহার নিকট নিজ দুর্ঘটনার বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলাম। নরেন্দ্র তৎশ্রবণে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বিশেষ যত্নপূর্ব্বক আমাকে আপনার নিকট রাখিলেন, আমি স্বচ্ছন্দে তথায় বাস করিতে লাগিলাম। ঐ রাজার রাজধানী সমুদ্র তীরে অবস্থিত ছিল এবং তথায় একটী উৎকৃষ্ট বন্দর থাকায় সেখানে সর্ব্বদা বিদেশীয় জাহাজ ও বণিকগণের গতি বিধি হইত, সুতরাং মহাজনদিগের প্রমুখাৎ বোগদাদ নগরের সংবাদ পাইতে পারিব এবং কখন না কখন ঐ নগরে প্রত্যাগমনের সুযোগ হইতে পারিবে এই আশয়ে আমি সর্ব্বদা তাহাদিগের নিকট যাতায়াত করিতাম। এক দিন আমি মহাজনদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া সমুদ্রতটে দণ্ডায়মান আছি, ইতিমধ্যে এক খানি জাহাজ বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল এবং জাহাজস্থ ব্যক্তিগণ জাহাজ হইতে বাণিজ্য দ্রব্যাদি তীরে তুলিতে লাগিল। আমি ঐ সকল দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকাতে দেখিতে পাইলাম, আমি বালশোরা নগরে যে সকল দ্রব্য সমভিব্যাহারে জাহাজে উঠিয়াছিলাম তন্মধ্যে সে গুলিও রহিয়াছে। ঐ সকল দ্রব্যের উপর আমার নাম অঙ্কিত ছিল এবং আমি পোতাধ্যক্ষকে দেখিয়া চিনিতেও পারিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে আমি জলমগ্ন হইয়াছি, সুতরাং আমি তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া কেবল এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! এ দ্রব্যগুলি কাহার?" জাহাজাধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, "বোগদাদনগরস্থ সিন্দবাদ নামক এক ব্যক্তি বাণিজ্য করণাভিপ্রায়ে আমার জাহাজে আসিয়াছিলেন। এক দিন সমুদ্রমধ্যে একটা প্রকাণ্ড তিমি মৎস্য জলের উপর ভাসিতেছিল তাহাকে দেখিয়া সিন্দবাদ ও জাহাজস্থ আর কতকগুলি লোক দ্বীপ বোধে ঐ মৎস্যের উপর নামিয়া রন্ধনাদি করিতে লাগিল, পরে অগ্নির উত্তাপ লাগাতে ঐ মৎস্য হঠাৎ সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইল তাহাতে বহুলোকের মৃত্যু হইল তন্মধ্যে

সিন্দবাদও প্রাণত্যাগ করিল। এই সকল বাণিজ্য দ্রব্য সেই সিন্দবাদের সুতরাং এই সকল বস্তু বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হইবে, তাহা আমি সিন্দবাদের পরিবারবর্গকে প্রদান করিব সঙ্কল্প করিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "আপনি যে সিন্দবাদকে মৃত স্থির করিয়াছেন আমিই সেই সিন্দবাদ, এবং এই সমস্ত দ্রব্য আমার।" পোতাধ্যক্ষ কোন প্রকারেই তাহা বিশ্বাস করিলেন না, তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল, আমি এক জন প্রতারক। তখন যে প্রকারে আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল এবং যেরূপে আমার মহারাজ নরপতির অশ্বপালগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমি তাহাদিগের সাহায্যে ভূপতির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, আদ্যোপান্ত তৎসমুদায় তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিয়া বলিলাম। ইহাতেও তাঁহার মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না। কিন্তু জাহাজস্থ ব্যক্তিগণ আমাকে জীবিত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করাতে তাঁহার সমস্ত সংশয় দূর হইল। তখন তিনি স্বয়ং আমাকে চিনিতে পারিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং কহিলেন, 'তুমি যে সৌভাগ্যক্রমে মৃত্যু মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ তজ্জন্য আমি জগদীশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি; এক্ষণে এ সকল দ্রব্য তোমার, তুমি এ গুলি গ্রহণ কর।" আমি ঐ সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যে গুলি বিশেষ মূল্যবান্ ছিল সেই সকল বস্তু গ্রহণপূর্ব্বক মহারাজ নৃপতিকে উপায়ন স্বরূপ প্রদান করিলাম। ভূপতি তাহা গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে প্রচুর ধন দিলেন। অনন্তর আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া ও তদ্দেশজাত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত নিজ দ্রব্যাদি বিনিময় করিয়া ঐ জাহাজে আরোহণ করিলাম। পথে আসিতে আসিতে বহু-দ্বীপে বাণিজ্য করাতে, আমার প্রায় লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা লভ্য হইল। আমি সেই সমস্ত অর্থ লইয়া বাটী আসিলাম। বহুকালের পর আমা পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমরা সকলেই এককালে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। অনন্তর আমি অতীত ক্লেশ রাশি বিস্মৃত হইয়া পরম সুখে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ ক্ষেপণ করিবার নিমিত্ত এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া নিজ পরিচর্য্যার্থ বহু দাস দাসী নিযুক্ত করিলাম।

সিন্দবাদ এই বিবরণ সমাপ্ত করিয়া এক শত সুবর্ণ মুদ্রার একটী তোড়া আনাইয়া হিন্দবাদকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "হিন্দবাদ! তুমি ইহা লইয়া অদ্য বাটীতে প্রত্যাগমন কর, কল্য প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার এই খানে আসিয়া আমার অন্যান্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিও।" মোটবাহক ঈদৃশ সম্মান ও পুরস্কার পাইয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া গৃহে গমন করিল। পর দিন হিন্দবাদ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া ঐবদান্য ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করি-

লেন। তৎপরে অন্যান্য সভ্যগণ মিলিত হইলে, ভোজনানন্তর সিন্দবাদ নিজ দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্দবাদের দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রা।

আমি গত কল্য আপনাদিগকে বলিয়াছি যে, প্রথম বাণিজ্য যাত্রা হইতে প্রত্যাগমনের পর আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম বোগদাদ নগরে বাস করিয়াই জীবনের অবশিষ্ট অংশ ক্ষেপন করিব কিন্তু কিছু দিন বাটীতে অবস্থিতি করাতেই আমার মনে এরূপ বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল যে আমি অবিলম্বেই পুনর্ব্বার বাণিজ্য যাত্রার মানস করিলাম। অনন্তর আমি তদভিপ্রায়ে বাণিজ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া কতিপয় বিশ্বস্ত মহাজনের সহিত জাহাজারোহণপূর্ব্বক দ্বিতীয়বার যাত্রা করিলাম। পথে যাইতে যাইতে আমরা বহুদ্বীপে জাহাজ লাগাইয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে লাগিলাম তাহাতে আমাদিগের বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। এক দিবস আমরা এক দ্বীপে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম, তথায় নানা জাতীয় ফলবান্ বৃক্ষ দৃষ্ট হইল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেখানে জনপ্রাণী দেখিতে পাইলাম না। অনন্তর জাহাজস্থ ব্যক্তিগণ যৎকালে তীরে উঠিয়া ফল পুষ্প চয়নের আমোদে মত্ত রহিল, আমি সেই অবকাশে কিঞ্চিৎ সুরা ও খাদ্য দ্রব্য লইয়া এক নদীর ধারে বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশনপূর্ব্বক পান ভোজন করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমার নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে আমি সেই বৃক্ষের ছায়ায় শয়ন করিলাম। আমি কতক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রিত ছিলাম, তাহা এক্ষণে বলিতে পারি না, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম জাহাজ চলিয়া গিয়াছে।

জাহাজ চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমার মনোমধ্যে বিজাতীয় ক্ষোভ জন্মিল। আমি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু আরোহিগণের মধ্যে এক প্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না। পরে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করাতে দেখিতে পাইলাম, জাহাজ পাইল উড়াইয়া এতদূরে গিয়াছে যে কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই উহা দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হইল। তখন আমার চিত্ত কিরূপ নৈরাশ্যে পূর্ণ হইল, তাহা আপনারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমি উপায়ান্তরবিহীন হইয়া ঈশ্বরের প্রতি আত্ম সমর্পণপূর্ব্বক এক প্রকাণ্ড বৃক্ষে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতে লাগিলাম। সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি-পাত করাতে নীলবর্ণ জল ও আকাশ ব্যতিরেকে আর কিছুই নেত্র-গোচর হইল না, পরে স্থলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে কিঞ্চিৎ দূরে একটা ধবলবর্ণ পদার্থ দেখিতে পাইলাম, তদ্দর্শনে আমি তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক যে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে ছিল

তৎপর হইয়া ঐ শুক্ল পদার্থের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। ক্রমে যখন আমি তাহার নিকটবর্ত্তী হইলাম তখন দেখিলাম তাহার আকৃতি একটা প্রকাণ্ড জালার মত এবং তাহার উপরিভাগ অত্যন্ত মসৃণ। যদি তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন দ্বার থাকে এই আশয়ে আমি তাহার চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিলাম কিন্তু কোন দিকেই দ্বার দেখিতে পাইলাম না, এবং তাহার উপরিভাগ এরূপ পিচ্ছিল যে কোন মতে তাহার উপরেও উঠিতে পারিলাম না।

দেখিতে দেখিতে সায়ংকাল উপস্থিত হইল, সূর্য্যদেব রক্তিম বসন পরিধান করিয়া অস্তচল শিখরোন্মুখ হইলেন, এমন সময় অকস্মাৎ গগনমণ্ডল নিবিড় মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইলে যেরূপ হয় সেইরূপ ঘোর অন্ধকারাবৃত হইল। সহসা এইরূপ নিবিড় অন্ধকার দর্শনে আমি সংবৃত হইয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিলাম তাহাতে দৃষ্ট হইল এক প্রকাণ্ড পক্ষী পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক আমার মস্তকোপরিস্থ নভোমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহারই সুদীর্ঘ পক্ষের ছায়া দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছাদিত হওয়াতে চতুর্দ্দিক ঘন তমসাবৃত বোধ হইতেছিল। ইতিপূর্ব্বে, আমি নাবিকদিগের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলাম রক নামে এক বৃহদাকার পক্ষী আছে। সম্প্রতি ঐ পক্ষীকে দেখিয়া আমি অনুমান করিলাম উহাই রকপক্ষী হইবে, আর ধবলবর্ণ প্রকাণ্ড জালার মত যে বস্তু দেখিয়াছি তাহা ইহার অণ্ড হইবে, এই প্রকার স্থির করিয়া আমি ঐ অণ্ডের নিম্নদেশে লুক্কায়িত হইয়া রহিলাম। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে পক্ষী আসিয়া অণ্ডোপরি উপবেশন করিল তাহাতে আমি দেখিলাম উহার পদদ্বয় বিশালতরু মূলের ন্যায় স্থূল।

তদ্দর্শনে আমি স্বীয় উষ্ণীষের বসন দ্বারা আপনাকে ঐ পক্ষীর পদের সহিত এই অভিপ্রায়ে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলাম যে, পরদিন প্রত্যূষে যখন ঐ পক্ষী উড়িয়া যাইবে, তখন সে আমাকেও আপনার সঙ্গে লইয়া যাইবে, তাহাতে আমার এই বিজন স্থান হইতে উদ্ধার হইবে এবং কোন লোকালয়ে গমন ঘটিলেও ঘটিতে পারিবে। ফলতঃ পরদিন প্রাতঃকালে ঐ বিহঙ্গম আমাকে লইয়া আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইল এবং ক্রমশঃ এমত উচ্চে উঠিল যে, তথা হইতে আমি আর পৃথিবীকে দেখিতে পাইলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে হঠাৎ এরূপ বেগে নীচে নামিতে লাগিল যে আমি এককালে জ্ঞানশূন্য হইলাম। অনন্তর যখন ঐ পক্ষী ভূমিতে অবতীর্ণ হইল তখন সৌভাগ্যবশতঃ আমার চৈতন্যোদয় হওয়াতে আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া আপন বন্ধন মোচন করিয়া দিলাম, অনতিবিলম্বে রকপক্ষী একটা প্রকাণ্ড সর্পকে মুখে করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ঐ পক্ষী যে স্থানে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল সে এক প্রকাণ্ড

গহ্বর, এবং তাহা চতুর্দ্দিকে উত্তুঙ্গ শৈলরাজি দ্বারা এরূপ বিরবচ্ছিন্ন ভাবে বেষ্টিত ছিল যে সে সকল অতিক্রম করিয়া স্থানান্তরে যাওয়া নিতান্ত সুকঠিন। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে আমি যে বিজন দ্বীপে ছিলাম তথা হইতে এই নূতন স্থানে আগমন করাতে আমার কিছুমাত্র সুবিধা হইল না। সে যাহা হউক, আমি ঐ গহ্বর মধ্যে পাদ বিহার করিতে করিতে দেখিলাম তথায় অসংখ্য হীরা রহিয়াছে, তাহার এক এক খান এরূপ বৃহৎ যে সেরূপ হীরক কখন কুত্রাপি মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে কি না সন্দেহ। তদ্দর্শনে আমার মনোমধ্যে অত্যন্ত আনন্দোদয় হইল, কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণিক বলিতে হইবে, কেন না অব্যবহিত পরেই গহ্বর মধ্যে বহু বহু অজগর সর্প দেখিবা আমার অন্তঃকরণে বিজাতীয় সন্ত্রাস জন্মিল। ঐ সকল সর্প এমত দীর্ঘ ও স্থূল যে তন্মধ্যে যে গুলা নিতান্ত ক্ষুদ্র সে গুলাও একটা প্রকাণ্ড হস্তীকে অনায়াসে একবারে গ্রাস করিতে পারে। রুক পক্ষী ঐ সকল সর্পের পরম শত্রু এজন্য সর্পগণ দিবাভাগে ভয়প্রযুক্ত আপনার গর্ত্তের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিত, রাত্রি হইলে আহারান্বেষণার্থ গর্ত্ত হইতে বাহির হইত।

বহুক্ষণ একাকী গহ্বর মধ্যে পাদবিহার করিতে করিতে ক্রমে আমার শ্রান্তিবোধ হইল, তাহাতে বিশ্রামার্থ এক স্থানে উপবেশন করিলাম এবং আপনার সঙ্গে যে খাদ্য দ্রব্য আনয়ন করিয়াছিলাম তন্মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ আহার করিলাম। ক্রমশঃ আমার নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে আমি সেই স্থানে শয়ন করিলাম, কিন্তু সবে মাত্র চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়াছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ ভয়ানক শব্দ করিয়া একটা পদার্থ আমার নিকটে পতিত হওয়াতে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমি নেত্রোন্মীলনপূর্ব্বক দেখিলাম সম্মুখে একখান মাংস খণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, অনতিবিলম্বে অন্যান্য স্থানেও সেই প্রকার মাংস খণ্ড পড়িতে আরম্ভ হইল। ইতিপূর্ব্বে যখন আমি নাবিক ও অপরাপর লোকের মুখে শুনিতাম হীরক পূর্ণ এক পর্ব্বতের গহ্বর আছে, হীরক ব্যবসায়িগণ ধূর্ত্ততা প্রকাশপূর্ব্বক তথা হইতে হীরক আনয়ন করে, তখন আমার সে কথা উপন্যাসের ন্যায় অলীক বোধ হইত। কিন্তু সম্প্রতি আমি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম, বস্তুতঃ যৎকালে বাজপক্ষিগণ ইতস্ততঃ শাবকদিগের আহারান্বেষণে প্রবৃত্ত হয় রত্নব্যাপারিরা সেই সময় গহ্বরে নামিতে সাহস না করিয়া সন্নিহিত পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণপূর্ব্বক তথা হইতে বৃহৎ বৃহৎ মাংস খণ্ড গহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহাতে হীরকাদি বিবিধ বহুমূল্য রত্ন দৃঢ়রূপে ঐ মাংসপিণ্ডে সংলগ্ন হয়, তৎপরে যখন বাজপক্ষিগণ সন্তানগণের আহারার্থ ঐ সমস্ত মাংসপিণ্ড মুখে করিয়া শৃঙ্গোপরিস্থ আপন আপন কুলায়ে গমন করে, তখন মহাজনগণ বিকট চীৎকার করিতে থাকে তৎশ্রবণে বাজ-

পক্ষিগণ ভয়ে পলায়ন করে। তদনন্তর ব্যবসায়িগণ পক্ষিদিগের বাসায় উঠিয়া মাংস সংলগ্ন নানাজাতীয় রত্ন সকল আহরণ করে।

ঐ ভীষণ গহ্বর হইতে যে আমি কখন মুক্তিলাভ করিতে পারিব ইতিপূর্ব্বে আমার এমত ভরসা ছিলনা, সুতরাং আমি জীবনের আশায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়া ঐ স্থানকে নিজ সমাধিস্থান জ্ঞান করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি ঐ মাংসপিণ্ড পতনে পুনর্ব্বার আমার মানসক্ষেত্রে আশালতা অঙ্কুরিতা হইল, তাহাতে আমি কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ হীরক সংগ্রহ করিয়া খাদ্য সামগ্রী রাখিবার নিমিত্ত সঙ্গে যে থলিয়া আনীয়াছিলাম তন্মধ্যে রাখিয়া দিলাম। তৎপরে হীরকপূর্ণ ঐ থলিয়াটি কটিদেশে বন্ধন করিয়া এবং একখণ্ড বৃহৎ মাংস পাগড়ির বসন দ্বারা আপন পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া অধোমুখ হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিলাম। অনতিবিলম্বে উৎক্রোশ পক্ষিগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং প্রত্যেকে এক এক খণ্ড মাংস মুখে করিয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা বৃহদাকার পক্ষী আসিয়া আমার পৃষ্ঠদেশ স্থাপিত মাংস পিণ্ডের সহিত আমাকে মুখে তুলিয়া শৈল শিখরস্থ আপন নীড়ে গমন করিল। ইত্যবসরে রত্নব্যবসায়িগণ বিকট চীৎকার করিয়া পক্ষিদিগকে তাড়াইয়া দিয়া রত্ন সংগ্রহ করিতে লাগিল। আমি যে বাসায় ছিলাম দৈবক্রমে এক ব্যক্তি তথায় উঠিয়া আমাকে দেখিয়া প্রথমতঃ মহা ভীত হইল, কিঞ্চিৎক্ষণ পরে সে শঙ্কা পরিত্যাগ করিল, কিন্তু আমি কে এবং কিরূপে তথায় উপস্থিত হইলাম তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি যে তাহার হীরক অপহরণ করিয়াছি এই বিষয় লইয়া আমার সহিত কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমি বলিলাম, "তুমি তজ্জন্য চিন্তিত হইও না, আমার নিকট এত হীরা আছে যে আমাদিগের দুই জনের পর্য্যাপ্ত হইবে, এবং সে গুলি এরূপ মনোহর যে তোমার সমভিব্যাহারী ব্যাপারিগণ তদ্রূপ হীরক কখন চক্ষেও দেখে নাই।" এই কথা বলিয়া আমি তাহাকে সেই সকল হীরক দেখাইতেছি, ইতিমধ্যে অন্যান্য ব্যবসায়িগণ আমাকে ঐ স্থানে দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এবং যখন তাহারা আমার বৃত্তান্ত শুনিল তখন তাহাদিগের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না।

তদনন্তর রত্নব্যাপারিগণ আমাকে আপনাদিগের আলয়ে লইয়া গেল। তথায় আমি চর্ম্মাবরণ হইতে হীরকগুলি বাহির করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে প্রদর্শন করিলে, তাহারা সে গুলির বৃহত্ত্বদর্শনে চমৎকৃত হইয়া সকলে এক বাক্যে কহিল, "আমরা অনেক রাজার নিকট গতিবিধি করিয়াছি, কিন্তু কোন রাজভাণ্ডারেই এরূপ অপূর্ব্ব হীরক দর্শন করি নাই।" ক্রমাগত কয়েক দিবস রত্নব্যাপারিগণ গহ্বরমধ্যে মাংস পিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া স্ব স্ব ভাগ্যানুরূপ রত্নলাভ দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে,

পর, পরদিন প্রভাতে তাহারা সকলে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল, আমিও তাহাদিগের সমভিব্যাহারী হইলাম। পথিমধ্যে আমাদিগকে অনেক উচ্চ পর্ব্বতের ধার দিয়া যাইতে হইল, ঐ সমস্ত পর্ব্বত অসংখ্য অজগর সর্পে বিকীর্ণ, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ গমনকালে আমাদিগের কোন বিপত্তি ঘটে নাই। অনন্তর আমরা এক বন্দরে যাইয়া পোতা-রোহণপূর্ব্বক এক দ্বীপে উপস্থিত হইয়া অনেক কর্পূরের বৃক্ষ দেখি-লাম। ঐ বৃক্ষ অতি উচ্চ এবং তাহার শাখা সকল এমত ঘন যে তাহার তলায় বসিয়া একশত ব্যক্তি অনায়াসে শ্রান্তিদূর করিতে পারে। কর্পূর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ঐ বৃক্ষের উপরিভাগে একটী ছিদ্র করিয়া তন্নিম্নদেশে একটা পাত্র রাখিতে হয়, তাহাতে ছিদ্র দিয়া বৃক্ষের রস পতিত হয়, ক্রমে ঐ রস ঘনীভূত হইলেই কর্পূর জন্মে। এইরূপে যখন বৃক্ষ একবারে নীরস হয়, তখন তাহা শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। প্রত্যা-গমন সময়েও আমি এই প্রকার অন্যান্য বিবিধ অদ্ভুত পদার্থ ও জন্তু দর্শন করিলাম। সে যাহা হউক, আমি পূর্ব্বোক্ত দ্বীপে কয়েক খানা হীরা বিক্রয় করিয়া তন্মূল্যে তত্রস্থ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া বহু বাণিজ্য স্থানে পর্য্যটন করণানন্তর বালশোরা নগরে উপ-নীত হইলাম। তৎপরে তথা হইতে বোগদাদনগরস্থ স্বীয় অট্টালিকায় আগমনপূর্ব্বক দরিদ্র ও অনাথদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া বহু কষ্টোপলব্ধ ঐশ্বর্য্য লইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

এইরূপে সিন্দবাদ নিজ দ্বিতীয় বাণিজ্যযাত্রার বিবরণ সমাপ্ত করিয়া হিন্দবাদকে আর একশত সুবর্ণ মুদ্রা প্রাদানপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি কল্য আসিয়া আমার তৃতীয় বাণিজ্যযাত্রার বিবরণ শুনিও।" পর দিন হিন্দবাদ ও অন্যান্য সভাগণ নিয়মিত সময়ে তথায় আসিয়া একত্রিত হইলে, সিন্দবাদ এইরূপে আপনার তৃতীয় বাণিজ্যযাত্রার বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্দবাদের তৃতীয় বাণিজ্য যাত্রা।

প্রথম ও দ্বিতীয় বাণিজ্যযাত্রায় আমি যে দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করি য়াছিলাম কিছুকাল স্বচ্ছন্দে বাটীতে অবস্থিতি করায় আমি তাহা এক-বারে বিস্মৃত হইলাম, সুতরাং যৌবনাবস্থায় এককালে অলস হইয়া গৃহে বাস করিতে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ হওয়াতে, আমি আর কোন বিপদ-কেই ভয় করিব না মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া স্বদেশজাত উত্তম উত্তম বাণিজ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া বোগদাদনগর হইতে বালশোরা নগরে গমন করিলাম। তথায় অন্যান্য মহাজনের সহিত অর্ণবযানারোহণ-পূর্ব্বক সমুদ্রপথে যাত্রা করিয়া বহু বন্দরে জাহাজ লাগাইয়া বাণিজ্য

করিতে লাগিলাম। এক দিবস হঠাৎ সমুদ্রমধ্যে এক প্রবল বাত্যা উত্থিত হওয়াতে আমাদিগের জাহাজ বিপথগামী হইল। ঐ বাত্যা কয়েক দিবস পর্য্যন্ত সমভাব থাকাতে জাহাজ এক দ্বীপের বন্দরে গিয়া পড়িল, তথায় জাহাজ লাগান হয় পোতাধ্যক্ষের এরূপ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু উপায়ান্তর না থাকাতে তিনি সেই স্থানে জাহাজ নঙ্গর করিতে বাধ্য হইলেন। জাহাজ নঙ্গর করা হইলে পর পোতাধ্যক্ষ বলিলেন, "এই দ্বীপে এবং ইহার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী দ্বীপে এক প্রকার লোমবিশিষ্ট অসভ্যজাতি বাস করে, তাহারা এই মুহূর্ত্তে আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। তাহারা যদিও দেখিতে অত্যন্ত খর্ব্বাকার, তথাপি বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে আমরা তাহাদিগকে কিছুমাত্র বাধা দিতে পারিব না, কারণ তাহারা পতঙ্গ পালের ন্যায় অসংখ্য, এবং যদ্যপি তাহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাদিগের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে তাহারা একবারে সকলে আসিয়া আমাদিগের প্রাণ সংহার করিবে।"

জাহাজাধ্যক্ষের মুখে এই কথা শুনিয়া জাহাজস্থ তাবৎ লোক ভয়ে মৃতপ্রায় হইল। ফলতঃ তিনি যাহা বলিলেন তাহাই ঘটিল, অল্পকাল মধ্যেই রক্তবর্ণ লোমবিশিষ্ট বন্য মনুষ্য সকল পতঙ্গ পালের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া সন্তরণ প্রদানপূর্ব্বক এমত সত্বর জাহাজে উঠিতে লাগিল যে তদ্দর্শনে আমরা চমৎকৃত হইয়া রহিলাম। আমরা স্বচক্ষে এই সমস্ত ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু সন্ত্রাস বশতঃ আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগকে একটীও কথা বলিতে সাহসী হইলাম না। অল্পকাল মধ্যেই তাহারা আমাদিগের জাহাজের পাইল খুলিয়া দিল, এবং কাছি কাটিয়া দিল, পরিশেষে আমাদিগকে তীরে নামাইয়া দিয়া আপনারা যে স্থান হইতে আসিয়াছিল সেই স্থানের অভিমুখে জাহাজ লইয়া গেল।

এইরূপে আমরা একান্ত নিরুপায় হইয়া ঐ দ্বীপের উপর গমন পূর্ব্বক আমাদিগের জীবন রক্ষার উপযোগী বিবিধ ফলমূলাদি দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম। তৎপরে আর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আমরা বহুদূরে এক অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। ক্রমে আমরা তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম যে সেটি এক অত্যুচ্চ এবং অপূর্ব্ব রাজপ্রাসাদ, তাহার বহির্দ্বার বহু মূল্য সুগন্ধি কাষ্ঠনির্ম্মিত। আমরা দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিতে পাইলাম সম্মুখভাগে বারান্দার নীচে একটী বিস্তীর্ণ মহল রহিয়াছে, তাহার একদিকে রাশীকৃত নরাস্থি ও অন্য দিকে মাংস দগ্ধ করিবার জন্য লৌহশলাকা সকল সজ্জিত আছে, তদ্দর্শনে আমাদিগের অন্তঃকরণে বিজাতীয় ভয় জন্মিল। অনতিবিলম্বেই বারান্দার ভিতর হইতে ঐ প্রকোষ্ঠের দ্বার মুক্ত হইল এবং তন্মধ্য দিয়া তালবৃক্ষের ন্যায়

উচ্চ, ভীষণমূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণ এক রাক্ষস তথায় আসিল। তাহার কপালে প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় একটীমাত্র চক্ষু জ্বলিতেছিল, দন্ত সকল তীক্ষ্ণাগ্র ও এরূপ দীর্ঘ যে তদীয় বিস্তৃত বদনমধ্যে সেগুলা স্থান প্রাপ্ত না হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, অধর বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, কর্ণদ্বয় করি কর্ণের ন্যায় স্কন্ধদেশ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছিল, এবং নখগুলা পক্ষীর নখরের ন্যায় দীর্ঘ ও বক্র। ঐ রাক্ষসকে দেখিবামাত্র আমরা ভয়ে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলাম।

চৈতন্যোদয় হইলে দেখিলাম যে বারান্দার নীচে বসিয়া আমাদিগের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। কিয়ৎক্ষণ পরে সে নিকটে আসিয়া গ্রীবা ধারণপূর্ব্বক আমাকে তুলিল, কিন্তু আমাকে অত্যন্ত কৃশ দেখিয়া পরিত্যাগ করিল। তৎপরে সে একে একে আর আর সকলকে পরীক্ষা করিতে লাগিল, এবং জাহাজাধ্যক্ষকে সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলকায় দেখিয়া এক হস্তে তাঁহাকে ধারণ করিয়া অন্য হস্ত দ্বারা তাঁহার শরীরমধ্যে একটা লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া দিল। তদনন্তর তাঁহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে ভোজন করিল। আহারান্তে সে সেই স্থানে শয়ন করিয়া মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর নাসিকার শব্দ করত' নিদ্রা গেল। আমরা সমস্ত রাত্রি ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিলাম, কেহ কাহার সহিত বাক্যালাপ করি আমাদিগের এমত সাহস হইল না। অনন্তর পিশিতাশন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুরী হইতে বহির্গত হইল। ক্রমে যখন আমরা তাহাকে সে স্থান হইতে বহু দূরবর্ত্তী বোধ করিলাম, তখন আর মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে না পারিয়া সকলে এককালে হাহাকার শব্দ করিয়া আপনাদিগের দুর্দ্দশার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রাক্ষসের হস্ত হইতে আপনাদিগের কি প্রকারে মুক্তিলাভ হইবে তদ্বিষয়ক চিন্তায় আমরা সমস্ত দিবস অতিবাহিত করিলাম, কিন্তু কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে তাহা সুসিদ্ধ হইবে তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইলাম না। সায়ংকাল উপস্থিত হইলে মনুষ্যভক্ষক পুনর্ব্বার আসিয়া আমাদিগের মধ্য হইতে আর এক ব্যক্তিকে সেইরূপ দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিল, এবং সমস্ত রাত্রি পূর্ব্ববৎ নিদ্রিত থাকিয়া প্রভাতে উঠিয়া তথা হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

এই শোচনীয় অবস্থা হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমি মনোমধ্যে একটী উপায় স্থির করিয়া আমার সঙ্গিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলাম, "হে ভ্রাতৃগণ! যদি তোমরা আমার উপদেশানুরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, আমি তোমাদিগকে একটী সৎপরামর্শ প্রদান করি। আমরা সকলেই সমুদ্রতটে অনেক বাহ্যদ্রব্য কাষ্ঠ দেখিয়াছি, আইস আমরা ঐ সকল কাষ্ঠদ্বারা কয়েক খানি ক্ষুদ্র

নৌকা প্রস্তুত করিয়া জলে ভাসাইয়া রাখি, আর আমাদিগের দুরন্ত শত্রুকে বধ করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করি। যদি ঈশ্বর প্রসাদে আমরা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা হইলে, আমরা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক এই দ্বীপে আর কিছুকাল অবস্থিতি করিব, পশ্চাৎ নিকট দিয়া কোন জাহাজাদি গমন করিলে আমরা তদ্‌যোগে এই ভয়ঙ্কর দ্বীপ হইতে প্রস্থান করিব, আর যদি দুর্দ্দৈববশতঃ আমরা শত্রুনিপাত করিতে না পারি তাহা হইলে আর কালবিলম্ব না করিয়া তরি আরোহণপূর্ব্বক এস্থান হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিব, তাহাতে যদি নিতান্তই আমাদিগকে সাগরগর্ভে প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও আমার বিবেচনায় এই দুর্বৃত্ত রাক্ষসাধমের উদরসাৎ হওয়া অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর।"আমার এই উপদেশ সকলের মনোনীত হইলে, আমরা সমুদ্রতীরে যাইয়া কয়েক খানি এরূপ ক্ষুদ্র নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম যে, যাহার প্রত্যেক খানিতে একবারে তিন জন আরোহণ করিতে পারে।

দিবাবসানে আমরা পুনর্ব্বার ঐ বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ নিশাচর আসিয়া আমাদিগের আর একজন সঙ্গীকে সেইরূপ ভক্ষণ করিয়া নিদ্রা গেল। রাক্ষস যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত তখন আমি ও আমার আট জন সঙ্গী প্রত্যেকে এক একটা লৌহশলাকা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া, সকলে একবারে সাহসপূর্ব্বক নিকটে যাইয়া তাহার নেত্রমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলাম,তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ অন্ধ হইল। অনন্তর ঐ নিশাচর চক্ষুর বেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে উঠিয়া করপ্রসারণপূর্ব্বক আমাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিল,কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া দ্বার অনুসন্ধানপূর্ব্বক ভীষণ স্বরে চীৎকার করিতে করিতে পুরী হইতে বহির্গত হইল। আমরা ঐ অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া রাক্ষসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন পূর্ব্বক ক্রমে সমুদ্রতটে উপনীত হইয়া ক্ষুদ্র নৌকা গুলি জলে ভাসাইয়া রাখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যদি প্রভাত পর্য্যন্ত মনুষ্যভক্ষক আমাদিগের নিকট ফিরিয়া না আসে এবং তাহার আর্ত্তনাদ দূর হইতে আমাদিগের আর শ্রুতিগোচর না হয় তাহা হইলে সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ইহা নিশ্চয় করিয়া আমরা ঐ দ্বীপে আর কিছু কালের জন্য অবস্থিতি করিব। কিন্তু রজনী শেষ না হইতে হইতেই আমরা দূর হইতে দেখিতে পাইলাম ঐরূপ ভীষণ মুর্ত্তি আর দুইটা রাক্ষসের হস্ত ধারণপূর্ব্বক আমাদিগের সেই দুরন্ত শত্রু আসিতেছে এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অসংখ্য রাক্ষস দ্রুতপদে আগমন করিতেছে।

আমরা এই ভয়ানক কাণ্ড দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নৌকারোহণপূর্ব্বক ক্ষেপণীসঞ্চালন দ্বারা তীর হইতে দূরে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

রাক্ষসগণ তদ্দর্শনে তীরাভিমুখে দৌড়িয়া আসিল, এবং বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর তুলিয়া আমাদিগের তরি লক্ষ্য করিয়া এরূপ বেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল যে তাহাতে আমি এবং আমার সঙ্গিদ্বয় যে নৌকায় ছিলাম তদ্ব্যতিরেকে আর সমস্ত নৌকাই জলমগ্ন হইল। আমরা সাধ্যানুসারে সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি ক্ষেপণী চালন করিয়া সৌভাগ্যবশতঃ পর দিবস প্রাতঃকালে আর এক দ্বীপে গিয়া উপনীত হইলাম। তাহাতে তিন জন হৃষ্টান্তঃকরণে তীরে উঠিয়া তত্রস্থ উত্তম উত্তম ফল আহার করিয়া স্বাভাবিক বল প্রাপ্ত হইলাম। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে আমরা শ্রান্তিপ্রযুক্ত অন্য স্থানে না যাইয়া সমুদ্র তটেই শয়ন করিয়া আছি, ইতিমধ্যে হঠাৎ একটা শব্দ হওয়াতে আমরা নেত্রোন্মীলন-পূর্ব্বক দেখিলাম তালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ একটা সর্প গর্জ্জন করিতে করিতে আমাদিগের নিকটে আসিয়া আমার এক জন সঙ্গীকে ধরিল। আমার সঙ্গী সর্পের মুখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বিশেষ বল-প্রকাশ করিয়া পরিশেষে করুণ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন কিন্তু ভুজঙ্গ তাহাকে দুই তিন বার ভূমিতে আছাড়িয়া একবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল। আমরা এই ব্যাপার দেখিয়া ভয়ার্ত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে দূরে পলায়ন করিলাম।

পর দিবস আমরা দুইজনে ঐ দ্বীপে ভ্রমণ করিতে করিতে একটা অত্যুচ্চ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক নিরাপদে রাত্রি যাপন করিতে মনস্থ করিয়া ফল মূলাদি কিঞ্চিৎ আহার করিয়া সন্ধ্যা-কালে ঐ বৃক্ষে উঠিয়া রহিলাম। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে ঐ ভীষণমূর্ত্তি সর্প গর্জ্জন করিতে করিতে আসিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আমার সঙ্গীকে দেখিতে পাইয়া মুখ ব্যাদানপূর্ব্বক তাহাকে একবারে গ্রাস করিল। সৌভাগ্যক্রমে আমি বৃক্ষের একটা অতি উচ্চশাখায় বসিয়াছিলাম, সুতরাং সর্প আমাকে দেখিতে না পাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। আমি সূর্য্যোদয়পর্য্যন্ত ঐ বৃক্ষে থাকিয়া প্রাতঃকালে মৃতপ্রায় বৃক্ষ হইতে ভূমিতে নামিলাম, কিন্তু স্বচক্ষে সঙ্গিদ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া আমাকেও সেই রূপে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হইবে ইহা স্থির করিয়া জীবনের আশায় এক কালে জলাঞ্জলি দিয়া সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু মনুষ্যের স্বভাবতঃ জীবনের প্রতি এরূপ মমতা যে, ক্ষণকালমধ্যেই আমার মানসিক ভাবের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় হইল, সুতরাং আমি পরমেশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে নিরস্ত হইলাম। তৎপরে আমি রাশীকৃত কাষ্ঠ ও শুষ্ক তৃণ একত্রিত করিয়া বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিলাম, এবং রাত্রি হইলে তাহাতে অগ্নি লাগাইয়া আমি বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া থাকিলাম। নিয়মিত সময়ে সর্প আসিয়া আমাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত বৃক্ষের চারিদিক

পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু অগ্নিদুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া সমস্ত রাত্রি তথায় অতিবাহনপূর্ব্বক প্রাতঃকালে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল।

অনন্তর যখন সূর্য্যোদয় হইল, তখন আমার অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ আশ্বাস জন্মিল, তাহাতে আমি বৃক্ষ হইতে নামিলাম, কিন্তু সমস্ত রাত্রি আমি যে প্রকার দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলাম তাহাতে মৃত্যু আমার নিতান্ত প্রার্থনীয় হইয়াছিল। সুতরাং আমি জীবনের মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বদিবসের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিবার আশয়ে সমুদ্রতীরে গমন করিলাম। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার জীবগণের প্রতি কি অপার করুণা যে আমি তটে উপস্থিত হইবামাত্র দেখিতে পাইলাম বহু দূরে এক খান জাহাজ পাইল ভরে সমুদ্র দিয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে আমি উচ্চৈঃস্বরে, নাবিকগণকে ডাকিতে লাগিলাম। এবং পাছে তাহারা আমাকে না দেখিতে পায় এই আশঙ্কায় আমি পাগড়ির বস্ত্র খুলিয়া উড়াইতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপ করাতে জাহাজের লোক সকল আমাকে দেখিতে পাইল, এবং পোতাধ্যক্ষ আমাকে উঠাইয়া লইবার জন্য ক্ষুদ্র তরি প্রেরণ করিলেন। আমি নৌকা করিয়া জাহাজে উপস্থিত হইবামাত্র মহাজন ও নাবিকগণ আমার চতুর্দ্দিকে আসিয়া ঐ বিজন দ্বীপে আমি কি প্রকারে আসিয়াছিলাম তদ্বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি কিছুমাত্র গোপন না করিয়া তাহাদিগের নিকট আদ্যোপান্ত আপন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম।

যে সকল বিষম বিপদ হইতে আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল সেই সকল বিপদের কথা শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইল, কিন্তু সেই সমস্ত বিপদ হইতে যে আমি মুক্তিলাভ করিয়াছি তন্নিমিত্ত তাহারা অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিল, তৎপরে তাহারা আহারার্থ আমাকে সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিল। জাহাজাধ্যক্ষ এক জন সদাশয় লোক ছিলেন, তিনি আমাকে ছিন্নবস্ত্র পরিহিত দেখিয়া দয়াপূর্ব্বক নিজ পরিচ্ছদ সকলের মধ্য হইতে এক খানি বস্ত্র আমাকে দিলেন। তৎপরে কিছুকাল জাহাজে থাকিয়া পরিশেষে আমরা সলাবত নামক দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলাম। তথায় জাহাজ নঙ্গর হইলে পর ব্যবসায়িগন বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে জাহাজ হইতে আপন আপন দ্রব্য নামাইতে আরম্ভ করিলেন। জাহাজাধ্যক্ষ আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "ভাই! এই জাহাজে এক মহাজন আসিয়াছিলেন, কিছু দিন হইল, তিনি পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার কিঞ্চিৎ দ্রব্য আমার জাহাজে আছে সে গুলি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইব তাহা আমি তাঁহার পরিবার বর্গকে প্রদান করিব মনস্থ করিয়াছি, অতএব যদি তুমি ঐ সমস্ত বস্তু বিক্রয় করিয়া দিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার কর, তাহা হইলে

অ্যাক্ত তোমাকে উচিত পুরস্কার দিব।” তিনি ঐ সকল দ্রব্য আমার হস্তে সমর্পণ করাতে আমি তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলাম, কারণ নিঃবচ্ছিন্ন অলস হইয়া থাকাকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম। অনন্তর জাহাজের মুহুরি প্রত্যেক মহাজনের নাম ও বাণিজ্য দ্রব্য সকল উল্লেখপূর্ব্বক এক খানি ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া আমার হস্তে যে সমস্ত দ্রব্য সমর্পিত হইল সে সমস্ত দ্রব্যের প্রকৃত অধিকারী কে এই বিষয় জাহাজাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন, “এ সমস্ত দ্রব্য সিন্দবাদ নাবিকের।”

জাহাজাধ্যক্ষের মুখ হইতে এই কথা নির্গত হইবামাত্র আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম, এবং এক দৃষ্টে ক্ষণকাল তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া জানিতে পারিলাম, যাঁহার জাহাজে আরোহণ করিয়া আমি দ্বিতীয়বার বাণিজ্যযাত্রা করিয়াছিলাম এবং যিনি আমাকে তিদ্রিতাবস্থায় এক দ্বীপে পরিত্যাগ করিয়া জাহাজ খুলিয়া গমন করেন, তিনিই সেই ব্যক্তি। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহাশয়! এই সমস্ত দ্রব্যের অধিকারীর নাম কি সিন্দবাদ?” জাহাজাধ্যক্ষ কহিলেন, “হঁা! ঐ ব্যক্তির নাম সিন্দবাদ। সিন্দবাদের বাটী বোগদাদ নগরে, তিনি তথা হইতে বালশোরায় আসিয়া আমার জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে এক দিবস আমাদিগের অত্যন্ত জল কষ্ট হওয়াতে আমরা এক দ্বীপে জাহাজ লাগাইয়া তথা হইতে জল তুলিয়া লইতেছিলাম, ইতিমধ্যে জাহাজস্থ লোক সকল দ্বীপদর্শনার্থ তীরে উঠিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিল। অনন্তর যখন আমরা সুবায়ুযোগে তথা হইতে জাহাজ খুলিয়া দিলাম, তখন অন্যান্য আরোহিগণ জাহাজে আসিয়া উঠিল কিন্তু সিন্দবাদ আসিল না। আমি অনবধানতাবশতঃ সে সময় তাহা দেখিতে পাই নাই, আরোহীদিগের মধ্যেও কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই। অবশেষে যখন জাহাজ বহু দূর গমন করিল তখন জানিতে পারিলাম যে আমি সিন্দবাদকে ঐ দ্বীপে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু তৎকালে জানিতে পারিয়া আমি কিছুই প্রতিবিধান করিতে পারিলাম না।”

এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, “তবে কি আপনি সিন্দবাদকে মৃত স্থির করিয়াছেন?” জাহাজাধ্যক্ষ কহিলেন, “হঁা, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ কি?” তখন আমি বলিলাম, “না মহাশয়, সিন্দবাদ অদ্যাপি জীবিত আছে, আপনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, আমিই সেই সিন্দবাদ, আমাকেই আপনি সেই অরণ্যময় দ্বীপে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন।” এই কথা শুনিয়া জাহাজাধ্যক্ষ মনোযোগপূর্ব্বক আমার মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে আমাকে চিনিতে পারিয়া আলিঙ্গন করিলেন, এবং আনন্দগদ্গদ-স্বরে

কহিলেন, "পরমেশ্বর ধন্য, এত দিনের পর আমি দোষ মুক্ত হইলাম। এক্ষণে তুমি আপন দ্রব্যগুলি স্বহস্তে গ্রহণ কর, আমি এতাবৎকাল এ গুলি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছি, এবং যাহাতে এই সকল দ্রব্য দ্বারা বিশেষ লভ্য হয়, তদ্বিষয়েও বিশেষ মনোযোগী হইয়াছি।" এই কথা বলিয়া লভ্য সমেত অনেক অর্থ ও ঐ সমস্ত দ্রব্য আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমি পরমানন্দিত হইয়া তাঁহার নিকট বিস্তর কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক সলাবত দ্বীপ হইতে অন্য এক দ্বীপে গমন করিয়া বাণিজ্য করিতে লাগিলাম। এইরূপে বহু দিন সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে বিপুল ঐশ্বর্য্য লইয়া বালশোরায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। তৎপরে তথা হইতে বোগদাদ নগরস্থ আপন বাটীতে আসিয়া দীন দুঃখী অনাথগণকে বহু ধন বিতরণ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলাম।

এইরূপে সিন্দবাদ তৃতীয় বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ সমাপ্ত করিয়া হিন্দবাদকে আর এক শত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে পরদিন আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। পর দিবস হিন্দবাদ ও আর আর সভ্যগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে সিন্দবাদ আহারাদির পর তাহাদিগের নিকট নিজ চতুর্থ বাণিজ্য যাত্রার বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্দবাদের চতুর্থ বাণিজ্য যাত্রা।

তৃতীয় বাণিজ্য যাত্রার পর আমি বাটী আসিয়া যে সুখভোগ করিতে লাগিলাম, কিছু দিনের মধ্যেই তাহা আমার অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিল। দেশ পর্য্যটনেচ্ছা ও নব বস্তু সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষা পুনরায় বলবতী হইল। অতএব আমি নিজ সম্পত্ত্যাদির একটা বন্দোবস্ত করিয়া যে যে স্থানে বাণিজ্য করিতে যাইব সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, সেই সকল স্থানের প্রয়োজনীয় বাণিজ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলাম। প্রথমতঃ আমি পারস্য দেশের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে তত্রস্থ এক বন্দরে গিয়া জাহাজারোহণ করিলাম। কিছু দিনের পর সমুদ্রমধ্যে এক দিবস হঠাৎ একটা প্রবল বায়ু উঠিল, তদ্দর্শনে জাহাজাধ্যক্ষ প্রাণপণে জাহাজ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে-লাগিলেন, কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে জাহাজের পাইল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, পরিশেষে জাহাজ প্রবল বেগে এক চড়ায় লাগিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, তাহাতে প্রায় জাহাজস্থ তাবৎ লোক বাণিজ্য দ্রব্যাদির সহিত একবারে জলমগ্ন হইল। দৈবক্রমে আমি ও আর কতিপয় লোক জাহাজের একখান তক্তা পাইয়া তদবলম্বনপূর্ব্বক ভাসিতে ভাসিতে সন্নিহিত এক দ্বীপে গিয়া উপনীত হই-

লাম। ঐ দ্বীপে আহারার্থ সুস্বাদু ফল ও পানার্থ নির্ম্মল জল প্রাপ্ত হইয়া আমরা তদ্দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিলাম, পরে রাত্রি উপস্থিত হইলে সমুদ্রতীরে যাইয়া শয়ন করিয়া থাকিলাম।

পর দিন সূর্য্যোদয় হইবামাত্র আমরা তথা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ঐ দ্বীপের উপর ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম বহু দূরে কতকগুলি গৃহ রহিয়াছে। গৃহ দেখিবামাত্র আমরা তাহা লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলাম, ক্রমে যখন ঐ সকল গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন অকস্মাৎ অনেকগুলা অসভ্য কাফ্রি আসিয়া আমাদিগের উপর আক্রমণ করিল, এবং আপনাদিগের মধ্যে আমাদিগকে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকে আপন আপন অংশ লইয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। আমি ও আর পাঁচ জন সঙ্গী এক জনের অংশে পড়িয়াছিলাম। ঐ ব্যক্তি আমাদিগকে বাটীতে লইয়া গিয়া এক প্রকার লতা আহার করিতে দিল। আমার সঙ্গিগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অবিশঙ্কিতচিত্তে তাহা আগ্রহপূর্ব্বক ভক্ষণ করিল, কিন্তু আমার অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ সন্দেহ জন্মিয়াছিল, সুতরাং আমি কিছুমাত্র আস্বাদন করিলাম না, তাহাতে আমার পক্ষে বিশেষ মঙ্গল হইল, কারণ সঙ্গিগণ ঐ সকল লতা ভক্ষণ করিয়া উন্মত্তবৎ এককালে জ্ঞানশূন্য হইল। তৎপরে কাফ্রিরা নারিকেল তৈলে অন্ন পাক করিয়া আমাদিগকে আহার করিতে দিল। আমার সঙ্গিগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা প্রচুর পরিমাণে সেই অন্ন আহার করিল, আমি যদিও তাহা আহার করিলাম তথাপি অতি অল্প। অসভ্যগণ এই অভিপ্রায়ে আমাদিগকে প্রথমতঃ লতা ভক্ষণ করিতে দিয়াছিল যে, তাহা ভক্ষণ করিয়া আমরা অজ্ঞান হইব। তৎপরে তাহারা এই মর্ম্মে আমাদিগকে তৈলাক্ত অন্ন ভোজন করাইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা আমরা হৃষ্টপুষ্ট হইলে তাহারা আমাদিগকে ধরিয়া আহার করিবে। ফলতঃ সঙ্গিগণ ঐ অন্ন আহার করিতে করিতে বিলক্ষণ স্থূলাঙ্গ হইল, অসভ্যগণ তদ্দর্শনে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে বধ করিয়া ভোজন করিল। আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল, এজন্য আমি অধিক পরিমাণে ঐ অন্ন আহার করিতাম না, সুতরাং স্থূলকায় হওয়া দূরে থাকু বরং সর্ব্বদা দুশ্চিন্তাবশতঃ অতিশয় কৃশাঙ্গ হইয়াছিলাম, এ কারণ তাহারা আমাকে রুগ্ন ও ক্ষীণ কলেবর দেখিয়া তৎকালে হত্যা করিল না। ইতিমধ্যে আমি সেখানে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক স্বাধীনতা লাভ করিলাম. ক্রমে এ প্রকার হইল যে, তাহারা আমার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিত না, তাহাতে এক দিবস আমি সে স্থান হইতে পলায়নের বিলক্ষণ সুবিধা দেখিয়া ঐ বাটী হইতে বাহির হইলাম। অনন্তর অবিশ্রান্ত গমন করিয়া রাত্রিকালে এক স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক সঙ্গে যে খাদ্য সামগ্রী লইয়াছিলাম, তন্মাত্র আহার করিয়া পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এই-

রূপে ক্রমাগত সাত দিন পর্য্যটনের পর অষ্টম দিবসে সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই সময়ে কেবল নারিকেল ও নারিকেল জলে কথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করিয়াছিলাম। সমুদ্রতীরে আসিবামাত্র দেখিতে পাইলাম, কতকগুলি গৌরাঙ্গ মনুষ্য গোল মরিচ তুলিতেছে। আমি নির্ভয়-চিত্তে তাহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইলাম।

তাহারা আমাকে দেখিবামাত্র নিকটে আসিয়া আরবীয় ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে এবং কোথা হইতে আসিতেছ?" তাহাদিগের মুখে স্বজাতীয় ভাষা শ্রবণমাত্র আমার যৎপরোনাস্তি আনন্দোদয় হইল এবং যেরূপে সমুদ্রে যানভঙ্গ হওয়াতে জলমগ্ন হইয়া পরিশেষে বন্য কাফ্রিদিগের হস্তে পতিত হই; আদ্যোপান্ত সেই সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাদিগের নিকট কহিলাম। তাহারা সকলেই শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল। অনন্তর তাহাদিগের গোল মরিচ সংগ্রহ করা শেষ হইলে পর তাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া যানারোহণপূর্ব্বক আপনাদিগের দ্বীপে যাইয়া আমাকে রাজার সম্মুখে লইয়া গেল। ভূপতি আমার সমস্ত বিবরণ শুনিয়া আমার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন, এবং আমাকে পরিধেয় বসনাদি প্রদান পুরঃসর স্নেহপূর্ব্বক নিকটে রাখিলেন। ঐ দ্বীপ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ও বহুজনাকীর্ণ, এবং তাহার রাজধানী একটী বিস্তৃত বাণিজ্য স্থান ছিল।

ঐ দ্বীপে একটী বিষয় দেখিয়া আমি বিশেষ চমৎকৃত হইলাম, তথায় কি রাজা কি প্রজা সকলেই জিন ও লাগাম হীন অশ্বে আরোহণ করিত। এক দিবস আমি রাজার নিকট ঐ বিষয়ের উত্থাপন করাতে তিনি বলিলেন, "তাঁহার রাজ্যে কোন ব্যক্তিই ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহার পরিজ্ঞাত নহে।" ইহা শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ এক জন কারিকরের নিকট যাইয়া জিন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত তাহাকে জিনের আদর্শ দিলাম। সে তাহা প্রস্তুত করিলে পর আমি তাহা চর্ম্ম ও মকমলে মণ্ডিত করিয়া তদুপরি স্বর্ণের কার্য্য করিলাম। তৎপরে আমি যত্নপূর্ব্বক লাগাম ও রেকাব প্রস্তুত করিয়া ভূপতিকে উপঢৌকন দিলাম। রাজা ঐ সকল সামগ্রী দ্বারা নিজ অশ্বকে সুসজ্জিত করিয়া তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক পরম প্রীত হইয়া আমাকে অনেক পারিতোষিক দিলেন। এইরূপ বিবিধ প্রকারে আমি নৃপতির সন্তোষোৎপাদন করাতে, এক দিবস তিনি আমাকে নির্জ্জনে বলিলেন, "সিন্দবাদ! আমি তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করি, প্রজারাও তোমাকে তজ্জন্য বিলক্ষণ মান্য করে, অতএব তোমাকে আমি এক বিষয়ের জন্য অনুরোধ করিতে ইচ্ছা করি, তোমাকে আমার সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।" আমি উত্তর করিলাম, "মহারাজ! আপনকার আদেশ আমার শিরোধার্য্য, যাহা বলিতে ইচ্ছা হয়, এই দণ্ডে আজ্ঞা করুন।" নরেন্দ্র কহিলেন,

আমার ইচ্ছা এই যে তুমি স্বদেশ গমনের চিন্তা একবারে পরিত্যাগ করতঃ এই খানে বিবাহ করিয়া চিরকাল বাস কর।" আমি ভূপতির অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে, তিনি তদ্দ্বীপজা পরম রূপবতী এক সম্ভ্রান্তা রমণীর সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। অনন্তর ঐ যুবতীর সহিত আমার পরিণয় কার্য্য শেষ হইলে পর আমরা পরস্পর পরস্পরের সহবাসসুখে প্রীত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

অনন্তর এক দিবস আমার এক প্রতিবেশী বন্ধুর স্ত্রী বিয়োগ হওয়াতে আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত যাইয়া দেখিলাম, তিনি শোকে একান্ত অধীর হইয়াছেন, তাহাতে আমি তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিলাম," জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন।" প্রতিবেশী কহিলেন," আপনি নিতান্ত অসঙ্গত প্রার্থনা করিতেছেন, আমি কিরূপে দীর্ঘজীবী হইব, অদ্য আমাকে ভার্য্যার সহিত সমাধিস্থ হইতে হইবে, সুতরাং আমি কয়েক ঘন্টামাত্র জীবিত আছি।

বহুকাল হইতে আমাদিগের দেশে এইরূপ প্রথা আছে যে, পত্নী বিয়োগ হইলে, জীবিত পতিকে মৃতভার্য্যার সহিত সমাধিস্থ হইতে হইবে এবং স্বামী বিয়োগে জীবিতা স্ত্রীকে মৃতপতির সহিত সমাহিত হইতে হইবে। অদ্যাপি দেশের সকলেই এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন, আমাকেও তদনুসারে চলিতে হইবে, অতএব মৃত্যু আমার সন্নিহিত।" তিনি আমাকে এই কদর্য্য নিয়মের বিষয় বলিতেছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার প্রতিবাসী বন্ধু ও অন্যান্য আত্মীয় লোক তাঁহার স্ত্রীকে গোরস্থানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা প্রথমতঃ ঐ রমণীর শবকে বিচিত্র বসনভূষণে মণ্ডিত করিল, তৎপরে তাহা একটা সিন্দুকে করিয়া সমাধিক্ষেত্রে লইয়া চলিল। মৃত রমণীর স্বামী ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ ঐ শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা এক উচ্চ পর্ব্বতের শৃঙ্গে উঠিয়া সকলে হস্ত দ্বারা এক খান প্রকাণ্ড প্রস্তর তুলিল, তাহাতে দৃষ্ট হইল নিম্নদেশে একটা অতি গভীর গহ্বর রহিয়াছে। অনন্তর তাহারা ঐ শবপূর্ণ সিন্দুক রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে গহ্বরের ভিতর নামাইয়া দিল। তৎপরে ঐ মৃত স্ত্রীর স্বামী আপন বন্ধুবান্ধবগণকে আলিঙ্গনাদি করিয়া অন্য এক সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহারা এক পাত্রে কিঞ্চিৎ জল ও অপর পাত্রে সাত খানি রুটী দিয়া তাঁহাকেও সেই গহ্বরমধ্যে ফেলিয়া দিল। এই রূপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইলে, সকলে প্রস্তর দ্বারা গহ্বরের মুখ পুনর্ব্বার আচ্ছাদিত করিয়া তথা হইতে গৃহাভিমুখে চলিয়া আসিল।

এই লোমহর্ষণ ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আমি যুগপৎ ভয়, বিস্ময় ও দুঃখে অভিভূত হইয়া ভূপতিকে বলিলাম, "মহারাজ! মৃতের

সহিত জীবিত ব্যক্তি প্রোথিত হয়, আপনকার রাজ্যে এ কি অদ্ভুত নিয়ম! আমি বহু দেশ পর্যটন করিয়াছি, কিন্তু এরূপ কুপ্রথা কুত্রাপি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।" নরেন্দ্র কহিলেন, "সিন্দবাদ! এ নিয়ম ব্যক্তি বিশেষের নিমিত্ত প্রস্তুত হয় নাই, ইহা দেশ প্রচলিত নিয়ম, সুতরাং ইহাতে দোষ কি? যদি আমার মহিষী অগ্রে পরলোক প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আমাকেও এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া মরিতে হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহারাজ! বিদেশীয়দিগকেও কি এই নিয়মানুসারে চলিতে হয়?" ভূপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বিদেশী। লোকেরা যদি এ দেশে বিবাহ করে, তবে তাহাদিগকেও অবশ্য এ দেশের ব্যবস্থানুরূপ কার্য্য করিতে হয়।"

এই কথা শুনিয়া আমার মনোমধ্যে বিজাতীয় ভয় জন্মিল, এবং ভাবিতে লাগিলাম যদি দৈবক্রমে আমার স্ত্রীর পূর্ব্বে মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমার গতি কি হইবে। যাহা হউক, তৎকালে আপন মনের ভাব কাহার নিকট ব্যক্ত না করিয়া নিজ বাটীতে গমন করিলাম। কিন্তু তদবধি আমার মনের প্রসন্নতা একবারে দূর হইল। বনিতার সামান্য পীড়া বোধ হইলেই তদীয় মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া আমার হৃৎকম্প হইত। কিন্তু আমার এমনি দুর্ভাগ্য যে কিয়দ্দিবসের মধ্যে আমার ভার্য্যার এরূপ এক উৎকট পীড়া জন্মিল যে তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল। ইহাতে আমার মস্তকে যেন একবারে বজ্রাঘাত হইল। মনুষ্য-ভক্ষক রাক্ষসগণের উদরসাৎ হওয়া এবং জীবিতাবস্থায় মৃতের সহিত সমাহিত হওয়া তৎকালে আমার পক্ষে সমান ভয়াবহ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার কিছুমাত্র সুযোগ দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে রাজা স্বীয় সভাসদ্‌বর্গ ও দেশীয় অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত তথায় আসিয়া শবটীকে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া সিন্দুকের মধ্যে স্থাপন করিলেন। পরক্ষণেই শবটীকে গোরদিবার নিমিত্ত সকলে সেই পর্ব্বতের অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি নিজ মৃত্যু অবধারণ করিয়া অশ্রু মোচন করিতে করিতে শবের অনুগমন করিতে লাগিলাম, এবং নৃপতি ও তাঁহার সমভিব্যাহারি লোকদিগকে বারম্বার প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতে লাগিলাম, "আমি ভিন্ন দেশীয় লোক, স্বদেশে আমার পুত্রকলত্রাদি সকলই আছে, আমিই তাহাদিগের একমাত্র অবলম্বন; অতএব আপ-নারা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে এ দেশীয় নিয়মের অধীন করিয়া নষ্ট করিবেন না।" কিন্তু আমার সে সমস্ত কাতরোক্তিতে কোন ফল দর্শিল না, তাহাদিগের মধ্যে এক জনেরও মনে দয়ার উদ্রেক হইল না। তাহারা অগ্রে আমার ভার্য্যার শব গহ্বরের মধ্যে নামাইয়া দিয়া পশ্চাৎ আমাকে কিঞ্চিৎ জল ও সাতখানি রুটী দিয়া অন্য এক সিন্দুকে পুরিয়া

ঐ গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। আমি উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া গহ্বর বিদীর্ণপ্রায় করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহারা তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া প্রস্তর দ্বারা গহ্বরের মুখ আচ্ছাদিত করিয়া সকলে তথা হইতে চলিয়া গেল।

যখন আমি গহ্বরের নিম্নদেশে উপস্থিত হইলাম, তখন উপর হইতে যে কিঞ্চিৎ আলোক আসিতেছিল তদ্দ্বারা দেখিতে পাইলাম ঐ গহ্বরের আয়তন অতি বৃহৎ এবং তাহা পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে প্রায় ২০০ হস্ত গভীর। গহ্বরের মধ্যভাগ অসংখ্য মৃতদেহে পরিপূর্ণ থাকাতে তাহা এ প্রকার দুর্গন্ধময় হইয়াছিল যে, আমি সিন্দুকের মধ্যে থাকিতে না পারিয়া তথা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দাঁড়াইলাম এবং হস্ত দ্বারা আপন নাসিকাদ্বার রুদ্ধ করিয়া অনবরত অশ্রুমোচন করিতে লাগিলাম। তৎকালে আমার এরূপ বোধ হইল যে তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি জীবিত রহিয়াছে এবং কাহার কাহার কণ্ঠশ্বাস হইয়াছে। সে যাহা হউক, বহুক্ষণ বিলাপের পর পুনর্ব্বার আমার বাঁচিবার আশা হইল, তাহাতে আমি হস্তদ্বারা নাসিকা আচ্ছাদনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া সিন্দুকের মধ্যে যে কয়েকখানি রুটী ছিল, তন্মধ্য হইতে কিঞ্চিৎ আহার করিলাম। প্রতিদিন অল্প পরিমাণে আহার করাতে কয়েক দিবস এক প্রকার আমার প্রাণ ধারণ হইল, ক্রমে রুটী ও জল নিঃশেষ হইলে আমি মরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছি, ইতিমধ্যে হঠাৎ ঐ গহ্বরের মুখ হইতে সেই পাষাণখণ্ড অপসারিত হইল এবং তন্মধ্য দিয়া সিন্দুকে করিয়া এক পুরুষের শব ও তৎপশ্চাৎ এক জীবিতা রমণী গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। বিপৎকালে প্রায়ই মনুষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ থাকে না, সুতরাং ঐ স্ত্রী পতিত হইবামাত্র আমি নিঃশব্দপদসঞ্চারে তাহার নিকটে যাইয়া একখানা বৃহৎ অস্থি গ্রহণপূর্ব্বক এমত বেগে তাহার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলাম যে, দুই তিন আঘাতেই তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। ঐ স্ত্রীলোকের সিন্দুকের মধ্যে যে নিয়মিত জল ও রোটিকা ছিল, তাহা হরণ করা ব্যতীত এরূপ নিষ্ঠুরতা প্রকাশপূর্ব্বক স্ত্রী বধ করিবার আমার অন্য কোন অভিসন্ধি ছিল না। যাহা হউক, ঐ স্ত্রীলোকের খাদ্য হরণ করিয়া তদ্দ্বারা আমি কয়েক দিবস প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিলাম। তাহা সম্পূর্ণরূপে শেষ না হইতে হইতেই আর এক স্ত্রীর শব ও তৎপরে এক জীবিত পুরুষ ঐ গহ্বরে আসিয়া পড়িল। আমি ঐ পুরুষকেও সেইরূপে নষ্ট করিয়া তদীয় রুটী ও জল হরণ করিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ তৎকালে মারিভয় হওয়াতে ঐ নগরে অত্যন্ত জনক্ষয় হইতেছিল, সুতরাং আমি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম, তাহাতে আমার আহারের অভাব ঘটিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।

কয়েক দিবস এই ভাবে গত হইলে, এক দিন আমার এরূপ বোধ হইল যেন কোন জন্তু ঐ গহ্বরের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাতে আমি তৎক্ষণাৎ যে স্থান হইতে ঐ পদশব্দ আসিতেছিল, তদভিমুখে গমন করিলাম। আমি নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র সে দৌড়িতে আরম্ভ করিল, আমিও তাহার অনুধাবন করিতে লাগিলাম, তাহাতে সে প্রাণ ভয়ে তড়িৎ বেগে পলায়ন করিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ-ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিল। এইরূপে আমি বহু দূর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলে পর নক্ষত্রের ন্যায় একটী সূক্ষ্ম জ্যোতি আমার নয়নগোচর হইল। তাহাতে আমি ঐ আলোক লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলাম, ক্রমে যখন তাহার নিকটবর্ত্তী হইলাম, তখন দেখিতে পাইলাম পর্ব্বতের একটী ছিদ্র দিয়া ঐ আলোক আসিতেছে। ঐ ছিদ্র এমত বৃহৎ যে তদ্দ্বারা এক ব্যক্তি অনায়াসে গহ্বর হইতে বহির্গত হইতে পারে। অনন্তর আমি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ঐ ছিদ্রদ্বারা বাহির হইয়া দেখিলাম আমি সমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়াছি, এবং ইতিপূর্ব্বে আমি যে জন্তুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিলাম সে এক সমুদ্রীয় জীব, মৃতদেহ ভোজন করিবার জন্য গর্ত্তদ্বারা গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে আমার এ প্রকার আশা ছিল না যে, আমি কখন ঐ গহ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব সুতরাং সম্প্রতি আপনাকে গহ্বরের বাহিরে দেখিয়া আমার মনে যে আনন্দোদয় হইল তাহা আপনারা অনায়াসে অনুমান করিতে পারিতেছেন। আমি পুনর্জ্জীবিত হইয়া জগদীশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া দেখিলাম, তাহার এক দিকে নগর ও অন্য দিকে সমুদ্র, কিন্তু ঐ পর্ব্বত এরূপ উচ্চ ও দুরারোহ যে তাহা অতিক্রম করিয়া নগরবাসিগণের পক্ষে সমুদ্রতীরে যাতায়াত করা একান্ত অসম্ভব। সে যাহা হউক, আমি পুনর্ব্বার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে রুটী ও জল আনয়নপূর্ব্বক বহুকালের পর পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিলাম। তদনন্তর গহ্বরমধ্যে মৃত ব্যক্তিগণের সিন্দুকে যে সমস্ত মণি মুক্তা, হীরক, সুবর্ণবলয় ও উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদাদি ছিল তৎসমুদায় একত্র বন্ধনপূর্ব্বক বাহিরে আনীয়া কোন জাহাজাদি দেখিতে পাইবার প্রত্যাশায় সাগরের তীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম।

দুই তিন দিবসের পর দৈবক্রমে সেই স্থান দিয়া একখান জাহাজ যাইতেছিল, তদ্দর্শনে আমি উচ্চৈঃস্বরে জাহাজস্থ লোকদিগকে ডাকিতে লাগিলাম, এবং তাহারা আমাকে দেখিতে পায় এই অভিপ্রায়ে আমি আপন উষ্ণীষের বস্ত্র উড়াইতে লাগিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ তাহারা আমার চীৎকার শুনিতে পাইয়া আমাকে জাহাজে লইয়া

যাইবার নিমিত্ত এক খান নৌকা প্রেরণ করিল, আমি রত্নাদির মোট লইয়া তদারোহণপূর্ব্বক জাহাজে গিয়া উঠিলাম। পোতারূঢ় ব্যক্তিগণ আগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তথায় যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম, "দুই দিবস হইল আমাদিগের জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে আমি এই সমস্ত দ্রব্যাদির সহিত অতি কষ্টে তীরে উঠিয়া জাহাজ আগমনের প্রতিক্ষায় ছিলাম।" তাহারা এই কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। এই বিষম বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করাতে আমি প্রফুল্লমনে পোতাধ্যক্ষকে কয়েক খান হীরক প্রদান করিলাম, কিন্তু তিনি নিজ মহাশয়তা প্রকাশপূর্ব্বক কিছুতেই সেগুলি গ্রহণ করিলেন না। তৎপরে আমি বহু স্থানে বাণিজ্য করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য লইয়া অবশেষে বোগদাদ নগরে উত্তীর্ণ হইলাম। বাটীতে আসিয়া আমি প্রথমতঃ ঈশ্বরের করুণার ধন্যবাদ সূচনার্থ ধর্ম্মশালায় প্রচুর অর্থ প্রদান করিলাম, তৎপরে দরিদ্র ও অনাথগণকে বহু ধন বিতরণ করিয়া বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্য আত্মীয়গণের সহিত সর্ব্বদা আহার বিহার করিয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম।

সিন্দবাদ নিজ চতুর্থ বাণিজ্যযাত্রার বিবরণ সমাপ্ত করিয়া হিন্দবাদকে আর একশত সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়া আগামী দিবসে আসিয়া পঞ্চম বাণিজ্যের বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। পরদিন হিন্দবাদ ও অপরাপর সভ্যগণ আগমন করিলে আহারান্তে সিন্দবাদ এই প্রকারে আপনার পঞ্চম বাণিজ্যের বিবরণ বলিতে লাগিলেন।

সিন্দবাদের পঞ্চম বাণিজ্য যাত্রা।

আমি চতুর্থবার বাণিজ্যকরণানন্তর গৃহে আসিয়া যে সুখ সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলাম তাহাতে পূর্ব্ব ভ্রমণের তাবৎ ক্লেশ বিস্মৃত হইলাম সুতরাং অল্প দিবসের মধ্যেই পুনর্ব্বার আমার নানাদেশে ভ্রমণে অভিলাষ হইল। তাহাতে আমি বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া এক উৎকৃষ্ট বন্দরে গমন করিলাম। তথায় অন্যের জাহাজে যাত্রা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া স্বয়ং একখান জাহাজ ক্রয় করিলাম, কিন্তু মদীয় বাণিজ্য দ্রব্যাদি দ্বারা জাহাজ সম্পূর্ণ বোঝাই না হওয়াতে আমি আর কতিপয় মহাজনকে সঙ্গে লইয়া সুবায়ুযোগে জাহাজ খুলিয়া দিলাম।

বহু দিবস ভ্রমণের পর আমরা এক অরণ্যময় দ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলাম তথায় রুক পক্ষীর একটা অণ্ড রহিয়াছে। ঐ অণ্ড পূর্ব্ববর্ণিত অণ্ডের ন্যায় অতি বৃহৎ এবং তাহা ফুটিবার উপক্রম হইয়াছিল, এমন কি পক্ষিশাবকের চঞ্চুপুট তন্মধ্য হইতে ঈষৎ বাহির হইয়া পড়িয়া

ছিল। অন্যান্য সহযাত্রিগণও আমার সহিত তীরে উঠিয়াছিল, তাহারা পক্ষিশাবক দর্শন করিবামাত্র অস্ত্রাদি দ্বারা তাহাকে নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিল। আমি পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে এই ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তাহারা কিছুতেই আমার কথা না শুনিয়া তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিল। তাহাদিগের ভোজন শেষ হইবার পূর্ব্বেই গগনমণ্ডল দুইখণ্ড প্রকাণ্ড মেঘে আচ্ছন্ন হইল। তদ্দর্শনে বহুদর্শী নাবিক চীৎকার করিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ উপস্থিত। অন্তরীক্ষে ঐ যে দুইখণ্ড মেঘ দেখা যাইতেছে উহা বস্তুতঃ মেঘ নহে, বিনষ্ট পক্ষিশাবকের পিতা মাতা রক পক্ষী, উহারা এখনি আসিয়া আপনাদিগের শাবককে দেখিতে না পাইলে আমাদিগের সকলকেই বিনাশ করিবে।" এই কথা শুনিয়া আমরা সকলে জাহাজারোহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে পক্ষিদ্বয় অণ্ডের যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই বিকট শব্দ করিতে আরম্ভ করিল পরে যখন দেখিল অণ্ড ভগ্ন হইয়াছে এবং তন্মধ্য হইতে শাবক অপহৃত হইয়াছে, তখন প্রতিহিংসা করণ মানসে সত্বর যে দিক হইতে আসিয়াছিল সেই দিকেই উড়িয়া গেল। আমরা প্রাণভয়ে দ্বিগুণ পরিশ্রমের সহিত জাহাজ চালাইতে লাগিলাম। কিন্তু অনতিবিলম্বেই ঐ দুই পক্ষী প্রত্যেকে এক একটা পর্ব্বতচূড়া নখরদ্বারা উত্তোলন করিয়া আমাদিগের জাহাজের উপরিভাগে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। তন্মধ্য হইতে একটা পক্ষী কিঞ্চিৎ ক্ষণ লক্ষ্য করিয়া একটা গিরিশৃঙ্গ জাহাজের উপর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু নাবিকের কৌশলে তাহা জাহাজে না পড়িয়া এমত বেগে সমুদ্র মধ্যে পতিত হইল যে, তাহাতে সমস্ত সাগর উদ্বেল হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যক্রমে অন্য পক্ষীটা এরূপ লক্ষ্য করিয়া শৈলশিখর নিক্ষেপ করিল যে, তাহা ঠিক জাহাজের মধ্যভাগে পতিত হইল তাহাতে জাহাজ তৎক্ষণাৎ চূর্ণ হইয়া গেল এবং নাবিক ও সওদাগরগণ সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্যাদি সহিত এক কালে জলমগ্ন হইল।

আমিও জলমগ্ন হইয়াছিলাম কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ একখানি জাহাজের কাঠ পাইয়া তদবলম্বনপূর্ব্বক জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে বায়ু ও স্রোতের আনুকূল্যে এক দ্বীপের তটে উপনীত হইলাম। ঐ দ্বীপের কূল অতিশয় উচ্চ ও দুরারোহ ছিল, তথাপি আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তাহার উপর উঠিলাম। কিঞ্চিৎক্ষণ সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া আমি দ্বীপ দর্শনার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম ঐ দ্বীপে পক্ক ও অপক্কফলযুক্ত নানাজাতীয় পাদপ ও নির্ম্মল জলপূর্ণ অনেক সরোবর আছে, তাহাতে ক্ষুৎপিপাসা দূর করিলাম। রাত্রিকালে আমি তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিলাম, কিন্তু সেই অপরিচিত বিজন স্থানে একাকী অবস্থান করাতে আমার মনোমধ্যে এরূপ শঙ্কা উপস্থিত হইল

যে, সমস্ত রাত্রির মধ্যে আমি একবারও নেত্র নিমীলন করিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, সেই ভয়াবহ সুদীর্ঘ রজনী কোনরূপে প্রভাত হইলে, আমি তৃণশয্যা হইতে উঠিয়া দ্বীপের উপর পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলাম এক ক্ষুদ্র নদীর তীরে একজন প্রাচীন ব্যক্তি উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাহার শরীর দেখিতে অতিশয় শীর্ণ ও দুর্ব্বল, তাহাতে অনুমান করিলাম এ ব্যক্তি আমার ন্যায় বিপদে পড়িয়া কোনরূপে এই স্থানে আসিয়া থাকিবে। অনন্তর আমি তাহার নিকটে যাইয়া তাহাকে নমস্কার করিলাম তাহাতে সে আপন মস্তক ঈষৎ অবনত করিল। পরে আমি তাহার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করাতে সে কোন উত্তর না দিয়া সঙ্কেত দ্বারা ঐ নদীর পরপারে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। তাহাতে আমি তাহাকে স্বয়ং যাইতে অক্ষম বোধ করিয়া আপন পৃষ্ঠদেশে লইয়া নদী পার হইলাম। পরে যখন তাহাকে আমার পৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করিতে বলিলাম, তখন ঐ পাপিষ্ঠ আমার গলদেশের উভয় পার্শ্বে পা দিয়া এমত বলপূর্ব্বক চাপিয়া ধরিল যে, তাহাতে আমার প্রায় শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। ইতিপূর্ব্বে আমি তাহাকে অত্যন্ত দুর্ব্বল বিবেচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আমি তাহার বলের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম, ইতিপূর্ব্বে তাহার শরীরের চর্ম্ম অতিশয় শিথিল বোধ হইতেছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা গোচর্ম্মের ন্যায় নিতান্ত কর্কশ জ্ঞান হইতে লাগিল। আমি তখন অত্যন্ত ভয়প্রযুক্ত মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলশায়ী হইলাম, কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ তথাপি আমাকে পরিত্যাগ করিল না, কেবল আমার নিঃশ্বাস নির্গমনার্থ আপন পদদ্বয় মধ্যে মধ্যে শিথিল করিয়া ধরিল, নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিবামাত্র আমারপার্শ্বদেশে পদাঘাত করিয়া আমাকে উঠিতে সঙ্কেত করিল। আমার উঠিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা থাকিলেও আমি তদীয় পদাঘাতে জর্জ্জরিত কলেবর হইয়া অগত্যা ভূমি হইতে উঠিলাম। তৎপরে সে আমার স্কন্ধারোহণপূর্ব্বক বন মধ্যে পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিল, এবং মধ্যে মধ্যে নানা জাতীয় ফল চয়ন করিয়া আহার করিবার নিমিত্ত পদাঘাত দ্বারা আমাকে গতিরোধ করিতে সঙ্কেত করিল। এইরূপে সে সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রির মধ্যে, আমাকে একবারও পরিত্যাগ করিত না, রাত্রি কালে নিদ্রিতাবস্থাতেও দৃঢ়রূপে আমার কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া থাকিত, ইহাতে আমার যে কি প্রকার কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা আপনারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন।

এক দিবস আমি ভ্রমণ করিতে করিতে অরণ্য মধ্যে কতকগুলা শুষ্ক অলাবু দেখিতে পাইলাম, তাহাতে একটা বৃহৎ অলাবু গ্রহণপূর্ব্বক তাহার মধ্যভাগ পরিষ্কার করিয়া দ্রাক্ষা রসে তাহা পূর্ণ করিয়া এক নিভৃত স্থানে রাখিয়া দিলাম। কিছুদিন পরে আমি পুনর্ব্বার

ঐ স্থানে আসিয়া অলাবুপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক দেখিলাম তন্মধ্যে সুরা রহিয়াছে, তাহাতে আমি তাহা পান করিলাম। পান করিবামাত্র আমার শরীর অত্যন্ত সবল হইয়া উঠিল, এবং আমি আত্ম দুঃখ বিস্মৃত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে তাহাকে বহন করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ স্বচক্ষে মদ্যের গুণ প্রত্যক্ষ করিয়া স্বয়ং তাহা পান করিবার জন্য আমাকে সঙ্কেত করিল। আমি তৎক্ষণাৎ রসপূর্ণ সেই অলাবুপাত্র তাহার হস্তে অর্পণ করিলাম। ইতি পূর্ব্বে সে কখন মদ্যপান করে নাই, সুতরাং এক্ষণে সে সুরার মধুর আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া পাত্রস্থিত সেই সমস্ত মদিরা পান করিল। অনতিবিলম্বে তাহার বিলক্ষণ মত্ততা জন্মিল এবং সে মনের আনন্দে আমার স্কন্ধের উপর নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ নৃত্য করিয়া সে বমন করিতে লাগিল, তাহাতে ক্রমশঃ তাহার পদদ্বয় শিথিল হইয়া পড়িল। আমি এ প্রকার সুযোগ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক না হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বলপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিলাম। তৎপরে এক হস্তে তাহার গ্রীবা ধারণপূর্ব্বক অপর হস্তে একখান বৃহৎ প্রস্তর তুলিয়া এমত বেগে তাহার মস্তকে আঘাত করিলাম যে সে তখনি প্রাণ ত্যাগ করিল।

সিন্দবাদ এক হস্তে বৃদ্ধের গ্রীবা ধারণপূর্ব্বক অপর হস্তে তাহাকে প্রহার করিতেছে।

এইরূপে ঐ দুরাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। পরে সমুদ্রের তটে যাইয়া দেখিলাম, কতিপয় লোক জল লইবার নিমিত্ত জাহাজ নঙ্গর করিয়া ঐ দ্বীপের উপর উঠিতেছে। তাহারা আমাকে দেখিয়া এবং আমার সমস্ত বিবরণ শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক বলিল, "তোমাকে জীবিত দেখিয়া আমরা অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম, কারণ এপর্য্যন্ত তুমি ভিন্ন অন্য কোন

ব্যক্তিই জীবন থাকিতে বৃদ্ধের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই।" এই কথা বলিয়া তাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া জাহাজে লইয়া গেল। জাহাজাধ্যক্ষ তাহাদিগের প্রমুখাৎ আমার তাবৎ বৃত্তান্ত শুনিয়া আমাকে যথেষ্ট সমাদরপূর্বক গ্রহণ করিয়া সেস্থান হইতে জাহাজ খুলিয়া দিলেন। অনন্তর আমরা কিছুদিন জাহাজারোহণে যাত্রা করিয়া এক বৃহৎ নগরের বন্দরে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম, এবং ঐ নগরের তাবৎ অট্টালিকাই উৎকৃষ্ট পাষাণ দ্বারা নির্ম্মিত দেখিলাম।

আমাদিগের জাহাজে যে সকল মহাজন ছিলেন তন্মধ্যে এক ব্যক্তির সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল, তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া বিদেশীয় ব্যবসায়িগণের বাসের জন্য ঐ নগরে যে নির্দ্দিষ্ট ভবন ছিল তথায় লইয়া গেলেন। সেখানে নারিকেল-ব্যবসায়ী কতিপয় লোক ছিল, তিনি তাহাদিগের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিলেন, এবং তাহারা আমাকে আপনাদিগের সঙ্গী করিয়া লইয়া যায় এ জন্য তাহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। পরে তিনি আমাকে কহিলেন, "তুমি সর্ব্বদা এই সকল ব্যক্তির সঙ্গে থাকিও, কদাচ ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিও না, করিলে তোমার বিপদ ঘটিবে।" এই কথা বলিয়া তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ পাথেয় দিয়া তাহাদিগের সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলেন। আমি মহাজনদিগের সহিত এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। ঐ অরণ্য কেবল নারিকেল বৃক্ষে পরিপূর্ণ, এবং সেই সকল বৃক্ষ এমত উন্নত ও সরল, ও তাহাদিগের মূলদেশ এরূপ পিচ্ছিল যে, তাহা আরোহণপূর্ব্বক ফল চয়ন করা নিতান্ত দুষ্কর। বনমধ্যে অসংখ্য বানর ছিল, তাহারা আমাদিগকে দেখিবামাত্র সত্বর বৃক্ষ সকলের অগ্রভাগে উঠিতে আরম্ভ করিল।

আমি যে সকল মহাজনের সহিত তথায় গমন করিয়াছিলাম, তাঁহারা প্রস্তর তুলিয়া বানরদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে আমিও পাষাণ ফেলিয়া বানরদিগকে মারিতে লাগিলাম, তাহাতে কপিগণ ক্রোধান্ধ হইয়া প্রতিহিংসাকরণ-মানসে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত নারিকেল ছুড়িতে আরম্ভ করিল। আমরা অবিলম্বে ঐ সকল নারিকেল তুলিয়া স্ব স্ব থলিয়ার মধ্যে রাখিতে লাগিলাম, এবং এক একবার প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া বানরগণকে রাগাইতে লাগিলাম, কারণ এরূপ না করিলে তথা হইতে ফল আনয়ন করা একান্ত অসম্ভব। এইরূপে আমরা যথেষ্ট নারিকেল সংগ্রহ করিয়া সে স্থান হইতে নগরে ফিরিয়া আসিলাম। অনন্তর আমি যাঁহার পরামর্শানুসারে বনমধ্যে নারিকেল সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম আমার সেই পরম্োপকারী মদীয় নারিকেল সকল লইয়া আমাকে তাহার উচিত মূল্য প্রদান করিলেন।

আমি যে জাহাজে আরোহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম অন্যান্য মহাজনগণ তাহাতে নারিকেল বোঝাই করিয়া সে স্থান হইতে যাত্রা করিলেন। আমার বিলক্ষণ অর্থের অসঙ্গতি ছিল, সুতরাং আমি তৎকালে তাঁহাদিগের সহিত জাহাজে যাইতে না পারিয়া অন্য এক খানি জাহাজের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে আর এক খানি জাহাজ নারিকেল বোঝাই লইবার নিমিত্ত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে আমি তৎক্ষণাৎ আমার পরম বন্ধু সেই মহাজনের নিকট বিদায়গ্রহণ করিতে গমন করিলাম। মদীয় সদাশয় বন্ধু তখনি ঐ জাহাজের ভাড়া স্থির করিয়া দিয়া যথেষ্ট শিষ্টাচার প্রদর্শনানন্তর আমাকে বিদায় দিলেন। আমি ঐ জাহাজে আরোহণ করিয়া বহু দ্বীপে গমনপূর্ব্বক নারিকেল বিক্রয়ের অর্থদ্বারা প্রচুর পরিমাণে গোলমরিচ ক্রয় করিলাম। এবং তৎপরে কুমারিকা অন্তরীপে উত্তীর্ণ হইয়া তত্রস্থ সমুদ্র হইতে মুক্তা উত্তোলন করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিলাম। তাহাতে আমি কতকগুলি বৃহৎ ও উজ্জ্বল মুক্তা প্রাপ্ত হইলাম। অনন্তর আমি প্রফুল্লচিত্তে জাহাজে উঠিয়া নির্ব্বিঘ্নে বালশোরায় আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। তৎপরে আমি সে স্থান হইতে বোগদাদ নগরে আসিয়া গোলমরিচ ও মুক্তা বিক্রয় করিয়া যে অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিলাম তাহার দশমাংশ দরিদ্র ও অনাথগণকে বিতরণ করিয়া পরমানন্দে কাল হরণ করিতে লাগিলাম।

সিন্দবাদ স্বীয় বিবরণ সমাপ্ত করিয়া হিন্দবাদকে আর এক শত সুবর্ণমুদ্রা দিয়া আগামী দিনে তাহাকে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। পর দিবস হিন্দবাদ ও অন্যান্য সভ্যগণ সিন্দবাদের বাটীতে উপস্থিত হইলে তিনি আহারান্তে তাহাদিগের নিকট স্বীয় ষষ্ঠ বাণিজ্যযাত্রার বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্দবাদের ষষ্ঠ বাণিজ্য যাত্রা।

এক বৎসর নিরুদ্বেগে গৃহে বাস করিয়া আমার সাতিশয় বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল, তাহাতে পুনর্ব্বার আমার বাণিজ্যযাত্রায় ইচ্ছা জন্মিল। আমার বন্ধু বান্ধবগণ আমাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাদিগের কথা অবহেলন করিয়া পুনরায় বাণিজ্য যাত্রার নিমিত্ত সজ্জিত হইয়া এক বন্দরে গিয়া জাহাজে উঠিলাম। ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ বহুদূর পর্য্যন্ত গমন করিবেন শুনিয়া আমি যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু কয়েক দিবস পরে দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের দিগ্‌ভ্রম হইল, তাহাতে জাহাজ কোন পথে যাইতে লাগিল কেহই কিছু স্থির করিতে পারিল না। পরিশেষে যদিও দিক্‌নির্ণয় হইল,

তথাপি তাহাতে সকলের মনে আনন্দোদয় না হইয়া বরং বিলক্ষণ ভয়ের সঞ্চার হইল, কারণ কর্ণধার এককালে হাইল পরিত্যাগপূর্ব্বক আর্ত্তনাদ ও শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। আমরা তাহাকে এরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "আমরা যে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি এস্থান অতি ভয়ঙ্কর, আমাদিগের জাহাজ ক্রমশঃ প্রবল বেগে স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, এবং অল্পকাল মধ্যেই আমাদিগের সকলকেই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।" এই কথা বলিয়া সে অন্য দিকে যাইবার নিমিত্ত জাহাজের মুখ ফিরাইল, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইল না কারণ আমাদিগের অর্ণবযান দেখিতে দেখিতে এক দুরারোহ পর্ব্বতের পাদদেশে গিয়া পড়িল এবং একবারে চূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তৎকালে আমাদিগের আয়ুঃশেষ না হওয়াতে আমরা খাদ্য দ্রব্য ও বহুমূল্য রত্নাদির সহিত কথঞ্চিৎ প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইলাম।

আমরা যে পর্ব্বতের পাদদেশে নিক্ষিপ্ত হইলাম তাহা এক প্রকাণ্ড দ্বীপের তটে অবস্থিত ছিল। সে স্থানে অসংখ্য জাহাজের ভগ্নাবশেষ ও রাশীকৃত মনুষ্যের অস্থি দেখিয়া অনুমান করিলাম, তথায় জাহাজ ভগ্ন হওয়াতে অসংখ্য লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আরও দেখিলাম তথায় প্রভূত বাণিজ্য দ্রব্য ও অসংখ্য মণি মাণিক্যাদি চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত আছে তদ্দর্শনে আমাদিগের মনে বিজাতীয় দুঃখ হইতে লাগিল। অন্যান্য স্থলে নদী সকল হ্রদ বা পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া প্রবল বেগে স্রোত বহিয়া বহুদূর গমন করে এবং অবশেষে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, কিন্তু এ স্থানে দেখিলাম স্বচ্ছতোয়া এক বৃহৎ নদী সাগর হইতে নিঃসৃত হইয়া ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন এক প্রকাণ্ড গহ্বরে প্রবেশ করিতেছে। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ পর্ব্বতে যে সমস্ত প্রস্তর দেখিলাম তাহা স্ফটিক, পদ্মরাগ ও অন্যান্য বহুমূল্য রত্নময়। তথায় আরও দেখিলাম এক প্রস্রবণ হইতে অনবরত আলকাতরা নির্গত হইয়া সমুদ্রে পড়িতেছে, মৎস্যগণ তাহা গ্রাসকরণানন্তর বমন করিতেছে এবং তাহা হইতে রাশি রাশি অম্বু জন্মিতেছে। ইতিপূর্ব্বে কুমারিকা অন্তরীপে যেরূপ উৎকৃষ্ট চন্দনবৃক্ষ দেখিয়াছিলাম এখানেও সেইরূপ অনেক চন্দনবৃক্ষ দৃষ্ট হইল।

সে যাহা হউক, আমরা এই বিষম বিপদে পড়িয়া অগত্যা ঐ দ্বীপে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম, এবং প্রতিদিন আপনাদিগের মৃত্যু আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। আমাদিগের নিকটে যে কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য ছিল প্রথমতঃ তাহা সকলে তুল্যরূপে বণ্টন করিয়া লইলাম, তদ্দ্বারা কয়েক দিবসের জন্য সকলের এক প্রকার জীবিকা নির্ব্বাহ হইল, ক্রমে যখন তাহা নিঃশেষিত হইল তখন আমার সঙ্গিগণ একে একে অনাহারে মরিতে লাগিল। অল্প দিবসের মধ্যে তাহারা সকলেই প্রাণত্যাগ

করিল, কেবল আমিই একমাত্র অবশিষ্ট রহিলাম। আমি যে জীবিত থাকিলাম তাহার বিশেষ কারণ এই যে, আমি প্রত্যহ অতি অল্প পরিমাণে আহার করিতাম এবং সঙ্গিগণের সহিত বিভাগ করিয়া যে আহার সামগ্রী পাইয়াছিলাম তদ্ব্যতিরেকে আমার নিজেরও কিঞ্চিৎ সংস্থান ছিল তাহা আমি আপন ব্যবহারার্থ গোপনে রাখিয়াছিলাম। অল্প দিবসের মধ্যে আমারও খাদ্য দ্রব্য নিঃশেষিত হইবার উপক্রম হইল, সুতরাং আমাকেও সঙ্গিগণের ন্যায় আহারাভাবে মরিতে হইবে, ইহা স্থির করিয়া জীবনের আশায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়া সমাধি খনন পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিলাম যে, তন্মধ্যে থাকিয়া প্রাণত্যাগ করিব, কারণ ঐ দ্বীপে আমাকে সমাহিত করে এরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহই ছিল না। কিন্তু পরম করুণাময় পরমেশ্বর এবারেও আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। গিরি গুহার মধ্য দিয়া যে নদী প্রবাহিত হইতেছিল, অকস্মাৎ তাহার তীরে যাইয়া কিয়ৎক্ষণ তাহার বেগ নিরীক্ষণ করাতে আমার মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তার উদয় হইল যে,—নিশ্চয়ই এই নদী পর্ব্বতের গহ্বর হইতে কোন না কোন স্থানে নির্গত হইতেছে। যদি আমি এক খানি নৌকা প্রস্তুত করিয়া তদুপরি আরোহণপূর্ব্বক স্রোতোভিমুখে নৌকা ছাড়িয়া দি, তাহা হইলে, অবশ্যই কোন না কোন লোকালয়ে উপস্থিত হইতে পারিব যদি তাহা না পারি তবে আমার মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাতেই বা বিশেষ একটা হানি কি, এখানেও তো মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় নাই, আর যদি সৌভাগ্যবশতঃ এস্থান হইতে উদ্ধার পাইয়া স্থানান্তরে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলে আমার বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে। মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়া আমি তৎক্ষণাৎ কয়েক খানা বৃহৎ কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা একখানি ক্ষুদ্র নৌকা নির্ম্মাণ করিলাম, পরে হীরকাদি বহুমূল্য রত্নজাত দ্বারা ঐ নৌকা বোঝাই করিয়া পরমেশ্বরের হস্তে আত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক দুই হস্তে দুইটা ক্ষেপণী লইয়া স্রোতোভিমুখে নৌকা খুলিয়া দিলাম।

গহ্বরের মধ্যে নৌকা প্রবেশ করিবামাত্র সূর্য্য কিরণ একবারে তিরোহিত হইল, এবং নদীর বেগে আমি কোন্ দিকে যাইতে লাগিলাম তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। এইরূপে কয়েক দিবস সেই ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন স্থান দিয়া যাইতে যাইতে এক দিন এক স্থানে এক খানা প্রস্তর অত্যন্ত নীচ থাকাতে আমার মস্তক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় কোন মতে ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়া তদবধি সর্ব্বদা মস্তক অবনত করিয়া থাকিতাম। পর্ব্বতের নীচে দিয়া গমন কালে যদিও আমি কেবল প্রাণধারণার্থ অতি অল্প পরিমাণে আহার করিতে লাগিলাম, তথাপি অল্প দিবসের মধ্যে আমার সমস্ত খাদ্য দ্রব্য নিঃশেষিত হইল। তখন আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত

কাতর হইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমি কতক্ষণ নিদ্রিতাবস্থায় ছিলাম বলিতে পারি না, কিন্তু জাগরিত হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। দেখিলাম আমি এক বৃহৎ দেশের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি, সম্মুখে কল কল শব্দ করিয়া এক নদী প্রবাহিত হইতেছে ঐ নদীর তীরে আমার নৌকা বদ্ধ রহিয়াছে, এবং আমার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কাফ্রি পরিভ্রমণ করিতেছে। আমি কাফ্রিদিগকে দেখিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাহাদিগকে নমস্কার করিলাম। তাহারা আমাকে কতকগুলি কথা বলিল, কিন্তু আমি তাহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারিলাম না। তৎকালে আমার মনোমধ্যে এতাধিক আনন্দ জন্মিয়াছিল যে, আমি নিদ্রিত বা জাগরিত অবস্থায় ছিলাম বহুক্ষণ তাহা স্থির করিতে পারি নাই। সে যাহা হউক, আমি উচ্চৈঃস্বরে আরব্য ভাষায় এই মর্ম্মে একটী কবিতা পাঠ করিলাম,—তুমি চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরকে ধ্যান কর, তিনি তোমাকে সাহায্য করিবেন, তাঁহার প্রসাদে তোমার দুর্ভাগ্য নিশার অবসান হইয়া সৌভাগ্য সূর্য্যের উদয় হইবে।

কয়েক জন কাফ্রি সিন্দবাদের নৌকা লইয়া তীরে বন্ধন করিতেছে।

কাফ্রিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি আরব্য ভাষা বুঝিতে পারিত, সে ঐ কবিতা শুনিয়া আমার নিকট আগমনপূর্ব্বক কহিল, "ভাই! তুমি আমাদিগকে এ স্থানে দেখিয়া বিস্মিত হইও না, আমরা এই দেশে বাস করি, পর্ব্বতপ্রবাহিণী এই নদী হইতে আপন আপন ক্ষেত্রে জলসেক করিবার নিমিত্ত অদ্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। এখানে আসিয়া আমরা নদীর বেগ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম তোমার এই ক্ষুদ্র নৌকা খানি স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাতে আমাদিগের মধ্য হইতে এক জন সন্তরণপূর্ব্বক তোমার নৌকা ধারণ

করিয়া এখানে আনয়ন করিয়াছে। এক্ষণে তুমি আপন বৃত্তান্ত বর্ণন কর, ইহা অবশ্যই বিশেষ বিস্ময়জনক হইবে।" ইহা শুনিয়া আমি কহিলাম, "মহাশয়! আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়াছি, অতএব পূর্ব্বে আমাকে কিঞ্চিৎ আহার করিতে দিন, পরে আমি আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক আপনাদিগের কৌতূহল নিবারণ করিতেছি।" এই কথা শুনিয়া তাহারা আমাকে তৎক্ষণাৎ নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিল, তাহাতে আমি ক্ষুধা শান্তি করিয়া তাহাদিগের নিকট অবিকল নিজ বিবরণ কহিলাম, আরব্যভাষাজ্ঞ ব্যক্তি তাহা সকলের বোধগম্য করিয়া দিল। তৎশ্রবণে কাফ্রিগণ সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া কহিল, "এই বৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত, মহারাজ ইহা শ্রবণ করিলে, যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইবেন, অতএব তোমাকে স্বয়ং যাইয়া এই বিবরণ মহারাজের নিকট বলিতে হইবে।" আমি বলিলাম, "এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।" এই কথা শুনিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ একটী অশ্ব আনাইয়া আমাকে তদুপরি আরোহণ করাইল, পরে কতকগুলি লোক পথপ্রদর্শনার্থ আমার অগ্রে অগ্রে চলিল, অবশিষ্ট সকলে মদীয় তরি ও তৎস্থিত দ্রব্য সমূহ লইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল।

এইরূপে বহু দূর গমন করিয়া আমরা সরন্দ্বীপ নগরে উত্তীর্ণ হইলাম। তথায় তদ্দেশীয় ভূপতি বাস করিতেন। কাফ্রিগণ আমাকে রাজসমীপে উপস্থিত করিলে, আমি ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। নৃপতি আমাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিয়া আপন পার্শ্বে বসাইয়া আমার পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কহিলাম, "আমার নাম সিন্দবাদ আমি বোগ্দাদনগরে বসতি করি, আমি বাণিজ্যোপলক্ষে বহুবার সমুদ্রযাত্রা করিয়াছি বলিয়া লোকে আমাকে নাবিক এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ দেশে কি প্রকারে আগমন হইল?" তৎশ্রবণে আমি তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত আপন বৃত্তান্ত কহিলাম। নরেন্দ্র শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া নিজ পুস্তকালয়ে রাখিতে অনুমতি দিলেন। তৎপরে কাফ্রিগণ আমার সত্র নৌকা ও তন্মধ্যস্থিত দ্রব্য সকল ভূপাল সমক্ষে আনয়ন করিলে, তিনি সেই সকল দ্রব্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, বিশেষতঃ হীরক ও অন্যান্য বহুমূল্য রত্ন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন, কারণ তাদৃশ উৎকৃষ্ট রত্ন তাঁহার ভাণ্ডারে একটীও ছিল না।

ভূপতিকে নিরতিশয় আগ্রহসহকারে আমার রত্নগুলি নিরীক্ষণ করিতে দেখিয়া আমি তাঁহার পদাবনত হইয়া কহিলাম, "মহারাজ! আপনকার পরিচর্য্যায় আমি যে কেবল নিজ দেহ সমর্পণ করিয়াছি আপনি এরূপ বোধ করিবেন না, আমার নৌকায় যাহা কিছু আছে

এবং মনুষ্যগণ আপনি আত্ম নির্ব্বিশেষে ভোগ করিতে পারেন।” এই কথা শুনিয়া নৃপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, “সিন্দবাদ! তোমার যে সমস্ত বস্তু আছে, তাহাতে আমার এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও লোভ জন্মে নাই, জগদীশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে যে সকল অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছেন তাহা আমার কোন প্রকারে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, বরং যেরূপে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় সর্ব্বতোভাবে আমার তদ্বিষয়ে সযত্ন থাকা বিধেয়, অতএব আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সময় তুমি মদীয় রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে যাত্রা করিবে, সে সময় আমি কেবল এই সমস্ত ধন না দিবা তোমার সমভিব্যাহারে আরও কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য প্রেরণ করিব।” ইহা শুনিয়া আমি অন্তরের সহিত ভূপতির মঙ্গল কামনা করিয়া তদীয় সততা ও বদান্যতার ভূয়সী প্রশংসা করিলাম। অনন্তর নরেন্দ্র রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে এক ব্যক্তিকে মদীয় শুশ্রূষাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, এবং যাহাতে আমি স্বচ্ছন্দে তথায় বাস করিতে পারি, তজ্জন্য একটী মনোহর অট্টালিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। আমি প্রত্যহ একটী নিরূপিত সময়ে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম, অবশিষ্ট সময় নগর পরিভ্রমণপূর্ব্বক তত্রত্য অদ্ভুত পদার্থ সকল দর্শন করিয়া অতিবাহিত করিতাম। মানব জাতির আদি পুরুষ আদম স্বর্গ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যে পর্ব্বতে গিয়া বাস করেন তাহা একটী বিখ্যাত তীর্থ রূপে পরিগণিত হয়, এজন্য আমি ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিলাম।

সে স্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া, আমি ভূপাল সমক্ষে স্বদেশ গমনেচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন এবং আমাকে প্রচুর ধন দিলেন। পরে যৎকালে আমি তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করি, তখন তিনি বহুমূল্য রত্নাদি উপহার ও এক খানি পত্র দিয়া আমাকে কহিলেন, “তুমি এই পত্রখানি ও এই সমস্ত দ্রব্য মহারাজ হারুণ অলরশীদের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক আমার কুশলাদি নিবেদন করিও।” আমি সমাদরপূর্ব্বক ঐ পত্র ও উপঢৌকন হস্তে লইয়া কহিলাম, “মহারাজের অনুমতি আমার শিরোধার্য্য, আমি বোগদাদে উপস্থিত হইবামাত্র ইহা প্রভু হারুণ অলরশীদের হস্তে প্রদান করিব।” গমনের পূর্ব্বে ভূপতি পোতাধ্যক্ষকে কহিয়া দিলেন যে, আমাকে বিশেষ সম্মানের সহিত লইয়া যাওয়া হয়। অনন্তর জাহাজাধ্যক্ষ সুবায়ুযোগে জাহাজ খুলিয়া দিলে আমরা অল্প দিবসের মধ্যে বালশোরা নগরে উপনীত হইলাম। পরে সে স্থান হইতে বোগদাদনগরে গমনপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে সরন্দ্বীপাধিপের পত্র ও উপঢৌকন লইয়া প্রভু হারুণ অলরশীদের প্রাসাদে গমন করিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া আমি নিজ আগমন কারণ বিজ্ঞাপন করিলে, মহারাজ আমাকে সম্মুখে ডাকাই-

লেন। আমি ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া ভূপতিকে প্রণাম করিয়া সরন্দ্বীপাধিপতির পত্র ও উপঢৌকন প্রদান করিলাম। ভূপতি পত্র পাঠানন্তর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পত্রপাঠে যেরূপ অবগত হইলাম এই রাজা যথার্থই কি সেইরূপ ধনাঢ্য ও ক্ষমাপন্ন?" আমি পুনর্ব্বার ভূপালকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিলাম, "হে ধর্ম্মপালক! রাজা যাহা লিখিয়াছেন সে সমস্তই সত্য, তিনি যেরূপ ধনী সেইরূপ জ্ঞানী এবং প্রতাপশালী, তাঁহার প্রজাগণও তাঁহার অনুরূপ।" ইহা শুনিয়া নরেন্দ্র আমাকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন।

সিন্দবাদ এই গল্প সমাপ্ত করিয়া হিন্দবাদকে আর এক শত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিলেন। পর দিন হিন্দবাদ ও অন্যান্য সভাগণ একত্র মিলিত হইলে সিন্দবাদ নিজ সপ্তম বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্দবাদের সপ্তম বাণিজ্য যাত্রা।

আমি যষ্ঠ বাণিজ্য যাত্রা হইতে প্রত্যাগত হইয়া সঙ্কল্প করিলাম আর কখন কোন স্থানে যাইব না, বোগদাদনগরে থাকিয়াই জীবনের অবশিষ্ট ভাগ পরম সুখে অতিবাহন করিব। কিন্তু এক দিন আমি বন্ধুগণের সহিত একত্র ভোজন করিতেছি, ইতিমধ্যে বোগদাদাধিপতির এক জন ভৃত্য আসিয়া আমাকে বলিল, "মহারাজ আপনকার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।" এই কথা শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ রাজবাটীতে গমনপূর্ব্বক ভূপতির সিংহাসনাগ্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। ভূপতি কহিলেন, "সিন্দবাদ! তোমাকে আমার কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যে সহায়তা করিতে হইবে। সরন্দ্বীপাধিপতি আমার প্রতি যেরূপ ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা তুমি সকলই বিদিত আছ, এক্ষণে সেই ভদ্রতার প্রতিদান করা কর্ত্তব্য, অতএব তুমি কিঞ্চিৎ উপহার ও এক খানি পত্র লইয়া তাঁহার নিকট একবার গমন কর।" নরেন্দ্রের এই আজ্ঞা আমার বজ্রাঘাতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আমি কহিলাম, "হে ধর্ম্মপালক! আপনকার অনুমতি আমার শিরোধার্য্য, কিন্তু আমি বহুবার বাণিজ্য যাত্রা করিয়া নানা ক্লেশ ভোগ করিয়া এক্ষণে শপথ করিয়াছি আর কদাচ বোগদাদনগরের বহির্ভূত হইব না।" নৃপতি কহিলেন, "তোমাকে আমার অনুরোধে আর একবার সরন্দ্বীপনগরে যাইতে হইতেছে, যেহেতু সে স্থান আরকোন ব্যক্তির পরিচিত নহে।" আমি অগত্যা তথায় যাইতে স্বীকার করিলাম, তাহাতে ভূপতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আমার গমনব্যয় জন্য তৎক্ষণাৎ সহস্র সুবর্ণমুদ্রা দিতে অনুমতি করিলেন।

অনন্তর আমি শীঘ্র গমনের আয়োজন করিয়া রাজার নিকট হইতে

উপঢৌকন ও পত্র লইয়া বালশোরানগরে যাইয়া জাহাজারোহণপূর্ব্বক সরন্দীপনগরে যাত্রা করিলাম। কিছু দিনের পর আমি নির্ব্বিঘ্নে ঐ দ্বীপে উপস্থিত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। রাজা আমাকে চিনিতে পারিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "সিন্দবাদ! তুমি এখান হইতে স্বদেশে গমন করিলে আমি সর্ব্বদা তোমারই বিষয় স্মরণ করিতাম, অদ্য আমার কি সুপ্রভাত যে আমি পুনর্ব্বার তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম।" আমার প্রতি তাঁহাকে এইরূপ অকারণ স্নেহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া আমি তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। পরে আমি বোগদাদেশ্বরের পত্র ও উপহার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলে, তিনি তাহ বন্ধুতার প্রতিদান বোধ করিয়া অত্যাগ্রহাতিশয় সহকারে গ্রহণ করিলেন। ঐ নগরে কিছু দিন সুখে বাস করিয়া আমি স্বদেশ-গমনেচ্ছা ব্যক্ত করিলে, রাজা আমাকে নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্য পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। আমি জাহাজারোহণপূর্ব্বক বোগদাদে যাত্রা করিলাম, কিন্তু তিন চারি দিবসের পর দুর্দ্দৈববশতঃ আমাদিগের জাহাজ দস্যুহস্তে পতিত হইল। আরোহিগণের মধ্যে যাহারা২ দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, তাহারা প্রাণ ত্যাগ করিল, আমি এবং আর কয়েক ব্যক্তি দস্যুদিগের প্রতি কোন বিপক্ষতাচরণ করি নাই, এজন্য তাহারা আমাদিগকে প্রাণে মারিল না, কিন্তু আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া ও আমাদিগকে ছিন্নবস্ত্র পরিধান করাইয়া এক দূরবর্ত্তী দ্বীপে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিল।

আমি যে ব্যক্তির হস্তে পতিত হইলাম, তিনি এক জন বাণিজ্যোপজীবী। তাঁহার বিলক্ষণ অর্থসঙ্গতি ছিল এবং তিনি আমাকে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি পরাইলেন, এবং আমার প্রতি বিশেষ সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কিছু দিন গত হইলে একদা বণিক্ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন তুমি কোন বিষয়কর্ম্ম জান?" আমি কহিলাম, "মহাশয়! আমি বাণিজ্য করিতাম তাহাতে গ্রহবৈগুণ্য প্রযুক্ত দস্যুহস্তে পতিত হইয়া অপহৃত-সর্ব্বস্ব হইয়াছি।" বণিক্ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাল, তোমার শরক্ষেপণে নিপুণতা আছে কি না?' আমি উত্তর করিলাম, "বাল্যকালে আমি সর্ব্বদা বাণ নিক্ষেপ করিতাম, সুতরাং আমি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ নহি।" এই কথায় বণিক তৎক্ষণাৎ আমার হস্তে ধনুর্ব্বাণ দিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নগর হইতে বহুদূরবর্ত্তী এক নিবিড় অরণ্যে আমাকে লইয়া গেলেন। তথায় এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিকট যাইয়া আমাকে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া কহিলেন, 'এই বনে অসংখ্য হস্তী আছে, তুমি এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া থাক, যৎকালে করিগণকে তোমার নিকট দিয়া যাইতে দেখিবে তৎকালে তুমি তাহাদিগের প্রতি বাণ ক্ষেপণ করিও, তাহাতে

যদি কোন হস্তী নিহত হয় তাহা হইলে তুমি শীঘ্র আমাকে সম্বাদ দিও।" এই কথা বলিয়া মহাজন আমাকে কিঞ্চিৎ খাদ্য সামগ্রী দিয়া নগরাভিমুখে চলিয়া গেলেন, আমি সমস্ত রাত্রি ঐ বৃক্ষের উপর যাপন করিলাম, কিন্তু একটীও হস্তী দেখিতে পাইলাম না।

পর দিন প্রাতঃকালে অসংখ্য হস্তী আমার দৃষ্টিগোচর হইল, তদ্দর্শনে আমি অবিরত বাণবর্ষণ করিতে লাগিলাম, তাহাতে একটা হস্তী নিহত হইল। অন্যান্য হস্তী তাহা দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল, আমি সেই অবকাশে বৃক্ষ হইতে নামিয়া স্বীয় প্রতিপালকের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বাদ দিলাম। তিনি আমার প্রমুখাৎ এই সমাচার পাইয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন এবং আমার সৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি আমার সহিত বনে যাইয়া একটা প্রকাণ্ড গর্ত্ত খননপূর্ব্বক তন্মধ্যে ঐ মৃত হস্তীকে রাখিয়া দিলেন, এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে যখন মাংস গলিত হইবে তখন তাহার দন্ত ও অস্থি বিক্রয়পূর্ব্বক প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিবেন।

আমি দুই মাস কাল প্রত্যহ বনে যাইয়া এইরূপে করীবধ করিতে লাগিলাম। তাহার পর এক দিবস প্রাতঃকালে দেখিলাম করিগণ অন্য দিবসের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ না করিয়া বিকট গর্জ্জন করিতে করিতে পালে পালে মদীয় বৃক্ষের অভিমুখে আসিতেছে, তদ্দর্শনে ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল এবং হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ স্খলিত হইয়া ভূতলে পড়িয়াগেল। ফলত' আমি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। মাতঙ্গগণ ক্ষণকাল এক দৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল, তৎপরে একটা প্রকাণ্ড বলবান্ হস্তী শুণ্ড দ্বারা আমি যে মহীরুহোপরি আরূঢ় ছিলাম, তাহার মূলদেশ এরূপ বেগে আকর্ষণ করিল যে, তাহা তৎক্ষণাৎ উৎপাটিত হইল এবং তৎসঙ্গে আমিও ভূতলশায়ী হইলাম। অনন্তর করিবর শুণ্ড দ্বারা আমাকে আপন পৃষ্ঠে তুলিয়া লইল, আমি মৃতবৎ তথায় পড়িয়া রহিলাম। তৎপরে সে আমাকে নিজ পৃষ্ঠদেশে লইয়া অন্যান্য হস্তীর সহিত বেগে চলিতে আরম্ভ করিল। কিয়দ্দূর গমনের পর গজরাজ আমাকে পৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া দিয়া নিজ সঙ্গিগণের সহিত বনমধ্যে প্রবেশ করিল। আমার তৎকালে কিছুমাত্র সংজ্ঞা ছিল না, পরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমার চৈতন্যোদয় হইলে আমি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেখিলাম, আমি হস্তিদন্ত ও হস্ত্যস্থি দ্বারা পরিপূর্ণ এক বৃহৎ পর্ব্বতে আনীত হইয়াছি। ঐ সকল জন্তুর স্বাভাবিক বুদ্ধি শক্তির এই অদ্ভুত প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। আমি নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিলাম, হস্তিগণ স্বজাতির মৃত্যু হইলে ঐ পর্ব্বতে তাহাদিগের মৃতদেহ ফেলিয়া যাইত, সুতরাং আমাকে তাহারা এই অভিপ্রায়ে ঐ স্থানে রাখিয়া যাইল যে, আমি

ভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে আর বধ না করিয়া ঐ পর্ব্বত হইতে যত ইচ্ছা হস্তিদন্ত লইতে পারিব।

অনন্তর আমি সে স্থানে আর কালক্ষেপ না করিয়া তখনি নগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম, এবং এক দিন ও এক রাত্রি গমনের পর নিজ প্রতিপালকের বাটীতে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। তিনি আমাকে দেখিবা মাত্র আগ্রহপূর্ব্বক কহিলেন "সিন্দবাদ! কয়েক দিবস তোমাকে দেখিতে না পাইয়া আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম। এবং বনে যাইয়া একটা বৃক্ষ সমোৎপাটিত ও তোমার ধনুর্ব্বাণ ভূমিতে পতিত রহিয়াছে দেখিয়া আমি তোমার মৃত্যু আশঙ্কা করিয়াছিলাম, সুতরাং তোমার সহিত যে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে আমার কিছুমাত্র এমত আশা ছিল না। এক্ষণে বল দেখি তুমি কি বিপদে পড়িয়াছিলে এবং কি প্রকারেই বা সেই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলে?" তাহাতে আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম পর দিন প্রাতঃকালে বণিক্ আমাকে সঙ্গে করিয়া পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় রাশি রাশি গজদন্ত দেখিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। পরে যে হস্তীতে আরোহণ করিয়া আমরা তথায় যাইয়াছিলাম তৎপৃষ্ঠে প্রচুর গজদন্ত বোঝাই করিয়া গৃহে আনয়নপূর্ব্বক আমাকে কহিলেন, "ভাই সিন্দবাদ! অদ্য হইতে আমি তোমার দাসত্ব বিমোচন করিলাম, এবং তুমি আমার ধনোপার্জ্জনের যে উৎকৃষ্ট পথ আবিষ্কৃত করিয়া দিলে, তজ্জন্য আমি তোমার নিকট চিরজীবনের জন্য ঋণী থাকিলাম। পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, আমি তাঁহার নামে অঙ্গীকার করিতেছি অদ্য হইতে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলে। কিন্তু তুমি এমত বিবেচনা করিও না যে, আমি তোমাকে কেবল স্বাধীনতা দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিব, আমি সাধ্যানুসারে প্রভূত অর্থ দিয়া তোমার সন্তোষ উৎপাদন করিব।"

আমি অন্নদাতার মুখে এই সকল মধুর বাক্য শুনিয়া কহিলাম, "হে প্রতিপালক! পরমেশ্বর আপনাকে চিরজীবী করুন, আমি আপনকার যে কিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছি তজ্জন্য আমাকে অনুরূপ প্রত্যুপকার করিবার প্রয়োজন নাই, একমাত্র স্বাধীনতা দানেই আমি সম্পূর্ণরূপে পুরস্কৃত হইব, তবে আমি যাহাতে শীঘ্র স্বদেশে যাইতে পারি, অনুগ্রহপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে আপনি কিঞ্চিৎ মনোযোগী থাকিবেন।" বণিক্ কহিলেন, "এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, অল্প দিবসের মধ্যে গজদন্ত ক্রয় করিবার জন্য এখানে অসংখ্য জাহাজ আসিবে, আমি ঐ সুযোগে তোমাকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিব।"

অনন্তর কিয়দ্দিবসের মধ্যে তথায় জাহাজ সকল আসিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে মদীয় প্রতিপালক তন্মধ্য হইতে একখানি উৎকৃষ্ট জাহাজ আমার জন্য মনোনীত করিয়া তাহার অর্দ্ধাংশ গজদন্তে পূর্ণ

করিলেন। তৎপরে তিনি আমাকে প্রচুর পাথেয় এবং তদ্দেশোৎপন্ন বিবিধ আশ্চর্য্য২ দ্রব্য প্রদান করিলেন। আমি ঐ সকল বস্তু প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া জাহাজে আরোহণ করিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ তৎকালে বায়ু অনুকূল ছিল, তাহাতে আমরা নির্বিঘ্নে বোগদাদ নগরে উত্তীর্ণ হইলাম। স্বদেশে পদার্পণ করিয়াই আমি প্রথমে ভূপতি হারুণ অলরশীদের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির সম্বাদ দিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া কহিলেন, "সিন্দবাদ! বহু দিনের মধ্যেও তুমি প্রত্যাগমন করিলে না দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভাবিত ছিলাম, কিন্তু তুমি যেরূপ ভদ্রলোক তাহাতে পরমেশ্বর যে তোমাকে রক্ষা করিবেন তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না।" পরে বনমধ্যে করিগণের সহিত আমার যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল তিনি তদ্বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। বোগদাদাধিপতি এই বিবরণ এবং আমার অন্যান্য বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেগুলি এক জন লেখক দ্বারা স্বর্ণাক্ষরে লেখাইয়া নিজ পুস্তকাগারে রাখিতে অনুমতি করিলেন। তদনন্তর নরেন্দ্র পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে যথেষ্ট সমাদর ও পুরস্কার করিলে পর আমি সানন্দচিত্তে তথা হইতে নিজ বাটীতে আগমন করিয়া আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবগণকে লইয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম।

সিন্দবাদ নিজ সপ্তম বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ সমাপ্ত করিয়া হিন্দবাদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই হিন্দবাদ। তুমিত আমার সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলে, এক্ষণে বল দেখি, আমার মত এরূপ বিষম বিপদ্জালে কখন কোন ব্যক্তিকে পড়িতে শুনিয়াছ কি না?" তখন হিন্দবাদ সিন্দবাদের হস্ত চুম্বনপূর্ব্বক কহিল, 'আপনি অপরিসীম কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, এরূপ ক্লেশ ভোগের পর চিরদিবস সুখে কালযাপন করিতে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সম্প্রতি বুঝিতে পারিলাম, আমি নিজ অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া যে কাতরোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা অন্যায়।"

অনন্তর সিন্দবাদ তাহাকে আর এক শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া কহিলেন, "হিন্দবাদ! এক্ষণে তুমি নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ কর, অদ্য হইতে তুমি আমার বন্ধু শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইলে।"

তিন আতা ফলের কথা।

এক দিন রাজা হারুণ অলরশীদ নিজ প্রধান মন্ত্রী জাফরকে আজ্ঞা করিলেন, "মন্ত্রিবর! অদ্য সন্ধ্যার সময় তুমি রাজ বাটীতে আগমন করিও রাজপুরুষদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি প্রজাগণের অনুরাগ ভাজন

কাহার প্রতিই বা প্রজারা অসন্তুষ্ট তদ্বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত অদ্য আমি তোমার সমভিব্যাহারে নগর পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইব। যদি রাজকর্ম্মকারকদিগের মধ্যে কাহাকে অবিচার করিতে দেখি তবে তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া তৎপদে ভদ্রলোক নিযুক্ত করিব, আর প্রজাদিগের মুখে যাহার গুণকীর্ত্তন শুনিব, তাহার গুণের উপযুক্ত পারিতোষিক দিব।'

হারুণ অলরসীদ ভূপতি ছদ্মবেশে অমাত্যসমভিব্যাহারে নগর পরিদর্শন করিতেছেন।

অনন্তর নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাফর মন্ত্রী উপস্থিত হইলে, ভূপতি তাঁহাকে এবং মসরুর নামক খোজাধ্যক্ষকে সঙ্গে করিয়া ছদ্মবেশে রাজবাটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং বহু স্থান অতিক্রম করিয়া পরিশেষে এক গলির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দর্শন করিলেন, এক শ্বেতশ্মশ্রু দীর্ঘাকার মনুষ্য হস্তে লগুড় ও মস্তকে জাল লইয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে ভূপতি মন্ত্রীকে কহিলেন, "এই বৃদ্ধ মনুষ্যকে অত্যন্ত দরিদ্র বোধ হইতেছে, আইস ইহার অবস্থার বিশেষ পরিচয় লওয়া যাউক।" অমাত্য রাজার অভিপ্রায়ানুসারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে প্রাচীন! তুমি কি ব্যবসায় করিয়া থাক?" বৃদ্ধ কহিল, 'মহাশয়! আমি ধীবর, মৎস্য ধরিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করি, কিন্তু এই ব্যবসায়ীর মধ্যে আমার মত দরিদ্র আর কেহই নাই। অদ্য মধ্যাহ্নকালে আমি মৎস্য ধরিতে গিয়াছিলাম এবং এক্ষণে ফিরিয়া আসিতেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমি একটীও মৎস্য ধরিতে পারি নাই। আমার স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্গের অদ্য যে কিরূপে জীবনধারণ হইবে, আমি তাহার কিছুই সুবিধা দেখিতেছি না।" তাহার এই কাতরোক্তি শ্রবণে ভূপতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন, "হে ধীবর! তুমি আমাদিগের সমভিব্যাহারে আর একবার নদীতটে যাইয়া জাল নিক্ষেপ করিবে চল, এবার তোমার জালে যাহা উঠিবে, তাহাই আমরা এক শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া ক্রয় করিব অঙ্গীকার করিতেছি।" ধীবর এই প্রস্তাবে তখনি

সমস্ত হইয়া ভূপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, এই সকল সাধু পুরুষ আমাকে যাহা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহার শতাংশের একাংশ দিলেও আমার বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে।

তদনন্তর সকলে টাইগ্রিস্ নদীর তীরে উপস্থিত হইলে ধীবর জাল ক্ষেপণ করিল, তাহাতে একটা অতি ভারযুক্ত সিন্দুক উঠিল। ঐ সিন্দুকের মুখ দৃঢ়রূপে বদ্ধ ছিল। নরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ ধীবরকে এক শত সুবর্ণ মুদ্রা দিয়া বিদায় করিলেন। পরে মসরুর, রাজার আজ্ঞানুসারে ঐ সিন্দুক স্কন্ধে লইয়া রাজবাটীতে চলিল। ঐ সিন্দুকের মধ্যে যে কি আছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত রাজা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সত্বর নিজ প্রাসাদে গমনপূর্ব্বক সিন্দুক মুক্ত করিলেন। মুক্ত করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, তন্মধ্যে তালপত্র নির্ম্মিত এক প্রকাণ্ড ঝুড়ি রহিয়াছে, তাহার মুখ লাল সূতাতে সেলাই করা। পরে সূত্রচ্ছেদন করিয়া দেখিলেন তন্মধ্যে ছিন্ন-গালিচা দ্বারা আচ্ছাদিত এক পরম রূপবতী কামিনী রহিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শন করিবামাত্র ভূপতি চমৎকৃত হইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ক্রোধভরে মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "রে নরাধম! প্রজাগণ কে কোথায় কি করিতেছে তুই কিছুমাত্র তাহ পর্য্যবেক্ষণ করিস্ না। তোর একমাত্র অনবধানতা দোষেই দুষ্টেরা অনায়াসে আমার নিরাশ্রয় [illegible]দিগকে গোপনে নষ্ট করিয়া টাইগ্রিস্ নদীতে নিক্ষেপ করিতেছে [illegible] অনন্ত নরকে পাতিত করিতেছে। অতএব যদি তুই শীঘ্র এই [illegible] সম্মুখে উপস্থিত করিতে না পারিস্ তবে আমি ঘাতক [illegible] শিরশ্ছেদন করাইব।" ইহা শুনিয়া মন্ত্রী কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "হে [illegible]পালক! আপনি আমাকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দিন, আমি তাহার [illegible] স্ত্রীহন্তাকে ধরিয়া দিব।" রাজা বলিলেন, "আমি তিন দিন মাত্র অবকাশ দিলাম, ইহার মধ্যে অপরাধীকে উপস্থিত করিতে না পারিলে তোর নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড হইবে।"

ভূপতির এই আদেশ শ্রবণে জাফর মন্ত্রী মহা উদ্বিগ্ন হইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "হায়! বোগদাদ যখন এরূপ বৃহৎ ও এ প্রকার বহুজনাকীর্ণ নগর তখন ইহার মধ্য হইতে এক জন স্ত্রীহত্যাকারীকে নির্ণয় করা কিরূপে সম্ভাব্য হইবে। যে ব্যক্তি এই নারীহত্যা করিয়াছে সে নিশ্চয় এ কার্য্য গোপনে সমাধা করিয়াছে সুতরাং এ বিষয়ে সাক্ষী পাইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, আর স্ত্রী হন্তা যে নগর হইতে পলায়ন না করিয়া এখন পর্য্যন্ত এস্থানে আছে ত দ্বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ।" মন্ত্রীবর এক একবার ইহাও ভাবিতে লাগিলেন,—কারাগার হইতে কোন অপরাধী ব্যক্তিকে আনিয়া রাজার

সম্মুখে উপস্থিত করি, তাহার প্রাণদণ্ড করিয়া মহারাজের ক্রোধ নির্ব্বাণ হইতে পারে। পরক্ষণেই আবার ইহাও মনে করিতে লাগিলেন—বিনা অপরাধে এক জনকে প্রাণে নষ্ট করিয়া নিজ প্রাণ রক্ষা করা অপেক্ষা স্বয়ং প্রাণদান করা আমার সহস্রগুণে প্রার্থনীয়। এইরূপ নানা বিধ চিন্তা করিয়া অমাত্য হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত শান্তি-রক্ষক ও অন্যান্য রাজপুরুষদিগকে অনুমতি করিলেন। তাহারা তদনুসারে চতুর্দ্দিকে গূঢ় চর প্রেরণ করিল এবং আপনারাও আগ্রহাতিশয় সহকারে হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদিগের সমস্ত আয়াস বিফল হইল, কেহই হত্যাকারীর কোন উদ্দেশ পাইল না। ইহাতে মন্ত্রী নিজ মৃত্যু স্থির করিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অনন্তর তৃতীয় দিবসে ভূপতি মন্ত্রীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এক জন দূত প্রেরণ করাতে অমাত্য তৎসমভিব্যাহারে রাজ বাটীতে গমন করিলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইবামাত্র নরেন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন অমাত্য! তুমি হত্যাকারীর কোন উদ্দেশ পাইয়াছ?" মন্ত্রী সজলনয়নে উত্তর করিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আমি তাহার কোন সন্ধান পাই নাই।' ইহা শুনিয়া নৃপতি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া মন্ত্রীকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন, এবং তদ্দণ্ডে তাঁহাকে রাজ-বাটীর সম্মুখে ফাঁসি দিতে অনুমতি দিলেন। রাজাজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ ফাঁসি দিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল এবং নগর মধ্যে ঘোষণা করা হইল যে, রাজমন্ত্রী জাফরের প্রাণ দণ্ড হইবে যাঁহারা তাহা দেখিতে অভিলাষ করেন তাঁহারা রাজবাটীর সম্মুখে উপস্থিত হউন।"

উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদধারী এক পরম সুন্দর যুবক মন্ত্রীর হস্ত চুম্বনপূর্ব্বক বলিতেছে।

অনন্তর যৎকালে রাজপুরুষগণ জাফর মন্ত্রীকে বধ্যভূমিতে আনয়ন করিল এবং জল্লাদ আসিয়া তাঁহার কণ্ঠদেশে রজ্জু প্রদান করিল

তৎকালে নগরবাসিগণ বক্ষে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তৎপরে যখন ঘাতক পুরুষ তাঁহার গললগ্ন রজ্জু ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে বধমঞ্চে উত্তোলন করিবার উপক্রম করিল,তখন উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদধারী পরমসুন্দর এক যুবক সহসা জনতার মধ্য হইতে অমাত্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া তদীয় হস্ত চুম্বনপূর্ব্বক কহিল, "হে দীন-পালক, ধর্ম্মনিষ্ঠ, অমাত্য! যে জন্য তোমার প্রাণদণ্ড হইতেছে সে বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ নিরপরাধী। আমিই সেই স্ত্রীকে কাটিয়া টাইগ্রিস্ নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, অতএব স্ত্রীহত্যাপরাধে যে কিছু দণ্ড হয় তাহা আমারই হওয়া উচিত।"

যদিও এই কথা শ্রবণমাত্র মন্ত্রীর মনে যৎপরোনাস্তি আনন্দোদয় হইল,তথাপি ঐ যুবা পুরুষের মনোজ্ঞ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাহার প্রতি তাঁহার করুণার উদ্রেক হইল। অনন্তর মন্ত্রিবর ঐ নবীন পুরুষকে কিঞ্চিৎ বলিবার উপক্রম করিতেছেন,ইত্যবসরে অকস্মাৎ এক দীর্ঘাকার প্রাচীন ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কহিল, "মহাশয়! এই যুবা যাহা বলিতেছে কদাচ তাহা বিশ্বাস করিবেন না, আমি এই নারীকে নষ্ট করিয়াছি সুতরাং আমিই দণ্ড পাইবার যোগ্য এই যুবার এ বিষয়ে কোন অপরাধ নাই।" যুবা কহিল."মহাশয়! আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি আমিই এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি,অন্য কোন ব্যক্তি ইহার সংস্রবে নাই।" এই কথায় বৃদ্ধ যুবাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বৎস! তুমি [illegible]না আত্ম জীবন বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইতেছ, আমি এই পৃথি-[illegible]ন জীবিত রহিয়াছি, এক্ষণে মৃত্যু হইলে আমার মনে কিছু [illegible]না. অতএব আমি নিজ প্রাণ দিয়া তোমাকে রক্ষা করিতেছি [illegible] বাধা দিওনা।"

এইরূপে তা[illegible]জনকে পরস্পর বাগ্বিতণ্ডা করিতে দেখিয়া অমাত্য রাজক[illegible]ণের পরামর্শানুসারে তাহাদিগকে রাজ সন্নিধানে লইয়া গিয়া ভূপতিকে ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিয়া কহি-লেন, "হে ধর্ম্মপালক! আমি আপনকার সম্মুখে এই বৃদ্ধ ও যুবাকে আনয়ন করিয়াছি, ইহারা উভয়েই স্বীকার করিতেছে যে, ইহারাই স্ত্রীবধ করিয়াছে।" এই কথায় নরেন্দ্র তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, "তোমাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি নির্দ্দয়তাপূর্ব্বক এই স্ত্রীকে নষ্ট করিয়া টাইগ্রিস্ নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল?" যুবা কহিল, "আমি করিয়াছি।" বৃদ্ধও কহিল. "আমি করিয়াছি।" তৎশ্রবণে রাজা মন্ত্রীকে আজ্ঞা করিলেন, "তবে ইহাদিগের দুই জনকেই ফাঁসি দাও।" মন্ত্রী কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! যদি এক ব্যক্তি এই অপরাধ করিয়া থাকে, তবে এক জনের অপরাধে দুই ব্যক্তির প্রাণদণ্ড নিতান্ত অন্যায় হইবে।" ইহা শুনিয়া যুবা পুনর্ব্বার কহিল, "যিনি

এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের নাম গ্রহণপূর্ব্বক বলিতেছি, চারি দিবস অতীত হইল, আমি এই রমণীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া টাইগ্রিস্ নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।" যুবার এই শপথ শুনিয়া বৃদ্ধ একবারে নিরুত্তর হইয়া রহিল, সুতরাং ভূপতি যুবাকেই দোষী অবধারিত করিয়া কহিলেন, "রে নরাধম! তুই কি জন্য এই জঘন্য কর্ম্ম করিলি, কি জন্যই বা এককালে জীবনের মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিতে আসিলি?" যুবা কহিল, "হে ধর্ম্মপালক পৃথিবীনাথ! এই রমণী ও আমার মধ্যে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, যদি আমি তৎসমুদায় বর্ণন করি, তবে তাহাতে একখানি ইতিহাস পুস্তক প্রস্তুত হয় এবং ভবিষ্যতে তদ্দ্বারা জনসমাজের বিশেষ উপকার দর্শে।" রাজা কহিলেন, "সে বৃত্তান্ত কিরূপ তাহা আমার নিকট বর্ণন কর।" যুবা নৃপতির অনুমতি পাইয়া এইরূপে আত্মবিবরণ বলিতে আরম্ভ করিল।

বিনাশিত রমণী ও তদীয় হত্যাকারী পতির বিবরণ।

ধর্ম্মাবতার! যে স্ত্রীকে আমি হত্যা করিয়াছি সে আমার পিতৃব্য কন্যা অথচ আমার পত্নী, আর এই পুরোবর্ত্তী যে বৃদ্ধকে দেখিতেছেন, ইনি তাহার পিতা অথচ মদীয় পিতৃব্য। ঐ স্ত্রীর বয়ঃক্রম যখন ১২ বৎসর, তখন আমি তাহাকে বিবাহ করি। প্রায় ১১ বৎসর [illegible] হইল আমাদিগের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, ইহার [illegible] আমার তিন পুত্র জন্মে তাহারা সকলেই এ[illegible]। আমার বনিতা সাতিশয় গুণবতী ও ধর্ম্ম[illegible] এবং যাহাতে আমার মনে অসন্তোষ জন্মিতে পারে [illegible] কার্য্যের সংস্পর্শে থাকিত না, বরং সর্ব্বদা আমাকে স[illegible] করি জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইত। এজন্য আমি ভার্য্যাকে প্রাণতুল্য ভাল বাসিতাম, এবং সে যখন যে বস্তু আমার নিকট প্রার্থনা করিত আমি তখনি তাহাকে সেই বস্তু প্রদান করিতাম।

প্রায় দুই মাস গত হইল আমার স্ত্রী রোগাক্রান্ত হইয়াছিল, তাহাতে আমি বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলাম, এবং যাহাতে বনিতা শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে পারে সে সকল উপায় প্রয়োগ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করিলাম না। এই সকল কারণে এক মাসের মধ্যে বনিতার পীড়ার অনেক উপশম হইল, তাহাতে সে এক দিবস স্নান করিতে যাইতে চাহিল, এবং গমনকালে আমাকে কহিল, "হে ভ্রাতঃ! বহু দিবস হইতে আমার অত্যন্ত আতা খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব যদি কোনরূপে আমাকে আতা

আনীয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই।" আমি কহিলাম, "তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়া তোমাকে তাহা আনীয়া দিব।" এই কথা বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ আতা ক্রয় করিবার নিমিত্ত নগরে যত বাজার ও দোকান ছিল, সর্ব্বত্র গমন করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি একটীও আতা দেখিতে না পাইয়া বিমর্ষচিত্তে বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। আমার স্ত্রী আমাকে রিক্তহস্তে বাটীতে প্রত্যাগত হইতে দেখিয়া এরূপ ব্যাকুল হইল যে সে দিবস সমস্ত রাত্রির মধ্যে তাহার একবারও নিদ্রাকর্ষণ হইল না। ইহা দেখিয়া আমি পর দিন প্রভাতে পুনরায় আতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া নগরে যত উদ্যান ছিল সর্ব্বত্র গমন করিলাম, কিন্তু সে দিনও পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। পরে সৌভাগ্যক্রমে এক প্রাচীন উদ্যান-রক্ষকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে আমাকে বলিল, "মহাশয়! আপনি বৃথা কেন ইতস্ততঃ আতার অন্বেষণ করিতেছেন, সম্প্রতি ইহা বোগদাদাধিপতির বালশোরা নগরস্থ উদ্যান ব্যতীত অন্য কোন স্থানেই পাওয়া যাইবে না।" তদনুসারে আমি পর দিন প্রত্যূষে বালশোরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। তথায় উত্তীর্ণ হইয়া মহারাজের উদ্যানপালককে তিন স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া তিনটী আতা লইয়া এক পক্ষের মধ্যে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই আতা তিনটী বনিতার হস্তে সমর্পণ করিলাম। বনিতার তৎকালে আতা ভক্ষণ করিবার বিশেষ ইচ্ছা না থাকাতে সে তাহা [illegible] করিয়া নিকটে রাখিয়া দিল।

[illegible] দিবস পরে একদা আমি আপন দোকানে উপ-[illegible] দেখিতে পাইলাম একটা দীর্ঘাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ দাস একটী [illegible] দিয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণে সা[illegible] উপস্থিত হইল, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বোগদাদ কিম্বা ত[illegible]হিত স্থানে সে সময় কোন ক্রমেই আতা পাওয়া যায় না। অতএব আমি তখনি দাসকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এ আতা কোথায় পাইলে?" দাস ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, "অদ্য আমি আমার এক উপপত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলাম সে অসুস্থ শরীরে শয্যায় শয়ন করিয়া আছে এবং তাহার পার্শ্বে তিনটী আতা রহিয়াছে, তাহাতে আমি তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "মদীয় স্বামী আমার প্রার্থনানুসারে বহু দূর হইতে এই তিনটী আতা আনীয়া দিয়াছেন। অনন্তর আমি প্রার্থনা করাতে সে তন্মধ্য হইতে আমাকে এই আতাটী দিয়াছে।"

এই কথায় আমি একেবারে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করিয়া গৃহাভিমুখ ধাবমান হইলাম। অনন্তর তথায় উত্তীর্ণ হইয়া বনিতার শয়নাগারে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলাম, সেখানে

দুইটী মাত্র আতা রহিয়াছে, তাহাতে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর একটী আতা কোথায় গেল?" ভার্য্যা দুই চারিবার এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "দুইটী আতা রহিয়াছে বটে, অন্যটী যে কোথায় গেল, তাহা তো কিছুই জানি না।" এই উত্তর শ্রবণে দাসের কথা আমার সম্পূর্ণ সত্য বোধ হইল, সুতরাং আমি তৎকালে আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ কোষ হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিলাম। তৎপরে তাহাকে খণ্ড খণ্ড করতঃ একটা ঝুড়িতে পূরিয়া ঝুড়ির মুখ লাল সুতাতে সেলাই করিয়া ঝুড়িটা এক সিন্দুকের মধ্যে স্থাপন করিলাম, পরে রাত্রি হইলে সিন্দুক শুদ্ধ ঐ ঝুড়িটা টাইগ্রিস্ নদীতে ফেলিয়া দিলাম।

আমি যৎকালে এই হত্যাকাণ্ড করি সে সময় আমার দুইটী পুত্র নিদ্রা যাইতেছিল, কিন্তু জ্যেষ্ঠটী বাটী ছিল না। পরে আমি গৃহে আসিয়া দেখিলাম সে বহির্দ্বারে বসিয়া রোদন করিতেছে। তাহাকে রোদনের হেতু জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "পিতঃ! তুমি যে তিনটী আতা আনীয়া দিয়াছিলে, অদ্য প্রাতঃকালে আমি মাকে না বলিয়া তন্মধ্য হইতে একটী আতা লইয়াছিলাম। পরে আমি সেটী হস্তে করিয়া পথে খেলিতেছি, মত সময়ে হঠাৎ একটা বিকটাকার কাফ্রি আমার হস্ত হইতে তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম এবং বলিতে লাগিলাম আমার মাতার পীড়া হওয়াতে পিতা বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া [illegible] দিনের পথ হইতে এইরূপ তিনটী আতা আনয়ন [illegible] তুমি ইহা আমাকে প্রত্যর্পণ কর।" কি[illegible] আমার কথায় কর্ণপাত করিল না [illegible] না হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার পশ্চা[illegible] যাইতে লাগিলাম তাহাতে সে বিরক্ত হইয়া আমাকে প্রহার করিয়া কোথায় পলায়ন করিল আমি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সেই অবধি আমি ইতস্ততঃ আপনাকে অন্বেষণ করিতেছি। একথা শুনিতে পাইলে মাতা অধিক অসুস্থ হইবেন, এবং আমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন, অতএব আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি, আপনি মাকে ইহার কিছুই বলিবেন না।" ইহা বলিয়া সে আরো উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

পুত্রের প্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণ মাত্র আমার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে কেবল নিজ অবিমৃশ্যকারিতা-দোষে গুণবতী ভার্য্যাকে বিনা অপরাধে হত্যা করিয়াছি, কারণ দুষ্ট দাসের কথায় সহসা প্রত্যয় না করিলে আর এরূপ দুষ্কর্ম্ম ঘটিত না। কিন্তু তৎকালে এরূপ জ্ঞানের উদয় হওয়াতে কোন ফল দর্শিল না। ইত্যবকাশে পিতৃব্য মহাশয় দুহিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে

আসিলেন, এবং আমার প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া শোকসাগরে মগ্ন হইলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আমার মর্ম্মান্তিক যাতনা হইল, তাহাতে আমি তাঁহার সহিত বিলাপ করিতে লাগিলাম। হে ধরণীপাল! আমি আপনকার সমক্ষে যাহা কিছু বলিলাম তাহা সকলই সত্য, এক্ষণে আপনি আমার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিয়া আমাকে এই দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করুন।

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ভূপতি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, -এই যুবা অজ্ঞানতাবশতঃ আপন স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছে, সুতরাং ইহার অপরাধ মার্জ্জনা করা যাইতে পারে। এক মাত্র দাসের দোষেই এই সমস্ত অনর্থ ঘটিয়াছে, সুতরাং এ স্থলে তাহাকেই বিশেষ শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মন্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অমাত্য! তুমি তিন দিবসের মধ্যে সেই দুষ্টাশয় দাসকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিতে চাহ, নতুবা তাহার পরিবর্ত্তে তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে।"

হতভাগ্য মন্ত্রী ইতিপূর্ব্বে বিবেচনা করিয়াছিলেন তিনি এই উপস্থিত বিপদ্ হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে রাজার এই নূতন আদেশ শুনিয়া বিমর্ষচিত্তে মনে মনে কহিলেন, "হায়! আমি একবার যে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলাম দুর্ভাগ্যক্রমে পুনরায় সেই বিপদে পড়িলাম। বোগদাদ একরূপ বৃহৎ নগর ইহার মধ্যে আমি কোথায় [illegible]র অনুসন্ধান পাইব এবার দেখিতেছি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ [illegible] ইহা স্থির করিয়া তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে রাজসভা [illegible] বর্গের সহিত চিন্তা ও বিষাদে কথঞ্চিৎ দুই দিবস [illegible] তৃতীয় দিবসে তিনি অন্তিম কালীন কর্ত্তব্য কর্ম্ম [illegible] আত্মীয়গণের সহিত আলিঙ্গনাদি করণানন্তর তাঁহাদিগের নিকট বিদায় লইতে লাগিলেন। তাঁহার পরিজনগণ মহাশোকে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক জন রাজদূত আসিয়া বলিল, "অদ্য তৃতীয় দিবস উপস্থিত হইয়াছে অথচ এ পর্য্যন্ত দাসের কোন অনুসন্ধান হইল না, ইহাতে মহারাজ অতিশয় বিরক্ত হইয়া আপনাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া মন্ত্রিবর তাহার সহিত রাজসন্নিধানে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে একজন ধাত্রী তাঁহার ষষ্ঠবর্ষীয়া এক কন্যাকে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিল। কন্যাকে দেখিবামাত্র মন্ত্রী তাহাকে স্নেহপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইলেন, এবং পুনঃ পুনঃ তাহার মুখ চুম্বন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, তাহার বক্ষঃস্থলস্থিত বসনের মধ্যে একটা পদার্থ উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! তোমার বক্ষঃস্থলের মধ্যে ঐ বস্তুটী কি? কন্যা উত্তর

কহিল, "পিতঃ এ একটী আতাফল, আমাদের ভৃত্য রিহান ইহা দুই মুদ্রায় আমাকে বিক্রয় করিয়াছে।"

এককালে ভৃত্য ও আতার কথা শুনিবামাত্র জাফর মন্ত্রী অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কন্যার বক্ষঃস্থলস্থ বস্ত্রের মধ্যে হস্ত দিয়া আতাটী বাহির করিলেন। পরে ভৃত্য রিহানকে তখনি সম্মুখে ডাকাইয়া বলিলেন, "অরে দুরাচার! তোর হস্তে এ আতা কিপ্রকারে আসিল?" রিহান শঙ্কিত হইয়া উত্তর করিল, "ধর্ম্মাবতার! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমি ইহা আপনকার অথবা মহারাজের উদ্যান হইতে চুরি করি নাই। এক দিবস আমি পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম কতকগুলি বালক ক্রীড়া করিতেছে এবং তন্মধ্যে এক বালকের হস্তে একটী আতা রহিয়াছে তদ্দর্শনে আমি বলপূর্ব্বক তাহার হস্ত হইতে আতাটী কাড়িয়া লইলাম। তাহাতে বালক অত্যন্ত কাতর হইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, "আমার মাতা পীড়িতাবস্থায় আতা খাইবার অভিলাষ প্রকাশ করাতে পিত বহুদূর হইতে তিনটী আতা আনীয়াছিলেন; আমি মাকে না বলিয় তন্মধ্য হইতে একটী আতা লইয়া আসিয়াছি, অতএব তুমি ইহ আমাকে ফিরিয়া দাও।" আমি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিলাম এবং আপনকার কনিষ্ঠা কন্যাকে ইহা দুই মুদ্রায় বিক্রয় করিলাম। প্রভু ইহা ভিন্ন আমি আর কিছুই জানি না।"

মন্ত্রী ভৃত্যের এইরূপ অসচ্চরিত্রতার পরিচয় পাইয়া অতিশয় [illegible] লেন, কিন্তু তৎকালে কিছু না বলিয়া তাহাকে রাজ[illegible] গিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ভূপ[illegible] হইয়া কহিলেন, "কেবল এই দুরাত্ম[illegible] ঘটি য়াছে, অতএব ইহাকে সমুচিত দণ্ড [illegible] কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, "মহারাজ যাহা [illegible] সকলি যথার্থ, ভৃত্য অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে কিন্তু এই ঘটনা অপেক্ষা আমি এব অধিক অদ্ভুত ঘটনা অবগত আছি তাহা মহারাজকে শুনাইতে অভি লাষ করি। যদি তাহা এ ঘটনা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য বোধ হয় তবে মহারাজকে এই দাসের অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে।" অনন্তর নরেন্দ্র এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করাতে জাফর মন্ত্রী এইরূপে গল্পা-রম্ভ করিলেন।

নুরুদ্দীন আলি ও বেদরুদ্দীন হুসেন।

পূর্ব্বকালে মিসরদেশে বিখ্যাত নামা, ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু ও মাহসী এক সুলতান বাস করিতেন। তাঁহার মন্ত্রী নীতিকুশল, জ্ঞানী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি

ও সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। ঐ মন্ত্রীর সমসুদ্দীন মহম্মদ ও নুরুদ্দীন আলি নামে দুই পুত্র ছিল। পুত্রদ্বয় সকল বিষয়েই ছায়ারস্থায় পিতার অনুবর্ত্তন করিত, তথাপি কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠাপেক্ষা গুণবত্তর ছিলেন।

কালক্রমে মন্ত্রীর মৃত্যু হইলে লতান উভয়কেই অমাত্যের পরিচ্ছদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমাদিগের পিতার মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, সম্প্রতি আমার বাসনা এই তোমাদিগের উভয়কেই আমি মন্ত্রীত্ব পদ প্রদান করিব, অতএব তোমরা এক্ষণে তোমাদিগের পিতার ন্যায় সমস্ত কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ কর।" ভ্রাতৃদ্বয় এই কথা শুনিয়া বিনীতভাবে সুলতানকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক তদবধি পর্য্যায়ক্রমে এক জন তাঁহার সহিত থাকিতে লাগিল। কিছুকাল পরে একদিন সায়ংকালিন ভোজনান্তে দুই সহোদরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে কহিলেন,' দেখ অদ্যাপি আমাদিগের কাহারও বিবাহ হয় নাই, এবং আমরা যেরূপ সৌহৃদ্দে বাস করিতেছি তাহাতে আমার ইচ্ছা যে, আমরা উভয়েই একদিনে কোন সদ্বংশজাত ভগিনীদ্বয়কে বিবাহ করি, ইহাতে তোমার কিরূপ অভিপ্রায়?" কনিষ্ঠ কহিলেন, "ভ্রাতঃ! ইহা অপেক্ষা সদ্বিবেচনা আর নাই, আপনি যাহা ভাল বোধ করিবেন আমি তাহাতেই সম্মত হইব।" জ্যেষ্ঠ কহিলেন, "আরও কিছু বক্তব্য আছে, কালক্রমে যদি তোমার এক পুত্র জন্মে এবং আমার এক কন্যা হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের পরস্পর বিবাহ দিব।" কনিষ্ঠ উত্তর করিলেন, "ইহাতে আমাদিগের সম্প্রীতির পরাকাষ্ঠা হইবে এবং আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ইহাতে সম্মত আছি।" তিনি আরও কহিলেন 'ভ্রাতঃ! যদি এই বিবাহ সঙ্ঘটিত হয়, তাহা হইলে আপনি কি বিবেচনা করেন যে আমার পুত্র আপনার কন্যাকে যৌতুক দিবে?' জ্যেষ্ঠ কহিলেন, "তাহাতে কোন বিশেষ বাধা নাই, যেহেতু আমার বিশ্বাস আছে যে 'বরাভের অন্যান্য দ্রব্য ভিন্ন তুমি তোমার পুত্রের নামে অবশ্যই ন্যূন কল্পে তিন সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা, তিন খণ্ড ভূসম্পত্তি এবং তিন জন দাস প্রদান করিবে। কনিষ্ঠ উত্তর করিলেন, "না, আমি কখনই ইহাতে সম্মত হইতে পারি না, আমরা কি পরস্পর ভ্রাতা নহি? আমরা উভয়েই কি মানসম্ভ্রমে তুল্য নহি? আমরা উভয়েই কি জানি না যে কোনটী যথার্থ? বালক বালিকা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনারই কন্যার সহিত অধিক যৌতুক প্রদান করা উচিত; আমি যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় আপনি অপরের ব্যয়ে নিজের কার্য্য উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করেন।"

যদিও নুরুদ্দীন কৌতুকচ্ছলে এই সকল কথা বলিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার অগ্রজ উগ্রস্বভাববশতঃ আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া কহিলেন, "আমার কন্যা অপেক্ষা তোমার পুত্রকে শ্রেষ্ঠ বলি-

তেছ, অতএব তোমার পুত্রের সর্ব্বনাশ হউক, উভয়ে এক কার্য্য করি বলিয়া তুমি আপনাকে আমার সমান জ্ঞান করিতেছ। যখন তুমি এতদূর গর্ব্বিত তখন তোমার পুত্রের সহিত কোন প্রকারেই আর আমার কন্যার বিবাহ দিব না, জ্যেষ্ঠের সহিত এরূপ ধৃষ্টতা প্রকাশপূর্ব্বক কথা কহা কনিষ্ঠের কখনই উচিত নহে।" ইহা বলিয়া তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে আপনার গৃহে গমন করিলেন।

সমসুদ্দীন পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া সুলতানের সহিত পিরামিডের নিকটে মৃগয়া করিতে গেলেন। কিন্তু নুরুদ্দীন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেরূপ কর্কশ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার সহিত একত্র বাস করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, স্থানান্তরে যাইবার জন্য একটী বলবান্ অশ্বতর আনয়ন করিলেন। পরে গমনোপযোগী কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য, নগদ অর্থ ও রত্নাদি সংগ্রহপূর্ব্বক বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ দুই তিন দিনের জন্য কোন স্থানে যাইতেছেন আপনার লোকদিগকে এই কথা বলিয়া অশ্বতর আরোহণপূর্ব্বক বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

অনন্তর কেরোনগর অতিক্রম করিয়া তিনি মরুভূমি দিয়া আরবের দিকে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাঁহার অশ্বতরের এক চরণ ভগ্ন হওয়াতে তাঁহাকে অগত্যা পদব্রজে যাইতে হইল। সৌভাগ্যবশতঃ বালশোরা-নগরগামী একজন সম্বাদ বাহকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বালশোরায় লইয়া গেল। তিনি তথায় উপনীত হইয়া বাসস্থান অন্বেষণার্থ বহির্গত হইয়া দেখিলেন, পথিমধ্যে অনেক অনুচর সমভিব্যাহারে উচ্চপদস্থ এক রাজকর্ম্মচারী যাইতেছেন, এবং সকলেই অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক যতক্ষণ না তিনি যাইতেছেন ততক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। ইনি বালশোরার সুলতানের প্রধান মন্ত্রী; নগরবাসিগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতেছে কি না ইহা জানিবার জন্য সে দিন নগরের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। হঠাৎ নুরুদ্দীনের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়াতে অমাত্যবর তাঁহাকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে পর্য্যটনবেশধারী দেখিয়া আপনার অনুচরদিগকে তথায় দাঁড় করাইয়া তাঁহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। নুরুদ্দীন উত্তর করিলেন, "মহাশয়! আমি কেরোনগরে বসতি করি, কোন নিকট আত্মীয়ের কর্কশ ব্যবহারের নিমিত্ত স্বদেশ-ত্যাগ করিয়াছি, এবং বাটী প্রত্যাগমন অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিয়া দেশ ভ্রমণপূর্ব্বক কালযাপন করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।" মন্ত্রি-বর তাঁহার কথা শুনিয়া দয়ালুস্বভাব প্রযুক্ত কহিলেন, "বৎস! এরূপ প্রতিজ্ঞা করিও না, দেশ ভ্রমণে যে কত কষ্ট তাহা তুমি বিশেষরূপ জান না, আমার সহিত আইস, আমার নিকটে থাকিলে যে কারণে দেশত্যাগ করিয়াছ বোধ হয় ক্রমে তাহা ভুলিয়া যাইবে।"

নুরুদ্দীন তাঁহার অনুসরণ করিলেন। নুরুদ্দীনের গুণ সমূহ দেখিয়া ক্রমে তাঁহার প্রতি মন্ত্রীর এতাদৃশ অনুরাগ জন্মিল যে, তিনি এক দিন নুরুদ্দীনকে গোপনে ডাকিয়া কহিলেন, "বৎস! আমি যেরূপ বৃদ্ধ হইয়াছি তাহাতে আমার আর অধিক দিন বাঁচিবার ভরসা নাই। আমার একমাত্র কন্যা আছে, এবং তোমাকে অন্য সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ হওয়াতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, তোমাকেই কন্যা সম্প্রদান করি। যদি তোমার ইহাতে সম্মতি থাকে তাহা হইলে তোমাকে কন্যাসম্প্রদান দ্বারা নিজ উত্তরাধিকারী রূপে গ্রহণ করিয়াছি, এই কথা মহারাজকে জ্ঞাপন করিয়া যাহাতে তিনি আমার পদ তোমাকে প্রদান করেন তদ্বিষয়ে তাঁহাকে অনুরোধ করি।"

নুরুদ্দীন তাঁহার চরণে পতিত হইয়া আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলে, অমাত্যবর প্রধান২ অনুচরবর্গকে ডাকাইয়া অট্টালিকা সুসজ্জিত ও মহোৎসবের আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। পরে তিনি রাজ্যের প্রধান২ লোকদিগকে তাঁহার বাটীতে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। সকলে উপস্থিত হইলে তিনি নুরুদ্দীনকে জামাতা করিবার কারণ জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে অভূত পূর্ব্ব আনন্দ ও সমারোহের সহিত নুরুদ্দীনের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে সকলে বর ও কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

এদিকে সমসুদ্দীন সুলতানের সহিত মৃগয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কেরো হইতে ভ্রাতার বিনির্গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। এবং তাঁহার কর্কশ ব্যবহারই যে অনুজের দেশত্যাগের একমাত্র কারণ ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া ডামস্কস্ ও আলিপো পর্য্যন্ত দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু নুরুদ্দীন তৎকালে বালশোরায় থাকাতে দূতগণ নিষ্ফল হইয়া প্রত্যাগমন করিল। অনন্তর তিনি অন্যান্য স্থানে ভ্রাতার অনুসন্ধানার্থ লোক প্রেরণ করিলেন, এবং যে দিনে নুরুদ্দীনের সহিত বালশোরায় মন্ত্রিদুহিতার উদ্বাহক্রিয়া সমাধা হইয়াছিল সেই দিনে তিনিও কেরো নগরের এক প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। ঘটনাক্রমে একদিনেই কেরোনগরে তাঁহার এক কন্যা এবং বালশোরা নগরে নুরুদ্দীনের এক পুত্র জন্মিল। নুরুদ্দীন পুত্রের নাম বেদরুদ্দীন হুসেন রাখিলেন।

বালশোরার প্রধান অমাত্য দৌহিত্রের জন্ম উপলক্ষে বহুধন বিতরণ ও সাধারণ ভোজ প্রদানাদি করিলেন। পরে জামাতার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া সুলতানের নিকট গমনপূর্ব্বক নুরুদ্দীনকে তাঁহার পরিবর্ত্তে প্রধান মন্ত্রিত্ব পদ প্রদান করা হয় এ জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, সুলতান তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া

নুরুদ্দীনকে অমাত্যের পরিচ্ছদ ও তৎপদোচিত অন্যান্য চিহ্নাদি প্রদান করিলেন।

পরদিন নুরুদ্দীনকে রাজসভায় উপবেশনপূর্ব্বক সুচারুরূপে সমুদায় কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে দেখিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। নুরুদ্দীন এরূপ দক্ষতার সহিত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন যে, সকলেই তাঁহাকে তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ পারদর্শী বিবেচনা করিয়াছিল। ক্রমে তিনি সুলতানের প্রশংসাভাজন ও সাধারণের অনুরাগ ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিলেন।

প্রায় চারি বৎসর পরে বৃদ্ধমন্ত্রীর মৃত্যু হইল, তাহাতে নুরুদ্দীন যথোচিত দুঃখ প্রকাশ ও সম্মানের সহিত তাঁহাকে তদীয় পৈতৃক সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করিলেন। নুরুদ্দীন এইরূপে শ্বশুরের প্রতি আপনার চরমকর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া স্বীয় পুত্রের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিলেন। ঐ বালকের শিক্ষার প্রতি বিশেষ অভিনিবেশ ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ছিল। সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালে সে কোরাণ পড়িতে শিখিয়াছিল, এবং বার বৎসরের পূর্ব্বেই নানাবিষয় শিক্ষা করিয়া অতিশয় জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। শারীরিক সৌন্দর্য্যের নিমিত্তও সে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে নুরুদ্দীন তাঁহাকে সুলতানের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন, সুলতানও তাহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিলেন। পথিমধ্যে যে তাহাকে দেখিত সেই শত শত আশীর্ব্বাদ করিত।

যাহাতে পুত্র ভবিষ্যতে তাঁহার কার্য্য করিতে পারে নুরুদ্দীন তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি সেই প্রিয় পুত্রের শিক্ষার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যেমন নুরুদ্দীন আপনার পরিশ্রমের ফল ভোগে প্রবৃত্ত হইলেন অমনি হঠাৎ সাঙ্ঘাতিক জ্বররোগে আক্রান্ত হইলেন। ঐ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা না দেখিয়া তিনি স্বীয় পুত্রকে আহ্বান করিয়া তাহার হস্তে একখানি পুস্তক প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস; এই পুস্তকখানি গ্রহণ কর এবং অবকাশক্রমে ইহা পাঠ করিও। অন্যান্য বিষয়ের সহিত ইহার মধ্যে তুমি আমার যাবতীয় বৃত্তান্ত আমার বাসস্থান, আমার আত্মীয় স্বজন এবং তোমার জন্মদিনের বিবরণ দেখিতে পাইবে। বোধ হয় কালক্রমে কোন না কোন সময়ে এই সমস্ত বিষয় তোমার উপকারে লাগিবে। অতএব এই পুস্তকখানি সাবধানে রাখিও"

বেদরুদ্দীন হুসেন পিতার এই অবস্থা দর্শন ও তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহার হস্ত হইতে স্মরণপুস্তক খানি গ্রহণ করিলেন, এবং অঙ্গীকার করিলেন প্রাণান্তেও কখন তিনি তাহা পরিত্যাগ করিবেন না। সেই মুহূর্ত্তেই নুরুদ্দীন মূর্চ্ছিত

ছইলেন, তাঁহাতে সকলেই বোধ করিল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তিনি পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমার এই অন্তিম সময়ে আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি, তুমি তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। তোমার প্রতি আমার প্রথম উপদেশ এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সহিত অত্যন্ত মিশ্রিত হইও না, এবং আপনার সকল কথা সহজে প্রকাশ না করিয়া আপনার মনোমধ্যেই রাখিয়া দিও। দ্বিতীয়তঃ কাহারও প্রতি অত্যাচার করিও না, তাহা হইলে অনেক শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তৃতীয়তঃ ক্রোধের সময় কথা কহিও না, কারণ তৎকালে যে কথা কহে না তাহার কোন বিপদ ঘটে না। আমাদিগের এক জন কবি এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাও তুমি জান,—প্রশম জীবনের অলঙ্কার ও রক্ষক স্বরূপ, আমাদিগের বাক্য সর্ব্বোন্মূলনকারিণী বাটিকার মত হওয়া উচিত নয়, অল্প কথা কহিয়াছি বলিয়া কেহ কখন অনুতাপ করে নাই, কিন্তু অধিক বলিয়াছি বলিয়াই সকলে অনুতাপ করিয়া থাকে। চতুর্থতঃ কখন মদ্যপান করিও না যেহেতু ইহা সকল পাপের মূল। পঞ্চমতঃ আপনার জীবিকানির্ব্বাহ বিষয়ে পরিমিতব্যয়ী হইও। আমি তোমাকে অত্যন্ত দাতা অথবা অত্যন্ত কৃপণ হইতে বলিতেছি না। যদিও তোমার অল্প অর্থ থাকে তথাপি তুমি তাহাতেই যদি হিসাব করিয়া চল তাহা হইলে তুমি অনেক বন্ধু পাইবে। আর যদি তোমার অনেক অর্থ থাকে অথচ তুমি যদি সেই অর্থের অযথা ব্যবহার কর, তাহা হইলে পৃথিবী শুদ্ধ সকলেই তোমাকে পরিত্যাগ করিবে।"

ধার্ম্মিকবর নুরুদ্দীন এইরূপে জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পুত্রকে সদুপদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপদোচিত সম্মানের সহিত তদীয় সমাধিক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। বেদরুদ্দীন হুসেন পিতার মৃত্যুতে এতদূর দুঃখিত হইয়াছিলেন যে, শোক প্রকাশের নিয়মিত সময় এক মাস অতীত হইয়া গেলেও দুই মাসের অধিককাল পর্য্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া নির্জ্জনে থাকিলেন, এমন কি সুলতানের সহিতও সাক্ষাৎ করিলেন না। সুলতান তাঁহার এই উপেক্ষায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অপর একজনকে প্রধানামাত্যের পদে বরণ করিয়া তাঁহাকে আজ্ঞা দিলেন যে, মৃত অমাত্যের সমস্ত সম্পত্তি রাজভাণ্ডারে আনীয়া রাখ এবং বেদরুদ্দীনকে বন্দী কর।

নূতন মন্ত্রী অবিলম্বেই লোকজন সঙ্গে লইয়া সুলতানের আদেশ প্রতিপালন করিতে চলিলেন। ঘটনাক্রমে বেদরুদ্দীনের একজন ভৃত্য সেই সময়ে বাহিরে আসিয়াছিল, সে নূতন মন্ত্রীর কার্য্যভার বুঝিতে পারিয়া সত্বর তাহার প্রভুকে সম্বাদ দিতে গেল। তথায় তাঁহাকে শোকে মগ্ন দেখিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া কহিল, "প্রভু শীঘ্র

আত্মরক্ষা করুন।" দুর্ভাগা বেদরুদ্দীন মস্তক উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "সমাচার কি?" সে কহিল, "আর বৃথা কালক্ষেপ করিবার সময় নাই, সুলতান আপনার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদায় সম্পত্তি রাজকোষসাৎ ও আপনাকে বন্দী করিবার অনুমতি দিয়াছেন।"

এই বিশ্বাসী ভৃত্যের কথায় বেদরুদ্দীন অত্যন্ত ভীত হইলেন। অনন্তর শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া পাদুকা গ্রহণপূর্ব্বক মস্তক আচ্ছাদন করতঃ কোন দিকে যাইবেন কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। চলিতে চলিতে তিনি সাধারণ সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং রজনী সমাগত দেখিয়া সে রাত্রি তাঁহার পিতার সমাধির উপরেই যাপন করিবার অভিপ্রায় করিলেন। সে স্থানটী একটী খিলানের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, এবং নুরুদ্দীন মুসলমানদিগের প্রচলিত রীত্যনুসারে উহা আপনার মৃত্যুর পূর্ব্বেই নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। এমন সময়ে স্বীয় কার্য্যস্থান হইতে প্রত্যাগত এক ইহুদী সওদাগরের সহিত বেদরুদ্দীনের সাক্ষাৎ হওয়ায় সে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তথায় দণ্ডায়মান হইল ও বিনীত ভাবে তাঁহাকে নমস্কার করিল।

বেদরুদ্দীন কি নিমিত্ত নগর পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা জ্ঞাত না থাকা প্রযুক্ত সে কহিল, "মহাশয়! আপনার পিতার বাণিজ্য দ্রব্য পরিপূর্ণ অনেকগুলি জাহাজ সমুদ্রপথে আসিতেছে তাহা এক্ষণে আপনারই সম্পত্তি। অন্য বণিকের পূর্ব্বে আমি সেগুলি ক্রয় করিবার অনুমতি প্রার্থনা করি। আপনার জাহাজ গুলিতে যত দ্রব্য আছে আমি তাহার নগদমূল্য দিতে পারি। প্রথমেই যেখানি নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছিবে যদি সেখানি আমাকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি এখনই আপনাকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারি।" এই বলিয়া নিজ বস্ত্রের মধ্য হইতে সহস্র সুবর্ণমুদ্রার একটী তোড়া বাহির করিয়া তাঁহাকে দেখাইল।

বেদরুদ্দীন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত ও সমুদায় সম্পত্তিচ্যুত হইয়া এই ব্যাপারকে দৈবানুগ্রহ বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। অনন্তর ইহুদী কহিল, "মহাশয়! অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে এক খানি বিক্রয় পত্র লিখিয়া দিউন।" এই কথা বলিয়াই সে কাগজ, মস্যাধার ও লেখনী বাহির করিয়া তাঁহাকে দিল। বেদরুদ্দীন পশ্চাল্লিখিত কথাগুলি লিখিলেন।

"বালশোরা নিবাসী বেদরুদ্দীন হুসেন আইজাক নামক ইহুদীকে নগদ এক সহস্র সুবর্ণমুদ্রাতে তাঁহার যে পোত প্রথমে বন্দরে পঁহুছিবে তাহার যাবতীয় দ্রব্য বিক্রয় করিলেন, এই বিক্রয় পত্রই এ বিষয়ের সাক্ষী স্বরূপ লিখিত হইল।"

বেদরুদ্দীন রাত্রিকালে স্বীয় পিতার কবরে বসিয়া বিলাপ করিতেছেন।

আইজাক নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলে, বেদরুদ্দীন সত্বর তাঁহার পিতার কবর স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। তথায় উপস্থিত হইবা-মাত্র তিনি মস্তক অবনত করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে নিজ দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন. "হায়! হতভাগা বেদরুদ্দীন! তোমার গতি কি হইবে? যে অন্যায়াচারী নরপতি তোমার উৎপীড়ন করিতেছে তাহার নিকট হইতে পলাইয়া কোথায় আশ্রয় লইবে? এতাদৃশ প্রিয় পিতার নিধনই কি তোমার যথেষ্ট মনস্তাপের কারণ হয় নাই?" তিনি এই ভাবেই অনেকক্ষণ অবস্থিতি করিলেন, অবশেষে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার পিতার সমাধি প্রস্তরের উপর মস্তক রাখি-বামাত্র তাঁহার মনস্তাপ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর হইয়া উঠিল। এমন কি

তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও বিলাপ করিতে করিতে অবশেষে শোকের গুরুভারে অভিভূত হইয়া চত্বরে শয়ন করিলেন এবং গাঢ়রূপে নিদ্রিত হইলেন।

সেই সমাধি মধ্যে এক দৈত্য বাস করিত। সে তথায় প্রত্যহ দিবাভাগ যাপন করিয়া রাত্রিকালে সে স্থান হইতে বহির্গত হইত। ঐ দিবস বহির্গমনের সময় বেদরুদ্দীনকে তথায় সুপ্ত দেখিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যে সে একবারে বিমোহিত হইল।

অনন্তর তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া সে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইল। পথিমধ্যে এক পরীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে পরস্পর অভিবাদনের পর দৈত্য তাহাকে কহিল, "আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, আমি যে সমাধিমধ্যে বাস করি তুমি একবার সেই সমাধিতে অবতরণ কর, কারণ তাহা হইলে তথায় আমি তোমাকে এক অতি প্রশংসনীয় সুন্দর যুবা পুরুষ দেখাইতে পারি।" পরী তাহাতে সম্মত হইলে উভয়ে মুহূর্ত মধ্যেই তথায় অবতরণ করিল। দৈত্য বেদরুদ্দীনকে দেখাইয়া কহিল, "দেখ ইহা অপেক্ষা সুন্দর যুবক কি কখন নিরীক্ষণ করিয়াছ?"

পরী অভিনিবেশপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, "এ ব্যক্তি যে অত্যন্ত সুন্দর তাহা আমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু আমি এই মাত্র কেরোনগরে যে রমণীকে দেখিয়া আসিয়াছি সে ইহা অপেক্ষাও সুশ্রী: এবং যদি তুমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে আমি তাহার দুরদৃষ্টের কথা বর্ণন করি।" দৈত্য কহিল, "তাহা হইলে আমি নিতান্ত বাধিত হইব।" পরী কহিল "তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে সমসুদ্দীন মহম্মদ নামে মিসরাধিপতির এক মন্ত্রী আছে। উক্ত মন্ত্রীর অত্যন্ত সৌন্দর্য্যান্বিতা ও নানাগুণ বিভূষিতা এক কন্যা আছে। সুলতান তাহার সৌন্দর্য্যের কথা অবগত হইয়া একদিন মন্ত্রীকে কহিলেন, "আমি তোমার কন্যাকে বিবাহ করিব, তুমি কি ইহাতে অসম্মত হইবে?" মন্ত্রী কখনই সুলতানের মুখ হইতে এরূপ প্রস্তাবের আশা করেন নাই, এবং যদিও তাঁহার পদস্থ অন্য কেহ আহ্লাদপূর্ব্বক ইহাতে সম্মত হইত তথাপি তিনি আহ্লাদের পরিবর্ত্তে দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "হে সুলতান প্রবর! আমি আপনার এরূপ অনুগ্রহের উপযুক্ত পাত্র নহি। আপনি অবগত আছেন যে, আমার আর এক ভ্রাতা ছিলেন, তিনিও সৌভাগ্যক্রমে আমার ন্যায় আপনার অন্যতর মন্ত্রী ছিলেন। আমাদিগের কোন বিষয়ে মতভেদ হওয়াতে তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে যাত্রা করেন। সেই অবধি আমি তাঁহার কোন সমাচার পাই নাই। কেবল অদ্য চারি দিবস হইল আমি শুনিয়াছি যে, তিনি বালশোরাধিপতির প্রধান মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত হইয়া এক পুত্র রাখিয়া

সম্প্রতি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। আমাদিগের উভয়ের কন্যা-পুত্রের পরস্পর বিবাহ দিবার অঙ্গীকার ছিল এবং আমি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি যে তিনি মৃত্যুকালে তাহাতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে সেই অঙ্গীকার পালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমি বিনীত ভাবে তদ্বিষয়ে আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি।" মন্ত্রী এইরূপে সুলতানের সহিত নিজ তনয়ার বিবাহ দিতে অস্বীকার করাতে সুলতান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "তোমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার নিমিত্ত আমি যে ন্যূনতা স্বীকার করিতেছি তাহার কি এই উত্তর? তুমি আমা অপেক্ষা অন্য ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে সাহসী হইয়াছ এ বিষয়ের কিরূপে প্রতিশোধ লইতে হয় তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, আমি শপথ করিতেছি আমার ক্রীত দাসদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যে অধম তাহারি সহিত তোমার কন্যার বিবাহ হইবেক।" সুলতান এই কথা বলিয়া ক্রোধপূর্ব্বক অমাত্যকে তাঁহার সম্মুখ ত্যাগ করিতে কহিলেন। অমাত্য কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিনেই সুলতান আপনার এক কুৎসিত কুব্জ দাসকে আনয়ন করাইয়া তাহার সহিত প্রধান মন্ত্রীর সুন্দরী কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করতঃ আপনার সম্মুখেই সাক্ষী দ্বারা সম্বন্ধ পত্রাদি লিখাইলেন। এই বিবাহের সমুদায় আয়োজন প্রস্তুত হইয়াছে. সেই কুব্জ বর এক্ষণে স্নানাগারে রহিয়াছে, এবং তাঁহাকে কন্যাসদনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত মিসরদেশস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের যাবতীয় দাসগণ প্রজ্বলিত মশাল হস্তে লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। যখন আমি কেরো নগর হইতে এখানে আসি সেই সময়ে দেখিয়াছি, যথায় কুব্জদাসের সহিত মন্ত্রিকন্যার বিবাহ হইবে তাহাকে বিবাহবেশে তথায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত স্ত্রীগণ সমবেত হইয়াছে। আমি স্বচক্ষে সেই কন্যাকে দেখিয়াছি এবং নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তাহাকে দেখিলে প্রশংসা করিতেই হইবে।"

পরীর বাক্য সমাপ্ত হইলে দৈত্য কহিল, "তুমি যতই কেন বল না এই যুবা অপেক্ষা যে সে কন্যার সৌন্দর্য্য অধিক তাহা কখনই আমার প্রতীতি হয় না।" পরী কহিল, "আমি এ বিষয়ে তোমার সহিত বিবাদ করিতে চাহি না, কারণ আমি স্বীকার করিতেছি যে, ইঁহারা উভয়েই সুন্দর এবং এই যুবার সহিত সেই সুন্দরীর বিবাহ হওয়া উচিত। আমি আরও বিবেচনা করিতেছি যে মিসরাধিপতির অবিচারে বাধা দিয়া কুব্জের পরিবর্ত্তে এই যুবকের সহিত সেই রূপবতী কন্যার বিবাহ দেওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য।" দৈত্য কহিল, "তুমি যথার্থ বলিয়াছ, এবং এই সদ্বিবেচনার জন্য আমি তোমার নিকট চিরবাধিত রহিলাম। এক্ষণে আইস আমরা সুলতানকে বঞ্চিত করিয়া দুঃখিত পিতার চিত্তে শান্তি

বিধান কর, এবং তাঁহার কন্যা এক্ষণে আপনাকে যে পরিমাণে অসুখী বিবেচনা করিতেছে তাহাকে সেই পরিমাণে সুখী করি। এই যুবক জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই আমি ইহাকে কেরো নগরে লইয়া যাইতেছি এবং তাহার পর সমুদায় ভার তোমার উপর রহিল।"

দৈত্য বেদরুদ্দীনকে লইয়া শূন্যমার্গ দিয়া কেরো নগরে গমন করিতেছে এবং পরী ও জৎ সমভিব্যাহারে যাইতেছে।

এইরূপে উভয়ে আপনাদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ স্থির করিলে, দৈত্য ধীরে ধীরে বেদরুদ্দীন হুসেনকে তুলিয়া বায়ুবেগে তাঁহাকে শূন্য-মার্গে লইয়া চলিল। অনন্তর যেখানে দাসগণ কুব্জের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল সেই খানে যাইয়া স্নানাগারের দ্বারে তাঁহাকে নামাইয়া দিল। বেদরুদ্দীন জাগরিত হইয়া আপনাকে অপরিচিত স্থানে স্থাপিত দেখিয়া মহাভীত হইয়া রোদন করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে দৈত্য তাঁহার স্কন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে কথা কহিতে নিষেধ করিল। তৎপরে দৈত্য তাঁহার হস্তে এক মশাল প্রদান করিয়া কহিল, "তুমি এই আলোক লইয়া স্নানাগারের দ্বারস্থ ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হও; তাহারা বিবাহ দিতে যাইতেছে, যতক্ষণ বিবাহ গৃহে উপ-

স্থিত না হইবে ততক্ষণ তাহাদিগের অনুসরণ করিও। বর কুব্জ, সুতরাং তুমি তাহাকে অনায়াসেই চিনিতে পারিবে। গমনের সময়ে তুমি সকলের দক্ষিণপার্শ্বে থাকিও। তোমার বক্ষঃস্থলস্থ স্বর্ণমুদ্রার থলিয়া খুলিয়া রাখিও এবং যাইবার সময় গায়কী ও নর্ত্তকীদিগকে সুবর্ণমুদ্রা বিতরণ করিও; বিবাহ গৃহে উপস্থিত হইয়াও তথায় কন্যার পার্শ্বস্থ কিঙ্করীদিগকে মুদ্রা প্রদান করিও; প্রত্যেক বারেই পূর্ণ মুষ্টি গ্রহণ করিতে যেন মনে থাকে। আমি যেরূপ বলিলাম সেইরূপ সমুদায় করিও; কাহারও নিকট ভীত হইও না। অবশিষ্ট বিষয়ের ভার আমাদিগের উপর রহিল।

বেদরুদ্দীন নিজ কর্ত্তব্য বিষয়ে উত্তমরূপে উপদিষ্ট হইয়া স্নানাগারের দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তথায় প্রথমেই আপনার মশাল প্রজ্বালিত করিয়া দাসদিগের সহিত একত্রিত হইলেন। অতঃপর কুব্জ বর আগমন করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ গমনারম্ভ করিলে তিনিও সকলের সহিত তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

বরের সম্মুখবর্ত্তিনী গায়কী ও নর্ত্তকীদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি তাহাদিগের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করিতে লাগিলেন। তিনি যেরূপ অসামান্য সৌজন্য ও মহত্ত্বের সহিত মুদ্রা বিতরণ করিতেছিলেন তাহাতে সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিল।

অবশেষে সকলে সমসুদ্দীনের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রও যে এই সমভিব্যাহারে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন সমসুদ্দীন ইহা স্বপ্নেও জানিতেন না। সে যাহা হউক, দ্বাররক্ষকগণ গোলমাল নিবারণের নিমিত্ত মশালধারকদিগকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দিল না। সুতরাং বেদরুদ্দীনও যাইতে নিষিদ্ধ হইলেন, কিন্তু সঙ্গীতকারিণী ও নর্ত্তকীগণ তাঁহাকে না লইয়া প্রবেশ করিতে সম্মত হইল না। তাহারা কৌশলক্রমে তাঁহাকে আপনাদিগের মধ্যস্থলে গ্রহণ করিয়া দ্বারবানদিগের বাধা অতিক্রম করতঃ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। পরে তাহারা তাঁহার হস্ত হইতে মশাল গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে গৃহ মধ্যে আনয়ন করিল। তদনন্তর অমাত্য কন্যার সমীপস্থ বহুমূল্য আস্তরণ শোভিত আসনে সমাসীন কুব্জ বরের দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহাকে উপবেশন করাইল।

মন্ত্রিকন্যা যদিও অতিশয় রূপবতী ছিলেন, তথাপি সে সময় তাঁহার মুখশ্রীতে কেবল বিরক্তি ও দুঃখ ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় নাই। বর ও কন্যা মধ্য স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আসনে উপবিষ্ট; তাহার উভয় পার্শ্বে স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে রাজ্যের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত রমণীগণ এক এক বাতি হস্তে করিয়া বসিয়াছিলেন।

বেদরুদ্দীনের আকৃতি এরূপ প্রশংসনীয় ছিল যে, তাঁহাকে দেখিবা

মাত্র সকলেই তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল ; তাঁহার বদন মণ্ডল সুস্পষ্টরূপে নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত সকলেই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল এবং প্রত্যেকেই তাঁহাকে মনে মনে স্নেহ ও প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল।

বেদরুদ্দীন ও কুব্জবরের এবম্বিধ শারীরিক বৈসাদৃশ্য দেখিয়া সকলেই এক বাক্যে কহিয়া উঠিল যে, " এই সুন্দর পুরুষই বর হইবার উপযুক্ত পাত্র।" তাহারা বিদ্রূপ করিয়া কুব্জ বরকে অত্যন্ত অপ্রতিভ করিতে লাগিল ; ইহাতে দর্শকবৃন্দ আহ্লাদিত হইয়া এরূপ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল যে, কিছুকালের নিমিত্ত তথায় সঙ্গীত বন্ধ হইয়া গেল। অবশেষে গায়কগণ পুনরায় সঙ্গীত আরম্ভ করিল এবং পরিচারিকাগণ আসিয়া কন্যার চতুর্দ্দিকে উপস্থিত হইল।

তথাকার পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ কালে কন্যাকে সাতবার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে হইত। মন্ত্রিদুহিতা স্বীয় পরিচারিকাগণ পরিবৃত হইয়া কুব্জের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই প্রত্যেক বারে নূতন পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক বেদরুদ্দীনের সম্মুখবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন। বেদরুদ্দীন ও পূর্ব্বোল্লিখিত দৈত্যের উপদেশানুসারে গায়কী, নর্ত্তকী ও পরিচারিকাদিগকে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে লাগিলেন।

পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন সমাপ্ত হইলে সঙ্গীত বন্ধ হইল এবং সকলেই তথা হইতে প্রস্থান করিল। বর, বেদরুদ্দীন ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি ভিন্ন তথায় আর কেহই রহিল না। কন্যা বিবাহগৃহে গমন করিলেন, বস্ত্রত্যাগ করাইবার নিমিত্ত তাঁহার পরিচারিকাগণও তৎসঙ্গে গমন করিল। বেদরুদ্দীন, এক্ষণে আর তথায় অপেক্ষা করা অন্যায় বিবেচনা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু তিনি সেই গৃহের শেষ পর্য্যন্ত আসিতে না আসিতেই দৈত্য ও পরী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে প্রস্থান করিতে নিষেধ করিল, এবং তাঁহাকে বলিল যে, " অতঃপর তুমিই স্বয়ং সেই সুন্দরী মন্ত্রিকন্যার পতি হইবে।"

যে সময় পরী এইরূপে বেদরুদ্দীনকে উৎসাহিত করিতেছিল ও তাঁহাকে নিজ কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিতেছিল, সেই সময়ে বর তথা হইতে উঠিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে গমন করিল, ঐ অবকাশে দৈত্য এক ভয়ঙ্কর বিড়ালমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভয়ানক চীৎকার করিতে২ তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বর তাহাকে তাড়াইবার নিমিত্ত করতালি প্রদান করিল, কিন্তু পলায়ন করা দূরে থাকুক সে পশ্চাৎ পদে ভর দিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ পরেই এক গর্দ্দভের মূর্ত্তি ধারণ করিল। ইহা দেখিয়া কুব্জ সাতিশয় ভীত হইয়া নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, এবং একটীও

কথা কহিতে তাহার সাহস হইল না। পরক্ষণেই দৈত্য এক বৃহৎ মহিষের আকার ধারণ করিল। বর ইতিপূর্ব্বেই ভীত হইয়াছিল, এক্ষণে আবার এইরূপ দেখিয়া মহাভীত হইয়া আপনাকে ভূমিতে নিপাতিত করতঃ বস্ত্র দ্বারা বদনাচ্ছাদনপূর্ব্বক কহিল, "হে মহিষবর! আপনি আমাকে কি করিতে বলেন?" দৈত্য কহিল, "তোমার সর্ব্বনাশ হউক, মদীয় প্রভুকন্যাকে কি তুমি বিবাহ করিতে স্পর্দ্ধা কর?" সে কহিল, "প্রভো আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি আমাকে যাহা বলিবেন আমি তাহাই করিব।" দৈত্য কহিল, "যদি তুমি এখান হইতে কোথাও গমন কর অথবা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে একটীও কথা কহ তাহা হইলে তোমার জীবন নষ্ট হইবে।" ইহা বলিয়া দৈত্য মনুষ্যের রূপ ধারণপূর্ব্বক তাহার মস্তক ভূমির দিকে ও পদ ঊর্দ্ধদিকে করিয়া দেযালের নিকট তাহাকে রাখিয়া কহিল, "আমি তোমাকে যেরূপ বলিয়াছি যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাহার অন্যথাচরণ কর তাহা হইলে তোমার প্রাণ সংহার করিব।"

এদিকে বেদরুদ্দীন দৈত্য ও পরীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া স্বস্থানে পুনরাগমন করিলেন, পরে তথা হইতে কন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়া তথায় উপবেশনপূর্ব্বক আপনার মনোরথ সিদ্ধির আশা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই এক বৃদ্ধা পরিচারিকার সহিত কন্যা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা মন্ত্রিতনয়াকে দ্বারদেশে রাখিয়াই প্রস্থান করিল, গৃহাভ্যন্তরে বেদরুদ্দীন কি কুব্জদাস আছে সে তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না।

মন্ত্রিকন্যা কুব্জদাসের পরিবর্ত্তে ঐ মনোহর যুবাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইলেন। যুবক কহিলেন, "সুন্দরি! আমি কিরূপে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি এক্ষণে সেই কথা বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তোমার পিতার সহিত কেবল কৌতুক করিবার নিমিত্ত সুলতান এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, ফলতঃ তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকেই তোমার পতি মনোনীত করিয়াছেন। এই কৌতুককর ব্যাপারে সকলেই যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ। সেই কুব্জদাসকে ইতিপূর্ব্বেই আমরা এস্থান হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছি সে আর এখানে আসিবে না, অতএব তজ্জন্য ভাবনা করিয়া চিত্তকে আর বৃথা কষ্ট দিও না।

অমাত্যকন্যা গৃহ প্রবেশের সময় একবারে ম্রিয়মাণা ছিলেন, এক্ষণে এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে বিজাতীয় আনন্দ জন্মিল, তাহাতে তাঁহার মুখমণ্ডল এরূপ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল যে, বেদরুদ্দীন সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া একবারে বিমোহিত হইলেন। সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যখন বর কন্যা উভয়েই গাঢ় নিদ্রিত, সেই সময়ে দৈত্য পরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "এক্ষণে এই যুবাকে স্থানান্তরে লইয়া চল।"

পরী বেদরুদ্দীনকে নিদ্রিতাবস্থায় তুলিয়া লইয়া কেরো নগর হইতে পলায়ন করিবার উপক্রম করিতেছে।

তদনুসারে পরি বেদরুদ্দীনকে নিদ্রিতাবস্থাতেই গ্রহণ করত অভূতপূর্ব্ব বেগের সহিত সিরিয়ার অন্তঃপাতি ডামাস্কসনগরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তথায় নামাইয়া রাখিল। সেই সময়ে মসজীদের কর্ম্মচারিগণ সকলকে ঈশ্বরোপাসনার নিমিত্ত আহ্বান করিতেছিল। নগরের দ্বার উন্মুক্ত হইলে তথায় অনেক লোকের সমাগম হইল, তাহাতে বেদরুদ্দীনকে সেই অবস্থায় ভূমিতে নিদ্রিত দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত চমৎকৃত হইল। বেদরুদ্দীনও জাগরিত হইয়া আপনাকে এক নগরের দ্বারদেশে বহুলোক পরিবেষ্টিত দেখিয়া তাহাদিগের ন্যায় চমৎকৃত হইলেন। পরে তিনি কহিলেন, "আমি কোথায় আসিয়াছি এবং তোমরাই বা কে?" তাহাতে জনতার মধ্য হইতে এক জন কহিল, "তুমি কি জান না যে তুমি ডামস্কস নগরের দ্বার দেশে রহিয়াছ?" বেদরুদ্দীন কহিলেন, "ডামস্কসনগরের দ্বারদেশে! নিশ্চয়ই তুমি আমাকে বিদ্রূপ করিতেছ; যেহেতু গত রাত্রিতে নিদ্রা যাইবার সময় আমি কেরোনগরে ছিলাম।" একজন বৃদ্ধ কহিলেন, "বৎস! তুমি এ কি অসম্ভব কথা বলিতেছ, অদ্য প্রত্যূষে যখন ডামস্কসে রহিয়াছ তখন গত

রাত্রিতে তোমার কেরো নগরে থাকা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?" বেদরুদ্দীন কহিলেন, "আমি সত্য কথাই বলিয়াছি, এবং আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কল্য সমস্ত দিবাভাগ আমি বালশোরায় যাপন করিয়াছি।" তাঁহার এই কথা সমাপ্ত না হইতে হইতেই সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। এবং এক জন কহিল, "বৎস! তুমি অবশ্যই উন্মত্ত হইয়াছ; তুমি কিছুই বিবেচনাপূর্ব্বক বলিতেছ না। ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে যে, তুমি কল্য দিবাভাগে বালশোরায় ও রাত্রিতে কেরোতে ছিলে এবং অদ্য ডামস্কসে উপস্থিত হইয়াছ? নিশ্চয়ই তুমি এখনও নিদ্রিত আছ; সম্প্রতি আপনাকে জাগরিত কর।" বেদরুদ্দীন কহিলেন, "আমি যাহা বলিতেছি তাহা এতদূর সত্য যে, গত রাত্রিতে কেরোতে আমার বিবাহ পর্য্যন্ত হইয়াছে; এবং প্রত্যেক বারেই নূতন পরিচ্ছদের সহিত সাতবার আমার পত্নী আমার সম্মুখে আনীত হইয়াছিল এবং আমি তাহাকে এক কুব্জবরের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছি, এতদ্ব্যতীত কেরোতে আমার যে পরিচ্ছদ ও স্বর্ণ মুদ্রার থলিয়া ছিল তাহাই বা কোথায় গেল জানিতে পারিতেছি না।"

বেদরুদ্দীন দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত এই সকল কথা বলিয়া নগরমধ্যে গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে উন্মত্ত উন্মত্ত বলিয়া বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। কেহ গবাক্ষ বেহ বা দ্বারদেশ হইতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল; কেহ কেহ বা জনতার মধ্য হইতে আসিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিল। তিনি গত্যন্তর বিহীন হইয়া পথপার্শ্বস্থ এক মিষ্টান্ন বিক্রেতার বিপণিতে প্রবেশ করিলেন। মিঠাইকর, তিনি কে এবং কি নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়াছেন তদ্বিষয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল। বেদরুদ্দীন আপনার বিষয় যাহা যাহা জানিতেন সমস্তই অবিকল তাহার নিকটে বলিলেন।

মিঠাইকর কহিল, "তোমার ইতিহাস অতিশয় আশ্চর্য্যজনক, তুমি যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ কর তাহা হইলে তুমি এ সকল কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ না করিয়া যত দিন না ভাগ্য প্রসন্ন হয় ততদিন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাক। তুমি এত বৎ কাল আমার নিকটে থাকিলে আমি বিশেষ আহ্লাদিত হইব। আমি পুত্রহীন, যদি তোমার মত হয় তাহা হইলে আমি তোমাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করি; তাহা হইলে তুমি স্বচ্ছন্দে নগরমধ্যে ভ্রমণ করিতে পারিবে, কেহই তোমাকে বিরক্ত করিতে সমর্থ হইবে না।"

আপন অবস্থা বিবেচনা করিয়া বেদরুদ্দীন অগত্যা তাহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাহাতে মিঠাইকর তাঁহাকে পরিচ্ছদাদি প্রদান করিয়া কতিপয় সাক্ষী সমভিব্যাহারে কাজীর নিকট গমনপূর্ব্বক

াকে দন্তস্বরূপে গ্রহণ করিল। অতঃপর বেদরুদ্দীন, হুসেন নামে খ্যাত হইয়া তাহার নিকট অবস্থান করিলেন এবং তদীয় ব্যবসায় শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ দিকে অমাত্যকন্যা প্রত্যূষে জাগরিত হইয়া বেদরুদ্দীনকে তথায় না দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, পাছে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় তাঁহার স্বামী আস্তে আস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে গিয়াছেন, কিন্তু শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন। ইতি-মধ্যে অমাত্য সুলতানের সেইরূপ অসৎব্যবহারে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া স্বচক্ষে কন্যার দুর্দ্দশা দর্শন করিবার নিমিত্ত তাহার দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় কন্যার নাম গ্রহণ পূর্ব্বক আহ্বান করাতে কন্যা তাঁহার স্বর জানিতে পারিয়া সত্বর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দ্বার খুলিয়া দিলেন, এবং তাঁহার হস্ত চুম্বনপূর্ব্বক এরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, অমাত্য তদ্দর্শনে নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর মন্ত্রিকন্যা তাঁহার সেরূপ আহ্লাদ প্রকাশে পিতাকে অস-ন্তুষ্ট হইতে দেখিয়া কহিলেন, "পিতঃ! আমি বিনতি করিতেছি আপনি আমাকে অন্যায় তিরস্কার করিবেন না; সে অধম দাসের সহিত আমার বিবাহ হয় নাই। সকলেই তাহাকে ঘৃণা ও উপহাস করিয়া এরূপ অপ্রতিভ করিয়াছিল যে, সে লজ্জিত হইয়া ভয়ে এ স্থান হইতে দৌড়িয়া পলায়ন করিয়াছে, এবং তাহার পরিবর্ত্তে এক সুন্দর, সদ্বংশ-জাত যুবকের সহিত আমার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।" সমসুদ্দীন "তুমি আমাকে কি উপন্যাস শুনাইতেছ?" কর্কশ স্বরে এই কথা বলিয়া কন্যাপ্রোক্ত সুন্দর যুবকের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। পরে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে গিয়া দেখিলেন সেই কদাকার দাস ঊর্দ্ধপদ ও নিম্নমস্তক হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি! কে তোমাকে এরূপ ভাবে রাখি-য়াছে?" সে কহিল, "মহাশয়! সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আমার কোথাও যাইবার বা কিছু বলিবার অধিকার নাই; গত রাত্রিতে আমি যখন আপনার এই বাটীতে ছিলাম সেই সময়ে হঠাৎ এক মার্জ্জার আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই এক মহিষের আকার ধারণ করিল। সে আমাকে যাহা বলিয়াছে আমি এখনও তাহা বিস্মৃত হই নাই; অত-এব আমাকে একাকী রাখিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি এখান হইতে প্রস্থান করুন।" মন্ত্রী তাহার কথায় তথা হইতে প্রস্থান না করিয়া তাহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাহাকে সোজা করিয়া দাড় করাইলেন; কিন্তু সেই কুব্জ-দাস সোজা হইয়া দাড়াইবামাত্র পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া একবারে সুলতানের নিকট গমনপূর্ব্বক যাবতীয়

আত্মবিবরণ নিবেদন করিল। সুলতান তাহার কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন।

সমসুদ্দীন অধিকতর বিস্ময়াম্বিত হইয়া আত্মজার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন, "বৎসে! এই অদ্ভুতপূর্ব্ব বিষয়ে তুমি কি আমাকে আর কিছুই অধিক বলিতে পার না?" কন্যা কহিলেন, "পিতঃ! আমি যাহা বলিয়াছি তাহা অপেক্ষা অধিক আর কিছুই জানি না। এখানে আমার পতির পরিচ্ছদাদি রহিয়াছে, বোধ হয় এই গুলির মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যাইতে পারে যাহাতে আপনার সংশয়াপনোদন হইতে পারে।" এই কথা বলিয়া মন্ত্রিতনয়া বেদরুদ্দীনের উষ্ণীষ সমসুদ্দীনের হস্তে প্রদান করিলেন। তিনি তাহার সমুদায় অংশ বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "আমার বোধ হইতেছে ইহা কোন আমাত্যের উষ্ণীষ হইবে।" পরে তাহার মধ্যে কিছু বস্তু রহিয়াছে এইরূপ অনুমান করিয়া তিনি উক্ত স্থান নিরীক্ষণ করাতে দেখিতে পাইলেন, নুরুদ্দীন মৃত্যুকালে পুত্রকে যে পুস্তকখানি প্রদান করিয়াছিলেন তাহা তথায় রহিয়াছে।

অনন্তর সমসুদ্দীন তাহা খুলিয়া তাঁহার ভ্রাতার হস্তাক্ষর দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, এবং "আমার পুত্র বেদরুদ্দীন হসেনের নিমিত্ত" এই কয়টী কথা পড়িলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার কন্যা পরিচ্ছদের মধ্যে যে স্বর্ণমুদ্রার থলিয়া ছিল তাহা লইয়া তথায় উপস্থিত হওয়াতে তিনি খুলিয়া দেখিলেন যে তাহা স্বর্ণমুদ্রায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। যদিও বেদরুদ্দীন অকাতরে স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করিয়াছিলেন, তথাপি দৈত্য ও পরীর অনুগ্রহে তাহার কিছুই ক্ষয় হয় নাই। তিনি তন্মধ্যস্থিত একখানি কাগজে "আইজাক ইহুদীর এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা" এই কয়টী কথা পড়িলেন, এবং তাহার নিম্নে আবার ইহুদীর হস্তলিখিত "আমার প্রভু বেদরুদ্দীন হসেনকে তাঁহার পৈতৃক যে বাণিজ্য জাহাজ সর্ব্ব প্রথমে বন্দরে পৌঁছিবে তাহার মূল্যস্বরূপ প্রদত্ত হইল" এই অংশটী পাঠ করিলেন। তিনি এই সকল পাঠ করিবামাত্র একবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর সমসুদ্দীন নিজ দুহিতা ও পরিচারিকাগণের শুশ্রূষায় পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া কহিলেন, "বৎসে! আমার প্রিয় ভ্রাতার পুত্রের সহিত তোমার বিবাহ ক্রিয়া সমাধা হইয়াছে। এবং এই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া যৌতুক বিষয়ে আমাদিগের পূর্ব্ব বিবাদ এক্ষণে স্মৃতিপথারূঢ় হইতেছে। যাঁহার অনুগ্রহে এই সকল অত্যাশ্চর্য্য বিষয় সঙ্ঘটিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত।" অনন্তর তিনি সহোদরের হস্তলিপি গ্রহণ করিয়া সজল নয়নে তাহা পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

তিনি ঐ পুস্তক খানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া জানিতে পারি-লেন যে, তন্মধ্যে তাঁহার ভ্রাতার বালশোবায় উপস্থিত, বিবাহ এবং পুত্রের জন্মোৎপত্তির তারিখ স্পষ্টরূপে লিখিত রহিয়াছে। অনন্তর তিনি আপনার বিবাহ ও কন্যার জন্মোৎপত্তির তারিখের সহিত উক্ত তারিখ সকল মিলিতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

এই সকল বিধাতার নির্ব্বন্ধ দেখিয়া তিনি এরূপ আহ্লাদিত হই-লেন যে, তৎক্ষণাৎ সেই পুস্তক ও থলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। তাহাতে সুলতান অমাত্যের গত অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন, এবং এরূপ সন্তুষ্ট হইলেন যে, ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগের অবগতির নিমিত্ত সেই বিবাহের তাবৎ বৃত্তান্ত লিখাইয়া রাখিলেন।

এদিকে সমসুদ্দীন কিছুতেই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুপস্থিতির কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিক্ষণেই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সপ্তাহ কাল তাঁহার অপেক্ষা করিয়া তিনি সমস্ত কেরো নগর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহার সংবাদ পাইলেন না দেখিয়া তাঁহার চিন্তানল ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।

তিনি এইরূপে যখন একান্ত নিরাশ হইলেন, তখন মনে মনে কহি-লেন, "যাবতীয় ঘটনার মধ্যে এই বিষয়টীই সর্ব্বাধিক আশ্চর্য্যজনক।" পরে কন্যার প্রমুখাৎ যেরূপ শুনিয়াছিলেন তাবৎ বৃত্তান্ত স্বহস্তে লিখিয়া রাখিলেন, এবং বেদরুদ্দীনের উষ্ণীষ, স্বর্ণমুদ্রার থলিয়া ও অন্যান্য পরিচ্ছদ একত্র করিয়া এক গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াদিলেন।

পরে যথাসময়ে মন্ত্রিকন্যা এক পুত্র প্রসব করিলে, সমসুদ্দীন দৌহিত্রের নাম আজীব রাখিলেন। আজীব সপ্তম বৎসর বয়স্ক হইলে সমসুদ্দীন তাহাকে এক বিখ্যাত শিক্ষকের অধীন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। তাহার শিক্ষক কোন দোষ দেখিলে তাহাকে অনেক সময়ে কিছুই শাসন করিতেন না দেখিয়া, ক্রীড়ার সময়ে বিদ্যালয়ের অপরা-পর ছাত্রগণও তাহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিত। ইহাতে আজীবের স্বভাবের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল। ক্রমে সে সকলের নিতান্ত অবাধ্য হইয়া উঠিল এবং সকলের উপরেই প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। যদি কেহ তাহার কথা না শুনিত, তাহা হইলে আজীব তাহাকে শত শত কুৎসিত নামে আহ্বান করিত ও সময়ে সময়ে লোকদিগকে প্রহার পর্য্যন্তও করিত।

ফলতঃ এক দিবস সকল ছাত্রই তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া শিক্ষকের নিকট অভিযোগ করিল। তিনি তাহাদিগকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে উপ-দেশ দিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, আজীব ক্রমশঃই অধিকতর উগ্র স্বভাব হইতে লাগিল, তখন তাহাদিগের সকলকে আহ্বান করিয়া

কহিলেন, "আমি দেখিতেছি আজীব্ ক্রমশঃই অবাধ্য হইতেছে, যাহাতে সে আর তোমাদিগের উপর উপদ্রব না করে আমি তাহার সদুপায় বলিয়া দিতেছি।"

অনন্তর পরদিন আজীব বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে, বালকগণ একত্র হইয়া শিক্ষকের উপদেশানুসারে আজীবের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল, এবং তাহাদিগের মধ্য হইতে এক জন কহিল, "আইস ভাই আমরা সকলে একত্র হইয়া ক্রীড়া করি, কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার ও আপন পিতার নাম না বলিতে পারিবে তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করা হইবে না।" ইহাতে আজীব ও অন্যান্য সকলেই সম্মত হইল। অনন্তর প্রথমোক্ত বালক প্রত্যেককে তাহার পিতার ও তাহার নিজের নাম জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, সকলেই আপনার ও আপন পিতার নাম বলিল, কেবল আজীব কহিল, "আমার নাম আজীব, এবং আমার পিতার নাম সমসুদ্দীন মহম্মদ।"

এই কথা শুনিয়া বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আজীব! তুমি কি বলিতেছ? সমসুদ্দীন তোমার পিতার নাম নহে তোমার মাতামহের নাম।" আজীব ক্রোধান্বিত হইয়া কহিল, "কি! অমাত্য আমার পিতা নহেন?" তৎশ্রবণে সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল, "না, না তিনি তোমার মাতামহ; অতএব তুমি আমাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে পাইবে না।" এই কথা বলিয়া তাহারা আজীবকে উপহাস করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল। আজীব ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এক বারে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। তাহাদিগের শিক্ষক নিকটে থাকিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে আজীবের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'আজীব! তুমি কি জান না যে অমাত্য তোমার পিতা নহেন তিনি তোমার মাতামহ। তোমার ন্যায় আমরাও তোমার পিতার নাম জানি না। আমরা কেবল এইমাত্র জানি যে, সুলতান এক কুব্জদাসের সহিত তোমার মাতার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। বিবাহরাত্রিতে হঠাৎ অপর এক ব্যক্তি আসিয়া তোমার মাতার পাণিগ্রহণ করেন; এবং তিনি প্রত্যূষেই সকলের অজ্ঞাতসারে তথা হইতে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন তাহা অপর কেহই জানে না। যদিও এই বৃত্তান্তটী তোমার পক্ষে বিশেষ ক্লেশদায়ক, তথাপি ইহা হইতে ভবিষ্যতে তোমার অন্যের প্রতি শিষ্ট ব্যবহার শিক্ষা হইবেক।"

আজীব মহা অপ্রতিভ হইয়া তৎক্ষণাৎ বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করত দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মাতার গৃহে উপস্থিত হইল। তাহার জননী পুত্রকে তাদৃশ দুঃখিত দেখিয়া মহাক্ষুব্ধ হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আজীব কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল দুঃখভরে কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে

আজীব অশ্রুসম্বরণ করিয়া কহিল, "মাতঃ! আমার পিতার নাম কি? আমি কাহার পুত্র?" এই প্রশ্নে বিবাহ সময়ের কথা স্মৃতি পথে আরূঢ় হওয়াতে তাহার মাতাও ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতিমধ্যে অমাত্য তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার কন্যা, আজীব বিদ্যালয়ে যেরূপ অপমানিত হইয়াছিল, সেই বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিলে, তিনিও তাহাদিগের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। সমসুদ্দীন এইরূপে মহা দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুলতানের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার পদতলে পড়িয়া বেদরুদ্দীনের অনুসন্ধানের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন।

সুলতান তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তদীয় প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন, এবং বেদরুদ্দীন যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন তদ্বিষয়ের সাহায্যার্থ বিদেশীয় ভূপতিদিগকে এক একখানি অনুরোধ পত্র লিখিয়া দিলেন। সমসুদ্দীন তাহা হস্তে করিয়া সুলতানের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এবং চারি দিবস পরে তিনি তদীয় কন্যা ও দৌহিত্র সমভিব্যাহারে কেরো নগর হইতে বহির্গত হইলেন।

তাঁহারা ঊনবিংশতি দিবস অবিশ্রান্ত গমন করিয়া বিংশ দিবসে ডামস্কসের নিকটবর্ত্তী এক নদী তীরে উপস্থিত হইয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন। অমাত্য তথায় দুই দিবস অবস্থিতি করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া অনুচরবর্গকে নগর সন্দর্শনার্থ অনুমতি প্রদান করিলেন। অনুচরবর্গের মধ্যে কেহ বা কৌতূহলপরবশ হইয়া, কেহ বা মিসরদেশীয় দ্রব্য বিক্রয়ের ইচ্ছায়, কেহ বা তত্রত্য বস্তুজাত ক্রয় করিবার অভিলাষে নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। অমাত্যকন্যাও এক-জন নপুংসক রক্ষক সঙ্গে দিয়া আজীবকে নগর সন্দর্শনে প্রেরণ করিলেন।

আজীব বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বেত্রধারী রক্ষকের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। তাহারা নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে না করিতেই আজীবের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে লোক সকল তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইল। বেদরুদ্দীনের বিপণির সমীপস্থ হইলে জনতা এত অধিক হইল যে, তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

যে মিষ্টান্নবিক্রেতা বেদরুদ্দীনকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, সে কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে তাহার সমস্ত সম্পত্তি বেদরুদ্দীনকে প্রদানপূর্ব্বক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। সুতরাং বেদরুদ্দীন এক্ষণে স্বয়ং সেই দোকান চালাইতেছিলেন। তিনি এরূপ দক্ষতার সহিত স্বীয় ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, সে সময়ে ডামস্কস নগরে তাঁহার বিপুল

খ্যাতি হইয়া ছিল। বেদরুদ্দীন আপনার দ্বারদেশে আজীবকে দেখি- বার নিমিত্ত সমাগত জনতার আধিক্য দেখিয়া স্বয়ং তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত কতিপয় পদ অগ্রসর হইলেন।

আজীবকে দেখিবামাত্র তাহার প্রতি তাঁহার অপূর্ব্ব স্নেহসঙ্গের আবির্ভাব হইল। তাহাতে তিনি আপনার কার্য্য ত্যাগ করিয়া তাহাকে কহিলেন, "প্রভো! আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি একবার আমার বিপণিতে পদার্পণ করিয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আহার করেন, তাহা হইলে, আমি কৃতার্থ হই।" এই কথাগুলি বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু হইতে বাষ্পধারা বিগলিত হইতে লাগিল। আজীব তাঁহাকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া কহিল, "এই ব্যক্তি অত্যন্ত করুণ- ভাবে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে অতএব আইস আমরা ইহার বিপণিতে গমনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভোজন করি।" রক্ষক কহিল, 'তোমার ন্যায় অমাত্য পুত্রের মিষ্টান্ন বিক্রেতার বিপণিতে বসিয়া আহার করা কোন প্রকারে উচিত নহে।" বেদরুদ্দীন এই কথা শুনিবা- মাত্র রক্ষককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয় বন্ধো! তোমার নিকট আমার এই অনুরোধ যে, তোমার প্রভু আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছেন তদ্বিষয়ে তাঁহাকে নিবারণ করিও না। তাহা হইলে আমি তোমাকে কৃষ্ণবর্ণের পরিবর্ত্তে শুক্লবর্ণ করিয়া দিব।" এই কথায় রক্ষক হাস্য করিয়া উঠিল, এবং আজীবকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং বেদরুদ্দীনের বিপণিতে গিয়া উপস্থিত হইল। বেদরুদ্দীন ঈপ্সিত লাভে অতি মাত্র হৃষ্ট হইলেন, এবং স্বীয় তুন্দুর হইতে এক খানি পিষ্টক গ্রহণ করত তাহার উপর চিনি এবং ডালিমের রস দিয়া একটী পাত্রে করিয়া আজীবের সম্মুখে রাখিলেন। আর ঐরূপ এক খণ্ড রক্ষককে প্রদান করিলেন। তাহারা উভয়েই সেই পিষ্টকের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা বাদ করিল।

যখন তাহারা উভয়েই পিষ্টক ভক্ষণ করিতেছিল সেই সময়ে বেদ- রুদ্দীন অভিনিবেশপূর্ব্বক আজীবকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে উদয় হইল যে, পত্নীর নিকট হইতে হঠাৎ ঐরূপ বিচ্ছিন্ন না হইলে, বোধ হয়, আমারও এত দিনে এরূপ একটী পুত্র সন্তান জন্মিত। ইহা ভাবিতে২ তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু বিন্দু পতিত হইল। তিনি আজীবকে তাঁহার ডামাস্কস আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সময়াভাবে বালক তাঁহার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না, কারণ তাহার অনুচর ভোজন সমাপ্ত হইবামাত্র তাহাকে লইয়া আপনাদিগের শিবির মধ্যে গমন করিল। সমসুদ্দীন স্বীয় অঙ্গীকারানুসারে ডামাস্কস্ আগমনের তৃতীয় দিবসেই তথা হইতে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দিবস পরে তিনি ইউফেটিস্ নদীর

তীরে উপস্থিত হইলেন, এবং উক্ত নদী উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে বালশোরায় উপনীত হইলেন। সুলতান তাঁহাকে স্বসমীপে আসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং সমাদরপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বালশোরায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সমসুদ্দীন কহিলেন, "রাজন্! আপনার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও মদীয় ভ্রাতা নুরুদ্দীনের এক পুত্র ছিল, সম্প্রতি আমরা তদীয় সংবাদ জানিতে আসিয়াছি।" সুলতান বলিলেন, "বহুদিবস হইল নুরুদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর দুই মাস পরেই তাঁহার পুত্র হঠাৎ কোথায় যে গমন করিয়াছে অনেক অনুসন্ধানেও এপর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাহার জননী, আমার অন্যতম অমাত্যকন্যা, অদ্যাপি জীবিত আছেন এবং তাঁহার স্বামী যে গৃহে বাস করিতেন সেই গৃহেই অবস্থিতি করিতেছেন।" সমসুদ্দীন তাঁহার ভ্রাতৃজায়াকে মিসর দেশে লইয়া যাইবার নিমিত্ত রাজাজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন, এবং অনুমতি পাইবামাত্র সেই দিবসেই তাঁহার বাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া কন্যা এবং দৌহিত্র সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। গৃহদ্বারে প্রবেশমাত্রেই যে প্রস্তর খণ্ডের উপর তাঁহার ভ্রাতার নাম সুবর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল তাহা চুম্বন করিলেন। তিনি ভ্রাতৃজায়ার সহিত কথোপকথন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভৃত্যগণ তাঁহাকে তৎসমীপে লইয়া গেল। অমাত্যজায়া বহুদিবস পর্য্যন্ত পুত্রের কোন সমাচার না পাইয়া তদীয় মৃত্যু অবধারণ করত তাহার সমাধি স্বরূপ একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় দিবারাত্রি দুঃখে কালাতিপাত করিতেছিলেন। সমসুদ্দীন তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি তাঁহার পুত্রের সমাধির উপর ক্রমাগত অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছেন, এবং তাঁহার অন্তঃকরণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তিনি ভ্রাতৃপত্নীকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পুরঃসর দুঃখ ত্যাগ করিতে বারম্বার অনুরোধ করিলেন, এবং তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনার পুত্র অদ্যাপি জীবিত আছে এবং তাহার অনুসন্ধান করাই আমার বালশোরায় আসিবার মুখ্য উদ্দেশ্য।" নুরুদ্দীনের পত্নী এই সমাচার শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং তাঁহার সহিত গমন করিতে স্বীকার করিয়া ভৃত্যবর্গকে গমনোদ্যোগ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ইতিমধ্যে সমসুদ্দীন সুলতানের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করিয়া তথায় বহু সম্মান প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ডামস্কসনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ডামস্কসের নিকটে উপস্থিত হইয়া তিনি অন্যতম প্রবেশ দ্বারের বহির্ভাগে স্বীয় শিবির সন্নিবেশ করিবার অনুজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় তথায় তিন দিন অবস্থিতি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

যে সময়ে তিনি প্রধান প্রধান বণিক্‌গণ কর্ত্তৃক আনীত উত্তম উত্তম দ্রব্য সকল ক্রয় করিতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে আজীব পূর্ব্ববারে অবকাশ বিরহে যে সকল বস্তু দেখিতে পান নাই তাহা সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত ও সেই মিষ্টান্নবিক্রেতার কি হইয়াছে জানিবার নিমিত্ত তাঁহাকে নগরে লইয়া যাইবার জন্য রক্ষককে বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রক্ষক মন্ত্রিকন্যার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক আজীবকে লইয়া নগরে প্রবেশ করিল।

তাহারা প্রধান প্রধান স্থান সকল সন্দর্শনপূর্ব্বক নগরের এক প্রধান মস্‌জীদে যাইয়া আপনাদিগের বৈকালিক উপাসনাদি নির্ব্বাহ করিল। তৎপরে বেদরুদ্দীনের বিপণির সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় আজীব বেদরুদ্দীনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনাকে নমস্কার, আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন?" বেদরুদ্দীন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহভরে একবারে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "মহাশয়! এজীবনে আমি আপনাকে কখন ভুলিতে পারিব না, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার অনুচরের সহিত একবার আমার বিপণিতে পদার্পণ করিয়া একখানি পিষ্টক ভক্ষণ করুন।" আজীব রক্ষকের সহিত বিপণিতে প্রবেশ করিলেন।

বেদরুদ্দীন প্রথম বারের ন্যায় এবারেও তাহাদিগকে সুমিষ্ট পিষ্টক প্রদান করিলেন। তিনি উক্ত পিষ্টক নিজে ভক্ষণ না করিয়া তদ্দ্বারা কেবল অতিথি সেবা করিতেন। আহার সমাপ্ত হইলে বেদরুদ্দীন তাহাদিগকে হস্ত প্রক্ষালনার্থ বারি প্রদান করিলেন। তাহার পর তিনি একটী পাত্রে সরবৎ পূর্ণ করিয়া তাহাতে বরফ মিশ্রিত করিয়া আজীবের হস্তে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন," ইহা গোলাপজলের সরবৎ, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি তুমি কখনই এরূপ উৎকৃষ্ট সরবৎ পান কর নাই।" আজীব আহ্লাদপূর্ব্বক তাহা পান করিলে, বেদরুদ্দীন তাহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহা পূর্ণ করিয়া রক্ষকের হস্তে অর্পণ করিলেন। রক্ষকও আগ্রহসহকারে তাহা পান করিল।

অবশেষে সময় অতীত হওয়াতে আজীব ও রক্ষক উভয়েই বেদরুদ্দীনকে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক আপনাদিগের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিল। তাহারা শিবিরে উপস্থিত হইলে আজীবের পিতামহী মহানন্দের সহিত আজীবকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার পুত্রের প্রতিমূর্ত্তি সর্ব্বদাই তাঁহার মনে জাগরূক ছিল, সুতরাং আজীবকে ক্রোড়ে লইবার সময় তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। তিনি কহিলেন, "বৎস! তোমার ন্যায় তোমার পিতাকে ক্রোড়ে পাইলে আমার আনন্দের আর পরিসীমা থাকিত না।" তিনি আজীবকে স্ব সমীপে উপবেশন করাইয়া তাহাদিগের নগরভ্রমণের অনেক কথা

জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে আজীব ক্ষুধা প্রকাশ করিলে তিনি তাহাকে স্ব হস্ত-প্রস্তুত সুমিষ্ট পিষ্টক খাইতে দিলেন। কিন্তু আজীব তাহা ভক্ষণ করিয়া তাহার বিশেষ প্রশংসা না করাতে তিনি দুঃখিত হইয়া কহিলে, "তুমি আমার স্বহস্ত প্রস্তুত পিষ্টকের এইরূপ অনাদর করিতেছ কেন? তুমি নিশ্চিত জানিও যে, আমি ও আমার পুত্র ভিন্ন পৃথিবীতে আর কেহই এরূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিতে পারে না।" আজীব কহিলেন, "আপনি ক্রোধ করিবেন না, অদ্য আমরা এই নগরের এক মিষ্টান্ন বিক্রেতার দোকানে যে পিষ্টক ভক্ষণ করিয়াছি তাহা ইহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট।" কেবল তাঁহাকে অপ্রতিভ করিবার নিমিত্তই আজীব এরূপ কথা বলিতেছে, তাঁহার পিতামহী এই বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "আমার পিষ্টক অপেক্ষা যে তাহার পিষ্টক উৎকৃষ্ট তাহা আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারি না। অতএব তুমি ত্বরায় সেই মিষ্টান্নবিক্রেতার দোকানে গিয়া আমার জন্য এক খানি পিষ্টক ক্রয় করিয়া আন।"

রক্ষক তৎক্ষণাৎ বেদরুদ্দীনের বিপণিতে গমনপূর্ব্বক একখানি অত্যুৎকৃষ্ট পিষ্টক ক্রয় করতঃ শীঘ্র প্রত্যাগম করিয়া পিষ্টক খানি নুরুদ্দীন-পত্নীর হস্তে প্রদান করিলে, তিনি তদাস্বাদন গ্রহণ করিবা-মাত্র ক্রন্দন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। পরে কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা লাভ হইলে কহিলেন, "এই পিষ্টক অবশ্যই আমার প্রিয়পুত্র বেদরুদ্দীনেরই স্বহস্ত প্রস্তুত।

"এই পিষ্টক প্রস্তুত কারক তাঁহার পুত্র" ভ্রাতৃজায়ার মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া সমসুদ্দীন যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। কিন্তু ভ্রাতৃজায়ার অনুমান মিথ্যা হইলেও হইতে পারে ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "আপনার পুত্রের ন্যায় কি পৃথিবীতে আর কেহই এরূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিতে পারে না?" তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ পৃথিবীতে এমত লোক থাকিতে পারে যে এইরূপ উত্তম পিষ্টক প্রস্তুত করিতে জানে, কিন্তু আমি যে মশলা দিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করি তাহা কেবল আমার পুত্রই আমার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছে। অতএব আমি জানিতে পারিলাম এ পিষ্টক আমার পুত্র ভিন্ন অপর কাহারও প্রস্তুত নহে। ভ্রাতঃ! আইস এক্ষণে আমরা সকলে আমোদ প্রমোদ করি, এত দিনের পর আমাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধি হইল।" অমাত্য কহিলেন, "ভগিনি! এক্ষণে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করা উচিত, অল্প কাল মধ্যেই ইহাঁর সত্যাসত্য নির্ণয় হইতেছে। এক্ষণে মিষ্টান্ন বিক্রে-তাকে এখানে আনয়ন করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে, আপনি এবং আমার কন্যা উভয়েই সে ব্যক্তি আপনার পুত্র কি না, তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিবেন। কিন্তু তোমাদিগকে সে না দেখিতে পায় তোমা-

রক্ষকের ভবনেই এরূপ গোপনে থাকিতে হইবে, কারণ ডামস্কস্ নগরে তাহার নিকটে আত্ম প্রকাশ করা আমার অভিপ্রেত নহে। আমার ইচ্ছা যে কেরো নগরে গমন করিয়া সমুদায় প্রকাশ করা যাইবেক।

এই কথা বলিয়া সমসুদ্দীন স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া পঞ্চাশ জন অনুচরকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে এক এক গাছি যষ্টি গ্রহণ করিয়া রক্ষকের সমভিব্যাহারে এই নগরস্থ এক মিষ্টান্নবিক্রেতার বিপণিতে গমন কর। তথায় উপস্থিত হইয়া বিপণিস্থ যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী চূর্ণ করিও। মিষ্টান্নবিক্রেতা কোন কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিও 'তাহার বিপণি হইতে যে পিষ্টক ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে তাহা তাহার স্বহস্ত প্রস্তুত কি না?' যদি সে ঐ পিষ্টক তাহার প্রস্তুত বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ বদ্ধ করিয়া আমার নিকটে লইয়া আসিবে। কিন্তু সাবধান যেন তাহাকে কোনরূপ যন্ত্রণা প্রদান করা না হয়।"

তাহারা অমাত্যের আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ রক্ষকের সমভিব্যাহারে বেদরুদ্দীনের বিপণিতে উপস্থিত হইয়া সম্মুখে যাহা দেখিতে পাইল তাহাই ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিল। বেদরুদ্দীন হঠাৎ এই ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া চকিত হইয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "তোমরা কি নিমিত্ত আমার প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতেছ? আমি তোমাদিগের কি করিয়াছি?" তাহারা বলিল, "তুমিই কি রক্ষকের নিকট পিষ্টক বিক্রয় করিয়াছিলে?" তিনি কহিলেন, "হাঁ আমিই তাঁহাকে পিষ্টক বিক্রয় করিয়াছি। কিন্তু কে আমার পিষ্টকের নিন্দা করিতে পারে? আমি দর্প করিয়া বলিতে পারি, কেহই আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পিষ্টক প্রস্তুত করিতে পারে না।" এই কথায় কোন প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া তাহারা একে একে বিপণিস্থিত যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী ভগ্ন করিল।

ইত্যবসরে তথায় অনেক লোক একত্র হইয়া বেদরুদ্দীনের প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার পক্ষে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু নগরাধ্যক্ষের প্রেরিত লোকেরা আসিয়া জনতা ভগ্ন করিয়া দিল, এবং বেদরুদ্দীনকে বদ্ধ করিয়া লইয়া যাইবার বিষয়েও রক্ষকের অনেক সহায়তা করিল। ইহার কারণ এই যে, ইতিপূর্ব্বেই সমসুদ্দীন নগরাধ্যক্ষের নিকট গমনপূর্ব্বক আপনার অভিলষিত সম্পাদন করিবার নিমিত্ত মিসরাধিপতির নাম গ্রহণ পুরঃসর তাঁহার নিকট কতিপয় সৈনিক পুরুষ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

সমসুদ্দীন নগরাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিবার কিঞ্চিৎ পরেই কল্পিত অপরাধীকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। বেদরুদ্দীন বাষ্পাকুললোচনে কহিলেন, "প্রভো! আমি আপনকার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমাকে ধরিয়া আনা

হইল?" অমাত্য কহিলেন, "তুমি আমাকে যে পিষ্টক পাঠাইয়াছিলে তাহা কি তোমার স্বহস্তে প্রস্তুত?" বেদরুদ্দীন কহিলেন, "হাঁ আমিই তাহা প্রস্তুত করিয়াছি: কিন্তু তাহাতে আমার কি অপরাধ হইল?" সমস্থদ্দীন বলিলেন, "আমি তোমার গুণানুযায়ী শাস্তি প্রদান করিব; আমাকে এরূপ পিষ্টক প্রেরণ করিবার নিমিত্ত তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক।" বেদরুদ্দীন কহিলেন, "উক্ত পিষ্টক প্রস্তুত করা কি এরূপ গুরুতর অপরাধের মধ্যে গণ্য হইল?" তিনি বলিলেন, "হাঁ; ইহাতে তোমার প্রাণদণ্ড ব্যতীত অন্য দণ্ড হইবে না।"

যখন তাঁহাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, সেই সময়ে বেদরুদ্দীনের জননী ও পত্নী উপয়ে অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিতেছিলেন, এবং যদিও বহুদিন হইল তাঁহাদিগের সহিত বেদরুদ্দীনের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, তথাপি দৃষ্টিমাত্রেই তাঁহারা বেদরুদ্দীনকে চিনিতে পারিলেন। বেদরুদ্দীনকে দেখিয়াই তাঁহারা আহ্লাদে মূর্চ্ছিত হইলেন। পুনর্বার চৈতন্য লাভের পর তাঁহারা সানন্দে বেদরুদ্দীনের নিকট উপস্থিত হইতেন, কেবল অমাত্যের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা তখন আত্ম প্রকাশ না করিয়া স্বাভাবিক স্নেহকেও দমন করিয়া রাখিলেন।

সমসুদ্দীন সেই রজনীতেই তথা হইতে যাত্রা করিবার মানস করিয়া অনুচরবর্গকে গমনোদ্যোগের আদেশ প্রদান করিলেন। তিনি বেদরুদ্দীনকে এক পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া উষ্ট্র পৃষ্ঠে লইয়া যাইবার আজ্ঞা দিলেন। রাত্রিতে গমনারম্ভ করিয়া তাঁহারা অবিশ্রান্ত সমস্ত রজনী ও তৎপর দিবস গমন করিলেন। যথায় সায়ংকালে তাঁহারা গমন হইতে ক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিলেন, তথায় বেদরুদ্দীনকে আহারাদি প্রদান করিবার নিমিত্ত কেবল একবার পিঞ্জর হইতে বাহির করা হইয়াছিল। এইরূপে বিংশতি দিবস গমন করিয়া তাঁহারা কেরোনগরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তথায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া সমসুদ্দীন বেদরুদ্দীনকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখেই এক শূল নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিলেন। বেদরুদ্দীন কহিলেন, "মহাশয়! আপনি শূল লইয়া কি করিবেন?" অমাত্য বলিলেন, "তোমাকে উহার উপর আরোহণ করাইয়া; পিষ্টকে মরীচ না দেওয়া অপরাধের জন্য, সমস্ত নগর পরিভ্রমণ করাইব।" বেদরুদ্দীন কহিলেন, "পিষ্টকে মরীচ দিই নাই বলিয়া কি আমার সমস্ত দ্রব্য লুণ্ঠিত হইল এবং অবশেষে আমাকে এইরূপ কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবেক? কি কুলগ্নেই আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম! জন্ম মাত্রেই বা কেন আমার মৃত্যু হয় নাই!"

তখন রাত্রি অধিক হওয়াতে সমসুদ্দীন তাঁহাকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া আপনার ভবনে লইয়া যাইবার জন্য ভৃত্যগণকে অনুমতি প্রদান করি-

লেন। তৎপরে সকলে উপস্থিত হইলে, সমস্রুদ্দীন ভৃত্যবর্গকে বিবাহ রাত্রির ন্যায় তাঁহার গৃহ সকল সুসজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। সমুদায় সুসজ্জিত হইলে, তিনি বেদরুদ্দীনের উষ্ণীষ, অন্যান্য পরিচ্ছদ এবং স্বর্ণমুদ্রার থলিয়া যথা স্থানে রাখিয়া স্বীয় কন্যাকে পূর্ব্ববৎ বিবাহ গৃহে বেদরুদ্দীনের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে যে গৃহে বিবাহ হইয়াছিল সেই গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী এক গৃহে বেদরুদ্দীনকে রাখিয়া দিয়া ভৃত্যগণকে তথা হইতে প্রস্থান করিতে অনুমতি করিলেন।

এতাদৃশ দুঃখের সময়েও বেদরুদ্দীনের এরূপ গাঢ় নিদ্রাগম হইয়াছিল যে, ভৃত্যেরা তাঁহাকে ঐ গৃহে আনাবার সময় তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, আপনাকে সেই গৃহে একাকী দেখিয়া বিবাহ রাত্রির যাবতীয় ব্যাপার তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তৎপরে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে গমনপূর্ব্বক তথায় আপনার পূর্ব্বপরিচ্ছদাদি দেখিয়া তিনি আরও চমৎকৃত হইয়া আপনার চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, "আমি সুপ্ত না জাগ্রৎ?"

তাঁহার পত্নী এতাবৎ কাল এই সকল কৌতুক দর্শন করিতেছিলেন, এক্ষণে মশারির প্রান্তভাগ উত্তোলন করিয়া স্বীয় মস্তক অবনত করত কোমল স্বরে কহিলেন, "স্বামিন্! দ্বারদেশে কি করিতেছেন? এখানে আসিয়া পুনরায় শয়ন করুন। আপনি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত গৃহের বাহিরে গিয়াছেন। আমি জাগরিত হইয়া আপনাকে পার্শ্বে না দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম।" এই কথা শুনিয়া তাঁহার বদনের ভাবের পরিবর্ত্ত হইল। তিনি গৃহাভ্যন্তরে গমনপূর্ব্বক আপনার উষ্ণীষ, পরিচ্ছদ ও স্বর্ণমুদ্রার থলিয়া গ্রহণপুরঃসর সেগুলি বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিলেন, "আমি এই সকল অভূতপূর্ব্ব ঘটনার কিছুই ভাব বুঝিতে পারিতেছি না।" তাঁহার পত্নী ইহাতে অধিক আনন্দিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, "স্বামিন্! আপনি কি নিমিত্ত বিলম্ব করিতেছেন?" এই কথা শুনিয়া তিনি শয্যা সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি আপনাকে অনুনয় করিতেছি আপনি বলুন দেখি আমি কি অধিক দিন আপনার নিকটে ছিলাম।" তাঁহার পত্নী বলিলেন, "আপনার বাক্যে আমার অতিশয় বিস্ময় জন্মিতেছে। আপনি কি এইমাত্র আমার পার্শ্ব হইতে উঠিয়া যাইতেছেন না?" বেদরুদ্দীন কহিলেন, "আমার স্মরণ হইতেছে যে, আমি আপনার সহিত এক শয্যায় ছিলাম, কিন্তু আমার ইহাও মনে হইতেছে যে, আমি দশ বৎসর ডামস্কসে ছিলাম; তথায় এক মিষ্টান্নবিক্রেতা আমাকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিল, আমার সমস্ত দ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং আমি পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে এখানে আনীত হইয়াছি। সুতরাং আমাদিগের উভয়ের কথিত বিবরণ পরস্পর বিসম্বাদী। অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলুন এক্ষণে

আমি কি করি; আপনার সহিত আমার বিবাহ কি কোন মায়ার কার্য্য অথবা আমার এখান হইতে অনুপস্থিতি স্বপ্নমাত্র।” এমত সময়ে রজনী প্রভাত হওয়াতে সম্সুদ্দীন দ্বারে আঘাত করিয়া গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে সস্নেহ আলিঙ্গন করতঃ কহিলেন, “বৎস! তোমাকে আমি জানিয়াও যে কষ্ট প্রদান করিয়াছি, তদ্বিষয়ে আমাকে মার্জ্জনা করিও। সৌভাগ্যের পরিচয় না দিয়া তোমাকে এখানে আনয়ন করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।” অতঃপর জিরুন্ধ্রাসদেত্য কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের উভয় ভ্রাতার অভিলষিত সিদ্ধ হইয়াছিল, কিরূপে তাঁহাকে স্বীয় ভ্রাতৃপুত্র বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন, এবং কত যত্নপূর্ব্বক তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এই সকল বিষয় বেদ্রুদ্দীনকে জ্ঞাপন করতঃ পুনরায় কহিলেন, “বৎস! এক্ষণে প্রিয়জন পরিবৃত হইয়া আপনার বর্ত্তমান ও ভাবী সুখ চিন্তা করতঃ অতীত দুঃখ সমস্ত বিস্মৃত হও। তুমি পরিচ্ছদ পরিধান কর, আমি তদবসরে তোমার অধীরা জননীকে এই সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করি, এবং যাহাকে, তুমি ডামস্কসে দেখিয়া স্বীয় পুত্র বোধে স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়াছিলে, তোমার সেই পুত্রকেও আনয়ন করি।”
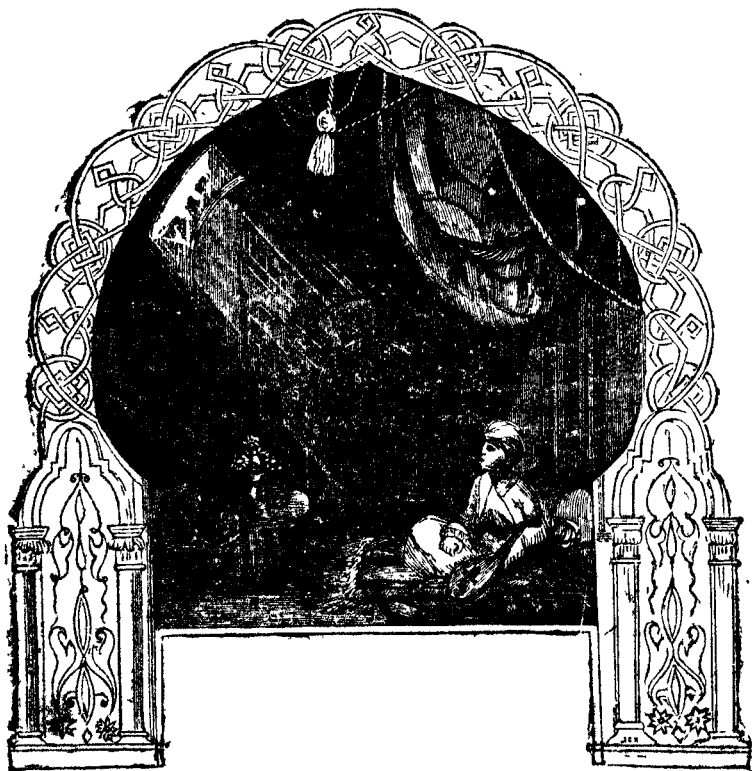
খালিফ হারুণ অলরশীদ ভূপতি স্বীয় অট্টালিকা মধ্যে পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

জননী ও পুত্রকে দেখিয়া বেদরুদ্দীনের মনে অনির্বচনীয় আনন্দোদয় হইল। পুত্রের বিরহে যে সমস্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন, যেরূপ অশ্রুপাত করিয়া কালযাপন করিতেন, তাঁহার মাতা সেই সমস্ত বিষয় তাঁহার নিকট বলিলেন। আজীব আহ্লাদে তাঁহার পিতার ক্রোড়ে অধিরোহণ করিলেন। বেদরুদ্দীন একদিকে জননী ও অপরদিকে আত্মজ এই উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে ভক্তি ও স্নেহ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত। সমসুদ্দীন ইত্যবসরে আপনার কার্য্যসিদ্ধির বিষয় জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত সুলতানের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে অত্যাগমন করিয়া তিনি সমস্ত পরিবারের সহিত একত্র আহার করিলেন। তাঁহার বাটীস্থ সকলেই সে দিবস আনন্দোৎসবে অতিবাহিত করিল।

এরূপ বর্ণিত আছে যে, কালিফ হারুণ অলরশীদ তাঁহার মন্ত্রীর প্রমুখাৎ এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া এতাদৃশ প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি তখনি রিহানের প্রাণদণ্ড রহিত করিলেন, এবং যাহার স্ত্রী বিয়োগ হইয়াছিল সেই যুবককে স্বীয় পরিচারিকাগণের মধ্য হইতে একজনের সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে বহু ধন প্রদান করিলেন।

কুব্জের কথা।

পূর্ব্বকালে তাতার দেশের প্রান্তবর্ত্তী কাসগর নগরে এক দরজি বাস করিত। তাহার স্ত্রী অত্যন্ত রূপবতী, এজন্য সে তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। এক দিন দরজি আপনার দোকানে বসিয়া কর্ম্ম করিতেছে, এমন সময়ে এক কুব্জ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তবলা তার বাঁয়া বাজাইয়া গান করিতে লাগিল। দরজি তাহার গীত শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া স্বীয় প্রেয়সীর মনোরঞ্জনার্থ তাহাকে সন্ধ্যাকালে স্বালয়ে লইয়া গেল। সেই দিবস দরজির গৃহিণী একটা বড় মৎস্য রন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। সে স্বামীকে ঐ কুব্জ সমভিব্যাহারে সমাগত দেখিয়া তাহাদিগকে মৎস্য আহার করিতে দিল। কুব্জ দরজির অনুরোধে মৎস্য ভক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার গলায় মৎস্যের কাঁটা ফুটিয়া যাওয়াতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইল। তাহারা স্ত্রী পুরুষে কুব্জকে বাঁচাইবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিন্তু কোন উপায়েই তাহার প্রাণরক্ষা হইল না। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় দরজি ও তাহার বনিতা মহাভীত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এবং তত্রত্য বিচারকর্ত্তার আজ্ঞানুযায়ী দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া এই উপায় অবলম্বন করিল। তাহাদের বাটীর সন্নিকটস্থ ভবনে এক জন ইহুদী চিকিৎসক বাস করিত। রাত্রি বৃদ্ধি হইলে,

তাহারা উভয়ে কুব্জের মৃতদেহ বহন করিয়া ঐ চিকিৎসকের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে এক দাসী আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, দরজি এই বলিয়া প্রত্যুত্তর দিল যে, "আমরা চিকিৎসা করাইবার জন্য এক জন অত্যন্ত পীড়িত ব্যক্তিকে আনয়ন করিয়াছি" ইহা বলিয়া দাসীর হস্তে কতিপয় মুদ্রা প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "তোমার প্রভুকে ইহা দিয়া সমাচার দাও, আমরা তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।"

দাসী মুদ্রা লইয়া প্রভুকে এই সংবাদ দিবার জন্য ত্বরায় উপরে উঠিয়া গেল। ইত্যবসরে তাহারা স্ত্রী পুরুষে কুব্জের মৃতদেহ লইয়া ধীরে ধীরে সিঁড়িদিয়া উপরে উঠিয়া সর্ব্বোপরের সিঁড়িতে তাহা রাখিয়া প্রস্থান করিল। দাসী কবিরাজকে সমস্ত সমাচার অবগত করাইয়া তাহার হস্তে মুদ্রাগুলি প্রদান করিল। তাহাতে কবিরাজ পরম আহ্লাদিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, এ রোগীর চিকিৎসা করিলে অনেক লাভ হইবে, অতএব ইহার চিকিৎসা বিষয়ে বিলম্ব করা অনুচিত। এইরূপ ভাবিয়া সে দাসীকে একটা আলো আনীতে অনুমতি করিল, কিন্তু মহানন্দে মত্ত হইয়া আলো আনীবার অপেক্ষায় থাকিতে না পারিয়া, অন্ধকারেই নীচে যাইতে উদ্যত হইল এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে পদনিক্ষেপ করিবামাত্র, সম্মুখস্থ শবে পদাঘাত হওয়াতে সেই শবটা উপরের সিঁড়ি হইতে গড়াইতে গড়াইতে নীচে পতিত হইল। ইহাতে কবিরাজ অতি ব্যগ্র হইয়া, "শীঘ্র আলো আন্ শীঘ্র আলো আন্" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে দাসীকে ডাকিতে লাগিল। দাসী আলোক আনীলে পর, বৈদ্য নীচে গিয়া দেখিল, একটা মৃত শরীর পড়িয়া আছে। এই ভয়ানক ব্যাপার অবলোকন করিয়া ভয়াকুল হইয়া ইষ্টদেবতার নাম স্মরণপূর্ব্বক আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, "হায়! আমি কি হতভাগ্য! কেনই বা অন্ধকারে নীচে যাইতে ব্যস্ত হইয়াছিলাম? যে ব্যক্তি আরোগ্যলাভের নিমিত্ত আমার কাছে আসিয়াছিল আমি তাহাকেই পদাঘাতে বিনষ্ট করিলাম! এখনি এই হত্যা অপরাধে আমাকে দণ্ডভোগ করিতে হইবে।" কবিরাজ এইরূপে আপনাকে মহাবিপদ্‌গ্রস্ত বোধ করিয়া অপর লোকে পাছে জানিতে পারে এই ভয়ে অগ্রে ভবনের দ্বার রুদ্ধ করিল। পরে শবটা তুলিয়া আপন বনিতার গৃহে লইয়া গেল। তাহার রমণী মৃতদেহ দৃষ্টি করিয়া সভয়ে কহিতে লাগিল, "এ কি সর্ব্বনাশ! কিরূপে এই মনুষ্যকে হত্যা করিলে? কল্য প্রভাতেই আমাদের প্রাণদণ্ড হইবে তাহার সন্দেহ নাই।" ইহুদী কহিল, "এক্ষণে আমার কিছুমাত্র বিবেচনাশক্তি নাই, তুমি বুদ্ধিমতী, কি সদুপায় আছে, স্থির করিয়া বল, নতুবা আমাদের জীবন সংশয়।" কবিরাজের বনিতা ক্ষণকাল

চিন্তা করিয়া বলিল "হে নাথ! ভয় নাই, আমি ইহার এক সদুপায় স্থির করিয়াছি। আমাদের বাটীর সঙ্গে সংলগ্ন এক মুসলমান ভাণ্ডারীর বাটী আছে, আইস আমরা ছাদের উপর দিয়া শবটা তাহার বাটীর ভিতরে নিক্ষেপ করি। তাহা হইলেই, আমরা উপস্থিত বিপদ্ হইতে নিস্তার পাইতে পারিব।" চিকিৎসক বলিল, "উত্তম পরামর্শ স্থির করিয়াছ।" তাহার পর বৈদ্য ও তাহার রমণী উভয়ে মিলিয়া মৃত দেহটা লইয়া ছাদের উপরে গেল, এবং শবের কণ্ঠদেশে রজ্জু বন্ধন করিয়া যে পথে ধূম নির্গত হইত সেই পথ দিয়া সেটাকে ধীরে ধীরে ভাণ্ডারীর ঘরে নামাইয়া দিল। তাহারা এরূপ সাবধান হইয়া কার্য্য করিল যে, শবের পৃষ্ঠদেশ ঘরের প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন থাকাতে শব যেন জীবিত অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিল। যখন তাহারা বুঝিতে পারিল, শব প্রকৃত অবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়াছে, তখন রজ্জু উপরে তুলিয়া লইল এবং আপনাদের শয়ন গৃহে পুনঃ প্রবেশপূর্ব্বক নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতে লাগিল।

মুসলমান সেই দিন বিবাহোপলক্ষে কোন আত্মীয় লোকের বাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিল, রাত্রি অধিক হইলে সে ভবনে প্রত্যাগমন করিয়া আলো লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিতে পাইল একটা মনুষ্য দাঁড়াইয়া আছে, তাহাতে সে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, "আমার এই ভাণ্ডারে মাখন ও নানাবিধ স্নেহ দ্রব্য থাকে। আমি মনে করিতাম মূষিকেরাই আমার মাখন খাইয়া যায়, তাহা নহে, তুই ছাদ দিয়া আসিয়া চৌর্য্য বৃত্তি করিয়া থাকিস্, আজ তোর সমুচিত শাস্তি দিতেছি।" ইহা বলিয়া একটা বৃহৎ যষ্টি লইয়া তস্করবোধে তাহাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিতে আরম্ভ করিল, তাহাতে শবটা ভূমিতে পড়িয়া গেল কিন্তু তথাপি ভাণ্ডারী প্রহার করিতে নিরস্ত হইল না। অনন্তর তস্করকে স্পন্দরহিত দেখিয়া প্রহারে ক্ষান্ত হইয়া নিরীক্ষণপূর্ব্বক বুঝিতে পারিল তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। তখন তাহার ক্রোধের পরিবর্ত্তে মহা ভয়ের সঞ্চার হইল। সে শঙ্কাকুল হইয়া কহিল, "হায়! আমি কি দুরাত্মা, কি করিলাম! সামান্য অপরাধের জন্য একটা মনুষ্যকে হত্যা করিলাম। রে কুব্জ! তুই যদি আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া কোনমতে ধৃত না হইতিস্, আমার পক্ষে তাহা মঙ্গল ছিল, কারণ তাহা হইলে, আমাকে আর এমন করিয়া হায় হায় করিতে হইত না।" এইরূপে কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিবার পর, মনে মনে যুক্তি করিয়া মৃত শরীরটা স্কন্ধে করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইল, এবং পথের পার্শ্বে এক দোকানে ঠেসাইয়া রাখিয়া, স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিল।

রজনী প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে একজন ধনশালী খৃষ্টীয়ান

সাধু সারানিশি সুরাপান ও আমোদ প্রমোদ করিয়া স্বধাম কারতে যাইতেছিল। কোন মুসলমান তাহাকে সুরাপানে উন্মত্ত দেখিলেই কারারুদ্ধ করিবে, এই আশঙ্কায় সে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ কোন প্রয়োজন বশতঃ যেমন ঐ দোকান অবলম্বনপূর্ব্বক দাঁড়া-ইল, অমনি শবটা তাহার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। তাহাতে খৃষ্টীয়ান সাধু মনে করিল একজন দস্যু তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, অতএব অবিলম্বে সেই শবটাকে প্রহার করিতে করিতে "চোর চোর" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। চীৎকারের ধ্বনি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে চৌকিদার আসিয়া দেখিল, এক জন খৃষ্টীয়ান এক মুসল-মানকে প্রহার করিতেছে। তাহাতে চৌকিদার জিজ্ঞাসা করিল, "এই মুসলমানকে প্রহার করিবার কারণ কি?" তাহাতে খৃষ্টীয়ান সাধু এই বলিয়া উত্তর দিল, "এ ব্যক্তি আমাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে আমার পৃষ্ঠদেশে লম্ফ দিয়া পড়িয়াছিল।" "তুমি যে প্রহার করিয়াছ তাহাতে যথেষ্ট প্রতিফল দেওয়া হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া চৌকি-দার ঐ কুঁজাকে তুলিতে গিয়া দেখিল, তাহার প্রাণ বিয়োগ হই-য়াছে। তাহাতে সে ক্ষণকাল ব্যাজ না করিয়া সাধুর হস্ত বন্ধনপূর্ব্বক তাহাকে বিচারকর্ত্তার সমীপে লইয়া গেল। অনন্তর বিচারপতি সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হইয়া ঐ সাধুকেই হত্যাকারী নিশ্চয় করিয়া রাজার নিকটে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে রাজা কহিলেন, "এই দণ্ডেই ইহার সমুচিত দণ্ড বিধান কর, মুসলমান হন্তার প্রাণদণ্ড করাই বিধেয়।" বিচারকর্ত্তা রাজাদেশ পাইয়া একটা ফাঁসিকাষ্ঠ প্রস্তুত করা-ইয়া নগর মধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দিতে অনুমতি করিলেন যে, "একজন মুসলমানকে হত্যা করিবার অপরাধে একজন খৃষ্টীয়ানের প্রাণ-দণ্ড হইবে।" এই ঘোষণা শ্রবণ করিয়া নগরবাসিগণ ফাঁসি দর্শন করিতে একত্র সমাগত হইল। পরে সাধুর গলদেশে রজ্জু দিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে উত্তোলন করিবার সময়ে মুসলমান ভাণ্ডারী জনতার ভিতর হইতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিল, "এ ব্যক্তিকে ফাঁসি দিবেন না, ইহার কোন অপরাধ নাই, আমিই ঐ কুব্জকে হত্যা করি-য়াছি, অতএব আমাকে ফাঁসি দিন। আমার হস্তে এক জন মুসলমান হত হইয়াছে, আমি আবার একজন নিরপরাধী খৃষ্টীয়ানের মৃত্যুর কারণ হইতে ইচ্ছা করি না।"

বিচারকর্ত্তা ভাণ্ডারীর প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া খৃষ্টীয়ান সাধুর নির্দ্দোষিতা বুঝিতে পারিলেন, এবং সাধুর পরিবর্ত্তে ভাণ্ডা-রীকে ফাঁসি দিতে আদেশ করিলেন। ভাণ্ডারীর গলদেশে রজ্জু সংলগ্ন করিবার সময়ে, ইহুদী চিকিৎসক ফাঁসি কাষ্ঠের সমীপবর্ত্তী হইয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিল, "আমি কুঁজাকে বিনাশ করিয়াছি, অতএব আমার

অপরাধের নিমিত্ত এ নিরপরাধী ব্যক্তিকে ফাঁসি দিবেন না, আমিই দণ্ডনীয়, আমাকেই দণ্ড দিউন।" ইহা বলিয়া সে, যেরূপে কুঁজাকে বধ করিয়া তাহার মৃত দেহটা ভাণ্ডারীর গৃহে নিক্ষেপ করিয়াছিল, অকপটে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করিল। তাহাতে বিচার কর্ত্তা মুসলমানকে নিষ্কৃতি দিয়া ইহুদীর প্রাণদণ্ডের অনুজ্ঞা দিলেন। কিন্তু পরিশেষে যখন বৈদ্যকেও ফাঁসি দিতে যান, তখন দরজি আসিয়া কহিল, "হে বিচারক! আমা হইতেই এই কুঁজার মৃত্যু হইয়াছে। আপনি প্রকৃত হন্তা নির্ণয় করিতে না পারিয়া তিন জন নির্দোষ ব্যক্তি প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহারা নিষ্কৃতি পাইয়াছে।" ইহা কহিয়া কুব্জের মৃত্যুর আমূল বৃত্তান্ত প্রকৃতভাবে বর্ণন করিয়া কহিতে লাগিল, ইহার হত্যার জন্য যদি কোন ব্যক্তিকে দোষী হইতে হয় তবে সে আমি। অতএব কবিরাজের প্রতি দণ্ডবিধান না করিয়া আমারই প্রাণদণ্ড করুন। দরজি নিজমুখে স্বাপরাধ ব্যক্ত করিলে বিচারকর্ত্তা বৈদ্যকে মুক্তি দিয়া দরজিকেই ফাঁসি দিতে আদেশ করিলেন। যখন দরজির প্রাণদণ্ডের উদ্‌যোগ হইতেছে, সেই সময় রাজা সমস্ত বিবরণ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বধ্যভূমিতে বিচার কর্ত্তার সমীপে এই বলিয়া দূত পাঠাইয়া দিলেন। "তাবৎ হন্তাদিগের প্রাণ দণ্ড রহিত করণানন্তর তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিচার কর্ত্তাকে অবিলম্বে আমার সভায় আসিতে বল।" বার্ত্তাবহ দ্রুতগতি বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া রাজাদেশ প্রচার করিবামাত্র, বিচারক ক্ষণকাল ব্যাজ না করিয়া দরজির বন্ধন খুলিয়া দিতে অনুমতি দিলেন; এবং দরজি, ইহুদী চিকিৎসক, মুসলমান ভাণ্ডারী ও খৃষ্টীয়ান সাধু এই চারিজন ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া এবং কুব্জের মৃত শরীর বাহক দ্বারা বহন করাইয়া রাজ সমীপে গমন করিলেন। রাজা বিচারকের প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন, এবং রাজসভাস্থ উপন্যাস বেত্তাদিগকে এই বিবরণ লিখিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে সভাস্থ ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কখন এমন অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়াছ কিনা?" তখন খৃষ্টীয়ান সাধু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পুরঃসর করপুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ! আমি ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত একটী কাহিনী জানি, যদি অনুমতি করেন তবে বলিতে পারি।" রাজা সম্মতি প্রদান করিলে, খৃষ্টীয়ান সাধু এইরূপে গল্প বলিতে আরম্ভ করিল।

খৃষ্টীয়ান সাধুর কথিত কাহিনী।

মহারাজ! আমি আপনার অধিকৃত কোন প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করি নাই। মিসর দেশের অন্তঃপাতী কেরো নগর আমার জন্মস্থান।

আমি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। আমার পিতা বাণিজ্য কার্য্যে বিপুল সম্পত্তি লাভ করিয়া মৃত্যুকালে তৎসমুদায় আমাকে দিয়া যান। পিতার অনুকরণ করিয়া আমিও বাণিজ্য লিপ্ত থাকিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। এক দিবস আমি শস্য ব্যবসায়িগণের আগমন প্রত্যাশায় কেরো নগরস্থ পান্থাবাসে যখন দাঁড়াইয়া আছি, তৎকালে একজন গর্দ্দভারূঢ় সুন্দর যুবা পুরুষ আমার নিকটে আসিয়া আমাকে তাহার কতকগুলি শস্য বিক্রয় করিয়া দিতে বলিল। আমি তাহাতে সম্মত হইয়া শস্য বিক্রয় করিয়া আমার লাভাংশ গ্রহণ করিলাম, এবং তাহার শস্যের মূল্য চারি সহস্র পাঁচ শত মুদ্রা প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, সে কহিল, "এ সমস্ত মুদ্রা এক্ষণে তোমার কাছে থাক্, পরে আমার প্রয়োজন হইলে আমি লইয়া যাইব।" ইহা বলিয়া তখন সে চলিয়া গেল এবং এক মাস গত হইলে, পুনর্ব্বার আসিয়া গচ্ছিত মুদ্রা প্রার্থনা করিল। তাহাতে আমি বলিলাম "তোমার সমস্ত মুদ্রা প্রস্তুত আছে, এখনি প্রদান করিতেছি; কিন্তু মুদ্রা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, তোমাকে আমার সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতে হইবে।" সে বলিল, "আমি এক্ষণে বিলম্ব করিতে পারি না, এই স্থানের সন্নিকটেই আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, প্রত্যাগমন কালে মুদ্রা লইয়া যাইব, এক্ষণে তুমি সমুদায় একত্র প্রস্তুত করিয়া রাখ।" এই কথা বলিয়া সে তদ্দণ্ডেই দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। আমি তাহার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলাম, কিন্তু পূর্ণ এক মাসও পুনর্ব্বার আর তাহার দর্শন পাইলাম না। তাহাতে মনে মনে বিবেচনা করিলাম, "আমার সহিত যুবা পুরুষের আলাপ নাই, তথাপি বিশ্বাস করিয়া আমার কাছে এত মুদ্রা রাখিয়া গিয়াছে, অপর লোক হইলে, আমাকে কখনই প্রত্যয় করিতে পারিত না।" তৃতীয় মাসের শেষে সেই যুবা পূর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বসন পরিধানপূর্ব্বক গর্দ্দভারোহণে আমার সমীপবর্ত্তী হইলে আমি বিনয়পূর্ব্বক মুদ্রা গ্রহণার্থ তাহাকে অনুরোধ করিলাম। তাহাতে সে কহিল, "এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, আমি জানি বিশ্বাসী লোকের হস্তেই মুদ্রা রাখিয়াছি, মুদ্রার অভাব হইলেই ইহা লইয়া যাইব। অদ্য বিদায় হই, এই সপ্তাহের শেষেই আবার আসিতেছি।" ইহা বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। এইরূপে বারম্বার তাহার কথা অন্যথা হওয়াতে আমি তাহার নির্দ্ধারিত কালের প্রত্যাগমন বিষয়ে অবিশ্বাস করিয়া তাহার গচ্ছিত মুদ্রার উন্নতি প্রত্যাশায় তৎসমুদায় ব্যবসায়ে লিপ্ত রাখিলাম। অনন্তর এক বৎসরান্তে সেই যুবা পুরুষের দর্শন লাভ করিয়া, সেবারে যেমন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম, অমনি সে সম্মত হইয়া আমার বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। আমি খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া তাহাকে আমার সহিত ভোজন করিতে

১৮২৩৫ ষ

আরব্যোপন্যাস।

শহরিয়া ও তাহার মহিষী।

উপক্রমণিকা।

কথিত আছে যে অতিপূর্ব্বকালে সসেনিয়ান্ বংশীয় পারস্যের প্রাচীন রাজগণ নিজ ভুজবলে ভারতবর্ষ, চীন ও ভারতসাগরীয় দ্বীপশ্রেণীর উপর আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করেন। ঐ সকল প্রতাপশালী নরপতিগণের ইতিবৃত্তপাঠে অবগত হওয়া যায়, যে তদ্বংশে বিশ্রুত-কীর্ত্তি অসামান্যক্ষমতাপন্ন এক নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রজাগণ তাঁহার বিবেক ও দাক্ষিণ্যাদি গুণগ্রামে বশীভূত হইয়া একান্ত অনুরক্ত ছিল, এবং সন্নিহিত রাজমণ্ডল তাঁহার শৌর্য্য ও তদীয় সুশিক্ষিত সৈন্যগণের রণ-নৈপুণ্য স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিত। শহরিয়ার ও শাহজমান নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ শহরিয়ার পিতার সমস্ত গুণই লাভ করিয়াছিলেন, কনিষ্ঠ রাজতনয়ও অসাধারণ গুণসম্পন্ন ছিলেন। দীর্ঘকাল গৌরবের সহিত রাজ্যশাসন করিয়া ভূপতি লোকান্তর গমন করিলে পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শহরিয়ার পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। শাহজমান যদিও দেশপ্রচলিত নিয়মানুসারে সর্ব্বতোভাবে রাজ্য-বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তথাপি জ্যেষ্ঠভ্রাতার সৌভাগ্যসন্দর্শনে ঈর্ষা না [illegible] বরং কি [illegible] তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবেন তদ্বিষয়ে

বিশিষ্টচেষ্টান্বিত হইলেন। শহরিয়ার স্বভাবতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, এবং অনুজের ঈদৃশ উদার চরিত্র সন্দর্শনে অধিকতর প্রীত হইয়া, স্বাধীনতাতার রাজ্যের সিংহাসন তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। শাহজমান সত্বর তথায় গমন করিয়া তাতাররাজ্য হস্তগত করিলেন। সমরকন্দ নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল।

এইরূপে দশ বৎসর অতীত হইলে পর, শহরিয়ার কনিষ্ঠভ্রাতার দর্শনসুখের নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া, তাঁহাকে নিজ রাজধানী আনয়ন করিবার জন্য প্রধান অমাত্যকে দৌত্যকার্য্যে মনোনীত করিয়া, প্রভাবানুযায়ী অনুচরবর্গের সহিত সমরকন্দনগরে প্রেরণ করিলেন। তিনি নগরসন্নিকর্ষে উপস্থিত হইলে, শাহজমান তদাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সম্ভ্রান্ত ও সুসজ্জিত সভাসদ্‌বর্গের সহিত তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তাতাররাজ পরমাহ্লাদের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া অগ্রজের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, অমাত্য নিজ প্রভুর অনাময় বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক স্বাগমনপ্রয়োজন নিবেদন করিলেন। শাহজমান পুলকিত হইয়া আনন্দগদগদস্বরে কহিলেন, "মন্ত্রিবর! মহারাজ আমার প্রতি বিশিষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত যেরূপ উৎসুক, আমিও তদ্রূপ। বহুকাল পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করিলেও, তাঁহার প্রতি মদীয় ভক্তির অণুমাত্রও ন্যূনতা হয় নাই। সম্প্রতি মদীয় রাজ্য নিরুপদ্রবে আছে, সুতরাং তজ্জন্য কিছুমাত্র ভাবিতে হইবে না। আপনি দশদিবস মাত্র অপেক্ষা করিলে, আমি সেই অবকাশে গমনের আয়োজন করিয়া, আপনার সমভিব্যাহারেই গমন করিতে পারি। এই অল্পকালের নিমিত্ত আপনার আর রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই আপনি এই স্থানেই শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক অবস্থিতি করুন, আপনার এবং আপনকার অনুচরবর্গের যে যে বস্তুর প্রয়োজন হয়, আমি তৎসমুদয় প্রেরণ করিতেছি।" শাহজমান ইহা বলিয়া রাজসদনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার আদেশানুসারে বিবিধ আহারীয় দ্রব্য ও বহুমূল্য উপহার মন্ত্রীর সম্মুখে আনীত হইল।

যাত্রার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইতে দশ দিবস অতীত হইল। তখন শাহজমান নিজ প্রেয়সী মহিষীর নিকট বিদায় লইয়া পারিষদ্‌বর্গের সহিত সায়ংকালে সমরকন্দ হইতে যাত্রা করিয়া মন্ত্রীর শিবির সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় নিজ শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক অর্দ্ধ রাত্র পর্য্যন্ত অমাত্যের সহিত কথোপকথন করিলেন। পরে প্রণয়িনীর প্রতি অত্যন্ত অনুরাগপ্রযুক্ত তদীয় প্রণয় মনোমধ্যে উদিত হইলে, প্রেয়সীকে আর একবার দর্শন করিবার অভিলাষ হইল, সুতরাং সকলে নিদ্রিত হইলে, গুপ্তভাবে শিবির হইতে বহির্গত হইয়া, একাকী রাজধানী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রেয়সীর অন্তঃ[illegible] প্রবেশ করিলেন।

অনুরোধ করিলাম। ভোজন করিবার সময়ে তাহাকে বাম হস্তে খাইতে দেখিয়া, আমি বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। পরে ভোজনান্তে তাহাকে কহিলাম, "ভ্রাতঃ! আমি তোমার শিষ্টাচারে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাসা করি তাহাতে কিছু মনে করিও না, তুমি কি নিমিত্ত দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার কর না? তোমার দক্ষিণ হস্তে কি কোন পীড়া আছে?" এই কথা শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণ বাহু বাহির করিয়া দেখাইল। তাহাতে দেখিলাম, তাহার সে হস্ত কাটা গিয়াছে। তদ্দর্শনে আমি যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম তাহা বর্ণনাতীত। পরে সে অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিতে লাগিল, "যে দুর্ঘটনাপ্রযুক্ত আমি দক্ষিণ হস্ত বিহীন হইয়াছি তাহার সমুদায় বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।"

আমি বোগদাদ নগরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। আমার পিতা ঐ নগরে বহু গুণসম্পন্ন ও বহু ধনাধীশ্বর বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। আমার যৌবনাবস্থা প্রাপ্তির প্রারম্ভেই পর্য্যটকদিগের প্রমুখাৎ মিসর দেশের, বিশেষতঃ এই কেরো নগরের অলৌকিক সমৃদ্ধির বিবরণ শ্রবণ করিয়া দেশভ্রমণ বাসনা আমার অন্তরে বলবতী হইয়া উঠিল। কিন্তু আমার জনক তৎকালে জীবিত থাকাতে আমি সে সময়ে সে বাসনা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। পরে পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে, আমি স্বাধীনতা লাভ করিয়া কেরো নগরে যাত্রার মানস করিলাম।

অতি স্বল্পকাল মধ্যেই নানাবিধ বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য সমভিব্যাহারে কেরো নগরে আমি উপনীত হইয়া একটী আবাসস্থান নির্ণয় করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। পরে সেই সমস্ত দ্রব্য আশু বিক্রয় হইবে, এই প্রত্যাশায় নানা উপায় অবলম্বন করিলাম, কিন্তু কিছুতেই সুবিধা হইল না। একবারে বিক্রয় করিতে হইলে লাভ করা দূরে থাকুক, বরং মূলধনের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, ক্রমশঃ বিক্রয় করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া ব্যবসায়িগণকে আহ্বানপূর্ব্বক অল্প অল্প করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলাম। ইহাতে ক্রমশঃ ব্যবসায়িগণের ও আমার উভয়পক্ষেরই অর্থলাভ হইতে লাগিল। কতিপয় দিবস এইরূপে অবস্থিতি করিতে করিতে আমার বহু লোকের সহিত আলাপ হইল। কোন কোন লোকের সহিত হৃদ্যতাও ঘটিয়া গেল। দ্রব্য-মূল্য সংগ্রহ করণার্থ মধ্যে মধ্যে ব্যবসায়িগণের দোকানে যাইতে আরম্ভ করিলাম। অদ্য এ ব্যবসায়ীর দোকানে, কল্য ও ব্যবসায়ীর দোকানে, এইরূপে প্রত্যহ পর্য্যায়ক্রমে বহু ব্যবসায়ীর পণ্যশালায় গমনপূর্ব্বক অর্থসংগ্রহ করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলাম।

এক দিন সোমবারে আমি বেদরুদ্দীন নামক এক জন ব্যবসায়ীর

বিপণিতে বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটী স্ত্রীলোক ঐ পণ্যশালায় প্রবেশ করিয়া আমার পার্শ্বে উপবেশন করিল। তাহার বেশ, ভূষা, ভাব ও প্রকৃতি নয়নগোচর হইবামাত্র বোধ হইল, সে বহু গুণসম্পান্না হইবে। আমি তাহাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছ বলিয়াই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণবশতঃই হউক, কিয়ৎক্ষণ পরে সেই সুন্দরী তাহার মুখাবরণ খুলিয়া দিল। তাহাতে তাহার মুখমণ্ডলের যে শোভা দেখিলাম, তাহা অনির্ব্বচনীয়। তাহার রূপলাবণ্য সন্দর্শনে আমি সর্ব্বতোভাবে বিমোহিত হইয়া নিমেষশূন্য নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। ঐ ব্যবসায়ীর সহিত অপর নানা বিষয়ক কথাবার্ত্তার পর সে এক খানা বহুমূল্য বস্ত্র দেখিতে চাহিল। বেদরুদ্দীন তাহার প্রার্থিত নানাবিধ বস্ত্র দেখাইলে, ঐ রমণী তন্মধ্য হইতে একখানা মনোনীত করিয়া তন্মূল্য নির্দ্ধারণপূর্ব্বক কহিল, " ইহার সমুদায় মূল্য আমার কাছে নাই অতএব উপস্থিত যাহা আছে গ্রহণ কর, অবশিষ্ট কল্য দেওয়া যাইবে।" বেদরুদ্দীন আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক কহিল, " এই দ্রব্য ঐ যুবা পুরুষের, আমার নহে। এখনি উঁহাকে মূল্য দিতে হইবে। অতএব সমস্ত মূল্য না পাইলে ইহা বিক্রয় করিতে পারি না।" ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই কামিনী বস্ত্র ফেলিয়া দিয়া বলিল " কি বল! আমি কি আর কখন তোমার নিকট হইতে কিছুই ক্রয় করি নাই? বল দেখি কবে তোমাকে প্রতারণা করিয়াছি? কতবার পরদিন মূল্য দিব বলিয়া দ্রব্য লইয়া গিয়াছি, কখনইত আমি বাক্যের অন্যথা করি নাই। সব ভুলিয়া গিয়াছ না কি? তোমার দ্রব্য নব অন্যের দ্রব্য, আমার সে বিচারে কি প্রয়োজন? তুমি না দিলেইবা তাহাতে কি ক্ষতি আছে?"

ইহা বলিয়া সে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ক্রোধভরে দোকান হইতে চলিয়া গেল। আমি এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সেই সুন্দরীকে তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া আনিলাম, এবং ব্যবসায়ীকে বলিলাম, "ঐ বস্ত্রের মূল্য যতই হউক না উহার লাভ পর্য্যন্ত তোমাকে ধরিয়া দিব, স্ত্রীলোকটীকে বিনাব্যয়ে বস্ত্র লইয়া যাইতে দাও।' তদনন্তর রমণীকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলাম, ' ইহার মূল্য যদি দিতে ইচ্ছা কর তবে কল্য প্রাতে পাঠাইয়া দিও কিন্তু পাছে শুনিয়া রাগ কর এজন্য আমি বলিতে সাহস করি না, ইহার মূল্য না দিলেই মহা সন্তুষ্ট হই, আমি ইহা অমনি দিতে ইচ্ছা করি, এখন যাহা তোমার অভিরুচি হয় আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল।" তাহাতে সুন্দরী প্রত্যুত্তর করিল, ' না মহাশয়, এমন কথা বলিবেন না। মূল্য দিব না আমার এ অভিপ্রায় নাই। আপনি যে ভদ্রতা করিলেন, ইহাতে যদি আপনার ঋণ পরিশোধ না করা হয়, তাহা হইলে আর লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিব না। যে উপকার করিলেন ইহাতেই যথেষ্ট হইয়াছে, আপনার সাধু ব্যবহারে ঈশ্বর সন্তুষ্ট

ইঁহারা আপনাকে ইহলোকে ও পরলোকে সুখী করিবেন। এবং তাবৎ নগরবাসীর সমীপে আপনার অক্ষয় যশঃ বৃদ্ধি হইবে।"

ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, "হে সুন্দরি! আমার এই সামান্য উপকারকে যদি তোমার উপকার বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তবে ইহার পরিশোধের জন্য আমাকে আর একবার তোমার মুখ চন্দ্র দেখাও, কেননা তোমার চন্দ্রবদন দর্শনে আমি একবার পরম সুখী হইয়াছি।" এই কথা বলিবামাত্র সে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার মুখাবরণ খুলিয়া অপরূপ রূপলাবণ্য দেখাইয়া আমার নয়নের চরিতার্থতা সম্পাদন করিল। তাহাতে আমি এমনি মোহিত হইলাম যে, তাহাকে আমার মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিলাম না। কিন্তু পাছে কেহ দেখিতে পায় এই আশঙ্কায় সে অবিলম্বে অম্বর সম্বরণপূর্ব্বক স্বসদনাভিমুখে প্রস্থান করিল। ইহাতে আমার মনের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং আমার চিত্তচাঞ্চল্য এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে, একবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া চিত্র পুত্তলীর ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিলাম। পরে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ স্ত্রীলোকটী কে তুমি জান?" সে কহিল, "হাঁ, আমি উহাকে জানি, ও কামিনীটী একজন মহাসম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা এবং উহার পিতার মৃত্যুর পর অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছে। তদনন্তর সন্ধ্যাকালে স্বস্থানে প্রত্যাগত হইয়া মনের চাঞ্চল্য প্রযুক্ত কিছুই আহার করিতে পারিলাম না, এবং সমস্ত রাত্রির মধ্যে আমার একবারও নিদ্রাকর্ষণ হইল না। যৎপরোনাস্তি ক্লেশেই রজনী যাপন করিলাম। পরদিন গাত্রোত্থান করিয়াই সেই মোহিনীর পুনর্দ্দর্শন লাভ প্রত্যাশায় বহির্গত হইলাম। এবং তাহারও চিত্তাকর্ষণ হইবে বলিয়া পূর্ব্বদিবসাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সজ্জা করিতে ত্রুটি করিলাম না। এইরূপে বেদরুদ্দীনের দোকানে উপনীত হইবামাত্র দেখিতে পাইলাম, সেই চিত্তহারিণী একটী দাসী সমভিব্যাহারে আসিতেছে। পরে সে দোকানে আসিয়া ব্যবসায়ীকে কিছু না বলিয়া আমাকেই সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "দেখুন আমি কেমন অঙ্গীকার পালন করিয়া থাকি। আমার সহিত আলাপ না থাকাতেও আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যে সমস্ত মুদ্রা ঋণ দিয়াছিলেন সেই সমস্ত পরিশোধ করণার্থ আমি এক্ষণে আসিয়াছি। আপনার অসামান্য সততা কখনই বিস্মৃত হইব না।" আমি কহিলাম, "হে সুন্দরি! এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন ছিল না, তুমি এ বিষয়ের জন্য যে এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছ, তজ্জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি।" অনন্তর সেই রমণী "আপনার প্রতি অভদ্রতা করা অতি অন্যায়" এই কথা বলিয়া আমার হস্তে মুদ্রা সমর্পণপূর্ব্বক পার্শ্বে উপবেশন করিল।

ইত্যবসরে আমি তাহার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তৎপ্রতি

মদীয় অনুরাগের বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তাহাতে সে কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এমনি ভাবে উঠিয়া গেল যে, দেখিয়া বোধ হইল যেন সে আমার আন্তরিক অভিপ্রায় শুনিয়া অতীব রুষ্টা হইয়াছে। সে চলিয়া গেলে, আমি এক দৃষ্টিতে তাহার পশ্চাদ্ভাগে চাহিয়া রহিলাম, পরে সে দৃষ্টিপথের অগোচর হইলে ব্যবসায়ীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। আমি এই ভাবে পর্য্যটন করিতেছি, এমন সময়ে বোধ হইল, যেন এক ব্যক্তি আমার পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া আমার বস্ত্র ধরিয়া টানিতেছে। তাহাতে আমি পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম সেই সুন্দরীর দাসী আসিয়াছে। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে কহিল, ‘ মহাশয়! ইতিপূর্ব্বে আপনি যাঁহার সহিত দোকানে কথোপকথন করিয়াছিলেন আমার সেই ঠাকুরাণী আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন। যদি সম্মত হন তবে আমার সঙ্গে আসুন।” তাহার বাক্যানুসারে আমি গমন করিয়া দেখিলাম সেই চিত্তরঞ্জনী আমার প্রতীক্ষায় অপর এক দোকানে বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সে নিকটে বসাইয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল, “হে প্রিয়বর! আমি তোমাকে হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া আসাতে তুমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া থাকিবে। ব্যবসায়ীর সমক্ষে আমার আন্তরিক ভাব প্রকাশ করা অনুচিত বিবেচনায় তদণ্ডেই উঠিয়া আসিয়াছি। সত্য কহিতেছি, তোমার প্রেমপূর্ণ বাক্য শুনিয়া রাগ করি নাই বরং অত্যন্ত আনন্দানুভব করিয়াছি। তোমার ন্যায় গুণবান্ সুপুরুষ আমার প্রেমাস্পদ হইবে ইহা আমার পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। তুমি আমাকে প্রথমতঃ দৃষ্টি করিয়া যেমন মোহিত হইয়াছ, আমিও তোমাকে দেখিবামাত্র তদ্রূপ মুগ্ধা হইয়াছি।”

ইহা শুনিয়া আমি প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইয়া উত্তর করিলাম, “প্রিয়ে! কি মনের মতন কথাই বলিলে! আমি তোমাকে যে কি পর্য্যন্ত ভাল বাসি তাহা বলিতে পারি না। তোমাকে দৃষ্টি করিবামাত্রই তোমাকে আমার মন প্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি।” আমাকে আর অধিক কথা বলিতে না দিয়াই সেই প্রিয়তমা কহিল, “তোমার সরল প্রণয় ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছি এবং আমার সরলতার পরিচয়ও শীঘ্র পাইবে।” এইরূপ কহিয়া সে তাহার নিকেতনের নিদর্শন বলিয়া দিল এবং আগামী শুক্রবার দুই প্রহরের পর আমার সেখানে যাইবার সময় নিরূপণ করিয়া দিয়া তখন বিদায় লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

অনন্তর নিরূপিত দিবসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি পঞ্চাশটী স্বর্ণমুদ্রা সমভিব্যাহারে লইয়া গর্দ্দভারোহণপূর্ব্বক তাহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া গর্দ্দভরক্ষককে এই বলিয়া বিদায় দিলাম, “কল্য প্রাতে এই স্থানে

আসিয়া আমাকে লইয়া যাইও এবং আমাকে যে এখানে রাখিয়া যাই তেছ কাহার নিকট ইহা প্রকাশ করিও না।”

তৎপরে আমি বাটীর দ্বারে আঘাত করিলাম, তাহাতে সুন্দরীর সুশ্রী-বসনাবৃত্তা দুটী অল্পবয়স্কা বালিকা আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক কহিল ‘মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া ভিতরে আসুন, আমাদের ঠাকুরাণী অধৈর্য্যভাবে আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। দুই দিবস তিনি আপনার কথা ব্যতীত অপর কোন কথাই মুখে আনেন নাই।” আমি অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নানা জাতি বৃক্ষ নানা বর্ণ ফলে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, নানাজাতি পক্ষী বিবিধ স্বরে গান করিতেছে, স্থানে স্থানে নানা বর্ণ স্তম্ভ অনির্ব্বচনীয় শোভা বিস্তার করিতেছে। এইরূপ কতশত অদ্ভুত পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইল, তাহা বর্ণন করা সম্পূর্ণরূপে অসাধ্য। দুটী বালিকা, নয়নরঞ্জন সমস্ত ব্যাপার একে একে দেখাইয়া পরিশেষে আমাকে সেই মনোমোহিনীর সমীপে লইয়া গেল। প্রেয়সী হীরক মণি মুক্তা প্রভৃতি নানা রত্নাভরণে বিভূষিতা হইয়া আমার প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। দেখিলাম তাহার ব্যবহৃত রত্ন সমূহ অপেক্ষা তাহার নয়নকান্তি সমধিক উজ্জ্বল। তৎপরে উভয়ে একত্র ভোজন করিয়া পলঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক নানারূপ কথোপকথন করিতে লাগিলাম। সে সময়ে আমার মনে যে কিরূপ হর্ষোদয় হইল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কথাবার্ত্তায় সন্ধ্যা সমাগম হইল। পরে উভয়ে একত্র নানা দ্রব্য ভোজনান্তে সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলাম। তৎকালে দাসীগণ সুমধুরস্বরে নানা বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান শুনাইতে লাগিল। সুন্দরী সুরাপানে এমনি মত্ত হইল যে সে মদীয় অনুরোধে স্বয়ং সুললিত গান গাইতে আরম্ভ করিল। তাহার মধুমাখা গীত শুনিয়া আমাতে আর আমি থাকিলাম না। অধিক কি বলিব, সর্ব্বপ্রকার সুখসম্ভোগপূর্ব্বক সে রাত্রি যাপন করিলাম।

পর দিবস প্রাতঃকালে সেই পঞ্চাশটী স্বর্ণমুদ্রা শয্যাতলে নিক্ষেপ করিয়া সুন্দরীর কাছে বিদায় প্রার্থনা করিলে সে আমাকে কহিল, “পুনর্ব্বার কখন্ আসিবে বলিয়া যাও।” তাহাতে অদ্যই পুনরায় আসিব ইহা স্বীকার করিলে পর আমাকে সে ছাড়িয়া দিল। গর্দ্দভরক্ষক মদীয় আদেশানুসারে আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল, আমি তথায় আসিবামাত্র আমাকে খরে আরোহণ করাইয়া স্বস্থানে রাখিয়া গেল।

অনন্তর একটী মেষ ও নানা প্রকার পিষ্টক ক্রয় করিয়া সেই সুন্দরীর বাটীতে পাঠাইয়া দিলাম, এবং নিয়মিত সময়ে তথায় পুনরায় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বমত আমোদ প্রমোদে সে রাত্রিও যাপন করিলাম। পর দিন প্রত্যূষেও পঞ্চাশটী স্বর্ণমুদ্রা তথায় রাখিয়া পূর্ব্বমত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বাসায় আসিলাম।

এইরূপে প্রত্যহ সেই স্থানে গমনাগমন করি, এবং প্রত্যহ পঞ্চাশটী সুবর্ণ মুদ্রা তথায় ত্যাগ করিয়া আসি। তাহাতে ব্যবসায়িগণের নিকট প্রাপ্য মুদ্রা সমস্ত ক্রমশঃ নিঃশেষিত হওয়াতে আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলাম। অবশেষে তাদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া বাসা হইতে বহির্গত হইলাম এবং কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পরে অন্যমনস্ক হইয়া ভ্রমণ করিতে২ একটী বৃহৎ অট্টালিকার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তথায় মিসর দেশের রাজার আদেশক্রমে একটী কৌতুকাবহ ব্যাপার প্রদর্শিত হইবে বলিয়া বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল।

জনতার মধ্যে মুদ্রার থলিয়া সহিত একজন অশ্বারোহী দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

আমি সেই জনতার মধ্যে বহুকষ্টে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইবামাত্র আমার অনতিদূরে একজন সুসজ্জ অশ্বারোহীকে দেখিলাম। তাহার সম্মুখে অশ্বের উপরে একটী থলিয়া ছিল। আমি সেই থলিয়া দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলাম উহার ভিতরে অবশ্যই কতকগুলি মুদ্রা আছে। তখন আমার মুদ্রার এমনি প্রয়োজন হইয়াছিল যে, আমি ঐ মুদ্রা অপহরণ করিবার জন্য ক্রমাগত সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলাম। আমার অদৃষ্টে নাকি নিগ্রহ ছিল, সুতরাং কোন কারণ বশতঃ সেই অশ্বারোহী অন্যমনস্ক হইয়া একবার অন্যদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ইত্যবসরে আমি থলিয়ার মুখবন্ধ খুলিয়া তন্মধ্য হইতে মুদ্রার তোড়া বাহির করিয়া

লইলাম। এমনি সতর্ক হইয়া এই ঘৃণিত কার্য্য করিলাম যে, অপর কোন লোকেরই বোধগম্য হইল না। অনতিবিলম্বেই তুরঙ্গারোহী থলিয়ার ভিতরে হস্ত দিয়া দেখিল তোড়া অপহৃত হইয়াছে। তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ আমার প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া আমাকে এমত মুষ্ট্যাঘাত করিল যে, আমি ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। তাহাতে দর্শক সমূহ অশ্বারোহীর গতি রোধ করিয়া তাহাকে কহিল, "কি নিমিত্ত তুমি এক জন মুসলমান ভদ্র লোকের এমন অপমান করিলে?" সে কহিল, "বিনা কারণে ইহার অবমাননা করি নাই, এ ব্যক্তি চোর।" তাহাতে সকলেই তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আমার স্বপক্ষ হইয়া কহিতে লাগিল, "কি আশ্চর্য্য কথা বলিতেছ! এমন ভদ্র যুবাপুরুষের এত নীচ প্রবৃত্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না এবং ইহা কোনমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।" এইরূপ কহিয়া সকলেই আমাকে নিষ্কৃতি দিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমত সময়ে আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই স্থান দিয়া বিচারকর্ত্তা যাইতেছিলেন। তিনি এই জনতার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই আমার প্রতি অশ্বারোহীর অন্যায় ব্যবহারের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতিকূলে অভিযোগ করিল। কিন্তু বিচারক কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া অশ্বারোহীকে কহিলেন, "এ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি তোমার সন্দেহ হয় কি না?" তাহাতে তুরঙ্গারোহী আমার উপর সন্দেহের বিশেষ কারণ দর্শাইলে, বিচারকর্ত্তা আমাকে ধরিবার নিমিত্ত নিজ অনুচরগণকে আদেশ করিলেন। আমি ধৃত হইবামাত্র আমার নিকট হইতে মুদ্রার তোড়া বাহির হইল। অনন্তর বিচারকর্ত্তা, সেই তোড়া অশ্বারোহীর কি না তাহার বিশেষ তদন্ত করিয়া তাহা তাহাকে অর্পণ করিলেন, এবং আমাকে আমার অপরাধ স্বীকার করিতে বলিলেন। আমার দোষ তখন একপ্রকার সপ্রমাণ হইয়াছিল, সুতরাং পুনর্ব্বার মিথ্যা কথা কহিলে দ্বিগুণ দণ্ডার্হ হইতে হইবে, এই আশঙ্কায় আমি স্বীয় দোষ নিজ মুখে স্বীকার করিলাম। তাহাতে বিচারকের আজ্ঞানুসারে সকলের সমক্ষেই সেই স্থানে আমার দক্ষিণ হস্ত ছেদিত হইল। আমার এই দুর্দ্দশা দর্শনে দর্শক সমূহ হায় হায় করিতে লাগিল। অশ্বারোহীর অন্তঃকরণও বিশিষ্টরূপে সন্তাপিত হইল, তাহা তাহার বাহ্যভাব দেখিয়াই অনুভব করিলাম। আমার পদচ্ছেদনেরও অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল কেবল অশ্বারোহীর অনুরোধেই তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম।

পরে বিচারকর্ত্তা তথা হইতে চলিয়া গেলে, অশ্বারূঢ় ব্যক্তি আমার সমীপে আসিয়া আমাকে মুদ্রার তোড়া সমর্পণপূর্ব্বক কহিল, "আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি কেবল অনিবার্য্য প্রয়োজন পরতন্ত্র হইয়াই, তোমার ন্যায় যুবাপুরুষের পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত ও অপমানজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। অতএব তোমার এই উপস্থিত দুর্দ্দশা জন্য

যৎপরোনাস্তি আন্তরিক কষ্ট পাইলাম এবং সরল চিত্তে তোমাকে এই মুদ্রা গুলি প্রদান করিলাম।" ইহা কহিয়া সে তথা হইতে চলিয়া গেল। আমি যন্ত্রণায় ও শোণিতপাতে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম। তত্রত্য কতিপয় সদয়হৃদয় লোক একত্র হইয়া আমাকে নিকটস্থ এক ভবনে লইয়া গেল, এবং আমাকে বাহুতে বস্ত্র জড়াইয়া রক্তস্রাব নিবারণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মদ্যপান করিতে দিল। তাহাতে আমি কিছু সুস্থ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, "এখন কোথায় যাই, এ অবস্থায় আমার প্রিয়তমার নিকটে যাওয়া বড় দায়, কেন না সে আমার এই দুর্দ্দশার বিষয় অবগত হইলে, আমার আর মুখ দর্শন করিবে না। কিন্তু একবার পরীক্ষা করিয়া দেখাও উচিত।"

পরে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যখন দেখিলাম আমার সঙ্গে আর কেহই নাই, তখন সেই প্রিয়তমা কামিনীর বাটীতে প্রবেশ করিলাম, এবং আমার এই দুরবস্থা সংগোপন করণার্থ স্বীয় গাত্রাচ্ছাদন দ্বারা দক্ষিণ বাহু এমনি সাবধানপূর্ব্বক ঢাকিয়া রাখিলাম যে, কাহাকেও দেখিতে দিলাম না। ইতিমধ্যে প্রেয়সী আমার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া এবং আমার অসুস্থতার সমাচার পাইয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া আমার সন্নিধানে আসিল, এবং আমাকে বিবর্ণ ও বিমর্ষভাবাপন্ন দেখিয়া কহিতে লাগিল, "হে প্রাণেশ্বর! তোমার কি হইয়াছে?" আমি কপটতাসহকারে বলিলাম, "আমার অসহ্য শিরঃপীড়া হইয়াছে।" সে কহিল, "প্রাণবল্লভ! আমার নিকট হইতে যখন বিদায় হইয়া গেলে, তখন তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলে, অকস্মাৎ কিরূপে তোমার এমন শিরঃপীড়া হইল? বোধ করি অন্য কোন কারণ থাকিবে, তাহা তুমি আমার কাছে গোপন করিতেছ। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কেন তোমার এ ভাব ঘটিয়াছে? আমি কি অবিবেচনাপূর্ব্বক কোন সময়ে তোমার প্রতি এমন অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, যদ্দ্বারা অত্যন্ত মনোব্যথা পাইয়াছ? অথবা তুমি আমাকে আর ভাল বাসনা তাহা বলিতে আসিয়াছ?" আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলাম "প্রিয়ে! তুমি যাহা ভাবিতেছ তাহা নহে। তোমার এই অনুচিত সন্দেহের কথায় আমার দুরবস্থা আরো বৃদ্ধি পাইতেছে।" ইহা বলিয়া কৌশলক্রমে আমার অসুস্থতার কারণ গোপন করিয়া নিস্তব্ধ হইলাম। রাত্রি হইলে সে ভোজনার্থ আমাকে অনুরোধ করিলে, বামহস্তে খাইতে হইবে এজন্য "আমার ক্ষুধা নাই" এই কথা কহিয়া ছলনা করিলাম। তাহাতে সে কহিল, "ভাবে বুঝিতে পারিতেছি তোমার কোন বিশেষ কথা গোপন করিতেছ।" ইহা কহিয়া অবিলম্বে এক পাত্র মদ্য পান করিতে দিয়া কহিল, "ইহাতে তুমি অনেক সুস্থ হইবে।" পরে আমি বামহস্তে পানপাত্র গ্রহণপূর্ব্বক নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিলাম, এবং ঘন ঘন দীর্ঘ-

নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম। তদ্দর্শনে সুন্দরী কহিল, "কি নিমিত্ত তুমি এত রোদন করিতেছ? কি নিমিত্তইবা মদ্যপাত্র দক্ষিণ-হস্তে না লইয়া বামহস্তে গ্রহণ করিলে?" আমি কহিলাম, "আমার দক্ষিণহস্তে আঘাত লাগাতে বেদনা হইয়াছে।" এইরূপ নানা বিধ কৌশল করিয়া কোন মতে তাহাকে আমার দক্ষিণহস্ত দেখিতে দিলাম না। পরে দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। যৎকালে আমি নিদ্রিত ছিলাম সেই সময়ে সে আমার হস্তাবরণ খুলিয়া আমার দক্ষিণহস্ত ছিন্ন হইয়াছে দেখিতে পাইল, এবং আমি যে নিমিত্ত হস্ত দেখাইতে চাই নাই তাহাও বুঝিতে পারিল। সে আমার এই দুরবস্থা দর্শন করিয়া সমস্ত রজনী মহাকষ্টে যাপন করিল।

পর দিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম সে অত্যন্ত বিষণ্ণবদনে আমার পার্শ্বে বসিয়া আছে। এবং পাছে আমার আন্তরিক সন্তাপ বৃদ্ধি হয় এজন্য সে আমাকে আর অন্য কোন কথা না বলিয়া বলকারক সামগ্রী ভোজন করাইতে লাগিল। অনন্তর আমি বিদায় প্রার্থনা করিলে, সে আমাকে বাটীর বাহিরে যাইতে নিষেধ করিয়া সমস্ত প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "হে প্রাণেশ্বর! তুমি আমাকে কিছু না বলিলেও, আমি সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াছি। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে এ পাপীয়সীর নিমিত্তই তোমার এ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। হে জীবিতেশ্বর! তোমার দুরবস্থা দর্শনে এমনি সন্তাপিতা হইয়াছি যে, ইহাতেই অতি শীঘ্র আমার জীবন শেষ হইবে। কিন্তু আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার উপকারার্থ আমার একটী মনের বাসনা পরিপূর্ণ করিব।" ইহা কহিয়া কতকগুলি ভদ্রলোককে আহ্বানপূর্ব্বক তাহাদের সমক্ষে তাহার তাবৎ বিষয় আমাকে প্রদান করিল। তাহার পর সেই অসামান্যা প্রেমিকা সিন্দুক খুলিয়া আমি তাহাকে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলাম, সেই সমস্ত দেখাইয়া বলিল, "সমস্তই এক্ষণে তোমার, যেমন দিয়াছিলে তেমনি আছে, আমি স্পর্শও করি নাই। তুমি আমাকে যেরূপ ভাল বাসিতে তদুপযুক্ত কার্য্য কিছুই করিতে পারিলাম না। তবে আমিও তোমাকে কি পর্য্যন্ত ভাল বাসিয়াছি তাহা সপ্রমাণ করণার্থ এক্ষণে প্রাণত্যাগ করিয়া সন্তুষ্টা হইব।" ইহাতে আমি সজলনয়নে বিস্তর অনুনয় করিয়া বুঝাইতে ত্রুটি করিলাম না, কিন্তু কিছুতেই সে প্রবোধ মানিল না। আমার দুঃখে সাংঘাতিক দুঃখ অনুভব করিয়া পীড়িত হইয়া পড়িল এবং পাঁচ কিম্বা ছয় সপ্তাহের পরেই জীবন ত্যাগ করিল। তাহার মৃত্যু হওয়াতে আমি যৎপরোনাস্তি শোকার্ত্ত হইয়া কালযাপন করিতেছি, এবং তোমাকে যে শস্য বিক্রয় করিতে দিয়াছিলাম, তাহা তাহারই সম্পত্তির কিয়দংশ। আমার এই মহাসন্তাপদায়ক ব্যাপার শুনিয়া, আমি যে বামহস্তে ভোজন করিতেছি,

তজ্জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমার জন্য তুমি যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়াছ, তাহার পুরস্কারের নিমিত্ত তোমার নিকট আমার যে সমস্ত মুদ্রা আছে, সে সমস্তই আমি তোমাকে অর্পণ করিলাম, যেহেতু ঈশ্বরের প্রসাদে আমার যথেষ্ট সম্পত্তি আছে। অধিকন্তু কেরো নগরে এই হৃদয় বিদীর্ণকর দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়াতে এমতভাবে এ স্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, এখানে যেন আর পুনর্ব্বার আসিতে না হয়। তুমি যদি আমার সমভিব্যাহারে যাইতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে অন্যত্র গিয়া দুজনে একত্র হইয়া ব্যবসায় করি, এবং লাভাংশ সমানরূপে বিভাগ করিয়া লই।

যুবার বাক্যে সম্মত হইয়া তাহার সহিত নানাদেশে বাণিজ্য করণানন্তর উভয়ে আপনার এই রাজধানীতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। আমার সহচর যুবাপুরুষ এস্থলে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া এক্ষণে পারস্যদেশে গিয়া বাস করিতেছে। আমি এই নগরে থাকিয়া আপনার আজ্ঞা পালনপূর্ব্বক কালযাপন করিতেছি।

"মহারাজ! এই আমার কথিত কাহিনী। ইহা কি কুব্জের কথা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়জনক নহে?"

ইহা শুনিয়া কাসগরের রাজা খৃষ্টীয়ান সাধুর প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, "তুই সাহসপূর্ব্বক আমার সমক্ষে যে কাহিনী বলিলি, ইহা কোনক্রমেই আমার শুনিবার যোগ্য নহে। একটা লম্পটের যৎসামান্য কার্য্যের বিবরণ শুনাইয়া আমাকে বলিতেছিস, ইহা কুব্জের কথা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়জনক। অতএব কুঁজার মৃত্যু জন্য তোদের চারিজনেরই প্রাণদণ্ড করিব।"

রাজার মুখে এই কথা শুনিবামাত্র মুসলমান ভাণ্ডারী ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল, "মহারাজ। আমি বিনতি করিয়া কহিতেছি ক্রোধ সম্বরণপূর্ব্বক আমার কথিত কাহিনী শ্রবণ করুন। এবং যদি ইহা কুব্জের কথা অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যজনক বোধ হয় তবে মহারাজকে আমাদের চারিজনেরই অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে।"

মুসলমান ভাণ্ডারীর কথিত কাহিনী।

গত দিবস আমি একটা বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। ঐ বিবাহে নগরের নানা শ্রেণীর বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোক সমূহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে, আমরা সকলেই ভোজন করিতে লাগিলাম। নানাবিধ সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রসুনের রস মিশ্রিত একটী ব্যঞ্জন অতি পরিপাটী হওয়াতে তাহা নিমন্ত্রিত

ব্যক্তিগণ বিশেষ আগ্রহপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু এক ব্যক্তি ঐ ব্যঞ্জন স্পর্শও করিল না। তাহাতে তাহাকে ঐ ব্যঞ্জন স্পর্শ না করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, "আমি রসুন সংযুক্ত সামগ্রী ভক্ষণ করি না, কারণ ইহাতে আমার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা আমি অদ্যাপিও বিস্মৃত হইতে পারি নাই।" পরে বাটীর কর্ত্তা বিনয়পূর্ব্বক তাহাকে ঐ ব্যঞ্জন খাইতে অনুরোধ করাতে সে পুনর্ব্বার কহিল, "মহাশয়! আমি কোন কুসংস্কার বশতঃ যে রসুন খাই না, এরূপ নহে। আপনকার অনুরোধে যদি ইহা নিতান্তই খাইতে হয়, তাহা হইলে কোন বিশেষ লতার রসে চল্লিশবার, তাহার ভস্মে চল্লিশবার, এবং পরিশেষে সাবানে চল্লিশবার, আমাকে হস্তধৌত করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত আছি যে, এই নিয়ম রক্ষা করিতে না পারিলে আর কখনই রসুন খাইব না। এই কথা শুনিয়া গৃহস্বামী তাহাকে রসুনসংযুক্ত ব্যঞ্জন ভোজন করাইবার নিমিত্ত সেই ব্যক্তির অভিমত সমস্ত আয়োজন করিয়া দিল। সে অগত্যা সম্মত হইয়া সভয়ে অনিচ্ছাপূর্ব্বক রসুনের ব্যঞ্জন যৎকিঞ্চিৎ মুখে তুলিবামাত্র দৃষ্ট হইল, তাহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি নাই।

তাহাতে আমরা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি অদ্ভুত দুর্ঘটনায় তোমার এরূপ অনিষ্ট ঘটিয়াছে তদ্বিবরণ প্রকাশ করিয়া বল।" সে কহিল, "আমার দুই হস্ত এবং দুইপদ বৃদ্ধাঙ্গুলিবিহীন হইয়াছে বটে, কিন্তু যে দুঃসাহসিক কার্য্য নিবন্ধন আমি এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা শুনিলে আপনাদিগের যুগপৎ বিস্ময় ও আমার প্রতি করুণারসের উদ্রেক হইবে। অগ্রে আমি নিজ অঙ্গীকারানুসারে হস্ত প্রক্ষালন করি, তৎপরে সমুদায় বলিতেছি।"

ইহা বলিয়া সে একশত বিংশতিবার নিয়ম মত হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত তাহার নিজবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল, আমরা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাহা শুনিতে লাগিলাম।

আমি বোগদাদনগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার পিতা উক্ত নগরের মধ্যে একজন সুপ্রসিদ্ধ ধনশালী সাধু বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। তিনি ইন্দ্রিয়সুখে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, এজন্য মৃত্যুকালে আমাকে কোন সম্পত্তি দেওয়া দূরে থাক্ বরং আমার গলায় কতকগুলি ঋণ রাখিয়া যান। আমি বহুকষ্টে অতীব পরিশ্রম ও সতর্কতা সহকারে পিতৃঋণ হইতে বিমুক্ত হইলাম, এবং তৎপরে কিঞ্চিৎ অর্থসংগ্রহও করিলাম।

একটী স্ত্রীলোক বেশভূষা করিয়া অশ্বারোহণপূর্ব্বক বাজারে যাইতেছে।

এক দিবস প্রাতঃকালে আমি দোকান খুলিয়া বসিয়া আছি, ইতি-মধ্যে একটী স্ত্রীলোক, একজন খোজা এবং দুইটী দাসী সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে আমার দোকানের সম্মুখে আসিয়া অশ্ব হইতে ভূমিতে অবতরণ করিল। পরে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক আমার দোকান ব্যতীত তৎকালে অপর কোন দোকান খোলা নাই দেখিয়া আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল," মহাশয়! আপনি অনুমতি করিলে আমি যত-ক্ষণ না বাজারের সমস্ত দোকান উদ্ঘাটিত হয় ততক্ষণ আপনার বিপ-ণিতে বিশ্রাম করি।" আমি ভদ্রতাপূর্ব্বক তাহাকে দোকানে বসিবার জন্য আসন প্রদান করিলাম। তাহাতে সুন্দরী দোকানে উপবিষ্টা হইল, এবং আমি ও খোজা ব্যতীত সমস্ত বাজারের মধ্যে অন্য কেহ নাই দেখিয়া বায়ুসেবনার্থ নিজ মুখাম্বর মোচন করিল। বলিতে কি, তাহার সেই চন্দ্রবদন দর্শন করিবামাত্র তাহার প্রতি আমার স্বভাবতঃ অনুরা-গের সঞ্চার হইল। সে আমার কটাক্ষপাতে অসন্তুষ্টা না হইয়া বরং আমাকে নিজ সৌন্দর্য্য দেখাইবার নিমিত্ত বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্বীয় মুখাবরণ

খুলিয়া রাখিল পরে অপর কেহ পাছে তাহার প্রভাব দেখিতে পায় এই আশঙ্কায় সে সহাস্য আস্য পুনঃসম্বরণপূর্ব্বক নিজ প্রয়োজনীয় বহুমূল্য দ্রব্য সকল আমার নিকট পাওয়া যাইবে কি না, জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে আমি দুঃখিত হইয়া উত্তর করিলাম, " আমি সম্প্রতি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছি, আমার ঐ প্রকার দ্রব্য ক্রয় করিবার মূলধন নাই, তোমার উপযুক্ত কোন দ্রব্যই দিতে পারিতেছি না, এজন্য আমি সাতিশয় ক্ষুণ্ন হইলাম। কিন্তু তুমি যদি সম্মত হও, তাহা হইলে অপরাপর দোকান হইতে তোমার অভিপ্রেত সমুদায় সামগ্রী স্বল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া আনীয়া, ভিন্ন২ দোকানে যাতায়াত জন্য তোমার যে কষ্ট হইবে সেই কষ্ট আমি নিবারণ করিতে স্বীকৃত আছি। অতএব কোন স্থানে না গিয়া এখানে বসিয়াই তোমার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে।" রূপবতী আমার কথায় সম্মতি প্রদানপূর্ব্বক আমার সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে আমি তাহার রূপদর্শনে যেপ্রকার মোহিত হইয়াছিলাম, সম্প্রতি তাহার বাকচাতুরী ও রসিকতায় ততোধিক চমৎকৃত হইলাম। এই সুখজনক কথাবার্ত্তা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাই আমার এমন ইচ্ছা ছিল না, তথাপি তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ ক্রয় করিবার প্রয়োজন বশতঃ আমাকে দ্রুতগতি যাইতে হইল। পরে তাহার মনোনীত দ্রব্যসমূহ ক্রয়করণানন্তর একত্র করিয়া তাহার খোজার হস্তে অর্পন করিলাম। তদনন্তর সে রমণী চলিয়া গেল, এবং যতক্ষণ সে নয়নপথাতীত না হইল, ততক্ষণ তাহার পশ্চাদ্ভাগে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। তাহার প্রতি প্রেমাসক্তি এত বলবতী হইয়াছিল যে, তাহার নিকট হইতে দ্রব্য সকলের মূল্য চাহিয়া লইতে বিস্মৃত হইলাম। সে স্ত্রীলোকটী কে এবং তাহার কোথায় বসতি তাহার কিছুই অনুসন্ধান লইলাম না। পরে বিবেচনা করিলাম এই রাশীকৃত মুদ্রার নিমিত্ত ব্যবসায়িগণের নিকটে একমাত্র আমিই দায়ী হইলাম, সুতরাং তাহাদের সকলের কাছে গিয়া বলিতে হইল, "আমি ঐ কামিনীকে চিনি, ভয় নাই, মুদ্রা শীঘ্রই পাওয়া যাইবে।" পরে প্রেম ও অসামান্য ঋণদায়ের বিষয় চিন্তা করিতে২ গৃহে আসিলাম। আমি ব্যবসায়িগণকে মুদ্রার নিমিত্ত অষ্ট দিবস অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু নিরূপিত সময় গত হইলে, পুনর্ব্বার অনেক বিনতিপূর্ব্বক তাহাদিগকে আর অষ্ট দিন প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তৎপর দিবস অতি প্রত্যুষেই সেই চিত্তহারিণী আমার দোকানে আসিয়া আমাকে তাহার দেয় সমস্ত মুদ্রা অর্পণ করিয়া কহিল, " মুদ্রা প্রদানে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া কিছু মনে করিও না। এক্ষণে যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিয়া আইস।"

তৎপরে তাহার সহিত কথোপকথন করিয়া তৃপ্ত হইয়া প্রত্যেক ব্যবসায়ীর প্রাপ্য মুদ্রা প্রদান করিলাম, এবং সে দিনও তাহার অভিলষিত

পূর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য বহুবিধ সামগ্রী আনীয়া দিলাম। তাহাতে সে পূর্ব্বের মত মূল্য না দিয়া স্বস্থানে গমন করিল। সে বারেও বিলম্ব হওয়াতে আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাকুল হইলাম যেহেতু এবারে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুদ্রা এবং ব্যবসায়ীরাও আমাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিতে লাগিল। এইরূপে একমাস অতীত হইয়া গেলে আমি অগত্যা আপনার দোকানের সমস্ত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যতদূর পারি ঋণ পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে সেই চন্দ্রমুখী আমাকে দর্শন দিয়া বলিল "এবারে স্বর্ণমুদ্রা আনিয়াছি গ্রহণ কর।" এই বাক্য শুনিবামাত্র আমার আশঙ্কা ঘুচিয়া গেল, এবং প্রেমানল অধিক পরিমাণে প্রজ্বলিত হইল। মুদ্রা গণনা করিবার পূর্ব্বে সে আমাকে বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আমার বিবাহ হইয়াছে কি না এই প্রশ্নটী বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে আমি 'না" বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলাম। যখন আমি স্বর্ণমুদ্রা গণনা করিতেছি, তখন খোজা আমাকে গোপনে এই কথা বলিল, "তোমার নয়নের ভাবভঙ্গী অবলোকনে বুঝিতে পারিয়াছি তুমি এই স্ত্রীলোকটীকে ভালবাস, কিন্তু তোমার অনুরাগের কথা ইঁহার নিকটে প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছ না কেন? তুমি ইঁহাকে যত না ভালবাস ইনি তোমাকে ততোধিক ভাল বাসিয়াছেন। ফলতঃ ঠাকুরাণীর দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই কেবল তোমার প্রেমাসক্তি-প্রযুক্ত একটা ছল করিয়া এখানে আসিয়াছেন, এবং তোমার বিবাহ হইয়াছে কি না, অল্পক্ষণ হইল ইহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তবে যদি ইঁহাকে বিবাহ না করা হয় সে কেবল তোমারই দোষ।" আমি বলিলাম, "ইঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করণাবধিই ইঁহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছি কিন্তু আমার প্রণয় যে গ্রাহ্য করিবেন সাহসপূর্ব্বক এমত সুখাবহ আশা করিতে পারিতেছি না। তুমি যদি এ বিষয় সংঘটন করিয়া দাও, তাহা হইলে চিরবাধিত হই।" পরে আমার স্বর্ণমুদ্রা গণনা শেষ হইলে সেই মনোহারিণী "প্রয়োজন মতে এই খোজাকে তোমার নিকটে প্রেরণ করিব।" আমাকে এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল। আমি অবিলম্বে ব্যবসায়িদিগের প্রাপ্য সমুদায় মুদ্রা প্রদান করিয়া খোজার আগমন প্রতীক্ষায় কিয়দ্দিবস অধৈর্য্য হইয়া রহিলাম। কিছু দিনের পর খোজা আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে আমি যথোচিত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাহাকে সেই চন্দ্রবদনীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলাম। খোজা কহিল, "তিনি তোমার প্রেমাসক্তিতে সম্পূর্ণরূপ অস্থিরচিত্তা হইয়া তদীয় শ্রীমুখদর্শনে নিতান্ত অভিলাষিণী হইয়াছেন। স্বাধীনা হইলে তিনি আপনিই তোমার সমীপে আসিতেন এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার সহবাসেই চিরজীবন যাপন করিতেন। তাঁহার ভাব ভঙ্গি এবং বেশভূষা দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, তিনি একজন সামান্যা

রমণী নহেন। তিনি রাজমহিষী জোবেদীর প্রধানা সহচরী। তিনি তোমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষিণী হইয়া, রাণীর সম্মতি প্রার্থনা করায়, রাজমহিষী তোমাকে দেখিবার জন্য তোমায় রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। তোমার ইহাতে মত কি?" আমি বলিলাম, "তুমি আমাকে যাহা বলিবে তাহা করিতে এবং যেখানে লইয়া যাইবে সেই খানেই যাইতে প্রস্তুত আছি।" তাহাতে খোজা কহিল, "তুমি জান, প্রাসাদের অভ্যন্তরে রাজমহিষীগণের অন্তঃপুরে কোন মনুষ্যের যাইবার ক্ষমতা নাই। তোমাকে তথায় অতি গোপনে যাইতে হইবে। বিবেচনাপূর্ব্বক সতর্ক হইয়া কার্য্য না করিলে জীবন নাশের সম্ভাবনা। তোমাকে যেমত বলিয়া যাই, সেইমত করিতে হইবে। টাইগ্রিস নদীর তটে যে মসীদ নির্ম্মিত হইয়াছে, রাজমহিষীর আদেশ ক্রমে সন্ধ্যাকালে যে পর্য্যন্ত না কোন লোক তোমাকে লইতে আইসে, ততক্ষণ তোমাকে সেই স্থানে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।" আমি তাহাতে সম্মত হইলাম এবং ব্যাকুলচিত্তে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সূর্য্যাস্ত হইবার চারি দণ্ড পরে নির্দ্দিষ্ট মসীদে গিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকিলাম। ক্ষণকাল পরেই দেখিলাম কতকগুলি খোজা একখানা নৌকা বাহিয়া মসীদের সমীপে আসিয়া তথায় কতিপয় বড়২ সিন্দুক রাখিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে কেবল একজন তথায় রহিল। তাহাকে দেখিয়াই আমি চিনিতে পারিলাম যাহার সহিত সেই সুন্দরী বাজারে আসিয়াছিল এবং যাহার সহিত প্রাতে আমি কথোপকথন করিয়াছিলাম এ সেই খোজা।

ক্ষণ পরেই সেই রূপবতীকে দেখিতে পাইলাম। সে সেইস্থানে আসিয়া আমাকে শীঘ্র একটা সিন্দুকে প্রবেশ করিতে বলিল। তাহাতে আমি প্রবেশ করিবামাত্র "ভয় নাই আমার উপর নির্ভর কর" ইহা বলিয়া সুন্দরী সেই সিন্দুকে তালা বন্ধ করিল, এবং অবিলম্বেই সেই সমস্ত সিন্দুক নৌকার উপরে তোলাইয়া খোজাগণের সমভিব্যাহারে জোবেদীর ভবনে প্রতিগমন করিল। আমি যে সিন্দুকে প্রবেশ করিলাম ইহা সেই কামিনী ও তাহার বিশ্বাসী খোজা ব্যতীত অপর কেহই জানিতে পারিল না। তখন আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, "সিন্দুকে প্রবেশ করিয়া কি অন্যায় কর্ম্ম করিলাম। একটা স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়িয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে বিপদগ্রস্ত করিলাম, হায় আমার একি দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল!"

তরণী রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপনীত হইবামাত্র সমস্ত সিন্দুক প্রধান খোজার ঘরে নীত হইল। প্রধান খোজার উপরে এই ভার ছিল যে, সে কোন দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে, রাজমহিষীর আবাসে তাহা লইয়া যাইতে দিবে না। অতএব প্রধান খোজা একে একে সমস্ত সিন্দুক

খুলিতে আদেশ করিল। আমি যে সিন্দুকে ছিলাম, সেই সিন্দুক খুলিবার কথা প্রথমেই উত্থাপিত হইল। তাহাতে আমি যে কি পর্য্যন্ত ভীত হইলাম,তাহা বলা যায় না। ইত্যবসরে জোবেদীর প্রিয়পাত্রীঐ রূপসী সেই সিন্দুকের চাবি খুলিতে না দিবার জন্য কত বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে লাগিল এবং কহিল, "তুমি জান আমি রাজমহিষীর আদেশ ব্যতীত কোন সামগ্রীই আনয়ন করি না। এই সিন্দুক নানাবিধ বহুমূল্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ইহাতে মক্কা তীর্থের পবিত্র বারি পূর্ণ অনেক কাচের পাত্র আছে। ইহার মধ্যে যদি একটী পাত্র ভাঙ্গিয়া যায়, তবে অনেক মহামূল্য দ্রব্য নষ্ট হইবে এবং তজ্জন্য জোবেদীও তোমার এই অপরাধের শাস্তি বিধান করিতে ত্রুটি করিবেন না।" রাজমহিষীর প্রিয়সখী এমনি ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বাক্‌চাতুরী করিতে লাগিল যে, খোজাধ্যক্ষ ভয় প্রযুক্ত একটা সিন্দুকও খুলিতে কোন মতে সাহস করিল না। সে রাগভরে এই কথা বলিল, "যেমন আছে তেমনি লইয়া যাও।" অনন্তর সমস্ত সিন্দুক অন্তঃপুর মধ্যে নীত হইবামাত্র, "রাজা আসিতেছেন, রাজা আসিতেছেন" অকস্মাৎ এই চীৎকার ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাহাতে আমি এমনি ত্রাসযুক্ত হইলাম যে,তদ্দণ্ডেই যে আমার প্রাণ বিয়োগ হইল না ইহাই আশ্চর্য্য। অনন্তর ভূপতি তথায় উপস্থিত হইয়া রাজমহিষীর সেই প্রিয় সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন," এই সমস্ত সিন্দুকে কি আছে?" "রাজমহিষীর প্রয়োজনীয় কতকগুলি সামগ্রী আছে" এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে পর, রাজা তৎসমুদায় খুলিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে প্রিয় সহচরী কৌশল করিয়া নানা কথায় রাজাকে ভুলাইতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু রাজা কহিলেন, "সমুদায় খুলিয়া দেখাও, আমি অবশ্যই দেখিব।" সহচরী পুনর্ব্বার বলিল, "রাজমহিষী আমার উপর রাগ করিবেন।" তাহাতে রাজা কহিলেন, "না না, রাজমহিষী তোমাকে ইহার নিমিত্ত কোন কথাই বলিবেন না, আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিব। তুমি খুলিয়া ফেল, আর এখানে বিলম্ব করা যায় না।"সেই সময়ে আমার ত্রাসের আর পরিসীমা রহিল না। রাজা উপবিষ্ট হইলেন। জোবেদীর অনুগ্রহ-পাত্রী একটী একটী করিয়া সিন্দুক খুলিয়া দেখাইতে লাগিল।

আমি যে সিন্দুকে ছিলাম সেইটী সর্ব্বশেষে যাহাতে না খুলিতে হয়, এবং দেখিতে দেখিতে রাজা আপনিই যাহাতে ক্লান্ত হইয়া আর না দেখিতে চাহেন, এই অভিপ্রায়ে প্রত্যেক সিন্দুকের তাবৎ দ্রব্যগুলি একটীএকটী করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু এ কৌশলটী সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইল। পরিশেষে রাজা আমার তৎকালীন আধার স্বরূপ ঐসিন্দুকটী খুলিতে অনুমতি করিলেন। তখন বিপদমুক্ত হইবার কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া আমি মৃত কি জীবিত আছি কিছুই স্থির করিতে

পারিলাম না। অবশেষে জোবেদীর ঐ চতুরা অনুচরী বলিল, "মহা-রাজ! রাজমহিষী নিকটে না থাকিলে ঐ সিন্দুকটী খুলিয়া উহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যগুলি আপনাকে দেখাইতে পারি না।" "ভাল উহা খুলিবার প্রয়োজন নাই।" ইহা বলিয়া রাজ্যেশ্বর সমস্ত সিন্দুক লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। আজ্ঞামাত্র সমস্ত সিন্দুক, রাজমহিষীর অন্তঃপুরে আনীত হইল এবং আমিও তখন পুনর্জ্জীবিত হইলাম।

অনন্তর সিন্দুক বাহকেরা বিদায় হইয়া গেলে, সুন্দরী আমাকে তৎ-ক্ষণাৎ বন্ধন মুক্ত করিয়া সিড়ি দিয়া উপরের ঘরে উঠিয়া গিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে বলিয়া সিড়ির দ্বারে তালা বন্ধ করিল। অব্যবহিত পরেই রাজা আসিয়া যে সিন্দুকে আমি বন্ধ ছিলাম তাহাতে উপ-বেশনপূর্ব্বক সেই সুবদনীকে রাজধানী সম্বন্ধীয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার শয়নমন্দিরে বিশ্রাম করিতে গেলেন।
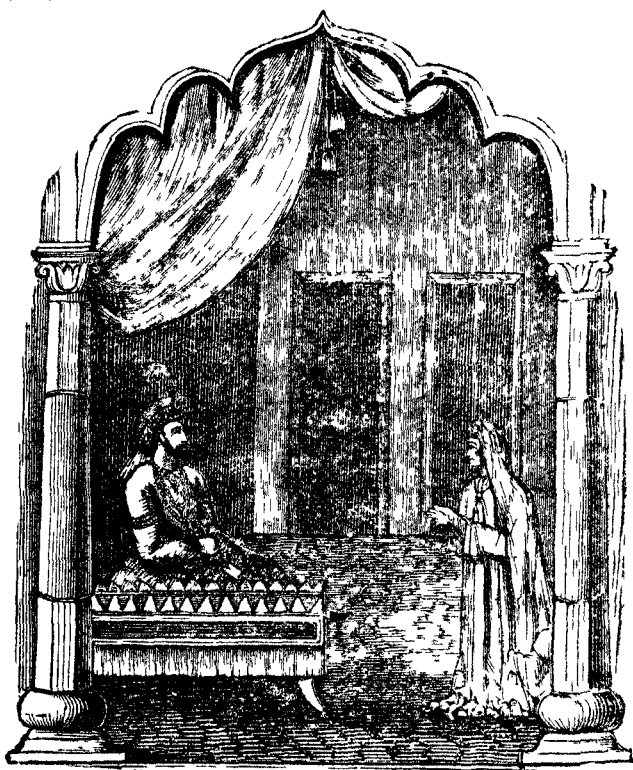
বোগদাদ নগরবাসী সাধুনন্দন যে গৃহে বাস করিতেছিলেন, রাজমহিষী জোবেদীর প্রিয় সহচরী সেই গৃহে গিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।

তখন সেই গুণবতী আমি যে গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলাম তথায় গিয়া, আমাকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক

বলিতে লাগিল, "আমিও তোমার মতন মনস্তাপ ভোগ করিয়াছি। দেখ, তোমার প্রতি অনুরাগপ্রযুক্ত আমিও বিপদ্ স্বীকার করিতে ত্রুটি করি নাই। অন্য রমণী হইলে উপস্থিত বুদ্ধিশক্তি, সতর্কতা, ও চতুরতা সহকারে এরূপ দুষ্করকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিত কি না সন্দেহ। এখন সুস্থির হও, আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। এক্ষণে আমি বিদায় হইয়া যাই। অদ্য তুমি এই খানে বিশ্রাম কর। কল্য দিবাভাগে তুমি রাজ-মহিষীর নিকট পরিচিত হইবে, অদ্য রাত্রিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।" পরে সে চলিয়া গেলে আমি মনে মনে অত্যন্ত সাহস পাইয়া প্রথমতঃ গভীরভাবে নিদ্রা গেলাম কিন্তু সেই সুরসিকা রূপবতী কামিনীর লাভ-প্রত্যাশা আমার মনোমধ্যে বলবতী হওয়ায় মধ্যে মধ্যে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল।

পর দিবস সে আমার নিকটে আসিয়া, জোবেদী আমাকে কি কি জিজ্ঞাসা করিবেন এবং কোন্ বিষয়ে কি প্রত্যুত্তর দিতে হইবে, তৎসমুদায় আমাকে বলিয়া দিয়া একটী সুশোভিত বৃহৎ গৃহে লইয়া গেল। সেই রমণীয় স্থানে প্রবেশ করিবামাত্র বিংশতিজন দাসী একরূপ সজ্জা করিয়া জোবেদীর শয়নাগার হইতে বাহির হইয়া তত্রত্য সিংহাসনের সম্মুখে দুই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর আর বিংশতি জন দাসী সমভিব্যাহারে রাজমহিষী নানা রত্নালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার প্রিয় সহচরী তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিল। তদনন্তর দাসীরা আমাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিলে, আমি রাজমহিষীর পদতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। তাহাতে তিনি আমাকে উঠিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং আমার নাম, ধাম, ও সম্পত্ত্যাদির বিষয় অবগত হইয়া মহা সন্তোষ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, "আমার প্রিয়পাত্রী উত্তম বর মনোনীত করিয়াছে, অতএব আমি এ বিবাহে সম্মতি প্রদান করিলাম। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না বিবাহকার্য্য সমাধা হয় সে পর্য্যন্ত তোমাকে এই খানে থাকিতে হইবে। এখানে থাকাতে কোন কষ্ট পাইবে না, এবং তোমার রক্ষণাবেক্ষণেরও কোন ত্রুটি হইবে না। ইত্যবসরে আমি রাজাকে সমুদায় বিষয় জ্ঞাত করাইয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিব, যেহেতু সমারোহপূর্ব্বক আমার প্রিয় সখীর বিবাহ দিতে ইচ্ছা আছে।"

আমি রাজমহিষীর আদেশানুসারে দাসীগণের গৃহে অক্লেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। কিন্তু দশ দিবসমাত্র সেই মনোরমার দর্শনলাভে বঞ্চিত হওয়ায় আমার অত্যন্ত চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটিল। এ দিকে রাজমহিষী রাজাকে এই বিবাহের বিষয় অবগত করিলে, রাজা বিবাহের সমস্ত উদ্‌যোগ করিয়া দিলেন। বিবাহ রাত্রিতে সর্ব্বত্র আলোকমালায় এমনি শোভা হইল যে, রজনীকে দিবা বলিয়া বোধ হইতে

লাগিল। পরে নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করিলাম, তন্মধ্যে রসুন মিশ্রিত একটী ব্যঞ্জন এরূপ সুস্বাদু হইয়াছিল যে, তাহার অধিকাংশই ভক্ষণ করিলাম। ভোজনান্তে আমি হস্ত প্রক্ষালন করিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে রসুনের গন্ধ একবারে হস্ত হইতে গেল না। পরে আমি এবং আমার প্রেয়সী দুই জনে দুই রত্ন মণ্ডিত সিংহাসনে গিয়া বসিলাম। দাসীগণ আমার প্রিয়তমাকে কতবার কতরূপ বেশ ভূষায় সুসজ্জিতা করিয়া দিল তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না।

এইরূপে বিবাহোপযোগী সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইলে পর দাসীগণ আমাদের উভয়কেই বাসর ঘরে লইয়া গেল, এবং তথায় আমাদিগকে রাখিয়া স্থানান্তরিত হইল। ইত্যবসরে আমি প্রেয়সীকে বিরলে পাইয়া আলিঙ্গন প্রদান করিতে গেলাম, কিন্তু সে তাহাতে অত্যন্ত রাগান্বিতা হইয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল। ঐ চীৎকার শব্দ শুনিবামাত্র পার্শ্বস্থিত গৃহের স্ত্রীলোকেরা কারণ জানিবার নিমিত্ত দ্রুতগতি বাসরমন্দিরে প্রবেশ করিল। ইহাতে আমি স্তব্ধ হইয়া কাষ্ঠ-পুত্তলীর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিলাম, আমার মুখে এমন বাক্য নিঃস্মরণ হইল না যে, আমি তাঁহাকে তাহার মনোগত ভাব কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি। পুরবাসিনীগণ আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রিয়ভগিনি! আমরা এইমাত্র তোমাকে রাখিয়া যাইতেছি, ইহার মধ্যে এমন কি ঘটিল? আমাদিগকে প্রকাশ করিয়া বল, আমরা তাহার প্রতীকারের চেষ্টা পাই।" তখন সে বলিল, "তোমরা শীঘ্র আমার সম্মুখ হইতে ঐ নরাধমকে লইয়া যাও।" তাহাতে আমি কহিলাম, "হে রমণি! কি নিমিত্ত আমি তোমার অসন্তোষ-ভাজন হইলাম?" তাহাতে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া কহিল, "তুই অতি নীচ পাপিষ্ঠ, তুই রসুন খাইয়া হাত ধৌত করিস্ নাই। তুই জানিস্ না রসুনের দুর্গন্ধে আমার গা কেমন করিতেছে।" এই কথা বলিয়া সে আমাকে চিৎপাত করিয়া ফেলিতে কহিল। তাহাতে সকলে মিলিয়া আমার হাত পা ধরিয়া আমাকে চিৎপাত করিল, এবং আমার ভার্য্যা, রসুন খাইয়া ভাল করিয়া হস্ত ধৌত না করিবার জন্য, একটা অস্ত্র লইয়া আমার বুকের উপর উঠিয়া আমার হস্ত চ্ছেদনার্থ উদ্যত হইল। তাহাতে আমি দাসীদিগকে বিনতি করায় তাহারা আমার প্রতি সদয় হৃদয়া হইয়া তাহাকে শান্ত করিবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন করিতে লাগিল এবং কহিল, "প্রিয়ভগিনি! এই সামান্য দোষের নিমিত্ত এত রাগ করা অকর্ত্তব্য। এ তোমার ভাব প্রকৃতি ভালরূপ জানে না এবং তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত সে বিষয়েও অনভিজ্ঞ, অতএব আমাদের সবিনয় অনুরোধে এবার ইহাকে ক্ষমা কর।" সে কহিল, "আমি উহার অভদ্রতার প্রতিফল অবশ্যই দিব। এবং ভবিষ্যতে রসুন

খাইয়া কেমন হাত না ধৌত করে তাহা ভাল করিয়া শিখাইব।” এই কথায় তাহারা আমার ক্লেশ নিবারণার্থ তাহার চরণে ধরিল, এবং রাগ সম্বরণ করিতে বিস্তর অনুরোধ করিল। তাহাতে সে অন্য কোন কথা না বলিয়া কেবল আমার প্রতি শত শত তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং তাহার পশ্চাৎ, পশ্চাৎ অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও ধাবমানা হইল।

আমি সেখানে যে কি দুঃখে কালাতিপাত করিতে লাগিলাম তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কেহই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিত না, কেবল একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক প্রত্যহ আমাকে খাদ্য সামগ্রী দিয়া যাইত। আমার ভার্য্যার কি হইয়াছে, এই কথা সেই বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, “রসুনের দুর্গন্ধে তাহার পীড়া হইয়াছে। তুমি কেন রসুন খাইয়া হাত ধৌত কর নাই?” ইহাতে মনে মনে ভাবিলাম “এমন কোমলাঙ্গী স্ত্রীলোক ত কখন দেখি নাই।” বনিতা হইয়াও যে সে আমার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় স্বভাব ধারণ করিয়াছিল, তথাপি তাহার প্রতি আমার বিরাগ জন্মিল না। কিছু দিনের পর এক দিবস সেই বৃদ্ধা বলিল, “তোমার ভার্য্যা সুস্থা হইয়া অদ্য স্নান করিয়াছে, কল্য তোমাকে দেখিতে আসিবে।”

অনন্তর পর দিবস রাত্রিতে আমার বনিতা নিকটে আসিয়া আমাকে কহিল, “আমার কেমন উত্তম স্বভাব দেখ, আমি এত অবমাননার পরও তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। কিন্তু রসুন খাইয়া হাত ধৌত না করার জন্য তোমাকে প্রতিফল দিতে অন্যথা করিব না।” ইহা বলিয়াই সে তাহার সহচরী স্ত্রীলোকদের সহায়তায় আমাকে চিৎপাত করিয়া ফেলিয়া আমার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া নির্দ্দয়তাপূর্ব্বক একখানা ক্ষুর দিয়া স্বহস্তেই আমার হস্ত পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি চ্ছেদন করিয়া দিল। কিন্তু তাহার অনুচরীরা একটা বৃক্ষ মূলের রস দ্বারা আমার রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া আমাকে সবল করণার্থ মদ্যপান করাইল। তখন আমি স্বীয় বনিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম, “আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আর কখন রসুন খাই, তবে তোমার আদেশ মত নিশ্চয় এক শত বিংশতি বার হস্ত প্রক্ষালন করিব।” তাহাতে আমার স্ত্রী কহিল, “তুমি ঐ নিয়ম রক্ষা করিলে তোমার পূর্ব্বকৃত দোষ ভুলিয়া গিয়া তোমাকে পতিত্বপদে অভিষিক্ত করিয়া তোমার সহবাসে যাবজ্জীবন কালযাপন করিতে সম্মত আছি।” অনন্তর একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ ব্যবহার করাতে অল্প কালের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়া আমি এবং আমার বনিতা উভয়ে মনের সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। এইরূপ পরাধীন অবস্থায় রাজপ্রাসাদে কিছু দিন থাকিয়া আর সে ভাবে তথায় থাকিতে ইচ্ছা হইল না, কিন্তু পাছে আমার স্ত্রী অসন্তুষ্টা

হয় এজন্য তাহাকে আমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলাম না। কিন্তু আমার প্রেয়সী এমনি বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণা ছিল যে, সে আপনিই আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া কৌশলক্রমে রাজমহিষীর নিকট হইতে স্বতন্ত্র বাস করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। রাজমহিষী তাহাতে সম্মতা হইয়া আমাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। আমরা সেই অর্থে একটী সুন্দর বাটী ক্রয় করিলাম, এবং দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া তথায় পরমসুখে বাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু বহু দিন সুখ-ভোগ করিতে পারিলাম না। এক বৎসরের শেষেই আমার স্ত্রীর পর-লোক প্রাপ্তি হইল। তাহার মৃত্যু হইলে আমি সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিবিধ প্রকার পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে করিতে বহু দেশ ভ্রমণের পর সর্ব্বশেষে এখানে আসিয়া সম্প্রতি অবস্থিতি করিতেছি। অতএব মহাশয়েরা এক্ষণে অবগত হইলেন আমি যে নিমিত্ত রসুন সংযুক্ত ব্যঞ্জন ভক্ষণ করিতে সম্মত হই নাই।

"মহারাজ! বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়া এই অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া আসিয়াছি।" ইহা শ্রবণ করিয়া কাসগরের রাজা কহিলেন, "তোমার কথিত কাহিনীটী বিস্ময়জনক বটে এবং নিতান্ত মন্দও নহে কিন্তু কুব্জের বিবরণের সহিত কোনমতেই ইহার তুলনা হইতে পারে না।

রাজার মুখে এই কথা শুনিয়া ইহুদী বৈদ্য ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামান্তর কহিল, "মহারাজ! আমি একটী কাহিনী জানি, তাহা শুনিলে,আপনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন এমন ভরসা করিতেছি।" ইহা শুনিয়া ভূপতি কহিলেন, "ভাল বলিতে চাও বল, কিন্তু তাহা উৎকৃষ্টতর না হইলে, কোন মতেই তোমাদিগের প্রাণ রক্ষার প্রত্যাশা নাই।" এইরূপ রাজা-দেশ প্রাপ্ত হইয়া ইহুদী বৈদ্য গল্প আরম্ভ করিল।

ইহুদী চিকিৎসকের কথিত কাহিনী।

মহারাজ! যৎকালে আমি ডামস্কস নগরে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক সেই ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ প্রতিপত্তি লাভ করিতে ছিলাম, সেই সময়ে এক দিবস নগরাধ্যক্ষের বাটীস্থ কোন ব্যক্তির চিকিৎসার নিমিত্ত এক জন ক্রীত দাস আমাকে ডাকিতে আসিল। আমি ক্রীত দাসের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া একটা গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দেখি-লাম,তথায় অতি সুন্দর এক যুবা পুরুষ পীড়িত হইয়া শয্যাগত আছে। আমি তাহাকে নমস্কার করিয়া শয্যা প্রান্তে উপবেশন করিলাম, কিন্তু যুবা আমাকে প্রতি নমস্কার না করিয়া কেবল ভ্রূভঙ্গি দ্বারা অভ্যর্থনা করিল। পরে আমি তাহার হস্ত দেখিতে চাহিলে, সে দক্ষিণ হস্ত না দিয়া বাম হস্ত বাহির করিয়া দিল, তাহাতে আমি বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে ভাবিলাম কবিরাজকে কোন্ হস্ত দেখাইতে হয় এ ব্যক্তি

মুন্সি তাহা জানে না। সে যাহা হউক, আমি হাত দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বিদায় হইয়া আসিলাম।

এইরূপ চিকিৎসা করিতে করিতে দশম দিবসে সে আরোগ্য লাভ করিল। তাহাতে সে দিন কোন ঔষধ না দিয়া তাহাকে স্নান করিতে পরামর্শ দিলাম।

তৎকালে ডামস্কসের শাসনকর্ত্তা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমার চিকিৎসাতে তুষ্ট হইয়া পুরস্কার স্বরূপ আমাকে গৌরবসূচক একখানি বস্ত্র প্রদান করিলেন, পরে আমাকে নগরীয় চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকের পদাভিষিক্ত করিয়া আমার প্রতি তাঁহার স্বপরিবারবর্গের চিকিৎসা করিবার ভারও সমর্পন করিলেন।

যুবা পুরুষ সুস্থ হইয়া ভদ্রতাপূর্ব্বক আমাকেও স্নান করিতে অনুরোধ করিল। তাহাতে আমি তাহার সহিত স্নান করিতে গেলাম। স্নানান্তে যখন তাহার ভৃত্যেরা তাহাকে বস্ত্র ত্যাগ করাইল, তখন দেখিতে পাইলাম তাহার দক্ষিণ হস্ত নাই। আমি তাহার এই দুরবস্থা দর্শনে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলে, সে আমাকে কহিল, "আমার হস্ত চ্ছেদন দৃষ্টি করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইও না, এক সময়ে তোমাকে ইহার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিব।"

স্নানাদি সমাপন হইলে, আমরা দুই জনেই ভোজন করিতে বসিলাম। ভোজনান্তে নানা বিষয়ক কথা বার্ত্তার পর আমরা স্বাস্থ্যকর উত্তম বায়ু সেবনার্থ তত্রত্য শাসনকর্ত্তার সুরম্য উদ্যানে ভ্রমণ করিতে গেলাম। তথায় কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ পাদ বিহার করিয়া উভয়ে একটী বৃক্ষের ছায়ায় গিয়া উপবিষ্ট হইলাম। তখন সেই যুবা পুরুষ অবসর পাইয়া এই প্রকারে নিজ উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিল।

আমি মৌজল নগরে একটী প্রসিদ্ধ বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। আমার পিতামহ বয়ঃপ্রাপ্ত, বিবাহিত দশ পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ঐ দশ জনের মধ্যে আমার পিতা ব্যতীত অপর সকলেই নিঃসন্তান ছিলেন। আমার পিতা সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, আমিই তাঁহার একমাত্র পুত্র। পিতা আমার শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া আমার উপযোগী তাবৎ বিষয়েই আমাকে সুশিক্ষিত করিয়া ছিলেন। আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, এক দিন শুক্রবার মধ্যাহ্নকালে ঈশ্বরারাধনা করণার্থ পিতা এবং পিতৃব্যগণ সমভিব্যাহারে মৌজল নগরের মসীদে গিয়াছিলাম। উপাসনা শেষ হইলে, সকলেই সেস্থান হইতে অন্তরিত হইল, কিন্তু আমার পিতা ও খুল্লতাতেরা তথায় বসিয়া রহিলেন, সুতরাং আমিও তাঁহাদিগের সহিত বসিয়া থাকিলাম। তাঁহারা নানারূপ কথোপকথন করিতে করিতে সমুদ্রযাত্রার বিষয়ে নানা কথা উত্থাপন করিয়া নানা দেশ ও রাজধানীর শোভা সম্পত্তি বর্ণন করিতে লাগিলেন।

এক জন খুল্লতাত কহিলেন, "সমুদ্র যাত্রিগণের মুখে শুনা যায় যে, মহীতলে মিসরদেশের মত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেশ আর নাই।" অপর কেহ কেহ বোগদাদ নগরের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার পিতা অপরাপর দেশের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কেবল মিসরদেশ, কেরোনগর ও নীল নদের গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি এরূপ নিরতিশয় আগ্রহসহকারে মিসরদেশের অবলাকুলের সৌন্দর্য্য, নীল নদের উর্ব্বরতা শক্তি এবং কেরোনগরের নিরুপম শোভা বর্ণন করিলেন যে তৎশ্রবণে আমার খুল্লতাতেরাও অবশেষে আমার পিতার বাক্যের অনুমোদন করিলেন। এই সমস্ত বিষয় আমার কর্ণগোচর হওয়াতে, আমার অন্তঃকরণে মিসরদেশ দর্শনের বাসনা এমনি প্রবল হইয়া উঠিল যে, আমি সে রাত্রিতে একবারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। আমার পিতৃব্যেরাও এতাদৃশ কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন যে, তাঁহারা সকলেই একত্র হইয়া মিসরদেশে বাণিজ্যযাত্রা করিতে অভিলাষী হইয়া আমার পিতাকে তদ্বিষয় নিবেদন করিলেন। তাহাতে আমার পিতা সম্মতি দিলেন এবং আপনিও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে যাইতে মত করিলেন। মিসরদেশে যাত্রা করিবার সমস্ত উদ্‌যোগ হইল দেখিয়া আমি আমার জনককে সজলনয়নে কহিলাম, "আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, আমিও কিঞ্চিৎ পণ্য দ্রব্য লইয়া বাণিজ্যার্থ মিসর দেশ গমন করিব।" আমার পিতা এ ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত করিবার নিমিত্ত আমাকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই প্রবোধ মানিলাম না। তাহাতে পিতা ডামস্কস্ পর্য্যন্ত আমাকে লইয়া যাইতে সম্মত হইয়া বলিলেন, "তোমাকে ডামস্কসে রাখিয়া আমরা মিসর দেশে যাত্রা করিব, পরে প্রত্যাগমন কালে তথা হইতে তোমাকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে আনিব।" যদিও আমি মিসরদেশ দর্শনার্থ অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ছিলাম, তথাপি পিতৃবাক্য পালন করিবার নিমিত্ত অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলাম। অনন্তর আমি, পিতা এবং পিতৃব্যগণের সহিত মৌজল হইতে যাত্রা করিয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে ডামস্কস নগরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। এবং তথাকার সৌন্দর্য্যাদি সন্দর্শনে অপরিসীম আনন্দানুভব করিয়াছিলাম। আমার পিতা এবং পিতৃব্যেরা আমার সমস্ত পণ্য দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা বিপুল অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত সম্পত্তি আমাকে প্রদানপূর্ব্বক আমাকে সেই স্থানে রাখিয়া তাঁহারা মিসরদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমি যে ভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম, তাহা বিবিধ প্রকার সুরম্য দ্রব্য দ্বারা সুসজ্জিত করিলাম। পরে অনেকগুলি ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া এক জন প্রকৃত সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায় কালযাপন করিতে লাগিলাম। তখন পর্য্যন্ত যৌবন প্রভাবে আমার চিত্তের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই,

সুতরাং আমি কেবল পিতা ও পিতৃব্যদের আগমন প্রতীক্ষায় তথায় থাকিলাম।

অনন্তর এক দিবস সেই ভবনের দ্বারে উপবেশনপূর্ব্বক শীতল বায়ু সেবন করিতেছি, এমন সময়ে সুসজ্জিতা পরমসুন্দরী একটী কামিনী, "বিক্রয়ার্থ উত্তম দ্রব্যাদি আছে কি না?" আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই অবিলম্বে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই সুন্দরীকে ভবনে প্রবিষ্টা হইতে দেখিবামাত্র আমি দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহাকে একটা বড় ঘরে লইয়া গিয়া সস্নেহ বাক্যে বসিতে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক কহিলাম, "এক্ষণে বিক্রয় করিবার জন্য আমার নিকট কোন দ্রব্য নাই, অগ্রে সমস্তই বিক্রীত হইয়া গিয়াছে, এজন্য বড় দুঃখিত হইলাম।" তাহাতে সুন্দরী বদনাবরণ মোচন করিয়া কহিল, "আমার কোন সামগ্রীর প্রয়োজন নাই। আমি কেবল তোমাকে দেখিতে এবং তোমার সহিত আমোদ প্রমোদে রজনী যাপন করিতে আসিয়াছি। পূর্ব্বে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, উহা কেবল ছল মাত্র।" তাহার সৌন্দর্য্য দর্শনে আমার এতাদৃশ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিল যে, সেরূপ আমার আর কখনই ঘটে নাই। তখন আমি আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করিয়া পরমানন্দে ভৃত্যদিগকে আহারের উদ্যোগ করিতে বলিলাম, এবং তৎসঙ্গে নানাবিধ ফল আনীতে আজ্ঞা দিলাম। ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ আদিষ্ট দ্রব্যাদি আনীয়া দিলে, আমরা মদ্য পানে রত হইয়া রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত মহাসুখানুভব করিতে লাগিলাম। পর দিবস প্রত্যূষে আমি সুন্দরীর হস্তে দশটী স্বর্ণমুদ্রা দিতে উদ্যত হইলে, সে তাহা তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিয়া কহিল, "আমি অর্থলোভে তোমার নিকটে আসি নাই। তুমি আমার অবমাননা করিলে, এজন্য আমি ইচ্ছা করি তুমি আমার নিকট হইতে মুদ্রা গ্রহণ কর। যদি মুদ্রা গ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি আর আসিব না।" এই কথা বলিয়া সে আমার হস্তে দশটী স্বর্ণ মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক "তিন দিবসের পর সন্ধ্যাকালে পুনর্ব্বার আসিব" ইহা কহিয়া আমার চিত্ত হরণ করিয়া চলিয়া গেল। তিন দিবসের পরে নিরূপিত সময়ে সেই রমণী পুনরাগমনপূর্ব্বক পূর্ব্বদিবসের ন্যায় আমোদ প্রমোদে রজনী কাটাইয়া প্রাতঃকালে পূর্ব্বমত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া প্রস্থান করিল। এবং সে সেই নিয়মানুসারে তৃতীয়বার আসিলে, যখন আমরা উভয়ে সুরাপানে মত্ত হইয়াছি, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রাণবল্লভ! আমি কি সুন্দরী নহি?" তাহাতে আমি প্রত্যুত্তর দিলাম, "প্রিয়ে! তোমার যদি বিশেষ রূপ না থাকিবে তবে তোমাকে এত ভাল বাসিব কেন?" সে কহিল, "আমার অপেক্ষা সুন্দরী ও তরুণী একটী রমণী আছে। তাহাকে যদি একবার দেখিতে, তাহা হইলে আর এরূপ কথা কহিতে না। আমার মুখে তোমার কথা শুনিয়া

ঐ রমণী একবার তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়াছে। আপনি অনুমতি করিলেই তাহাকে একবার এই স্থানে লইয়া আসি।” আমি কহিলাম, “তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, কিন্তু তোমার সে সঙ্গিনীর রূপলাবণ্য যে রূপ হউক না কেন তাহাতে কখনই আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিবে না, যেহেতু তোমার প্রতি আমার অটল অনুরাগ জন্মিয়াছে।” তাহাতে সে কহিল, “তোমার এ কথায় বিশ্বাস করি না, এই বার তোমার প্রণয় পরীক্ষা করিব।” অনন্তর উভয়ে পরমসুখে যামিনী যাপন করিলাম। তৎপর দিন প্রাতঃকালে সে দশের পরিবর্ত্তে পঞ্চাদশটী মুদ্রা প্রদান করিয়া বলিয়া গেল, “আমার সহচরীর সমুচিত সমাদরের যেন ত্রুটি না হয়।” পরে নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যাসমাগমে আমি যখন তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তখন তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল।

ডামস্কস্ নগরের শাসন কর্ত্তার দুই কন্যা এবং মৌড়া দেশীয় এক যুবা একত্র উপবেশনপূর্ব্বক আহারাদি করিতেছেন। •

দ্বিতীয়া যুবতীর অঙ্গসৌষ্ঠব দর্শনে আমি যেরূপ মোহিত হইলাম তাহা বাক্যাতীত। পরে যখন আমরা তিন জনে একত্র হইয়া নানাবিধ সুস্বাদু সামগ্রী আহার করিতে লাগিলাম, সেই সময়ে দ্বিতীয়া রমণী আমার সম্মুখে বসিয়া হাস্যবদনে আমার প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তাহাতে সে এরূপ আমার চিত্তাকর্ষণ করিল যে আমিও তাহার প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রথমা

প্রবেশ করিয়া একছড়া মুক্তার হার প্রাপ্ত হইলাম। বিষপানে যে সুন্দরীর মৃত্যু হয় তাহারই গলায় সেই হার দেখিয়াছিলাম, তাহা তখন আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তাহাতে সেই হতভাগিনী কামিনীর জন্য নেত্রনীরে আমার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল; এবং আমি ঐ হার বিশেষ যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলাম।

অনন্তর আমি তত্রত্য পুরাতন বন্ধুগণের পরামর্শানুসারে সর্ব্ব প্রকার আমোদ প্রমোদে আসক্ত হইয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িলাম। তখন আর অন্য উপায় না দেখিয়া সেই হার বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলাম। হার বিক্রয়ার্থ বাজারে গিয়া, তাহার উচিত মূল্য অজ্ঞাত থাকায়, এক জন জহুরীকে তাহা পঞ্চাশ মুদ্রায় বিক্রয় করিতে সম্মত হইলাম। তাহাতে সেই জহুরী আমার নামে বিচারকর্ত্তার নিকটে এই বলিয়া অভিযোগ করিল, “আমার এই হার অপহৃত হইয়াছিল, এক জন ব্যবসায়ী ইহা বিক্রয় করিতে আনীয়াছে, ইহার উচিত মূল্য দুই সহস্র মুদ্রা, কিন্তু সে পঞ্চাশ মুদ্রায় বিক্রয় করিতে স্বীকৃত আছে, অতএব সে অবশ্যই চোর হইবে তাহার সন্দেহ নাই।”

আমি তৎক্ষণাৎ বিচারকর্ত্তার সম্মুখে নীত হইলাম, এবং যৎপরোনাস্তি পীড়নপ্রযুক্ত মিথ্যা কথা কহিতে বাধ্য হইয়া অগত্যা “হা—চুরি করিয়াছি” বলিয়া স্বীকার করিলাম। তাহাতে বিচারক আমা হস্তচ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। এইরূপ অকারণ দণ্ডভোগ করি জীবন্মৃত হইয়া বাটীতে আসিলাম। বাটীতে প্রত্যাগমন করিবার ক্ষণ কাল পরেই বিচারালয় সংক্রান্ত কতকগুলি লোক আসিয়া আমাকে বন্ধন করিল। তাহাতে আমি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, “আমাদের এই ডামস্কস নগরের শাসনকর্ত্তার কন্যার গলায় যে মুক্তার হার ছিল তাহা তোর হস্তে কি প্রকারে আসিল? এবং কি জন্যই বা তিন বৎসর গত হইল এ পর্য্যন্ত সেই কন্যার কোন উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই? এই সকল কারণে তোকে শাসনকর্ত্তার সমীপে ধরিয়া লইয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে।”

এই সমাচার শুনিয়া ভয়ে আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল, তথাপি আমি মনে মনে স্থির করিলাম, শাসনকর্ত্তা আমাকে প্রাণ দণ্ডই দিউন অথবা ক্ষমাই করুন, তাঁহার নিকটে সমুদায় সত্য কথা কহিব। পরে শাসনকর্ত্তার সমীপে নীত হইলে, তিনি সদয়চিত্তে আমার বন্ধন খুলিয়া দিতে আদেশ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন তুমি এই হার বিক্রয় করিয়াছিলে?” আমি কহিলাম, “হাঁ মহাশয়! আমি বিক্রয় করিয়াছিলাম, কিন্তু আমি ইহা চুরি করি নাই। আমি নিশ্চয় জানি ঐ হার জহুরীর নহে, তথাপি আমি মিথ্যা অপবাদে অন্যায় দণ্ড ভোগ করিয়াছি। ফলতঃ কেবল

নিরতিশয় পীড়ন প্রযুক্ত চুরি না করিয়াও আমি আপনাকে চোর স্বীকার করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া শাসনকর্ত্তা সেই জহরীর হস্তচ্ছেদনের অনুমতি দিয়া আমাকে সংগোপনে ডাকিয়া অভয় প্রদানপূর্ব্বক তাবৎ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে কহিলেন। তাঁহার আদেশ ক্রমে আমি সাহস-পূর্ব্বক সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করিয়া কহিলাম,"মহাশয়! আমাকে এক্ষণে সমুচিত দণ্ড প্রদান করুন।" তখন শাসনকর্ত্তা সস্নেহ বাক্যে কহিতে লাগিলেন,"তোমার অবমাননায় আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি, এক্ষণে আমার দুঃখের কথা শ্রবণ কর। যে দুইটী রমণী তোমার নিকটে গিয়াছিল তাহারা আমার কন্যা। জ্যেষ্ঠা বিধবা হইবার পর অত্যন্ত দুশ্চরিত্রা হইয়াছিল। কনিষ্ঠা প্রথমতঃ সচ্চরিত্রা ছিল, পরে জ্যেষ্ঠার সংবাসে ক্রমে তৎস্বভাবাপন্না হইয়া উঠিল। কনিষ্ঠার মৃত্যুর পর দিবসেই তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তদীয়া ভগিনীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে রোদন করিয়া উঠিল, তাহাতে আমি জানিতে পারিলাম যে, সে জীবিতা নাই। পরে শুনিতে পাইলাম সে এক দিবস মুক্তার হার গলায় দিয়া সুবেশা হইয়া বাহিরে গিয়াছিল তদবধি তাহার কি হইয়াছে কিছুই বলিতে পারি না। আমি নগরের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়াও তাহার কোন সংবাদ পাইলাম না দেখিয়া, আমার জ্যেষ্ঠা অন্যা ও অনুতাপ নিবন্ধন স্বানুজার শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কেবল তুমি এবং আমিই যে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি এমত নহে, মনুষ্য মাত্রেই সময়ে সময়ে এবম্প্রকার দুর্ভাগ্যের অধীন হইয়া থাকে। এক্ষণে আমার ইচ্ছা এই যে, তোমার সহিত আমার কনিষ্ঠা দুহিতার বিবাহ দিয়া তোমাকে পুত্রের ন্যায় গৃহে প্রতিপালন করিব। আমার মরণান্তে তুমি এবং আমার কন্যা আমার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। ইহা বলিয়া শাসনকর্ত্তা আমাকে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ইতিমধ্যে আমার পিতার মৃত্যু হওয়াতে আমার খুল্লতাতেরা আমাকে মৌজলে যাইবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু আমি শাসনকর্ত্তার অসামান্য স্নেহ বশতঃ স্বদেশে যাইতে পারিলাম না। এখানে আমাকে সকলেই যে প্রকার সমাদর করে তাহা তুমি আমার চিকিৎসা করিবার সময়ে স্বচক্ষে দেখিয়াছ, অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। আমি ঐ যুবার এই সমস্ত বিবরণ শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম।

মহারাজ! ডামস্কসের শাসনকর্ত্তার সমাদরে তথায় বহুদিন বাস করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর নানাদেশ ভ্রমণানন্তর পরিশেষে আপনার এই রাজধানীতে আসিয়া সমস্ত্রমে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করিতেছি।

ইহা শুনিয়া কাসগরের রাজা কহিলেন, "তোমার এই গল্প শ্রবণে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু ইহা কুব্জের গল্পের ন্যায় বিস্ময়জনক

নহে। অতএব তোমাদের চারি জনেরই প্রাণদণ্ড করিব।" তাহাতে দরজি অগ্রসর হইয়া বলিল, "মহারাজ! আমি একটী অদ্ভুত কাহিনী জানি, যদি আজ্ঞা হয়, তবে বলি।" রাজা তৎশ্রবণে সম্মতি প্রদান করিলে, দরজি এইরূপে গল্পারম্ভ করিল।

দরজির কথিত কাহিনী।

মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে এই নগরবাসী একজন ভদ্রলোক আমাকে এবং কতিপয় আত্মীয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি নিমন্ত্রণে গিয়া দেখিলাম, তথায় বিংশতি জন ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছে। তৎকালে গৃহস্বামী উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু ক্ষণকাল পরে, তিনি একজন সৌম্যমূর্ত্তি যুবা পুরুষের সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইলেন। সেই যুবার একটী পদ খঞ্জ। তাঁহারা বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র, আমরা সকলেই তাঁহাদের সমুচিত অভ্যর্থনা করিলাম এবং সেই যুবাকে আসন গ্রহণে অনুরোধ করিলাম। সে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে একজন নরসুন্দর অর্থাৎ নাপিতকে দেখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ না করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। গৃহকর্ত্তা তদ্দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া "কোথায় যাও,কোথায় যাও"বলিয়া তাহার হস্ত ধরিলেন। যুবা কহিল, "পরমেশ্বরের দোহাই আমাকে ধরিবেন না" আমি ঐ দুরাত্মা নরসুন্দরের মুখাবলোকন করিতে চাহি না। এখানে থাকিলে আমাকে উহার মুখ দেখিতে হইবেক।"আমরা ইহার কোন কারণ নির্ণয় করিতে নাপারিয়া বিবেচনা করিলাম নরসুন্দর অবশ্যই দুষ্টলোক হইবে। গৃহস্বামী যুবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ নাপিতের প্রতি তোমার এরূপ বিদ্বেষভাব কেন?" যুবা উত্তর করিল, "এই দুরাত্মা নরসুন্দরই আমার খঞ্জ হইবার এবং নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করিবার মূল। ইহার নিমিত্তই, আমি বোগ্দাদ নগর ত্যাগ করিয়া এই দূরদেশে পলাইয়া আসিয়াছি। বিবেচনা করিয়াছিলাম এখানে আর ইহার মুখ দেখিতে হইবে না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এখানেও এ দুষ্টাশয় আসিয়াছে। কেবল ইহার জন্যই আমি আপনাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছি। অদ্যই এ নগর হইতে এমন স্থানে পলায়ন করিব, যেখানে উহাকে আর কখন দেখিতে পাইব না" এই কথা বলিয়াই সে চলিয়া যায়, কিন্তু গৃহকর্ত্তা অনেক বিনতিপূর্ব্বক তাহাকে ক্ষান্ত করিলেন, এবং নরসুন্দরের প্রতি তাহার দ্বেষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরাও তদ্বিষয়ে অনুরোধ করিতে ক্রুটি করিলাম না। তাহাতে সেই যুবা আমাদের সবিনয় প্রার্থনা অবজ্ঞা করিতে না পারিয়া নাপিতের দিকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল।

আপনারা শ্রবণ করুন। বোগদাদনগরের মধ্যে আমার পিতা অতিশয় গুণবান্ ও কর্ম্মক্ষম লোক ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার ক্ষমতার উপযোগী কোন উচ্চপদে নিযুক্ত না থাকিয়া সামান্যভাবে দিন পাত করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার এক মাত্র পুত্র ছিলাম। পিতা লোকান্তর গমন করিলে, আমি তাঁহার বিপুল অর্থের উত্তরাধিকারী হইয়া তৎসমুদায় এরূপ বিষয়ে নিয়োজিত রাখিলাম যে নগর মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া পরিগণিত হইলাম। তৎকালে আমার কোনপ্রকার ইন্দ্রিয় দোষ ছিল না, এমন কি স্ত্রীজাতির সহিত বাক্যালাপও করিতাম না। এক দিবস পথে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম আমার সম্মুখে কতকগুলি স্ত্রীলোক আসিতেছে, তাহাতে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ না করিতে হয় এই মানসে এক গলির মধ্যে এক ভবনের দ্বারস্থিত এক কাষ্ঠাসনে বসিলাম। আমি সেই খানে বসিয়া আমার সম্মুখস্থ বাটীর উপর তালায় এক গবাক্ষে একটা টবস্থিত কতিপয় পুষ্পতরু অবলোকন করিতেছি এমন সময়ে পরম সুন্দরী এক নবীনা কামিনী গবাক্ষদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং তৎপরেই ঐ সমস্ত পুষ্পবৃক্ষে স্বহস্তে জল সেচন করিয়া পুনর্ব্বার কটাক্ষবাণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করত স্মিত মুখে গবাক্ষ দ্বার রুদ্ধ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন স্ত্রীজাতির প্রতি আমার বিদ্বেষভাব একবারে অন্তর্হিত হইল। আমি সেই চিত্তহারিণীর রূপদর্শনে জ্ঞানশূন্য হইয়া বসিয়া থাকিলাম। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম, নগরের প্রধান কাজী অশ্বতরারূঢ় হইয়া সেই খানে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন, এবং যে বাটীর গবাক্ষে সুন্দরীকে দেখিয়াছিলাম, পাঁচ ছয় জন দাস সমভিব্যাহারে সেই বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে আমি তাঁহাকে সেই মনোমোহিনীর পিতা বলিয়া স্থির করিলাম।

অনন্তর আমি চঞ্চলচিত্তে বাটী প্রতিগমন পূর্ব্বক কাহারও সহিত কোন বাক্যালাপ না করিয়া কেবল সেই চিত্তহারিণীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলাম। তাহাতে আমার স্বজনেরা মনে করিলেন আমার একটা উৎকট পীড়া হইয়াছে এবং তজ্জন্য তাহার প্রতিকারের অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল দর্শিল না। পরে একটী পরিচিতা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমার পীড়ার কথা শুনিয়া আমাকে দেখিতে আসিল, এবং আমার পীড়ার নিগূঢ় কারণ বুঝিতে পারিয়া অপর সকলকে গৃহ হইতে যাইতে বলিয়া আমাকে বিরলে বলিল, "বৎস! তোমার যে পীড়া জন্মিয়াছে তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, সত্য করিয়া বল দেখি তোমার এ প্রেমের পীড়া কি না?" আমি তাহার নিকটে মনের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিয়া, মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক কেবল একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম। তখন প্রাচীনা কহিল, "ওহে বাপু, কি নিমিত্ত তুমি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলে? লজ্জা প্রযুক্ত তুমি মনের কথা গোপন রাখিতেছ?

অথবা আমাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না ? তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল। আমি তোমার মতন পীড়িত কত যুবাকে আরোগ্য করিয়াছি, অতএব আমার চিকিৎসায় তুমি অবশ্যই সুস্থ হইবে।" প্রবীণার এই সমস্ত আশ্বাসজনক বাক্য শ্রবণে, আমি যে স্থানে যে রূপবতীর রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়াছিলাম, তাহার নিকটে তৎসমুদায় প্রকাশ করিয়া বলিলাম, এবং আমার মনোরথ পূর্ণ হইলে তাহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিব, তাহাও স্বীকার করিলাম। বৃদ্ধা কহিল, "বাছা! তুমি যাহার কথা বলিলে, আমি সেই কামিনীকে জানি, সে প্রধান কাজীর কুমারী, বোগদাদে তাহার ন্যায় রূপবতী আর নাই। তুমিও যে তাহার রূপে মুগ্ধ হইবে তাহা বিচিত্র নহে। সে সুন্দরী স্বভাবতঃ বড় গর্ব্বিতা। তাহার নিকটে যাওয়া সুকঠিন। বিশেষতঃ কাজী নিজ বাটীর স্ত্রীলোকগণকে এরূপ কঠিন নিয়মে আবদ্ধ করিয়া রাখেন যে, কেহই তাহাদের মুখাবলোকন করিতে পারে না। যদি অন্য কোন রমণীর প্রেমাসক্ত হইতে, তাহা হইলে এরূপ দুষ্কর বিবেচনা করিতাম না, অক্লেশে তোমার আশা পূর্ণ করিতে পারিতাম। যাহা হউক, তুমি আমার উপরে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাক, আমি যেরূপে পারি, তোমার কার্য্য সিদ্ধি করিবই করিব।" বৃদ্ধা এইকথা বলিয়া তথা হইতে চলিয়া গেল।

আমি প্রাচীনার প্রমুখাৎ স্বীয় কার্য্যোদ্ধার বিষয়ে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকের কথা শুনিলাম, তাহাতে আশ্বস্ত হওয়া দূরে থাক্ বরং দুর্ভাবনায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। পরদিন প্রাচীনা পুনর্ব্বার আসিলে, তাহার ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, সে শুভসংবাদ আনীতে পারে নাই। বৃদ্ধা কহিল, "সেই তরুণীর পিতা অত্যন্ত সতর্কভাবে থাকিলেও কোন সুযোগে আমি তাহার কাছে গিয়াছিলাম। সে রমণী এরূপ নির্দ্দয়-প্রকৃতি যে, কোন যুবা তাহার প্রেমাসক্ত হইয়া কষ্টভোগ করিলে, সে তাহাতে আনন্দ অনুভব করে এবং অনুরক্ত ব্যক্তির কষ্ট নিবারণের কোন চেষ্টা পায় না। আমার মুখে তোমার যন্ত্রণার কথা শুনিয়া সে নিজ স্বভাবানুসারে উল্লাসিতা হইল, কিন্তু তোমার প্রতি প্রসন্না হইবার কথা উল্লেখ করিবা মাত্র অত্যন্ত রাগান্বিতা হইয়া আমাকে কহিল, "তোমার এ সামান্য আস্পর্দ্ধা নহে, আমাকে এমন কথা বল। এমন অন্যায় কথা বলিবার জন্য আর আমার কাছে আসিও না।" এই কথা শুনিয়া তুমি হতাশ হইও না, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিতি কর, আমি বোধ করি অনতিবিলম্বেই তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব।" এই কথা বলিয়া সে তখন বিদায় হইল। বৃদ্ধা এইরূপে বহুদিন কাজীর কুমারীর সমীপে গমনাগমন করিয়াও আমার আশা সফল করিতে না পারায় আমি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অক্ষম হইয়া মৃতপ্রায় হইলাম। এবং কবিরাজেরাও আমার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া আমার জীবনাশা পরিত্যাগ করিলেন।

ইতিমধ্যে এক দিবস ঐ প্রাচীনা আমার নিকটে আসিয়া আমাকে সংগোপনে বলিল, "শুভ সংবাদ আনীয়াছি আমাকে পুরস্কার দাও।" আমি মহানন্দে বলিলাম, "পুরস্কার অবশ্যই পাইবে, কি শুভ সমাচার আনীয়াছ আমাকে শুনাও।" প্রাচীনা কহিল, "আমি গত কল্য তোমার প্রেমাস্পদ সেই রমণীর নিকটে গিয়াছিলাম, এবং তৎকালে তাহার প্রসন্ন বদন দেখিয়া আমি বিমর্ষ ভাব ধারণপূর্ব্বক কপট ক্রন্দন করিতে ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম। তাহাতে যুবতী আমার বিমর্ষভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমি কহিলাম, "সুন্দরি! সে দিন তোমাকে যে যুবার কথা বলিয়াছিলাম, তোমার প্রতি প্রেমাসক্তি প্রযুক্ত সম্প্রতি তাহার জীবন সংশয় হইয়াছে। হায়! তুমি কি নিষ্ঠুরা! সে দিবস তোমাকে তাহার পীড়ার কথা বলাতে তুমি আমাকে যেরূপ কর্কশ বাক্যে বিদায় করিয়া দিয়াছিলে, সেই সমস্ত শুনিয়া তাহার এমনি রোগবৃদ্ধি হইয়াছে যে, তুমি এখনও দয়া করিলে, তাহার জীবন রক্ষা হয় কি না বলিতে পারি না।" ইহা শুনিয়া যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "সে আমার জন্য মৃতপ্রায় হইয়াছে এ কথা কি সত্য?" আমি কহিলাম, "ইহা সম্পূর্ণ সত্য, আমি তোমাকে মিথ্যা বলি নাই।" সুন্দরী কহিল, "আমাকে দেখিলেই কি তাহার পীড়ার উপশম হইবে?" আমি উত্তর করিলাম, "এরূপ অনুমান হইতেছে, এক্ষণে তুমি অনুমতি করিলেই তাহার চেষ্টা করিয়া দেখা যায়।" ইহা শ্রবণ করিয়া সুন্দরী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিল, "তবে তুমি গিয়া তাহাকে বল, এক্ষণে আমার দর্শনলাভ হইবে মাত্র, ইহা ব্যতীত অন্য অনুগ্রহের প্রত্যাশা নাই। পরে যদি কখন আমার পিতার সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে বিবাহ করিতে পারে, তাহা হইলে, তাহার সকল বাসনা পূর্ণ হইবে।" আমি কহিলাম, "সুন্দরি! আমি এখনি তাহাকে একথা বলিতেছি।" কাজিকুমারী কহিল, "আগামী শুক্রবারে নমাজের সময়ে যখন আমার পিতা বাটী হইতে বহির্গত হইবেন, তখন সে এই বাটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে আমি দ্বার খুলিয়া দিয়া তাহাকে ভিতরে আনীব, কিন্তু পিতার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই তাহাকে এ স্থান হইতে যাইতে হইবে। প্রাচীনার প্রমুখাৎ এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্রই আমার রোগের শান্তি হইল, এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে কতকগুলি মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিলাম।

অনন্তর শুক্রবার প্রাতঃকালে সেই বৃদ্ধা আসিয়া কহিল, "তুমি আরোগ্যলাভ করিয়াছ, অতএব অদ্য স্নান করিলে ভাল হয়।" আমি কহিলাম, "অবগাহন করিতে গেলে অধিক বিলম্ব হইবে, অতএব তাহা না করিয়া কেবল দাড়িটা কামাইয়া লই।" ইহা কহিয়া ভৃত্যদিগকে এক জন নাপিত ডাকিতে আদেশ করিলাম। তাহাতে তাহারা এই দুরাত্মা নাপিতকে ডাকিয়া আনীল। নরসুন্দর আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া

কহিল, "মহাশয় কি অসুস্থ আছেন?" তাহাতে আমি কহিলাম,"পীড়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে আরোগ্য লাভ করিয়াছি।" তাহাতে ঐ দুষ্ট কহিল, "পরমেশ্বর আপনাকে সুস্থ রাখুন।" আমি কহিলাম," তুমি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করাতে তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইলাম।"নাপিত কহিল, "পরমেশ্বর আপনার মনস্কামনা সিদ্ধি করুন, আপনারও রোগ শান্তি হইয়াছে, এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে বলুন, আপনাকে কি ক্ষৌরী করিব, না আপনার রক্তমোক্ষণ করিব? আমার সঙ্গে ক্ষুর প্রভৃতি তাবৎ অস্ত্রই আছে।" তাহাতে আমি উত্তর করিলাম, "যখন আমি তোমাকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে আমি সুস্থ হইয়াছি তখন কি তোমার এমন বোধ হয় নাই যে, আমার কেবল ক্ষৌরী হওয়াই আবশ্যক। শীঘ্র ক্ষৌরী কর, আর বিলম্ব করিও না, ঠিক দুই প্রহরের সময় আমার কোন স্থানে যাইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।" ইহা শুনিয়া ঐ দুরাত্মা ক্ষুর বাহির করিয়া শাণাইতে লাগিল। তৎপরে নানা ভঙ্গি করিয়া পুনর্ব্বার কহিল, "মহাশয়! অদ্য যদিও ক্ষৌরী হইবার শুভ দিন বটে, তথাপি আপনার পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলদায়ক। আপনি আমার বাক্য শুনুন, অদ্য ক্ষৌরী হইবেন না, যেহেতু ক্ষৌরী হইলে,যদিও প্রাণনাশ হইবে না বটে, তথাপি তদ্দ্বারা চিরকাল কষ্টা-নুভব করিতে হইবে, এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।" নরসুন্দরের এইরূপ বাক্‌চাতুরীতে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলাম এবং রাগ করিয়া কহিলাম, "অহে নাপিত! আমি তোমাকে গণনা করিবার নিমিত্ত ডাকি নাই, তোমার যে কার্য্য তাহাই কর, নতুবা এ স্থান হইতে চলিয়া যাও। অন্য এক জন নাপিতকে ডাকিয়া ক্ষৌরী হই।" নাপিত কহিল, "মহাশয়! আমার মত নরসুন্দর এ নগরে আর নাই। আমি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, এবং সকল বিষয়েই আমার পারদর্শিতা আছে।" আমি কহিলাম, "তুমি ক্ষৌরী করিতে আসিয়াছ, ক্ষৌরী করিবে কি না বল, অকারণ বাক্যব্যয়ে কোন ফল নাই।' নাপিত কহিল, " আমি অনর্থক কথা কহি না, আমি অল্প কথা কহি বলিয়া সকলে আমাকে মৌনী নাম দিয়াছেন। আমার আর ছয় জন ভ্রাতা অকারণ বাক্য ব্যয় করিতেন বটে,তজ্জন্য তাঁহারা অনর্থক বক্তা বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগণিত ছিলেন।" নাপিতের এইরূপ ভণ্ডামীতে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল, তাহাতে এমনি কষ্ট বোধ হইতে লাগিল যে, রাগপ্রযুক্ত তাহাকে অনেক ভৎর্সনা করিয়া বলিলাম,"আমাকেএক স্থানে নিমন্ত্রণে যাইতে হইবে, অবিলম্বে ক্ষৌরকার্য্য শেষ কর।" নাপিত নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া তখনি ক্ষৌরী করিয়া বলিল, "মহাশয়! আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, আমি আপনার সঙ্গে থাকিলে, সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে রহস্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিব।" আমি ঐ নাপিতের হস্ত হইতে

নিষ্কৃতি পাইবার মানসে তাহাকে মিষ্ট বাক্যে বলিলাম, "তুমি বাটী হইতে উত্তমপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আইস, আমি তোমার অপেক্ষায় থাকিলাম।" ইহা বলিয়া তখন তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া সত্বর বস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক বাটী হইতে বাহির হইলাম। কিন্তু দুরাত্মা নাপিত বাটী না যাইয়া পথের এক পার্শ্বে গুপ্তভাবে দাঁড়াইয়াছিল, এবং আমি বাহির হইবামাত্র আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। আমি প্রফুল্ল-চিত্তে কাজীর বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দ্বার মুক্ত রহিয়াছে। পরে আমি বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র এক বৃদ্ধা আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাকে কাজি-দুহিতার গৃহে লইয়া গেল।

অনন্তর সেই সুন্দরীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে মাত্র এমন সময়ে একটা জনরব শুনিতে পাইলাম। তাহাতে কাজি-কন্যা গবাক্ষে মুখ দিয়া দেখিলেন তাঁহার পিতা প্রত্যাগত হইতেছেন। আমিও দেখিলাম ঐ দুষ্ট নরসুন্দর সম্মুখস্থিত বাটীর দ্বারে বসিয়া আছে। তখন আমার অন্তরে দুইটী আশঙ্কা উপস্থিত হইল, প্রথমতঃ কাজি বাটীতে আসিতেছেন, দ্বিতীয়তঃ ঐ দুষ্ট নাপিত বসিয়া রহিয়াছে এবং আমার এখানে আসিবার বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। কাজি-কন্যা আমাকে ভয়ার্ত্ত দেখিয়া সাহস দিয়া বলিল," আমার পিতা এ ঘরে প্রায় প্রবেশ করেন না, যদি করেন তজ্জন্য কোন ভয় করিও না, যেহেতু আমিএখনি এমন উপায় করিয়া দিব যাহাতে তোমাকে কোন বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে না।" এই কথা শুনিয়া আমার একটা ভয় দূরীভূত হইল বটে, কিন্তু ঐ দুষ্ট নাপিতের নিমিত্ত সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্ত থাকিলাম।

পরে কাজি বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক জন ভৃত্য একটা গর্হিত কার্য্য করিয়াছে,তন্নিমিত্ত তিনি তাহাকে প্রহার করাতে সে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইহাতে নাপিত বিবেচনা করিল, কাজি আমাকেই প্রহার করিতেছেন। অতএব দুরাত্মা আমাকে অপদস্থ করিবার জন্য প্রতিবেশী ও পান্থ গণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল, " কাজি আমার প্রভুকে বধ করিতেছে, কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!" এই কথা বলিতে বলিতে সে কাজির বাটীতে উপস্থিত হইয়া দ্বার ভাঙ্গিতে উদ্যত হইল, এবং পথে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলেই অপমানজনক বাক্যপ্রয়োগ করিয়া কাজিকে তিরস্কার করিতে লাগিল। দুই সহস্র লোক আমার সহায়তা করিবার জন্য দ্বার ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া কাজি আপনি দ্বারদেশে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, " আমি তোমাদের কি করিয়াছি?" তাহাতে আমার রাগান্ধ ভৃত্যগণ কাজিকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া বলিল, " তুই আমাদের প্রভুকে হত্যা করিতেছিস্ কেন? তিনি তোর কি করিয়াছেন?"

এই কথা শুনিয়া কাজি কহিলেন, " তোমাদের প্রভু আমার কি অনিষ্ট করিয়াছেন যে, আমি তাঁহাকে হত্যা করিব। তোমরা এমন অসম্ভব কথা বলিতেছ কেন ?"তাহাতে নাপিত বলিল, "তুমি এইমাত্র তাঁহাকে প্রহার করিতেছিলে, আমি তাঁহার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইয়াছি। তোমার কন্যার সহিত আমাদের প্রভুর প্রণয় ঘটিয়াছে। তিনি এই সময়ে তোমার কুমারীর কাছে আসিয়াছেন। তুমি অবশ্যই এই গুপ্তবিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে আদেশ দিয়াছ। কাজি কহিলেন, " আমি সত্য বলিতেছি আমার বাটীতে অপর কেহ আসেন নাই এবং কাহার আসিবারও উপায় নাই, আমার কথায় যদি অপ্রত্যয় হয় বাটীর ভিতরে আসিয়া দেখিয়া যাও অনর্থক গোল করিবার কোন প্রয়োজন নাই।" ইহা শুনিয়া নরসুন্দর এবং আমার ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ বাটীর ভিতরে প্রবেশপূর্ব্বক আমাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। আমি সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইয়াছিলাম, সুতরাং লুকাইয়া থাকিবার অন্য উপযুক্ত স্থান না পাইয়া একটা সিন্দুকের ভিতরে প্রবেশ করিয়া বসিয়া রহিলাম। নাপিত সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিবার পর আমি যে গৃহে ছিলাম সেই গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সিন্দুকের ডালা খুলিল, এবং তন্মধ্যে আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র তাহা মস্তকে করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া একবারে দ্রুতগতি বাটীর বাহিরে গেল। নাপিত যখন সিন্দুক লইয়া বেগে চলিতে লাগিল, তখন অকস্মাৎ আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সিন্দুকের ডালা খুলিয়া যাওয়াতে আমি লম্ফ দিয়া পড়িলাম তাহাতে আমার একটী পদ ভগ্ন হইল। তদবধি আমি খঞ্জ হইয়া আছি। আমি লম্ফ দিয়া পড়াতে সকল লোক হাসিতে লাগিল। আমি সর্ব্বসমক্ষে এইরূপ অপমানিত হওয়ার আমার আঘাতের প্রতি লক্ষ না করিয়াই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পলাইলাম। ঐ দুরাত্মা নাপিত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আমাকে বলিতে লাগিল, "মহাশয়! দাঁড়ান, মহাশয়! দাঁড়ান, এত দ্রুত যাইতেছেন কেন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, তাহা না করিয়া এখন্ কি হইল!" এইরূপে ধূর্ত্ত নাপিত কাজির পল্লীতে আমার দুর্নাম প্রচার করিয়া দিয়াও ক্ষান্ত হইল না। নগরের সর্ব্বত্র আমার এই অখ্যাতি ঘোষণা করিবার মানসে চীৎকার করিতে করিতে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল, কোন মতেই আমার সঙ্গ ছাড়িল না। তাহাতে আমি এক পান্থনিবাসে প্রবেশ করিলাম। পান্থনিবাসাধ্যক্ষের সহিত আমার আলাপ ছিল, আমি তাহাকে বলিলাম, " ঐ পাগলটাকে এখানে আসিতে দিবেন না।" পান্থশালার কর্ত্তা আমার বাক্যে নাপিতকে দ্বারে প্রবেশ করিতে দিলেন না, তাহাতে ঐ দুষ্ট আমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছে বলিয়া, সকল পথিককে পরিচয় দিতে লাগিল।

এই প্রকারে আমি উহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যে পর্য্যন্ত আমার পায়ের বেদনা আরোগ্য না হইল, সে পর্য্যন্ত সেই শাস্ত্রনিবাসে অবস্থিতি করিলাম। তদনন্তর ঐ নাপিতের ভয়ে বোগদাদ নগর ও আত্মীয়গণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এদেশে আসিয়াছি। এমন ভরসা ছিল, এখানে ঐ নরাধমের সহিত কখনই সাক্ষাৎ হইবে না, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি এখানেও নিস্তার নাই। অতএব উহার আর মুখাবলোকন করিব না বলিয়াই এখান হইতে ব্যস্ত হইয়া যাইতেছি, এজন্য মহাশয়েরা কিছু মনে করিবেন না। এই কথা বলিয়া সেই যুবা তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল।

মহারাজ! সেই যুবা গমন করিলে পর, আমরা সকলে নাপিতকে বলিলাম, "যুবার প্রমুখাৎ যাহা শুনিলাম যদি তাহা সত্য হয় তবে তুমি নিতান্ত নিন্দার কার্য্য করিয়াছ।" নাপিত কহিল, "আপনারা যাহা শুনিলেন সকলি সত্য বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি আমি উহার উপকার করিয়াছি কি না? আমার সহায়তা ব্যতীত ঐ ব্যক্তি কি বিপদ্মুক্ত হইতে পারিত? আমার নিন্দা করা কি উহার উচিত কর্ম্ম হইয়াছে? অতএব কৃতঘ্ন লোকের উপকার করিতে নাই। ঐ যুবা ব্যক্তি বলিয়া গেল যে, আমি 'অনর্থক বাদী' এটি কেবল আমার মিথ্যা দুর্নাম করামাত্র। আমরা সাত সহোদর, সাত জনের মধ্যে আমিই অল্প কথা কহিয়া থাকি এবং আমারই বুদ্ধিশক্তি অধিক। ইহা সপ্রমাণ করণার্থ আমি আপনার এবং আমার ভ্রাতৃগণের বৃত্তান্ত শুনাইতেছি, মহাশয়েরা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

নরসুন্দরের বিবরণ।

মনস্টান্সারবিল্লা নামক সুপ্রসিদ্ধ দরিদ্রপালক ভূপতির রাজত্ব সময়ে দশ জন বিখ্যাত দস্যু বোগদাদ নগরবাসী প্রজাপুঞ্জের উপরে বহু দিনাবধি অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিত। তাহাদের ভয়ে সকলেই সদা শঙ্কিত থাকিত। রাজা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সৈন্যাধ্যক্ষকে অনুমতি করিলেন, "তুমি দস্যুবর্গকে শীঘ্র ধরিয়া আনীতে চাহ, তাহা না হইলে, তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।" সেনাপতি দস্যুগণকে ধৃত করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোক প্রেরণ করিলেন। পরে বাইরামের ভোজের দিবস দস্যুরা ধৃত হইল। যখন এই দস্যুগণ ধৃত হইয়া টাইগ্রিস্ নদীতে নৌকারোহণ করে, তখন আমি সেই তটিনীতটে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি তাহাদের উত্তম পরিচ্ছদ দেখিয়া বিবেচনা করিলাম, তাহারা পর্ব্বদিনে একত্র হইয়া আমোদার্থ জলযানে পর্য্যটন করিতে যাইতেছে। সে দিবস আনন্দে যাপন করিবার মানসে আমিও তাহাদিগের সহিত তরিতে

আরোহণ করিলাম। তখন তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া কিছুমাত্র বিবেচনা হইল না। পরে মাঝিরগণ নৌকা বাহিয়া রাজ প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলে, যখন আমরা নৌকা হইতে কূলে উঠিলাম, তখন কতকগুলি সৈন্য ঐ দশ জন দস্যুকে এবং আমাকে বন্ধন করিয়া রাজসমীপে লইয়া গেল। নির্দ্দয় পদাতিকগণ আমার কথায় কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না এই ভাবিয়া আমি নীরব হইয়া থাকিলাম, সুতরাং দস্যু সঙ্গে থাকিয়া আমিও দস্যু বলিয়া পরিগণিত হইলাম।

অনন্তর আমাদিগকে রাজ সভায় লইয়া যাইবামাত্র, রাজা দশ জন দস্যুর মস্তকচ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। জল্লাদ রাজাজ্ঞা পাইয়া আমাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান করাইল। সৌভাগ্যক্রমে আমাকে সর্ব্ব শেষে দাঁড়াইতে হইল। পরে একটী২ করিয়া দশ জনের শিরশ্ছেদ হইলে, ঘাতক পুরুষ আমার নিকটে আসিয়া ক্ষান্ত হইল। তদ্দর্শনে ভূপতি কোপান্বিত হইয়া কহিলেন, "জল্লাদ! আমি তোকে দশজনের শিরশ্ছেদ করিবার অনুমতি দিলাম, তুই নয় জনের মস্তক কাটিয়াই নিরস্ত হইলি কেন?" ঘাতক পুরুষ কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আমি প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছি, আপনি গণনা করিয়া দেখুন দশটা শব ও দশটা মাতা ভূমিতে পতিত আছে।" রাজা দশটা মাতা পড়িয়া আছে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অহে প্রাচীন! তোমাকে দেখিয়া সাধু বোধ হইতেছে, তুমি এই দুরাত্মাদের সহিত কি প্রকারে একত্রিত হইলে?" আমি উত্তর করিলাম, "মহারাজ! আমি ইহাদিগকে চোর বলিয়া জানিতাম না, উহারা পর্ব্ব উপলক্ষে আমোদ করিতে যাইতেছে এই বিবেচনায় উহাদের সঙ্গে এক নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, এবং চোরের সঙ্গে থাকিয়া চোর হইয়াছিলাম।" ভূপতি এই কথা শুনিয়া কোনক্রমে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, এবং আমি ক্রমাগত মৌনী হইয়া থাকাতে আমার বিস্তর প্রশংসা করিলেন। পরে আমি কহিলাম, "হে ধরণীপতে! অধিক কথা কহা আমার স্বভাব নহে, নতুবা প্রাণদণ্ডের সময়েও কি কেহ কখন নীরব থাকিতে পারে? আমি বিস্তর বাক্যব্যয় করি না বলিয়া, সকলে আমাকে মৌনী এই খ্যাতি দিয়াছেন এবং এই গুণের জন্যই আমি আমার আর ছয় সহোদরের অপেক্ষা অধিক প্রশংসা লাভ করিয়াছি।" তাহাতে রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি যে এই খ্যাতির যোগ্যপাত্র তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, এক্ষণে তোমার ভ্রাতারা কিরূপ লোক তাহা প্রকাশ করিয়া বল, তাহারা কি তোমার মত অল্প কথা কহে না?" আমি কহিলাম, "মহারাজ! তাহারা আমার ন্যায় পরিমিত ভাষী নহে, তাহারা অনর্থক অনেক কথা কহিয়া থাকে। এবং তাহাদের ও আমার অবয়ব বিষয়ে অনেক প্রভেদ আছে। জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা কুব্জ, দ্বিতীয় দন্তহীন, তৃতীয় অন্ধ, চতুর্থ এক চক্ষু বিহীন, পঞ্চম ছিন্নকর্ণ এবং ষষ্ঠের শশকের ন্যায় ওষ্ঠাধর। এক্ষণে আমি তাহাদের অদ্ভুত কাহিনী বলিতে ইচ্ছা করি, মহারাজের যেরূপ অনুমতি হয়? রাজা তাহাদিগের বিবরণ শ্রবণে অভিলাষ ব্যক্ত করিলে আমি নিজ সহোদরগণের বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলাম।

নরসুন্দরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা।

আমি কহিলাম, ধর্ম্মাবতার! আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জ, তাঁহার নাম বাকবৌক। তিনি দরজির কর্ম্ম করিতেন। দরজির কর্ম্ম শিক্ষা করিয়াই তিনি একখানি দোকান খুলিয়াছিলেন। কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার বিশেষ উপার্জ্জন না হওয়াতে তাঁহাকে অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হইত। তাঁহার কার্য্যালয়ের সম্মুখে ময়দা প্রস্তুত করিবার একটী কল ছিল। সেই কলের অধ্যক্ষ প্রচুর অর্থশালী ছিলেন এবং তাঁহার পরম রূপবতী এক ভার্য্যা ছিল। এক দিন আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর দোকানে বসিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যন্ত্রাধ্যক্ষের বনিতা গবাক্ষে মুখ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তদ্দর্শনে ভায়া এক কালে উন্মত্তপ্রায় হইলেন। যন্ত্রাধ্যক্ষের স্ত্রী বাকবৌকের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া গবাক্ষ দ্বার রুদ্ধ করণানন্তর প্রস্থান করিল। আমার সহোদর অনন্যকর্ম্মা হইয়া সমস্ত দিবস কেবল গবাক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিলেন। কিন্তু সে দিনে কিম্বা তৎপরদিনেও তাহার পুনর্দ্দর্শন পাইলেন না। তৃতীয় দিবসে যন্ত্রাধ্যক্ষের স্ত্রী গবাক্ষে মুখ দিয়া আমার ভ্রাতার প্রতি কটাক্ষপাত করিল। তাহাতে আমার সহোদরও তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া সুন্দরী আমার সহোদরের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাতে বিরক্ত না হইয়া কৌতুক করিবার মানসে হাস্য বদনে পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, পরে গবাক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্তর্হিতা হইল। হতভাগ্য ভ্রাতা বাকবৌক ঐ রমণীর এই ভাব দেখিয়া মনে করিলেন, সে তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুন্দরী আপনার এক প্রস্থ পোশাক প্রস্তুত করণার্থ এক দাসীর দ্বারা জরির বুটাদার বস্ত্র আমার ভ্রাতার দোকানে প্রেরণ করিল, এবং আরও অনেক কার্য্য তাঁহাকে করিতে দিবে ইহাও বলিয়া পাঠাইল। তাহাতে ভ্রাতা নিশ্চয় করিলেন, যন্ত্রাধ্যক্ষের স্ত্রী তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগিণী হইয়াছেন এবং তন্নিমিত্তই তাঁহাকে পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে দিয়াছেন। তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়া দাসীর দ্বারা সুন্দরীর নিকটে বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে এই পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিব, কল্য প্রাতে ইহা প্রাপ্ত হইবে।"

পর দিবস প্রত্যুষে দাসী দোকানে আসিলে, বাকবৌক তাহার হস্তে পোশাক প্রদান করিয়া কহিলেন, "আমি অদ্যাবধি তোমার ঠাকুরাণীর সমস্ত পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিব।" পরে দাসী পরিচ্ছদ গ্রহণপূর্ব্বক বেয়দ্দূরে গিয়া তথা হৈতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে বিরলে বলিল, "আমার ঠাকুরাণী তোমার জন্য সাতিশয় চঞ্চলচিত্তা হইয়া গত রাত্রি নিদ্রা যান নাই, এবং তুমি কি রূপে নিশি যাপন করিয়াছ তাহা জানিতে চাহিয়াছেন।" অবোধ ভ্রাতা উত্তর করিলেন, "আমি তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণীর প্রেমে এমনি আবদ্ধ হইয়াছি যে, গত চারি রাত্রির মধ্যে একবারও নেত্র নিমীলন করিতে পারি নাই।"

দাসী তখন চলিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই এক খণ্ড শাটিন বস্ত্র আনীয়া ভ্রাতাকে দিয়া কহিল, "ইহাতে অদ্যই একটা কামিজ প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে, তাহা না হইলে, তিনি সেই পোশাকটি ব্যবহার করিতে পারিবেন না" তাহাতে ভ্রাতা কহিলেন, "সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ইহা প্রস্তুত হইবে।" পরে সন্ধ্যার সময়ে দাসী আসিয়া কামিজ লইয়া গেল, কিন্তু ভায়ার পরিশ্রমের কিছুই পুরস্কার করিল না। ভায়া বিনা বেতনে এইরূপ পরিশ্রম করিয়া সমস্ত দিবস উপবাসী রহিলেন, পরে রাত্রি হইলে, কি করেন, ঋণ করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিলেন।

পর দিবস প্রভাতে ভ্রাতা কার্য্যালয়ে আসিয়া বসিলে, দাসী আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "তুমি যে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছ কর্ত্তা মহাশয় তাহা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তিনি তোমাকে নিজ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে দিবেন বলিয়া তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইবা যাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন।" দাসীর প্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণে বাকবৌক যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকট গমন করিলেন। যন্ত্রাধ্যক্ষ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া তাঁহাকে এক থান বস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "এই কাপড় লইয়া কুড়িটা কামিজ প্রস্তুত কর।" ভায়া পাঁচ ছয় দিন অনবরত পরিশ্রম করিয়া তাহা প্রস্তুত করিলেন। ঐ সমস্ত প্রস্তুত করা হইলে, যন্ত্রাধ্যক্ষ কুড়িটা পাজামা প্রস্তুত করাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে আর এক থান বস্ত্র দিলেন। এবং তাহা প্রস্তুত করা হইলে যন্ত্রাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পরিশ্রমের বেতন কত দিতে হইবে?" বাকবৌক কহিলেন, "যদি বিংশতি মুদ্রা দেন তাহা হইলে আমি তুষ্ট হই" তাহাতে যন্ত্রাধ্যক্ষ ভায়ার প্রার্থিত টাকা দিতে প্রস্তুত হইলে, দাসী তাহার ঠাকুরাণীর পরামর্শানুসারে ভ্রাতার প্রতি কোপদৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে টাকা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিল। ভ্রাতা সেই কুহকে ভুলিয়া গিয়া কিছুই লইলেন না বটে, কিন্তু তখন তাঁহার টাকার এমনি আবশ্যক যে সূত্র ক্রয় করিবারও সঙ্গতি ছিল না। বাকবৌক রিক্ত-হস্তে

অধ্যক্ষের নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন। পরে জঠরানল নিবারণার্থ আমার নিকটে আসিলে, আমি তাঁহাকে কয়েকটী পয়সা দিলাম তদ্দ্বারা কয়েক দিবস জীবন ধারণ করিলেন। পরে ভ্রাতা আর একদিন টাকার জন্য যন্ত্রাধ্যক্ষের নিকটে গেলেন, সে দিনও দাসী ইঙ্গিত করাতে কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তখন তাঁহার তিন প্রকার জ্বালা উপস্থিত হইল প্রেমানল, জঠরানল এবং চিন্তানল, তাহাতে তাঁহার দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না। যন্ত্রাধ্যক্ষের রমণী আমার ভ্রাতাকে এইরূপ প্রতারণা করিয়াই নিরস্ত হইল না। ভ্রাতা তাহার প্রেমাভিলাষী হইয়া ছিলেন বলিয়া সে তাঁহাকে সমুচিত প্রতিফল দিবার নিমিত্ত স্বামীকে বলিয়া দিল এবং যেরূপে তাহারা স্ত্রী পুরুষে তাঁহাকে শাস্তি দিয়াছিল এক্ষণে তাহা শ্রবণ করুন।

যন্ত্রাধ্যক্ষ এক দিবস রাত্রে বাকবৌককে নিমন্ত্রণ করিয়া যৎসামান্য আহার করাইয়া বলিলেন,"ভ্রাতঃ! অধিক রাত্রি হইয়াছে অতএব গৃহে না গিয়া অদ্য এই খানেই অবস্থিতি কর।" ইহা বলিয়া কলঘরে একটা শয্যাতে তাঁহাকে শয়ন করিতে দিয়া আপনি পত্নীর সহিত শয়নাগারে গমন করিলেন। পরে রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে উঠিয়া আমার ভ্রাতার কাছে আসিয়া বলিলেন, "অহে মিত্র! তুমি কি নিদ্রাগত আছ? অদ্য আমার বলদটার পীড়া হইয়াছে, ময়দার অত্যন্ত প্রয়োজন, তাহা রাত্রে প্রস্তুত করিতেই হইবে, অতএব তুমি যদি একবার কলটা ঘরাও, তাহা হইলে আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করা হয়।" বাকবৌক কহিলেন," কিপ্রকারে কল ঘরাইতে হয় আমাকে দেখাইয়া দিলে, আমি তোমার এই উপকার করিতে প্রস্তুত আছি।" তখন যন্ত্রাধ্যক্ষ তাঁহাকে বলদের মতন বন্ধন করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠ দেশে বেত্রাঘাত করত বলিলেন," চল ভাই চল।" ভ্রাতা কহিলেন, "আমাকে প্রহার করেন কেন?" যন্ত্রাধ্যক্ষ কহিলেন, " বলদের পৃষ্ঠে প্রহার না করিলে বলদ দ্রুত যায় না।" এই কথা শুনিয়া বাকবৌক অবাক্ হইলেন, কিন্তু কোন উপায় না দেখিয়া পাঁচ ছয় পাক ঘুরিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন যন্ত্রাধ্যক্ষ তাঁহাকে বারম্বার কশাঘাত করিয়া বলিলেন, " আচ্ছা ভাই! ভাল ভাল, ক্রমাগত টান, একবারও থামিও না, থামিলে কল নষ্ট হইবে।" এই প্রকারে যন্ত্রাধ্যক্ষ আমার ভ্রাতাকে সমস্ত রাত্রি কল টানাইয়া, প্রত্যূষে তাঁহাকে তদবস্থ রাখিয়া আপন গৃহিণীর নিকটে গমন করিলেন। ভ্রাতা সেই ভাবে অনেক ক্ষণ বদ্ধ থাকিলে পর, দাসী আসিয়া তাঁহার বন্ধন খুলিয়া দিয়া বলিল, " আহা! তোমার এ দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী যৎপরোনাস্তি পরিতাপিতা হইয়াছেন, কর্ত্তামহাশয়ের কি অবিবেচনা। আমরা ইহার কিছুই জানিতাম না।" হতভাগ্য বাকবৌক সমস্ত রাত্রির পরিশ্রমে ও প্রহারে অত্যন্ত

ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সুতরাং প্রত্যুত্তর না দিয়া জীবন্মৃত হইয়া আপনার আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন এবং যন্ত্রাধ্যক্ষের বনিতাকে আর মনোমধ্যে স্থান দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন।

নরসুন্দর কহিল, রাজা এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে অন্যান্য সহোদরগণের বৃত্তান্ত বলিতে আদেশ করাতে আমি দ্বিতীয় সহোদরের বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলাম।

নরসুন্দরের দ্বিতীয় ভ্রাতার কথা।

মহারাজ! আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার নাম বাকবারা। তিনি দন্তবিহীন ছিলেন। এক দিবস যৎকালে তিনি নগর পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোক তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, "অহে পান্থ! তুমি একবার দণ্ডায়মান হও একটা বিশেষ কথা বলিব।" ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা?" প্রাচীনা বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা কর? আমি তোমাকে এক রমণীয় অট্টালিকাতে লইয়া যাইব, তথায় এক তরুণী আছেন, তাঁহার রূপের নিকটে সূর্য্যপ্রভাও মলিন বোধ হয়। তিনি তোমাকে পাইলে যথেষ্ট সমাদর করিবেন, তুমিও তাঁহার সহিত আমোদ প্রমোদে মহাসুখী হইতে পারিবে। তাহাতে সহোদর বলিলেন, "তুমি কি সত্য বলিতেছ? না রহস্য করিতেছ?" প্রবীণা বলিল, "তোমাকে যাহা বলিলাম সকলি সত্য, যদি আমার সঙ্গে সে স্থানে যাইতে চাও তবে তোমাকে যাহা শিখাইয়া দিতেছি, সেই মত কার্য্য করিও। যুবতীর সাক্ষাতে অধিক বাক্যব্যয় করিও না, তিনি যাহা করিতে বলিবেন তাহা তৎক্ষণাৎ করিবে, নতুবা তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না।"

ভ্রাতা বৃদ্ধার কথায় সম্মত হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া প্রাচীনা এক সুরম্য অট্টালিকার দ্বারে উপনীত হইলে, দ্বারপাল তাহাকে দ্বার ছাড়িয়া দিল, কিন্তু ভ্রাতাকে যাইতে দিল না। অনন্তর বৃদ্ধা দ্বারপালের অনেক খোসামোদ করাতে সে ভায়াকেও বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিল। প্রাচীনা অট্টালিকার মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া ভ্রাতাকে বলিল, "পূর্ব্বকথা যেন বিস্মৃত হইও না, আমার ঠাকুরাণী নম্র স্বভাব দেখিলেই অতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া থাকেন, অতএব তোমার নম্র স্বভাবে যদি তাঁহাকে পরিতুষ্টা করিতে পার, তবে অনায়াসেই তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।" ভ্রাতাও বৃদ্ধার কথানুসারে কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

বাকবাক একটী মনোহর গৃহে বসিয়া আহার করিতেছে এবং তাহার দুই পার্শ্বে কতিপয় রমণী নৃত্য করিতেছে।

অনন্তর প্রাচীনা ভায়াকে একটা মনোহর গৃহের মধ্যে লইয়া গেল। ভ্রাতা ঐ গৃহের সৌন্দর্য্য দর্শনে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আপনাকে মহাসৌভাগ্যশালী বিবেচনা করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী এক রমণী কতিপয় দাসী সমভিব্যাহারে সহাস্যবদনে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ভ্রাতা কামিনীর সঙ্গে বিরলে কথোপকথন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আশায় বঞ্চিত হইলেন, যেহেতু কামিনীকে একাকিনী দেখিতে পাইলেন না। রমণী আসিয়া বসিবা-মাত্র ভ্রাতা তাহাকে নমস্কার করিলেন। যুবতী তাঁহাকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া কহিল, "তোমাকে দর্শন করিয়া পরম আপ্যায়িত হইলাম" ভায়া কহিলেন, 'তোমার সংসর্গে থাকিতে আমার নিতান্ত বাসনা।" রমণী উত্তর করিল, "তোমার কথার ভাবে বুঝা যাইতেছে তোমার সহবাসে আমরাও সুখানুভব করিতে পারিব।" অনন্তর তাঁহাকে সুচারুরূপে ভোজন পান করাইল। পরে সঙ্গিনীগণকে গান বাদ্য করিতে ইঙ্গিত করাতে, তাহারা বাদ্য যন্ত্রাদিসহকারে গান করণানন্তর নৃত্য করিতে লাগিল। তরুণীও তাহাদের সঙ্গে নৃত্য করিতে প্রবৃত্তা হইল। নৃত্য শেষ হইলে, যুবতী ভ্রাতার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহাকে দন্তহীন দেখিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ক্রমে চিমটি কাটিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কর্ণমূলে এমনি একটা মুষ্ট্যাঘাত করিল যে, তাহাতে ভায়া ক্রোধান্বিত

হইয়া তৎক্ষণাৎ সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। তখন বৃদ্ধা ইঙ্গিত করিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দিলে, ভ্রাতা ক্ষান্ত হইয়া পুনর্ব্বার বসিলেন। পরে সকলে গোলাপ ও চন্দনে তাঁহার অঙ্গ স্নিগ্ধ করিয়া দিল। তাহাতে তিনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর যুবতী একজন দাসীকে ডাকিয়া কহিল, "এক্ষণে ইহাকে লইয়া যাহা করিতে হয় কর।" তখন বৃদ্ধাও ঐ দাসীর সহিত উঠিয়া চলিল। বাকবারা তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র হইয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা আমাকে লইয়া কি করিবে?" বৃদ্ধা বলিল, "তোমারে স্ত্রীবেশ করিয়া দিলে কেমন দেখায় তাহা দেখিতে ঠাকুরাণীর একান্ত মানস হইয়াছে, অতএব তোমার গোঁপ কামাইয়া, ভ্রূতে রঙ্গ মাখাইয়া স্ত্রীবেশ করিয়া দিয়া তোমাকে এখানে আনীতে আজ্ঞা দিয়াছেন।" বাকবারা কহিলেন, "আমার ভ্রূতে রঙ্গ দিতে হয় দাও তাহাতে হানি নাই, যেহেতু তাহা ধৌত করিতে পারিব, কিন্তু গোঁপ কামান হইবে না। গোঁপ ফেলিয়া আমি কি প্রকারে লোকালয়ে মুখ দেখাইব।" প্রবীণা কহিল, "তুমি কি একটা সামান্য গোঁপের নিমিত্ত সুখসম্ভোগের এমন সুযোগ নষ্ট করিবে, ঠাকুরাণী তোমাকে সুখী করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন, তিনি যাহাতে তুষ্ট হয়েন তাহার অন্যথা করা অনুচিত।" বাকবারা বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া নীরব হইলে, দাসীরা তাঁহাকে একটা ঘরে লইয়া গিয়া ভ্রূতে রঙ্গ দিয়া গোঁপ কাটিয়া দিল এবং দাড়ি কামাইতে চেষ্টা করিল। তখন আমার সহোদর তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন, "আমি দাড়ি কামাইতে দিব না।" দাসী বলিল, "দাড়ি না ফেলিলে, স্ত্রীবেশ কিপ্রকারে হইবে?" বৃদ্ধা কহিল, "ইহা না করিলে তুমি আশায় বঞ্চিত হইবে।" তখন ভায়া কি করেন অগত্যা দাড়ি কামাইতে দিলেন। পরে কামিনীবেশে তাঁহাকে কামিনী সভায় আনয়ন করিলে কর্ত্রী তদ্দর্শনে হাসিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গিনীরাও হাসিতে হাসিতে করতালি দিতে লাগিল। তখন ভায়ার মুখে আর বাক্য নিঃসরণ হইল না। পরে কর্ত্রী গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে বলিল, "তুমি আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ বলিয়া আমি তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিয়াছি। এক্ষণে আমাদের সঙ্গে তোমাকে নৃত্য করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া ভায়া তৎক্ষণাৎ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। নারীগণ তাঁহার নৃত্য দর্শনে হাসিতে লাগিল, এবং মহা আমোদে কেহ চড় কেহ কিল মারিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। প্রাচীনা তাঁহার কাছে আগমনপূর্ব্বক কানে কানে বলিল, "তোমার যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে, তুমি অতিশীঘ্রই সহিষ্ণুতার পুরস্কার পাইবে।" আমি আর একটী পরামর্শ দিতেছি তোমাকে সেইরূপ করিতে হইবে। ঠাকুরাণীর এই একটা নিয়ম আছে যাঁহারা তাঁহার সহিত প্রেমালাপ করিতে

চাহেন তাহাদিগকে সমস্ত বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবল একটী কামিজ পরিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে হয়। তাহাতে ঠাকুরাণী পলায়ন করিয়া গৃহ মধ্যে দৌড়িয়া বেড়ান এবং সহসা ধরা দেন না। যাহারা তৎকালে দৌড়িয়া তাঁহাকে ধরিতে পারেন তদ্দণ্ডেই তাঁহাদের কামনা পূর্ণ হয়, অতএব অবিলম্বে বস্ত্র ত্যাগ কর। অবোধ ভ্রাতা তাহাতে সম্মত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিবস্ত্র হইয়া পড়িলেন। কামিনীও সমস্ত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া কেবল পাজামা ও কাঁচলিতে অঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিল। এবং তদনন্তর দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। ভ্রাতা তাহাকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াও ধরিতে পারিলেন না। যুবতী দৌড়িতে দৌড়িতে একটা অন্ধকার পথ দিয়া অপর এক ঘরে প্রবেশ করিল। বাকবারা অন্ধকারে পতিত হইয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। এইরূপ কিয়দ্দূর যাইয়া হঠাৎ একটা আলো দেখিতে পাইয়া যেমন তিনি তদভিমুখে ধাবমান হইলেন অমনি রাজপথে বহির্গত হইয়া পড়িলেন, এবং পশ্চাৎ হইতে বাটীর দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। ভায়ার এইরূপ কদাকার বেশ দর্শনে পান্থগণ আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে একটা গর্দ্দভের উপরে চড়াইয়া তাঁহার প্রতি অনেক অত্যাচার করিল। পরে যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ভোগ করিয়া আমার ভ্রাতা বিষণ্ণচিত্তে স্ব গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

অতঃপর কহিলাম, হে পৃথিবীনাথ! এক্ষণে আপনি আমার তৃতীয় সহোদরের কথা শ্রবণ করুন।

নরসুন্দরের তৃতীয় ভ্রাতার কথা।

নরসুন্দর কহিল, মহারাজ! বাকবাক নামক আমার তৃতীয় সহোদর জন্মান্ধ ছিলেন। তিনি দারিদ্র্য বশতঃ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অতি-কষ্টে উদর পূরণ করিতেন। কিন্তু তাঁহার এই নিয়ম ছিল ভিক্ষা করিতে গিয়া গৃহস্থের দ্বারে আঘাত করিতেন, দ্বার মুক্ত করিবার পূর্ব্বে গৃহ হইতে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে কখনই তাহার উত্তর প্রদান করিতেন না। এক দিবস ভ্রাতা এক গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন তাহাতে "কে দ্বারাঘাত করিতেছে?" এই কথা বলিয়া গৃহী বাটীর ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেও ভ্রাতা কোন উত্তর না দিয়া অনবরত দ্বার ঠেলিতে লাগিলেন। গৃহস্বামী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর না পাইয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং উপর হইতে নীচে আগমনপূর্ব্বক দ্বার মুক্ত করিয়া ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে, কি চাহ?" বাকবাক কহিলেন, "আমি জন্মান্ধ, কিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাহি।" গৃহী বলিল, "তুমি আমার হস্তধারণপূর্ব্বক ভিতরে আইস।" ভ্রাতা কিছু পাইবার প্রত্যাশায় তদীয় হস্তধারণপূর্ব্বক চলিলেন। কিন্তু গৃহী

তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে উঠিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাহ ?" ভ্রাতা কহিলেন, "আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি কিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাহি।" গৃহস্বামী বলিল, "হে অন্ধ! আমি তোমাকে আর কি দিব, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি তোমার দিব্য চক্ষু হউক।" ভ্রাতা কহিলেন," আমাকে দ্বারদেশে এই কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত ছিল, উপরে আনীয়া কেন অকারণ কষ্ট দিলেন ?" গৃহস্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "তুই এখান হইতে দূর হইয়া যা।" অন্ধ কহিলেন, "আমাকে নীচে নামাইয়া না দিলে আমি যাইতে পারিব না।" গৃহী কহিল," সিড়ি দিয়া আপনি নীচে নামিয়া প্রস্থান কর।" ভ্রাতা নিরুপায় হইয়া অগত্যা সোপান দিয়া নামিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে দৈবাৎ তাঁহার পদস্খলন হইল, তাহাতে তিনি সিড়ি দিয়া গড়াইতে গড়াইতে নীচে পড়িয়া গিয়া মস্তক ও পৃষ্ঠে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন। পাপাত্মা গৃহী তদ্দৃষ্টে হাসিতে লাগিল। অনন্তর ভ্রাতা বাটীর বাহিরে আসিয়া গৃহস্বামীকে অভিসম্পাত করিতে করিতে আর দুই জন অন্ধ সহচরের সহিত চলিয়া গেলেন।

ভ্রাতা ভিক্ষার আশয়ে যাহার বাটীতে গিয়াছিলেন, সে একজন দস্যু। সে অতি শীঘ্র নীচে আসিয়া অন্ধদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কিয়দ্দূর গমনের পর অন্ধেরা একটা বাটীতে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে, ইতিমধ্যে দস্যুও অন্ধদিগের অজ্ঞাতসারে ঐ বাটীতে প্রবেশ করিল। পরে অন্ধেরা একত্র হইয়া আপনাদের ধনের বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। বাকবাক কহিল, 'হে ভ্রাতৃদ্বয়! আমরা তিনজনে যে অর্থোপার্জ্জন করিয়াছি তাহা আমি অত্যন্ত যত্নে রাখিয়া দিয়াছি। এক্ষণে সর্ব্বসমেত আমাদের দশ সহস্র মুদ্রা হইয়াছে। ঐ দশ সহস্র মুদ্রা দশটা তোড়াতে রাখিয়াছি। তোমাদের অজ্ঞাতসারে আমি একটী মুদ্রাতেও হস্তক্ষেপ করি না।" ইহা বলিয়া কতকগুলা জঞ্জালের মধ্য হইতে একে একে দশটা তোড়া বাহির করিয়া আনীয়া সঙ্গী অন্ধদ্বয়কে বলিল,"তোমরা হস্তদ্বারা তোড়া তুলিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, প্রত্যেক তোড়াতে সম্পূর্ণ সহস্র মুদ্রা আছে কিনা। তাহাতে যদি বিশ্বাস না হয় তবে একটী একটী করিয়া সমস্ত মুদ্রা গণনা কর।" অপর দুই অন্ধ কহিল, "আর গণনা করিবার প্রয়োজন নাই আমরা তোমাকে অপ্রত্যয় করি না।" পরে একটা তোড়া খুলিয়া ঐ তিন জনের প্রত্যেকে দশ দশ মুদ্রা বাহির করিয়া লইল। তৎপরে তোড়া গুলি যথাস্থানে রাখিয়া এক জন অন্ধ বলিল, "অদ্য কোন খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিবার প্রয়োজন নাই। আমি ভিক্ষা করিয়া যে খাদ্য সামগ্রী আনীয়াছি তাহাতে তিন জনেরই পর্য্যাপ্ত হইবে।" এই কথা বলিয়া ঝুলি হইতে রুটি, পনির এবং ফল মূল বাহির করিয়া তিন

জনেই ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। দস্যু লোভসম্বরণ করিতে না পারিয়া তন্মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্য আহার করিতে লাগিল, কিন্তু ভোজন সময়ে তাহার মুখের শব্দ শুনিতে পাইয়া আমার ভ্রাতা চীৎকার করিয়া বলিল, "ভ্রাতৃদ্বয়! সর্ব্বনাশ হইয়াছে আমাদের মধ্যে নূতন এক ব্যক্তি আসিয়াছে।" এই কথা বলিয়া হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক দস্যুকে ধরিয়া চোর চোর বলিয়া তাহাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্য দুই অন্ধও আমার ভ্রাতার সহায়তা করিল। দস্যুও প্রাণপণে আপনাকে রক্ষা করিয়া চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। প্রতিবাসিগণ এই গোলযোগ শুনিয়া দ্বার ভগ্ন করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদিগকে পৃথক করিয়া বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে আমার ভ্রাতা বলিলেন, "ভদ্রলোকগণ। যাহাকে আমি ধরিয়া আছি এ ব্যক্তি চোর। আমাদের সঙ্গে গোপনে বাটীতে প্রবেশ করিয়া আমাদের সঞ্চিত অর্থ অপহরণ করিবার মানস করিয়াছে।" চোর প্রতিবাসিগণের আগমনে ছলপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধপ্রায় হইয়া বলিল," হে প্রতিবাসি বৃন্দ! এব্যক্তি মিথ্যাবাদী। আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি আমি ইহাদের একজন সঙ্গী. ইহারা আমাকে আমার প্রাপ্য অংশে বঞ্চিত করিবার জন্য এরূপ ঘোষণা করিতেছে. হে মহাশয়গণ! আপনারা ইহার বিচার করুন।" প্রতিবাসীরা অন্ধদিগের বিবাদ ভঞ্জনে অসম্মত হইয়া তাহাদিগের চারিজনকেই বিচারপতির সমীপে লইয়া গেল।

তাহারা সকলেই বিচারালয়ে নীত হইলে, দস্যু অন্ধের ন্যায় নয়ন মুদিত করিয়া বলিতে লাগিল "হে বিচারপতে! রাজ্যাধীশ্বর আপনাকে বিচারকের পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। আমরা চারি জনেই সমদোষী। আমরা পরস্পর সত্য করিয়াছি আমাদের দোষের কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিব না, তবে পীড়ন করিলে, অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া বিচারপতি তাহাকে প্রহার করিতে অনুজ্ঞা দিলেন। দস্যু বিশ ত্রিশ বার বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া, আর সহ্য করিতে পারে না এরূপ ভঙ্গি দর্শাইয়া ক্রমে ক্রমে চক্ষুঃ উন্মীলনপূর্ব্বক বলিল, "বিচার পতির দোহাই আর প্রহার সহ্য করিতে পারি না, অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রহার করিতে নিবারণ করুন।" বিচারক ঐ অন্ধকে চক্ষুঃ উন্মীলন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "রে দুরাত্মন! এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের কারণ কি?" দস্যু বলিল, "হে ধর্ম্মাবতার! যদি আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে আমি আপনকার সাক্ষাতে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলি।" বিচারক দস্যুকে ক্ষমা করিবেন ইহা স্বীকার করিলে পর, দস্যু বলিল, "মহাশয়! ফলতঃ আমরা কেহই অন্ধ নহি, কেবল ছল করিয়া অন্ধের ন্যায় নগরে২ ভ্রমণ

করিয়া থাকি। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা অনায়াসে ভদ্রলোক এবং সম্ভ্রান্তা মহিলাকুলের বাটীতে গিয়া অবলীলাক্রমে তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে পারিব। এই উপায় দ্বারা আমরা দশ সহস্রমুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছি। অদ্য আমি এই সঙ্গিগণের নিকট আমার অংশের ২৫০০ মুদ্রা চাহিয়াছিলাম, তাহাতে ইহারা আমার প্রাপ্য অংশ দিতে স্বীকার করিল না, এবং পাছে এই সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার বিবরণ প্রকাশ করি, এই ভয়ে ইহারা তিন জনে একত্র হইয়া আমাকে মারিয়া আমার হাড় গুঁড়া করিয়াছে, প্রতিবাসিগণ সমস্ত দেখিয়াছেন। এক্ষণে যাহাতে আমি নিজপ্রাপ্য অংশ প্রাপ্ত হই আপনি তাহার কোন উপায় করিয়া দিউন। আর ইহারা তিন জনে বাস্তবিক অন্ধ কি না ইহাদিগকে প্রহার করিতে অনুমতি করিলেই, তাহা জানিতে পারিবেন।"

আমার ভ্রাতা এবং তাঁহার সঙ্গিদ্বয় অনেক অনুনয় করিয়া বিচারককে বুঝাইয়া বলিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া সেই প্রতারক দস্যুর প্রতারণা বাক্যে ভুলিয়া গিয়া তাহাদিগের প্রত্যেককে দুই শত বেত্রাঘাত করিতে আজ্ঞা দিলেন। প্রহারকালে দস্যু তাহাদিগকে বলিতে লাগিল, "ওরে নির্ব্বোধেরা, এখনও চক্ষুঃ উন্মীলন কর্। কেন নিরর্থক এত প্রহার সহ্য করিতেছিস্।" পরে বিচারপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয়! ইহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছে কোন মতেই নেত্রে ন্মীলন করিবে না। অতএব ইহাদিগকে আর প্রহার করাতে কোন ফলোদয় হইবে না। আমার সঙ্গে কোন ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিউন আমি গুপ্তস্থান হইতে দশ সহস্র মুদ্রা আনীয়া আপনকার নিকট উপস্থিত করিতেছি।" ইহা শুনিয়া বিচারপতি তাহার সহিত এক জন ভৃত্য প্রেরণ করিলেন। দস্যু, ভৃত্য সমভিব্যাহারে অন্ধদের আলয়ে গিয়া, তথা হইতে দশ সহস্র মুদ্রা আনীয়া উপস্থিত করিল। বিচারক দস্যুকে ২৫০০ মুদ্রা প্রদান করিয়া অবশিষ্ট আপনি লইলেন এবং আমার ভ্রাতাকে ও তাঁহার সঙ্গিদ্বয়কে দেশান্তরিত করিয়া দিলেন। আমি ভায়ার এই বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইলাম এবং সংগোপনে তাঁহাকে নগরে আনীয়া রাখিলাম।

পরে আমি রাজানুমতি পাইয়া এইরূপে আমার চতুর্থ সহোদরের বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলাম।

নরসুন্দরের চতুর্থ ভ্রাতার কথা।

মহারাজ! আমার চতুর্থ সহোদরের নাম আলকৌজ, তাঁহার এক চক্ষুঃ অন্ধ। যে রূপে তাঁহার ঐ চক্ষুঃ নষ্ট হয়, তাহা পরে ব্যক্ত করিব।

আলকৌজ এক জন মাংস বিক্রেতা ছিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল। এক দিন তাঁহার দোকানে শ্বেতশ্মশ্রুযুক্ত এক বৃদ্ধ মনুষ্য আগমনপূর্ব্বক তিন সের উত্তম মাংস ক্রয় করিয়া তাঁহাকে কতিপয় উজ্জ্বল মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক চলিয়া গেল। ভ্রাতা কয়েকটি উত্তম মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তাহা সিন্দুকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দিলেন। ঐ প্রাচীন ক্রমাগত পাঁচ মাস প্রত্যহ মাংস লইয়া সেইরূপ মুদ্রা দিতে লাগিল, এবং ভায়াও সেই সমস্ত মুদ্রা সেইরূপ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে আরম্ভ করিলেন। পাঁচ মাসের পর ভ্রাতা কতকগুলি মেষ ক্রয় করিয়া তম্মূল্য দিবার জন্য বৃদ্ধপ্রদত্ত মুদ্রার সিন্দুক খুলিয়া দেখিলেন, মুদ্রা নাই, কেবল কতকগুলা মুদ্রাকারের পাতা পড়িয়া আছে। তাহাতে ভায়া বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং ক্রোধভরে বলিলেন, "সেই প্রাচীন ভণ্ড প্রতারক যদি পুনর্ব্বার একবার আমার নিকট আইসে তাহা হইলে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিব।" এই কথা বলিবামাত্র দেখিতে পাইলেন সেই প্রাচীন আসিতেছে। দূর হইতে বৃদ্ধকে দেখিয়াই দ্রুত গমনে তাহার হস্ত ধরিয়া "তুই আমাকে প্রতারণা করিয়াছিস" এই কথা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার চীৎকারে অনেক লোক একত্র হইলে, তিনি তাহাদিগকে সমুদায় বিবরণ অবগত করাইলেন। প্রাচীন বলিল, "আমার হস্ত ছাড়িয়া দাও, আমাকে অসম্ভ্রম করিও না। আমার অপমান করিলে, আমিও তোমার অপমান করিতে ক্রটি করিব না।" আলকৌজ বলিলেন, "তুই আমার কি করিবি, আমি তোর ত কিছুই করি নাই।" তখন বৃদ্ধ পান্থগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক ক্রোধ ভরে বলিল "হে ভদ্র মহাশয়গণ! এই ব্যক্তি মেষমাংস বিক্রয়চ্ছলে নরমাংস বিক্রয় করে, যদি আমার কথায় অবিশ্বাস হয়, তবে আমার সঙ্গে ইহার দোকানে আসুন, তথায় দেখাইয়া দিব একটা মনুষ্য হত্যা করিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।" আলকৌজ ইতিপূর্ব্বে একটা মেষ চ্ছেদনপূর্ব্বক নিশ্চর্ম্ম করিয়া বিক্রয়ার্থ দোকানে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন। পান্থগণ বৃদ্ধের কথায় সন্দিহান হইয়া ভ্রাতাকে লইয়া তাঁহার পণ্যশালায় উপস্থিত হইয়া দেখিল যথার্থই একটা ছিন্নমস্তক মনুষ্য দোলায়মান আছে। ঐ বৃদ্ধ যাদু বিদ্যা জানিত, যাদুবিদ্যা প্রভাবে সে দর্শকগণের ঐ রূপ দৃষ্টিভ্রম জন্মাইয়াছিল। মানব দেহ দেখিয়া এক জন পথিক ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতার কর্ণমূলে মুষ্ট্যাঘাত করিল এবং প্রাচীনও এরূপ এক চপেটাঘাত করিল যে, তাহাতে আমার ভ্রাতার একটী চক্ষু বাহির হইয়া পড়িল। অন্যান্য ব্যক্তিগণও চড় চাপড় লাথি কীল মারিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে, সকলে সেই শব সহিত তাঁহাকে বিচারালয়ে লইয়া গেল। ভায়া বৃদ্ধের প্রতারণার বিষয় উল্লেখ করিলেন, কিন্তু বিচারপতি তাঁহার কথায় কর্ণপাত না

করিয়া, পথিকদিগের [illegible]নুসারে তাহাকেই প্রবঞ্চক বিবেচনা করিয়া, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে পাঁচ শত বেত্র প্রহার করাইয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

ভায়া এইরূপ অকারণ দণ্ডভোগ করণানন্তর কোন গুপ্ত স্থানে থাকিয়া পৃষ্ঠের ক্ষত সকল ঔষধ দ্বারা আরোগ্য হইলে, অন্য এক অপরিচিত নগরে উপনীত হইয়া তথায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এক দিবস, তিনি নগর ভ্রমণে গমন করিয়া নগরের প্রান্তভাগে দেখি-লেন, একদল অশ্বারোহী তাঁহার অভিমুখে দ্রুতবেগে আসিতেছে। তাহাতে তাঁহাকেই ধরিতে আসিতেছে এমন বিবেচনা করিয়া ভায়া নিকটবর্ত্তী একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার রুদ্ধ করণানন্তর প্রাঙ্গণে যাইবামাত্র ভবনস্থ দুই জন দাস তাঁহার গ্রীবাধারণপূর্ব্বক বলিল, "পরমেশ্বরের কি অপার মহিমা, তুই স্বয়ং আসিয়া আমাদিগকে ধরা দিলি, ভালই হইয়াছে তোর জ্বালায় আমরা গত তিন রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারি নাই।" ভায়া এই কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, "হে ভাতৃগণ! তোমাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেছি না, বোধ করি, তোমরা ভ্রমপ্রযুক্ত আমাকে অন্য একব্যক্তি ভাবিতেছ।" ভৃত্যেরা কহিল, "তুই এবং তোর সঙ্গিগণ আমাদের প্রভুর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাঁহাকে ভিক্ষুকের দশাগ্রস্ত করিয়াছিস্ তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া আবার তাঁহার জীবন সংহার করিতেও মানস করিয়াছিলি। তুই গত রাত্রে যে অস্ত্র আমাদের প্রতি চালাইতে উদ্যত হইয়াছিলি সেই অস্ত্র অবশ্যই তোর বস্ত্র মধ্যে আচ্ছা-দিত আছে।" এই কথা বলিয়া তাঁহার বস্ত্র খুঁজিতে খুঁজিতে একখান ছুরিকা দেখিয়া চীৎকারপূর্ব্বক কহিল, "ওরে বেটা তবে নাকি তুই সাধু পুরুষ?" পরে তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিতে করিতে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বেত্রের চিহ্ন দেখিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিল "তুই নিশ্চয় চোর, পূর্ব্বে আর একবার চোরের শাস্তি পাইয়াছিস্।"

পরে ভৃত্যেরা তাঁহাকে কাজির সমীপে লইয়া গেলে, কাজি সমস্ত বিবরণ শুনিয়া বলিলেন, 'ওরে পাপিষ্ঠ! তুই ইহাদের বাটীতে গিয়া অস্ত্র দ্বারা ইহাদিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিলি, তোর এ সামান্য সাহস নহে।" ভায়া কহিলেন, "মহাশয়! আমি কোনমতে অপরাধী নহি, তবে ধরণীমণ্ডলে আমার মতন হতভাগ্য আর কেহই নাই।" তাহাতে একজন ভৃত্য বলিল, "যে অপরের বাটীতে প্রবেশ করিয়া নরহত্যা করিতে ধাবমান হয়, তাহার কোন কথা কি প্রত্যয় করা যাইতে পারে? যদি আমাদের বাক্যে বিশ্বাস না করেন তবে ইহার পৃষ্ঠদেশ খুলিয়া দেখুন।" কাজি তাঁহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিয়া অন্য প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন বোধ করিয়া তদ্দণ্ডেই তাঁহার স্কন্ধদেশে এক শত বেত্রা-

ঘাতেরা আদেশ দিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে বলিলেন। আমি কতকগুলি লোকের মুখে তাঁহার এই শেষ দুরবস্থার কথা শুনিয়া গোপনে তাঁহাকে বাটীতে আনীয়া সুস্থ করিলাম।

মহারাজ! এক্ষণে আমি আর দুই সহোদরের বিবরণ একে একে বলিতেছি শ্রবণ করুন।

নরসুন্দরের পঞ্চম ভ্রাতার কথা।

মহারাজ! আমার পঞ্চম ভ্রাতার নাম আলনস্কর। তিনি পিতার জীবদ্দশাবধি অত্যন্ত অলস ছিলেন, এমন কি নিজ জীবিকা উপার্জ্জনের নিমিত্তও কোন কর্ম্ম করিতেন না। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা করিয়া যে কিছু পাইতেন, পরদিন তাহা খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। পিতা পরলোক গমন করিলে পর, আমরা তাঁহার সাত শত মুদ্রা পাইয়া সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইলাম, তাহাতে প্রত্যেকে এক এক শত মুদ্রা প্রাপ্ত হইলাম। আলনস্কর জন্মাবধি কখন এক শত টাকা দেখেন নাই, সুতরাং ঐ মুদ্রা লইয়া কি করিবেন প্রথমতঃ ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। পরে কাচের দ্রব্যের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে অভিলাষ করিয়া এক মহাজনের নিকট গ্লাস বোতল প্রভৃতি নানাবিধ কাচের সামগ্রী ক্রয় করিলেন। পরে এক খানা ক্ষুদ্র দোকান খুলিয়া সমস্ত দ্রব্য সম্মুখে একটা ঝুড়িতে রাখিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া ক্রেতৃগণের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলেন। এবং মনে মনে কল্পনা করিয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন, "এই সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অবশ্যই দুই শত টাকা পাইব, তাহাতে পুনর্ব্বার এইরূপ দ্রব্যাদি ক্রয় করিব। এই প্রকারে পাঁচ সাত বার ক্রয় বিক্রয় করিলে, দশ সহস্র মুদ্রার অধিকারী হইতে পারিব। তাহা হইলে বহুমূল্য মণি মুক্তাদির দোকান করিব, তাহাতে ক্রমশঃ এক লক্ষ মুদ্রা হইবে। লক্ষপতি হইয়া মন্ত্রীর নিকটে তদীয় দুহিতাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিব, তাহাতে মন্ত্রী অবশ্যই যত্নপূর্ব্বক আমাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। পরে একটা বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহা বহুমূল্য দ্রব্যসমূহে সুসজ্জিত করিব। মন্ত্রীও তাঁহার কন্যাকে মহামূল্য অনেক দ্রব্য যৌতুক দিবেন। আমি মন্ত্রিদুহিতার পতি হইয়া তাহাকে অতিশয় অবজ্ঞা করিব, তাহাতে সে অনেক বিনয় করিয়া আমার সাধ্য সাধনা করিতে থাকিবে, কিন্তু কিছুতেই তাহার বশীভূত হইব না, বরং তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া পদাঘাত করিব।" আলনস্কর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে তাহাতে এমনি নিমগ্ন হইয়া ছিলেন যে তাঁহার বোধ হইল মন্ত্রিকন্যা যথার্থই তাঁহার সম্মুখে আছে এবং তাহাকে তিনি পদাঘাত করিতেছেন। তিনি মনে যাহা ভাবিতে

ছিলেন কার্য্যে তাহাই করিয়া বসিলেন। তাহাতে তাঁহার সম্মুখস্থিত কাচের দ্রব্য গুলিতে পদাঘাত লাগাতে তৎসমস্ত দ্রব্য চূর্ণ হইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেল। একজন দরজি ঐ দোকানের নিকটে বসিয়া ভায়ার কাল্পনিক বাক্যগুলি শুনিতেছিল, অতএব কাচের দ্রব্য পথে পতিত হইল দেখিয়া, সে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল, "আহা! তুমি কি নিমিত্ত কামিনীকে পদাঘাত করিলে, তাহার ত কোন অপরাধ নাই। মন্ত্রিকন্যা কেমন রূপলাবণ্যবতী, আহা তাহার প্রতি কি তোমার একটু দয়া হইল না, তুমি কি নিষ্ঠুর! আমি যদি মন্ত্রী হইতাম তাহা হইলে, তোমাকে এত শত কোড়া প্রহার করিতাম।" এই অভাবনীয় ঘটনার পর ভায়ার চৈতন্য হইলে, যখন তিনি দেখিলেন তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে তখন বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে দোকানের সম্মুখে এক মহাজনতা হইল। সেই সময়ে এক জন সম্ভ্রান্তা কামিনী উৎকৃষ্ট বেশভূষা করিয়া অশ্বতরী আরোহণপূর্ব্বক ঐ স্থান দিয়া যাইতে ছিলেন, ভাতার ক্রন্দন শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি কে? ইহার কি হইয়াছে?" পান্থগণ কহিল, "এ ব্যক্তি অতিশয় দরিদ্র, কতকগুলি কাচের বাসন ক্রয় করিয়া দোকানে সাজাইয়া রাখিয়াছিল হঠাৎ পড়িয়া গিয়া সমস্ত বাসন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।" ইহা শুনিয়া ঐ রমণী আপন সমভিব্যাহারী নপুংসককে ইঙ্গিত করিলেন, তাহাতে সে এক শত মুদ্রা আমার ভায়ার করে অর্পণ করিল। ভ্রাতা কৃতজ্ঞচিত্তে কামিনীকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, তৎপরে দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে আসিলেন। ভ্রাতা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে একজন প্রাচীনা স্ত্রীলোক বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বলিল, "তোমার কাছে আমার একটী প্রার্থনা আছে, নমাজের সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমাকে কিঞ্চিৎ জল দাও আমি হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া এই স্থলে নমাজ করি।"

আলনস্কর তাহাকে বাটীর ভিতরে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া জল দিলেন। বৃদ্ধা হস্তপদাদি ধৌত করিয়া নমাজ করিতে লাগিল। ভায়া যে কয়েকটী মুদ্রা পাইয়া ছিলেন তাহা সঙ্গে থাকে এই অভিপ্রায়ে গেজিয়াতে রাখিলেন। প্রাচীনা নমাজ করিতে করিতে তাহা দেখিতে পাইল। নমাজ শেষ হইলে ঐ প্রাচীনা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাতে ভায়া তাহার দরিদ্রবেশ দর্শনে সদয় হইয়া তাহাকে একটী মুদ্রা দিতে উদ্যত হইলেন। তাহাতে বৃদ্ধা অবজ্ঞা করিয়া কহিল, "তুমি কি আমাকে নিতান্ত দুঃখিনী বিবেচনা করিয়াছ? আমি যে কামিনীর কাছে অবস্থিতি করি, তিনি যেমন রূপবতী তেমনি ধনবতী তাঁহার কাছে থাকায়

আমার প্রয়োজনীয় কোন বিষয়েরই অভাব নাই।" আলনস্কর কহিলেন, তুমি সেই যুবতীর সহিত আমায় সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পার?" প্রাচীনা বলিল, "এ কোন বিচিত্র কথা, তিনি তোমাকে পাইলে, তোমার বিশেষ সমাদর করিবেন এবং বোধ করি, তোমাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব তোমার হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক তোমার বশীভূতা হইয়া থাকিবেন। যদি এরূপ সৌভাগ্যশালী হইতে বাসনা থাকে, তবে আমার সঙ্গে আইস।" ভায়া প্রাচীনার কথায় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া মুদ্রা গুলি কটিদেশে বন্ধন করিয়া তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া প্রাচীনা একটা বাটীতে প্রবেশ করিয়া ভায়াকে বৈঠকখানায় বসাইল। ভায়া গৃহের সজ্জা দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন তাঁহার ভাবি বনিতা অসামান্যা কামিনী হইবে। ক্ষণকাল পরে, ভায়া দেখিলেন নানা রত্নে বিভূষিতা একটী তরণী রমণী আসিতেছে, ভায়া তাহাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করনার্থ দাঁড়াইলেন। যুবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া ভায়ার হস্তধারণপূর্ব্বক বসাইয়া আপনি তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা হইয়া বলিল "তোমাকে দর্শন করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। অতএব তুমি আমাকে বিবাহ কর।" ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার কর ধারণপূর্ব্বক অন্য এক গৃহে লইয়া গেল। এবং তথায় উত্তমরূপে আহারাদি করাইয়া তাঁহাকে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া "শীঘ্র আসিতেছি" বলিয়া প্রস্থান করিল।

ভায়া যুবতীর প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু সে তরুণী না আসিয়া, দীর্ঘাকার এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ খড়্গ হস্তে উপস্থিত হইয়া ভায়াকে বিবস্ত্র করিয়া, মুদ্রা গুলি কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিল। ভায়া খড়্গাঘাতে অচেতন হইয়া পড়িলেন।

ভায়ার জীবনান্ত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, সেই ব্যক্তি তাঁহার ক্ষত স্থান লবণ দ্বারা মর্দ্দন করিতে লাগিল। তাহাতে অসহ্য যাতনা হইলেও ভ্রাতা শবের ন্যায় পতিত থাকিলেন। তদ্দৃষ্টে সেই ব্যক্তি তথা হইতে চলিয়া গেল। পরে সেই বৃদ্ধা আসিয়া ভায়ার একটা পদ ধারণপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া অন্তঃপুরস্থ দ্বার মুক্ত করিয়া মনুষ্যের মৃতদেহ পূর্ণ এক গহ্বরে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিল ভায়া তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁহার সমস্ত ক্ষত স্থানে লবণ সংলগ্ন হওয়াতে হঠাৎ মৃত্যু হয় নাই এবং লবণ মর্দ্দনই এক প্রকার তাঁহার প্রাণ রক্ষার হেতু হইল। ভ্রাতা ক্রমশঃ সবল হইয়া দুই দিনের পর রজনী যোগে বাটীর পশ্চাদ্ভাগের দ্বার মুক্ত করিয়া বাহির হইলেন এবং প্রত্যূষে আমার সমীপে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

আমি ঔষধ দ্বারা তাঁহার ক্ষতস্থান সকল শুষ্ক করিয়া দিলাম এবং ঐ পাপিষ্ঠগণকে সমুচিত শাস্তি দিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। তন্নিমিত্ত

পাঁচ শত মুদ্রা ধরে এমন একটা থলিয়াতে ভাঙ্গা কাঁচ পুরিয়া ভ্রাতাকে অর্পণ করিয়া একটা যুক্তি বলিয়া দিলাম। ভ্রাতা আমার পরামর্শ শুনিয়া ঐ থলিয়া কটিদেশে বাঁধিয়া রমণীবেশ ধারণ করিয়া বস্ত্রের মধ্যে একখান তীক্ষ্ণ অস্ত্র সংগোপনে লইয়া রাস্তায় রাস্তায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক দিন সেই বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইয়া ভায়া বামাস্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওগো জননি! তোমার কাছে কি নিক্তি আছে? আমাকে তাহা একবার দিতে পার, আমার নিবাস পারস্যদেশে, আমার সঙ্গে পাঁচ শত মুদ্রা আছে, তাহা ঠিক আছে কি না ওজন করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছে।" প্রবীণা কহিল, "আমার সঙ্গে আইস, আমার এক পুত্র বণিকের ব্যবসায় করিয়া থাকে, তাহার নিকট তোমাকে লইয়া গেলে, সে স্বহস্তে তোমার সমস্ত টাকা ওজন করিয়া দিবে, তোমাকে কোন ক্লেশ পাইতে হইবে না।" তৎশ্রবণে ভ্রাতা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে সেই ভবনে লইয়া গিয়া বৈঠকখানায় বসাইয়া বলিল, "তুমি কিয়ৎক্ষণ এখানে অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্র তনয়কে ডাকিয়া আনিতেছি।" এই কথা বলিয়া, সে তথা হইতে প্রস্থান করিল। তৎপরে সেই কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তথায় আসিয়া বৃদ্ধার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া কহিল, "ওগো বিদেশিনি! তুমি আমার সঙ্গে আইস।" আলনস্কর তাহার পশ্চাৎ যাইতে যাইতে অস্ত্র নিষ্কোষ করিয়া তাহার গলদেশে এমনি আঘাত করিলেন যে, একবারে তাহার মুণ্ড ও দেহ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। তখন ভ্রাতা, এক হস্তে কাটামুণ্ড ও অন্য হস্তে মৃতদেহ লইয়া অন্তঃপুরের দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক সেই গর্ত্তে ফেলিয়া দিলেন। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীনা এবং একজন দাসীও ভায়া কর্ত্তৃক সেইরূপে শমনাগারে প্রেরিত হইল। তখন একমাত্র যুবতী ঐ বাটীতে অবশিষ্ট রহিল। সে এই সমস্ত কাণ্ড কতক বুঝিতে পারিয়াছিল, তজ্জন্য ভায়াকে অস্ত্রধারী হইয়া সম্মুখে আসিতে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার শরণাপন্ন হইল। ভ্রাতা তাহাকে অভয়প্রদানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সুন্দরি! তুমি কি জন্য এমন অসৎসংসর্গে অবস্থিতি কর?"

রমণী বলিল, "আমি এক জন সম্ভ্রান্ত বণিকের বনিতা ছিলাম। সতীত্ব সংহারিণী বৃদ্ধা বারবিলাসিনী মধ্যে মধ্যে প্রতিবেশিনীর ন্যায় আমার নিকটে যাইত, তৎকালে আমি তাহার কোন দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারি নাই। এক দিন সে আমাকে বলিল, "অদ্য আমাদের বাটীতে মহাসমারোহপূর্ব্বক একটা বিবাহ হইবে, আপনি সদয় হইয়া তথায় উপস্থিত হইলে, আমি চরিতার্থতা লাভ করি।" আমি ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা না ভাবিয়া কৌতুক দর্শনার্থ কতকগুলি স্বর্ণ মুদ্রা

সংগ্রহপূর্ব্বক তৎসমভিব্যাহারে এই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হই-লাম। এবং সেই অবধি তিন বৎসর হইল, ঐ কাফি আমাকে বলপূর্ব্বক এখানে রাখিয়াছে। আমি অবলা কি করি কোন উপায় না দেখিয়া তদবধি এখানে বাস করিতেছি।" তৎপরে ভায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বলিতে পার দস্যু চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা বহু অর্থসংগ্রহ করি-য়াছে?" যুবতী কহিল, "হাঁ, তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে, তুমি যদি সেই সমস্ত ধন লইয়া যাও, তাহা হইলে, অতিশয় ধনী হইতে পার। আমার সঙ্গে আইস, সেই সমস্ত অর্থ তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি।" ইহা বলিয়া সে ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া একটা গৃহে প্রবেশ করিল। ভায়া তথায় গিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া দেখিলেন, কতকগুলা সিন্দুক স্বর্ণে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। রমণী কহিল, "বাহক আনীয়া শীঘ্র এই সমস্ত অর্থ লইয়া যাও।" ভায়া ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া বাহক ডাকিতে গেলেন এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই দশ জন বাহক সমভি-ব্যাহারে তথায় প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন দ্বার বিমুক্ত রহিয়াছে, এবং সেই যুবতী ও স্বর্ণের সিন্দুক কিছুই নাই। তখন আর কি করিবেন সমস্ত তৈজসাদি বাহকগণের দ্বারা আপনার বাটীতে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। বাটীর মধ্যে বাহকগণের গমনাগমন দেখিয়া প্রতিবাসীরা সন্দেহ করিয়া কাজিকে সমাচার দিল।

আলনস্কর সে রাত্রি সুখে যাপন করিলেন বটে, কিন্তু পর দিবস বাটী হইতে বাহির হইবামাত্র বিংশতি জন পদাতিক আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া কাজির নিকটে লইয়া গেল। ভায়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে, বিচারপতি জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি গত রাত্রে যে সমস্ত দ্রব্যাদি আনী-য়াছ তাহা কোথায়?" "সে সকল সামগ্রী আমার বাটীতেই আছে।" এই কথা বলিয়া ভ্রাতা বিচারপতির কাছে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করি-লেন। বিচারক এতৎশ্রবণে ভৃত্যগণ দ্বারা সমুদায় দ্রব্য আপন ভবনে আনাইয়া ভায়াকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

নরসুন্দরের ষষ্ঠ ভ্রাতার কথা।

আমি বলিলাম, হে ধরণীপতে। আমার ষষ্ঠ সহোদরের নাম সকা-বাক। তাঁহার খরগোশের ন্যায় ওষ্ঠ ছিল। তিনি প্রথমাবস্থায় বিষয় কর্ম্ম করিয়াছিলেন, কিন্তু দুরদৃষ্টপ্রযুক্ত শেষে তাঁহাকে ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিতে হইয়াছিল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি কতিপয় যাত্রীর সহিত মক্কাতীর্থে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে দস্যুগণ যাত্রীদি-গকে আক্রমণপূর্ব্বক নানামত যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। ভায়া সেই

যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া বিস্তর অনুনয় করিয়া দস্যুদিগকে বলিলেন," আমার নিকট একটা পয়সাও নাই অতএব নিরর্থক ক্লেশ দিলে কি হইবে।" দস্যুপতি এই কথা শুনিয়া অর্থলাভ প্রত্যাশায় বঞ্চিত হইয়া ক্রোধ ভরে তাঁহার ওষ্ঠ ছেদন করিয়া দিল,তাহাতেই খরগোশের ন্যায় তাঁহার ওষ্ঠাধর হইল। পরে দস্যুপতি তাঁহাকে ক্রীতদাসের ন্যায় আপনার বাটীতে লইয়া রাখিল। দস্যুপতির এক পরমরূপবতী পত্নী ছিল। সে, তাহার স্বামী অশ্বারোহণপূর্ব্বক মৃগয়া করিতে গেলে, ভায়াকে অনেক প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া স্বীয় ভাবভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ করিত যে, সে তাঁহার প্রণয় প্রত্যাশা করে। কিন্তু ভায়া বিপদ-সংঘটন ভয়ে সে বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিলেও দস্যুবনিতা তাঁহার সহিত সর্ব্বদা হাস্য পরিহাস করিত। এক দিন দস্যুরমণী স্বামীর সাক্ষাতেই ভ্রাতাকে বিদ্রূপ করিল। ভায়াও দস্যুকে না দেখিয়া তাহার সঙ্গে বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে দস্যুপতি রাগান্ধ হইয়া ভায়ার সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্র দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাঁহাকে উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া বনমধ্যস্থ এক শৈলোপরে রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ঐ শৈলের নিকট দিয়া বোগ্দাদে যাইবার পথ, অতএব পথিকগণের মুখে তাঁহার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া আমি আপনি গিয়া তাঁহাকে গৃহে আনীলাম।"

এই গল্প সমাপন করণানন্তর নরসুন্দর বলিল, মনষ্টান সরভিলা ভূপতি এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এবং আমাকে কহিলেন, "তুমি মৌনী এই খ্যাতির যথার্থই উপযুক্ত-পাত্র।" পরে আমি রাজাজ্ঞানুসারে কএক বৎসর কাল দেশ দেশান্তরে পর্য্যটন করিতে লাগিলাম। এবং ভূপতির মৃত্যু হইলে,বোগ্দাদে প্রত্যা-গত হইয়া অবগত হইলাম আমার সকল সহোদরই লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আপনারা শুনিয়াছেন আমি ঐ খঞ্জ যুবাপুরু-ষের কত উপকার করিয়াছি। এবং বোগ্দাদে প্রত্যাগত হইয়াও উহার অনেক সহায়তা করিলাম। এরূপ উপকৃত হইয়াও যুবা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে কটূক্তি করিয়া গেলেন।

দরজি কাসগরের ভূপতির সাক্ষাতে খঞ্জ যুবক এবং বোগ্দাদের নাপিতের সমস্ত বিবরণ সমাপ্ত করিয়া বলিল,আমি সেই নিমন্ত্রিত সভায় তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত থাকিয়া আপনার দোকানে প্রত্যাগমন করিলাম। পরে কার্য্যালয় বন্ধ করিয়া ঘরে যাইবার উপক্রম করিতেছি,এমন সময় কুব্জ তবালার বাঁয়া বাজাইয়া গান করিতে করিতে দোকানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার ভার্য্যা তাহাকে দেখিয়া সন্তুষ্টা হইবে, ইহা মনে ভাবিয়া আমি তাহাকে গৃহে লইয়া গেলাম। আমার স্ত্রী ঐ দিবস একটী বড় মৎস্য রন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল, কুব্জ ঐ মৎস্যের কিয়-দংশ ভক্ষণ করিবার সময় গলায় কন্টক লাগিয়া একবারে প্রাণত্যাগ

করিল। আমি এই দুর্ঘটনার নিমিত্ত মহাভীত হইয়া ইহুদী চিকিৎসকের ভবনে কুঁজার মৃত শরীর রাখিয়া আসিলাম। পরে শব সংক্রান্ত আর আর যাহা ঘটিয়াছে আপনি আমার সঙ্গিগণের মুখে শুনিয়াছেন। কাসগরাধীশ্বর এই সমস্ত বিবরণ শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া দরজি প্রভৃতি সকলেরই অপরাধ ক্ষমা করিলেন। এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেই নরসুন্দরকে ডাকাইয়া সভায় আনাইলেন।

নাপিত রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া বলিল, " মহারাজ ! ইহুদী, দরজি ও খ্রীষ্টিয়ান সাধু কি নিমিত্ত এখানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে? এবং কুব্জই বা এ ভাবে পতিত আছে কেন? আমি কুব্জের বিবরণ শুনিতে অভিলাষ করি।" এই কথায় রাজা বৃদ্ধ মৌনী নরসুন্দরকে কুব্জের কথা শুনাইতে আজ্ঞা করিলেন। সুচতুর নরসুন্দর আদ্যোপান্ত কুব্জের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বলিল, " মহারাজ ! কুব্জের যে মৃত্যু হয় নাই ইহা আমি এই মুহূর্ত্তেই প্রমাণ করিয়া দিতে পারি। এই কথায় যদি আমাকে উন্মত্ত জ্ঞান করেন করুন, কিন্তু আমি সত্য বলিতেছি।" ইহা বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ কুব্জের গলা হইতে কন্টক বহির করিয়া নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিল। তাহাতে কুব্জ পুনর্জ্জীবিত হইল। এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শনে সভাস্থগণ এবং রাজা যে কি পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন তাহা বাক্যাতীত। পরে ঐ নাপিত রাজাদেশে রাজসভার এক জন সভ্য হইয়া তাহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজ প্রসাদ সম্ভোগ করিতে লাগিল।

এই উপন্যাস সমাপ্ত হইলে শাহারজাদী বলিলেন, মহারাজ ! আমি আর একটী মনোহারিণী কাহিনী জানি, যদি শুনাইতে অনুমতি করেন তবে আগামী রাত্রিতে কহিব। রাজা তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে, পর দিবস রজনীর শেষ ভাগে তিনি সেই উপন্যাস আরম্ভ করিলেন।

হারুণ অলরশীদের প্রিয়তমা সমসেলনেহার এবং আওবল হুসেন আলি এবনে বেকারের প্রেম প্রসঙ্গ।

হারুণ অলরশীদ রাজার রাজত্ব সময়ে বোগদাদ নগরে ইবনে তাহের নামে একজন গন্ধ বণিক্ বাস করিতেন। তিনি সাতিশয় ধনাঢ্য ও রূপ-বান্ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি স্বশ্রেণীস্থ সমস্ত লোক অপেক্ষা অধিক ধীশক্তি সম্পন্ন, নম্রস্বভাব ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি বোগদা-দাধীশ্বরের বিশ্বাসপাত্র ছিলেন। রাজমহিলাগণের যখন যাহা প্রয়োজন হইত তাহা আনীয়া দিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত ছিল। তিনিও ভারার্পিত কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার প্রতি বিশেষ রাজানুগ্রহ থাকাতে, সভ্য ভব্য ধনী মানী সকল লোকেই তাঁহাকে সমা-দর করিতেন, এবং তাঁহার সহিত হৃদ্যতা রাখিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই

তাঁহার ভবনে যাতায়াত করিতে তৎপর থাকিতেন। বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়াছিল তন্মধ্যে পারস্যদেশের প্রাচীন রাজকুলোদ্ভব আওবল হুসেন আলি এবনে বেকার নামক রাজনন্দনের সহিত তাঁহার সমধিক প্রণয় ঘটিয়াছিল। বণিক্ ঐ রাজতনয়ের সুশীলতা ও রূপগুণ দর্শনে তৎপ্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন।

একদিন নৃপনন্দনঐ সম্ভ্রান্ত বণিকের নিকটে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ছয়জন দাসী বেষ্টিতা এক রমণী অশ্বতরী আরোহণে তথায় উপস্থিত হইলেন। যদিও ঐ সকল কামিনীদের মুখমণ্ডল বসনাবৃত ছিল, তথাপি ভাবে এমন প্রতীতি হইল যে, তাঁহারা সকলেই অসামান্য রূপবতী। অশ্বতরীর পৃষ্ঠে যিনি আরোহণ করিয়া ছিলেন, তিনি বণিকের পণ্যশালার সম্মুখে উপনীতা হইলে বণিক্ যথোচিত অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাঁহাকে অবরোহণ করাইয়া বিপণিস্থ এক সুচারু আসনে বসাইলেন। রাজকুমার নিজ ভদ্রতা ও সভ্যতা দেখাইবার নিমিত্ত, ঐ রমণী বিশ্রাম করিবেন এই উদ্দেশে একটা বালিশ আনীয়া তাঁহার পশ্চাস্তাগে দিলেন, এবং তাঁহার পদের নিকটস্থ বস্ত্র চুম্বনপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কিয়দ্দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কামিনী বদনাবরণ উন্মোচন করিয়া বণিকের সঙ্গে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ভূপতিতনয় তাহার অসামান্য রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। রাজকুমারের চিত্তচাপল্য ও ব্যাকুলতা বুঝিতে পারিয়া রমণীও অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় মনোগত ভাব প্রকাশ না করিয়া হঠাৎ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বণিক্‌কে সংগোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই যুবার নাম কি এবং কোথায় নিবাস?" বণিক্ রাজকুমারের নাম ধাম এবং গুণের সমস্ত পরিচয় দিলেন। তৎসমুদায় শ্রবণ করিবামাত্র তরুণীর চিত্ত আরো চঞ্চল হইয়া উঠিল। কারণ অগ্রে কেবল তাঁহার অলৌকিক রূপই সন্দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে সদ্বংশজাত এবং নানা গুণ সম্পন্ন শুনিয়া তৎপ্রতি অধিক অনুরাগিণী হইলেন। পরে তিনি দোকান হইতে উঠিয়া যাইবার সময় ইবনে তাহেরকে বলিলেন, "এ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে আমি বাসনা করি। অতএব এক জন দাসীকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব, তুমি দাসীর মুখে সংবাদ পাইয়া ইহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আমার আলয়ে যাইবে। আমার নিতান্ত মানস এই যে, রাজনন্দন আমার ভবনের সৌন্দর্য্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। ইবনে তাহের স্বীয় বুদ্ধিবলে কামিনীর আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "রাজ্ঞি! আমি কখনই আপনকার অবাধ্য হইতে পারিব না, আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না।" রাণী ইহা শুনিয়া রাজকুমারের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া স্বস্থানে

প্রস্থান করিলেন। রাজকুমার ঐ চিত্তহারিণীর রূপলাবণ্য দৃষ্টে এতাদৃশ বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। পরে রাজ মহিলা দৃষ্টিপথের অগোচর হইলে, ইবনে তাহেরকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে, বণিক্ বলিলেন, "ইঁহার নাম সমসেলনেহার, ইনি আমাদের রাজাধিরাজ হারুণ অল্‌রশীদের প্রধানা মহিষী, রাজা ইঁহাকে অতিশয় ভাল বাসেন এবং ইঁহার নিতান্ত অনুগত ও বশীভূত। ইঁহার যে সময়ে যে সামগ্রীর প্রয়োজন হইবে, তাহা দিবার জন্য আমার প্রতি রাজার আদেশ আছে।" রাজনন্দন রাজ মহিষীর প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া ইবনে তাহেরকে তদ্বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে বণিক্ যুবরাজের মানসিক অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভূপতিপ্রিয়ার প্রণয় হইতে নিবৃত্ত করণার্থ তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইতে লাগিলেন।

তাঁহারা এইরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় রাজ প্রিয়তমার বিশ্বাসপাত্রী এক পরিচারিণী উপস্থিত হইয়া বলিল, "ঠাকুরাণী আপনাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।" এই কথা শুনিবামাত্র বণিক্ অবিলম্বে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজপুত্রকে সঙ্গে করিয়া চলিলেন। দাসী অগ্রগামিনী হইয়া রাজ প্রিয়াকে সমাচার দিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। বণিক্ এবং যুবরাজ রাজভবনে প্রবেশ করিয়া সমসেলনেহারের অন্তঃপুরের দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র, পরিচারিণী তাঁহাদিগকে একটা ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। সেই গৃহটী নানাবিধ রমণীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং রজত কাঞ্চন ও রত্নে মণ্ডিত ছিল। রাজকুমার গৃহের সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে যৎপরোনাস্তি তাহার গুণ কীর্ত্তন করিলেন। পরে তাঁহারা নানাবিধ সুস্বাদু উপাদেয় সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইলেন। ভোজনান্তে দাসী তাঁহাদিগকে সাদরে নাট্যালয়ে লইয়া গিয়া উপবেশন করাইল। অনন্তর সুসজ্জিত কামিনীকুল তথায় মনোহর সঙ্গীত আরম্ভ করাতে, তাঁহারা অভাবনীয় সুখানুভব করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সমসেলনেহারের মুখ চন্দ্রিমা কতক্ষণে দর্শন করিবেন এই প্রবল চিন্তায় যুবরাজ একান্ত চঞ্চলচিত্ত হইয়া উঠিলেন।

কিঞ্চিৎ পরে সুবেশা নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা কতিপয় যুবতী রজত নির্ম্মিত এক সুচারু সিংহাসন আনীয়া তথায় রাখিয়া তৎপার্শ্বে সুপ্রণালীতে দাঁড়াইল। তদনন্তর আর বিংশতি জন পরম রূপবতী যুবতী বিবিধ বাদ্যযন্ত্র হস্তে লইয়া গান গাইতে গাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পরেই দশ জন অতি রূপবতী যুবতী পরিবৃতা হইয়া নানা রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা সেই সৌভাগ্যশালিনী রাজপ্রিয়তমা সমসেলনেহার আসিয়া সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক যুবরাজের নয়নরঞ্জন

সমসেলনেহার অপূর্ব্ব রজত সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক গায়িকাগণের গীত শ্রবণ করিতেছেন।

ও চিত্ত হরণ করিলেন। রাজকুমার ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া রহিলেন, তৎপরে ইবনে তাহেরের কাণে কাণে বলিলেন, "বন্ধো! আমরা যে অমূল্য নিধির প্রতীক্ষা করিতে ছিলাম, সৌভাগ্য বলে তাহা দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ হইল। কিন্তু ইঁহার রূপ লাবণ্য দর্শনে আমি এরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়াছি যে, "বোধ করি আর জীবন ধারণ করিতে পারি কি না সন্দেহ। মিত্র! তুমিই আমার সকল যন্ত্রণার মূল, তুমি যদি *আমাকে এখানে না আনাতে, তাহা হইলে, আমার আর এ দুর্দ্দশা ঘটিত* না। তোমার উপরই বা বৃথা দোষারোপ করিতেছি কেন, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমার সঙ্গে না আসিলেই কোন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। আমি আত্ম দোষেই প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি।" ইবনে তাহের কহিলেন, "আমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম সমসেলনেহার, ভূপতির প্রিয়তমা রমণী, ইঁহার প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নহে, আপনি তাহা না শুনিয়া রিপুর বশীভূত হইয়াছেন। আপনার সম্মান করণার্থ রাজপ্রিয়া আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন, এক্ষণে ইহা ভাবিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। প্রেম নানা অনর্থের মূলীভূত কারণ, প্রেমে লোকের সর্ব্বনাশ ঘটে এবং লোককে বিপদগ্রস্ত করে।" এইরূপে বণিক্ ও যুবরাজ যখন কথোপকথন করেন তখন রাজপ্রিয়া তাঁহাদের প্রতি স্থির দৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন। অতএব তিনি আকার ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলেন, রাজপুত্র তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছেন, ইহাতে তিনি মনে মনে আনন্দ সাগরে ভাসমানা হইয়া গীত বাদ্য কারিণী রমণীগণকে ইঙ্গিত দ্বারা

সঙ্গীত করিতে অনুমতি করিলেন। নারীগণ সিংহাসনের সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিলেন এবং তন্মধ্যে একজন সযৌবনা ললনা বীণা বাজাইয়া একটী গান ধরিল।

ঐ গানের মর্ম্ম এই যে; পূর্ব্বকালে এক নায়ক ও নায়িকা ছিল তাহাদের উভয়ের ভিন্ন দেহ ছিল মাত্র কিন্তু আন্তরিক সরল প্রণয় প্রভাবে তাহাদের মনের কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না। তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে উভয়েই অমনি নয়ননীরে প্লাবিত হইত। এই গান করিবার সময় রাজপ্রিয়তমা ভাব ভঙ্গির দ্বারা যুবরাজকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছেন। রাজকুমার তাহা বুঝিয়া আপন মনের ভাব অপ্রকাশ রাখিতে না পারিয়া একটী গান করিলেন তাহাতে প্রেম প্রাবল্য সর্ব্বতোভাবে ব্যক্ত হইল। সমসেলনেহার তাহা শুনিবামাত্র একবারে বিমুগ্ধা হইলেন। পরে তিনিও সুমধুর স্বরে একটী গান করিলেন। ঐ গানে রাজনন্দনের অন্তঃকরণ একেবারে আর্দ্র হইয়া গেল, তাহাতে তিনিও অনুরাগব্যঞ্জক পুনর্ব্বার আর একটী গান গাইয়া তদুত্তর প্রদান করিলেন।

এইরূপে তাঁহারা উভয়ে সঙ্গীত দ্বারা আপনাদিগের আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ করিলে পর, সমসেলনেহার সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তন্নিকটবর্ত্তী এক গৃহে প্রবেশ করিলেন। যুবরাজও তাঁহার অঙ্গ ভঙ্গিতে তদীয় মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। তথায় পরস্পর পরস্পরের কর ধারণপূর্ব্বক এতাদৃশ সানন্দ মনে আলিঙ্গন করিলেন যে, তাহাতে উভয়েই অনুরাগ প্রভাবে জ্ঞানশূন্য হইলেন। তখন দাসীগণ উভয়কে এক মনোহর পালঙ্কে উপবেশন করাইয়া মুখে সুবাসিত বারি প্রদান করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে চৈতন্যোদয় হইলে, রাজপ্রিয়া রাজনন্দনকে কহিলেন, "হে ভূপালতনয়! এক্ষণে আমাদিগের প্রণয় কেবল অসীম যন্ত্রণার মূল হইল, যেহেতু সম্প্রতি উভয়ের সংমিলন সুখের কোন প্রত্যাশা নাই। অতএব যত দিন পরমেশ্বরের কৃপায় আমরা একত্র হইতে না পারি, ততদিন পর্য্যন্ত যে কোনরূপে আমাদিগকে কালক্ষেপ করিতে হইবে।" রাজনন্দন কহিলেন, "প্রেয়সি! তোমার সুদৃঢ় প্রেমপাশে আমার চিত্ত এতাদৃশ বদ্ধ হইয়াছে যে, আমার জীবনান্ত হইলেও ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে এমত বোধ হয় না। শারীরিক ক্লেশ অথবা সাংসারিক নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতা কোন ক্রমেই তোমার প্রেমাসক্তি হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না।"

এই কথা বলিতে বলিতে রাজপুত্রের বক্ষঃস্থল নেত্রনীরে ভাসিয়া গেল। সমসেলনেহারও যুবরাজের এই ভাব দেখিয়া আপনার অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত নিবারণ করিতে পারিলেন না। পরে রাজবল্লভা বীণাধারিণী হইয়া

একটী সঙ্গীত আলাপ করিতে করিতে উন্মাদিনী হইয়া পড়িলেন। নৃপ-নন্দন তাহা শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া প্রেমাশ্রু-পূর্ণ-নয়নে স্বীয় চিত্ত-হারিণীর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক পরিচারিকা দ্রুতগামিনী হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক সমসেলনেহারকে নিবেদন করিল, "মসরুর খোজাধ্যক্ষ এবং অন্য দুই জন রাজকর্ম্মচারী কতকগুলি দাস সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, রাজাধি-পতি তাহাদিগকেআপনকার সমীপে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" ইহা শুনিবা মাত্র ইবনে তাহের ও যুবরাজ ত্রাসে কম্পিত কলেবর হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এইক্ষণে বুঝি সর্ব্বনাশ ঘটিল, জীবন সংশয় উপ-স্থিত হইল। রাজ প্রিয়তমা দাসীকে বলিলেন, "তুমি উহাদিগকে ক্ষণ-কাল অপেক্ষা করিতে বল, অগ্রে আমি সাবধান হই।" ইহা বলিয়া নাট্য মন্দিরের সমস্ত দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া উদ্যানের দিকের যবনিকা ফেলিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। পরে এক গুপ্ত স্থানে যুবরাজ ও ইবনে তাহেরকে রাখিয়া আপনি দালানে আসিয়া সিংহাসনে বসিয়া প্রধান খোজা ও তৎসঙ্গিগণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মসরুর ও তৎ-সমভিব্যাহারী বিংশতি জন খোজা রাজ্ঞীর সম্মুখে আসিয়া যথোচিত প্রণিপাত করিলে, রাজরমণী প্রধান খোজাকে আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে খোজাধ্যক্ষ বলিল, "আপনকার বিচ্ছেদে মহারাজ অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছেন, এ জন্য অদ্য রজনীতে তিনি আপনকার ভবনে আগমন করিবেন এই সমাচার আপনাকে জানাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন।" সমসেলনেহার উত্তর করিলেন, "রাজাকে বলিও, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট আসিবেন ইহা অপেক্ষা সৌভা-গ্যের বিষয় আর কি আছে, এবং আমিও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে কোন মতে ত্রুটি করিব না। তাঁহাকে আমার আর এক নিবেদন অবগত করাইও তিনি যেন কিঞ্চিৎ বিলম্বে আইসেন, কেননা তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে সমস্ত সুসজ্জিত করিয়া রাখা আবশ্যক।" প্রধান নপুংসক এই কথা শ্রবণ করিয়া সমভিব্যাহারিগণ সঙ্গে তথা হইতে চলিয়া গেল।

যুবরাজ ও ইবনে তাহেরকে কিরূপে স্থানান্তরিত করিবেন এই চিন্তা করিতে করিতে রাজমহিষীও অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদের নিকটে গেলেন। রাজকুমার রাজ-প্রিয়তমাকে দেখিয়া কাতর হইয়া বলিলেন, "প্রিয়ে! বোধ করি তুমি আমাকে এস্থান হইতে যাইবার কথা বলিতে আসিয়াছ, নতুবা তোমার নয়ন হইতে অজস্র অশ্রুধারা নির্গত হইবে কেন? এক্ষণে পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা এই যেন তোমার অদর্শনে আমার প্রাণ বিয়োগ না হয়।" সমসেলনেহার কহিলেন, "হেপ্রাণবল্লভ! তোমার অবস্থার সহিত আমার অবস্থার তুলনা করিয়া তোমাকে পরম-সুখী এবং আমাকে অতি হতভাগিনী বিবেচনা করিতেছি, কারণ, তুমি

আমার বিরহে অতীব কাতর হইবে বটে, কিন্তু পুনর্মিলনের আশা অবলম্বনপূর্ব্বক চিত্তকে অনেক প্রবোধ দিতে পারিবে। আমি সেরূপ করিতে পারিব না, আমি যে কেবল তোমার শ্রীমুখদর্শনলাভে বঞ্চিতা থাকিয়া ক্লেশ অনুভব করিব এরূপ নহে, তোমার সহিত আমার আন্তরিক প্রণয় হওয়াতে এক্ষণে যাহার প্রতি আমার কিঞ্চিন্মাত্র প্রীতি নাই, আমাকে তাহার সহিত কালযাপন করিয়া যে কি পর্য্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহা বলা যায় না।" এই কথা বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজনন্দনও বিরহ যন্ত্রণা আশঙ্কা করিয়া বাক্‌শক্তি বিহীন হইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিলেন। ইবনে তাহের চিন্তা করিতেছিলেন কিরূপে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া আপনাদের জীবন রক্ষা করিবেন, অতএব তিনি এই অভিপ্রায়ে নায়ক নায়িকাকে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, কোন মতে যেন প্রস্থানের কাল বিলম্ব না হয়।

ইতিমধ্যে রাজপ্রিয়তমার বিশ্বাসপাত্রী দাসী আসিয়া বলিল, "ঠাকুরাণি! কি করিতেছেন, আর বিলম্ব করিবেন না খোজাগণ আসিতেছে। রাজার আসিবার সময় প্রায় উপস্থিত।" এই কথা শুনিবামাত্র সমসেলনেহার বলিলেন, "হা জগদীশ্বর! বিচ্ছেদ কি ভয়ঙ্কর! আমি কিরূপে এই অসহ্য বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিব। প্রিয়তম এখনও নিকটে আছেন, ইহাতেই এই হইল, না জানি ইঁহার অদর্শনে আমার কি দুর্দ্দশা ঘটিবে।"ইহা বলিয়া দাসীকে আজ্ঞা করিলেন, "সম্প্রতি ইহাদিগকে গৃহ মধ্যে লুকাইয়া রাখ, অধিক রজনী হইলে অন্ধকারে গুপ্তভাবে খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিও।" ইহা বলিয়া যুবরাজকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দিয়া তথা হইতে আগমনপূর্ব্বক নৃপতিকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনীতে অগ্রগামিনী হইলেন। কিঙ্করীও রাজ-রমণীর আদেশানুসারে বণিক ও যুবরাজকে উদ্যানের কুঠরীতে অবস্থিতি করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিল।

কিয়ৎকাল পরে, অকস্মাৎ সমস্ত উদ্যান আলোকময় হইল। যুবরাজ ও বণিক্ কুঠরীর বাতায়ন দিয়া দেখিলেন একশত কৃষ্ণবর্ণনপুংসক এক এক মশাল হস্তে তদভিমুখে আসিতেছে, এবং তৎপরে নৃপতি আগমন করিতেছেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে মসরুর বাম পার্শ্বে একজন রাজকর্ম্মচারী। সমসেলনেহার ভূপতির আগমন প্রতীক্ষা করিয়া সুবেশা হইয়া সুন্দরী সহচরীগণের সহিত দ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজা উপস্থিত হইলে, রাজ্ঞী তাঁহার চরণতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া মনেমনে বলিতে লাগিলেন, "হে পারস্যরাজ-নন্দন! আমি এক্ষণে কি দুরবস্থায় পতিত হইলাম, তুমি একবার দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারিতে, তোমার চরণতলে এই প্রকারে ভূমিষ্ঠ হইতে আমার অনিচ্ছা ছিল না।"নৃপতি প্রসন্নান্তঃকরণে

প্রিয়তমাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "প্রেয়সি! তোমার অদর্শনে আমি যেরূপ সন্তাপিত ছিলাম তাহা বর্ণনাতীত।"

ইহা বলিয়া ভূপতি রাণীর কর ধারণপূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রজত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজমহিষী তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন। পরিচারিণীগণ চতুষ্পার্শ্বে বসিল। মশালবাহক নপুংসকেরা প্রচলিত প্রথানুসারে বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিল। মশালের আলোকে সমস্ত প্রাঙ্গণ দীপ্তিময় হইল। নৃপতি গৃহের সৌন্দর্য্য এবং আলোকমালা সন্দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া নাট্যশালার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যদিও নাট্যশালা বদ্ধ রাখিবার বিশেষ অভিসন্ধি ছিল, তথাপি রাজার সন্দেহ দূর করণার্থ, দাসীগণ তদ্দণ্ডেই সেই গৃহের সমস্ত দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। রাজা ঘরের ভিতরে ও বাহিরে উৎকৃষ্ট আলোক অবলোকন করিয়া মহা তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "প্রেয়সি! তুমি রজনীকে যে দিবা করিতে পার তাহা তোমার কার্য্য কৌশল দৃষ্টে বুঝা যাইতেছে।"

অনন্তর ধরণীশ্বর এক জন পরিচারিণীকে বীণা বাজাইয়া গান করিতে বলিলেন, সে প্রণয়ঘটিত গীত গাইতে লাগিল। নরপতি গীত শ্রবণে বিবেচনা করিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতি সমসেলনেহারের প্রীতি প্রকাশ হইল। রাজার ইটি নিতান্ত ভুল, কেন না রাজ্ঞীর মনে তখন সেরূপ অভিপ্রায় কিছুমাত্র ছিল না, তিনি যুবরাজকে মন প্রাণ সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক কেবল তাঁহারই ধ্যানে একাগ্রচিত্তে মগ্না ছিলেন। এবং রাজাকে নব প্রেমের প্রতিবন্ধক ভাবিয়া রাজপুত্রের বিরহপ্রভাবে জ্ঞান-শূন্যা হইয়া পড়িলেন। তাহাতে সহচরীবৃন্দ তাঁহাকে ধরিয়া নাট্য-শালার মধ্যে লইয়া গেল। ইবনে তাহের গবাক্ষ দিয়া এই ব্যাপার অব-লোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং রাজকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক দেখিলেন, তিনিও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছেন, তাহাতে মহা বিপদ্ সমুপস্থিত ভাবিয়া ব্যাকুলচিত্ত হইয়া উঠিলেন এবং মনে মনে বলিলেন, "রাজমহিষীর প্রতি প্রেমাসক্তিই ইহার কারণ হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।" ইতিমধ্যে বিশ্বাসিনী পরিচারিণী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া কহিল, "আইস আইস, শীঘ্র আইস, আমি তোমাদিগকে এই সুযোগে বাহির করিয়া দিই, মহা বিপদ্ উপস্থিত, এখনি আমাদের সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা।" বণিক মৃদুস্বরে কহিলেন, "এখন আমাদিগকে কি প্রকারে বাহিরে লইয়া যাইতে চাহ, যুবরাজের কি অবস্থা হইয়াছে, ভিতরে আসিয়া দেখ।" দাসী দেখিল রাজনন্দন মূর্চ্ছিত ও স্পন্দরহিত, তাহাতে শীঘ্র জল আনয়নপূর্ব্বক তাঁহার মুখে দিল। কতক্ষণের পর যুবরাজ সচেতন হইলে, বণিক তাঁহাকে কহি-লেন, "চল এখান হইতে প্রস্থান করি, নতুবা আমাদের প্রাণনাশ

হইবে।” রাজকুমার তখনও উঠিবার বলপ্রাপ্ত হয়েন নাই, কিন্তু অনুপায় হইয়া ইবনে তাহের এবং পরিচারিণীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক চলিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা একটী ক্ষুদ্র লৌহ দ্বার দিয়া বহির্গত হওনের পর টাইগ্রিস্ নদী সংলগ্ন এক খালের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া বিশ্বাসিনী পরিচারিণী এক বার করতালি দিল, তাহাতে তৎক্ষণাৎ এক পুরুষ একখান ক্ষুদ্র তরী লইয়া উপস্থিত হইলে, রাজনন্দন ও বণিক তাহাতে আরোহণ করিলেন। পরে নৃপনন্দন এক হস্ত রাজপ্রাসাদাভিমুখে প্রসারণপূর্ব্বক বলিলেন, “হে প্রিয়ে! তুমি আমার বিশ্বস্ততা এই হস্তে গ্রহণ কর।” তৎপরে অন্য হস্ত হৃদয়ে রাখিয়া বলিলেন, “হে প্রাণেশ্বরি! তোমার নিমিত্ত আমার হৃদয়ে যে প্রেমানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা চিরকাল প্রজ্বলিত রহিবে।” রাজকুমার এই বাক্যগুলি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, নাবিক যথা সাধ্য ত্বরা করিয়া তরণী চালাইতে লাগিল। দাসীও খালের ধারে২ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, পরে নৌকা টাইগ্রিস নদীতে আসিয়া পড়িল দেখিয়া সে রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করিল।

যুবরাজ হতাশ হওয়াতে বণিক তাঁহাকে নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে সাহস দিলেন। নৌকা ঘাটে আসিলে, তাঁহারা কূলে উঠিলেন। রাজকুমার এমনি ক্ষীণ হইয়াছিলেন যে চলিতে নিতান্ত অশক্ত। ইবনে তাহের কি করেন, তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া অতিকষ্টে নিকটস্থ এক বন্ধুর ভবনে উত্তীর্ণ হইলেন। “এত রাত্রে কোথা হইতে আসা হইল?” তাঁহার বন্ধু এই কথা অতি সমাদরপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি এইরূপ প্রত্যুত্তর দিলেন, “আমি অদ্য অপরাহ্ণে এক ব্যক্তির নিকট হইতে আমার প্রাপ্য টাকা সংগ্রহার্থ তদীয় ভবনে গিয়াছিলাম। এ ব্যক্তিও আমার সমভিব্যাহারী ছিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ ইঁহার পীড়া উপস্থিত হওয়াতে আপনার ভবনে আগমন করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এক রাত্রির জন্য অবস্থিতি করিতে স্থান দান করুন।” ইহা শুনিয়া গৃহকর্ত্তা তাঁহাদিগকে বাসোপযোগী এক ঘর দিলেন। তথায় তাঁহারা উভয়েই শয়ন করিয়া থাকিলেন। যুবরাজ নিদ্রা গেলেন বটে, কিন্তু নিয়ত এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন যেন তাঁহার প্রিয়তমা সমসেলনেহার নৃপতির পদতলে মূর্চ্ছাপন্ন অবস্থায় পতিতা আছেন, তাহাতে তিনি কেবল ক্লেশেই প্রায় সমস্ত রজনী যাপন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কখন অন্যত্র রাত্রি যাপন করেন নাই সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত পরিজনেরা চিন্তা করিতেছে, এই বিষয় ভাবনা করিয়াও নিরুদ্বেগে ঘুমাইতে পারিলেন না। পর দিবস অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই বণিক বন্ধুর অনুমতি লইয়া যুবরাজের সঙ্গে স্বালয়ে উপনীত হইলেন।

রাজকুমার বিরহজনিত দৌর্ব্বল্য বশতঃ পদব্রজে গমন করাতে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া সে দিবস বণিকের নিকেতনেই শয়ন করিয়া রহিলেন। তাঁহার পীড়ার সমাচার পাইয়া তদাত্মীয়গণ তাঁহাকে দেখিতে আসিল। তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অতএব ইবনে তাহের পর দিবস তাঁহাকে বাটীতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিরলে বলিলেন, "তোমার যে ভাব দেখিতেছি, ইহাতে শেষে তোমার এবং তোমার চিত্তহারিণীর অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, অতএব এ বিষয়ে ক্ষান্ত থাকাই বিধেয়।" রাজনন্দন কহিলেন, "হে প্রিয় বন্ধো! তুমি আমাকে যে পরামর্শ দিতেছ তাহা মঙ্গলদায়ক বটে, কিন্তু ইহাও ভাবা উচিত, পরামর্শ প্রদান করা অতি সহজ, কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য করা বড় কঠিন ব্যাপার। তুমি আমাকে উত্তম পরামর্শ প্রদান করিতেছ বটে, কিন্তু তাহা ফলদায়ক হইতেছে না। সেই প্রিয়তমার প্রেমানুরোধে লোকান্তর গমন করিতে পারিলে আমি আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিব। তুমি আমার পরম বন্ধু, অতএব এই উপকার করিও, প্রাণ-প্রিয়তমা সমসেল নেহারের কোন সংবাদ পাইলে আমাকে বলিয়া যাইও, কেন না তাঁহাকে মূর্চ্ছাপন্না দেখিয়া আসিয়াছি, তাঁহার সেই অবস্থা মনে সর্ব্বদা জাগিতেছে বলিয়াই আমার এতাদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।" তখন বণিক্ বলিলেন, "আপনি নিশ্চয় জানিবেন সমাচার পাইবামাত্র আপনাকে সবিশেষ বিবরণ অবগত করাইব, এজন্য চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই।"

বণিক্ যুবরাজকে এইরূপ নানা আশ্বাসবাক্যে অনেক সান্ত্বনা করিয়া স্বালয়ে প্রত্যাগত হইয়া সমসেলনেহারের বিশ্বাসিনী পরিচারিণীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে দিন এবং তৎপর দিন কোন সমাচার না পাইয়া তিনি যুবরাজকে দেখিতে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজপুত্র মহা কাতর হইয়াছেন, এবং তাঁহার স্বজনেরা রোগ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত চিকিৎসক আনাইয়াছেন। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে বণিক্ রাজকুমারকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এক্ষণে কিরূপ আছেন? পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ হইয়াছেন কি?" যুবরাজ বলিলেন, "আমার কাতরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে বৈদ্যগণ কিছুই করিতে পারিতেছেন না" ইহা বলিয়াই পুনর্ব্বার কহিলেন, "প্রিয়তমার দাসী আসিয়াছিল কি?" বণিক্ বলিলেন, "না তাঁহার দাসী এ পর্য্যন্ত আসে নাই।" এই কথা শুনিবামাত্র কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখ হইতে আর বাক্য নিঃসরণ হইল না কেবল নয়ন দ্বয় হইতে অনর্গল জলধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। পরে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধরিয়া তিনি বণিক্‌কে বলিলেন, "হে বন্ধো! প্রিয়তমা যদি প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন তাহা হইলে, আমি এক মুহূর্ত্তকালও বাঁচিতে

পারিব না।" বণিক্ কহিলেন, "তুমি অনর্থক চিন্তা করিয়া কেন ক্লেশ পাও, সমসেলনেহার অবশ্যই জীবিত আছেন কেবল সুযোগাভাবে শুভ সমাচার প্রেরণ করিতে পারেন নাই, বোধ হয় অদ্য তাঁহার কুশলবার্ত্তা পাওয়া যাইবে।"

বণিক্ এবম্প্রকার অনেক প্রবোধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া স্বালয়ে প্রত্যাগত হইলেন। ক্ষণকাল পরেই সমসেলনেহারের বিশ্বাসিনী পরিচারিণী বিমর্ষভাব ধারিণী হইয়া উপস্থিত হইল। বণিক্ তাহাকে দৃষ্টি করিয়াই রাজপ্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে দাসী কহিল, "অগ্রে রাজকুমার কেমন আছেন, আমাকে বল, তাঁহার জন্য ঠাকুরাণী অত্যন্ত চিন্তিতা হইয়াছেন। তখন ইবনে তাহের যুবরাজের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শুনাইলে দাসী বলিল, "মহাশয়! রাজনন্দন রাজপ্রিয়ার বিরহে যে প্রকার ব্যাকুল হইতেছেন, রাজমহিষীও তাঁহার জন্য তদ্রূপ ব্যাকুলচিত্তা হইয়া আছেন। আমি টাইগ্রিস্ নদী-তট পর্য্যন্ত আপনাদিগের সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম রাজরমণী সেইরূপ জ্ঞানশূন্যা হইয়া আছেন, কোন মতে তাঁহার চৈতন্য হয় নাই এবং রাজা শোকাকুল হইয়া তাঁহার কাছে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তাঁহার এই অবস্থা ছিল, পরে তাঁহার কিঞ্চিৎ জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, রাজা সানন্দচিত্তে তাঁহাকে পীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি রাজার পদচুম্বন করিয়া বলিলেন, "হে রাজাধিরাজ! আপনি আমাকে যেরূপ স্নেহ করেন তাহাতে আপনার পদতলে এ অধিনীর মৃত্যু হইলে, ভাল হইত।" রাজা মনে করিলেন তৎপ্রতি সমসেলনেহারের প্রেমাসক্তি প্রযুক্তই তাঁহার এই দুরবস্থা হইয়াছিল। অতএব তাঁহাকে ইহা বলিয়া প্রবোধ দিলেন, "প্রেয়সি! তুমি প্রণয়ের কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা কর, কেননা প্রেমানুরাগ প্রবল হইলে, নানা পীড়া উপস্থিত হইতে পারে। এক্ষণে তোমাকে সুস্থ দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম, তুমি সমস্ত রাত্রি এই স্থানে শয়ন করিয়া থাক, উঠিয়া দেহ সঞ্চালন করা কর্ত্তব্য নহে, কি জানি, তাহাতে পুনর্ব্বার পীড়া উপস্থিত হইতে পারে।" ইহা বলিয়া রাজ্ঞীর বলবৃদ্ধিকরণ মানসে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সুরা সেবন করাইতে আদেশ দিয়া, নৃপেন্দ্র স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। নৃপতির প্রস্থানের পর রাজপ্রিয়া আমাকে আপনাদের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহাকে সমুদায় নিবেদন করিলাম। আপনারা নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া তাঁহার পীড়ার অনেক উপশম হইল। পর দিন প্রাতে, রাজা রাজবৈদ্যগণ সমভিব্যাহারে আসিয়া, বিবিধ ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রোগ নিবারণ হইল না; তাহার কারণ এই চিকিৎসকেরা রাজমহিষীর পীড়ার যথার্থ কারণ জানিতে পারেন নাই।

গত রজনীতে কিঞ্চিৎ সুস্থ থাকিয়া, অদ্য তিনি প্রত্যূষেই রাজকুমারের সংবাদ লইতে আমাকে পাঠাইয়া দিলেন।" বণিক্ কহিলেন, "তুমি তোমার ঠাকুরাণীকে এই সমাচার দিও, তিনি যুবরাজের কুশল বার্ত্তা জানিবার জন্য যেরূপ উদ্বিগ্ন-চিত্তা; যুবরাজও তাঁহার নিমিত্ত তদ্রূপ ভাবাপন্ন হইয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া দাসী তথা হইতে চলিয়া গেল।

বণিক্ রাজপুত্রকে এই সংবাদ দিবার জন্য, তাঁহার নিকট গমন করিবা মাত্র যুবরাজ কহিলেন, "হে বন্ধো! তোমার গুণের কথা কি বলিব, তুমি আমার নিমিত্ত যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছ, তাহাতে আমি তোমার নিকটে চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিলাম।" বণিক্ কহিলেন, "মহাশয়! বন্ধুর নিকট একপ নম্রতা প্রকাশ করা উচিত নহে। আপনকার প্রাণ রক্ষার্থে যদি আমাকে প্রাণ দিতে হয়, তাহাতেও আমি সম্মত আছি। এক্ষণে ও সকল কথার সময় নহে। অদ্য রাজরমণীর পরিচারিণী আমার নিকটে আসিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন।" ইহা বলিয়া বণিক্ অবিকল সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলেন। রাজনন্দন তাহা শুনিয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপ কথা বার্ত্তায় রজনী অধিক হওয়াতে, বণিক্ সে রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে বণিক্ তাঁহার স্বভবনে আসিবামাত্র রাজমহিলার বিশ্বাসিনী দাসী আসিয়া তাঁহার হস্তে এক খানি পত্র দিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী আপনাকে নমস্কার জানাইয়াছেন এবং এই পত্র খানি রাজকুমারকে দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া বণিক্ তৎক্ষণাৎ দাসীকে সঙ্গে করিয়া যুবরাজের নিকেতনে গমন করিলেন, এবং তাহাকে অন্য এক ঘরে রাখিয়া আপনি রাজকুমারের আবাসগৃহে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "রাজকিশোর! আর ভাবনা করিবেন না, শুভ সমাচার শ্রবণ করুন। রাজপ্রিয়ার এক জন দাসী একখানি পত্র লইয়া আসিয়াছে, আমি তাহাকে অন্য গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি আপনার অনুমতি পাইলেই তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করি।" রাজনন্দন এই কথা শুনিবামাত্র যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন, এবং "এখনি তাহাকে আমার নিকটে ডাকিয়া আন" এই বলিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। বণিক্ ভৃত্যগণকে স্থানান্তরে যাইতে বলিয়া স্বয়ং দ্বার মুক্ত করিয়া দাসীকে গৃহমধ্যে আনয়ন করিলেন। দাসী আসিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, "মহাশয়! আপনি সে রাত্রিতে প্রত্যাগমন করিয়া অবধি অত্যন্ত কাতর রহিয়াছেন, অতএব ঠাকুরাণীর এই পত্র খানি গ্রহণ করুন ইহা পাঠ করিলে, অনেক সুস্থ হইতে পারিবেন।" ইহা বলিয়া, সেই দাসী রাজকামিনীর স্বহস্তলিখিত লিপি তাঁহার হস্তে

রাজমহিলার পরিচারিণী পারস্য রাজপুত্রের হস্তে পত্র প্রদান করিতেছে।

প্রদান করিলে, রাজকুমার সাদরে পত্রখানি গ্রহণপূর্ব্বক তাহা বারম্বার চুম্বন করিয়া এইরূপে পাঠ করিতে লাগিলেন, "হে রাজনন্দন! এইপত্র বাহিকার মুখে সমস্ত বিবরণ উত্তমরূপে অবগত হইবে। তোমার অদর্শনে আমাতে আর আমি নাই, অতএব আমি কি লিখিতে কি লিখিলাম তাহা বলিতে পারি না। ধৈর্য্য আমার যন্ত্রণার উপশম না করিয়া বরং বৃদ্ধি করিতেছে। হে প্রাণেশ! যদিও তোমার প্রতিমূর্ত্তি আমার চিত্তপটে চিত্রিত রহিয়াছে, তথাপি আমার নয়ন তোমার মোহন মূর্ত্তি দর্শনে ব্যাকুল হইয়াছে। আমাদের সন্দর্শনের অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক না থাকিলে আমরা উভয়ে কি পর্য্যন্ত সুখী হইতাম, তাহা বলা যায় না।" পত্র পাঠ করিতে করিতে রাজপুত্র একএক বার রোদন, একএক বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ, এবং এক এক বার মহাহর্ষে হাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং প্রিয়তমার হস্তলিপি-দর্শনেচ্ছা হইতে মনকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া, পত্র খানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলেন। পত্র পাঠ নিবৃত্তি হইলে পর, বণিক্ কহিলেন, "আপনি পত্রের উত্তর দিয়া পরিচারিণীকে শীঘ্র বিদায় করিয়া দিউন।" যুবরাজ কহিলেন, 'বন্ধো! আমি এই প্রিয় পত্রের প্রত্যুত্তর

হঠাৎ দিতে পারিতেছি না, কি প্রকারে সম্পূর্ণরূপে মনের সন্তাপ প্রকাশ করিয়া লিখিব, তাহাই ভাবিতেছি।" ইহা বলিয়া প্রত্যুত্তর লিখিতে আরম্ভ করিলেন। লিখিতে২ তাঁহার অশ্রুধারা পুনঃ পুনঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং এক একবার লেখনী সঞ্চালন করিতে পারেন না, এমনও মধ্যে২ ঘটিয়া উঠিল। পরে পত্র লিখন সমাপ্ত হইলে, বনিকের হস্তে দিয়া কহিলেন, "দেখ কি রূপ লিখিত হইয়াছে, আমার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল, কি লিখিতে কি লিখিয়াছি বলিতে পারি না।" ইবনে তাহের পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, "ইহা অতি উত্তম লেখা হইয়াছে।" তখন রাজকুমার পত্রে মোহর করিয়া দাসীর করে অর্পণ করিলেন। দাসী পত্র লইয়া বিদায় হইয়া গেল এবং বনিকও তৎসঙ্গে বিদায় হইলেন।

বনিক্ স্বালয়ে প্রত্যাগত হইয়া ভবিষ্যতে রাজকুমারের এই অভিনব প্রণয় নিবন্ধন কি বিপদ ঘটিবে, তাহা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া আপনা আপনি এইরূপ বলিতে লাগিলেন, "সমসেলনেহার যদি এক জন সামান্যা স্ত্রীলোক হইতেন, তাহা হইলে, নায়ক নায়িকাকে সুখী করিবার নিমিত্ত, যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে হানি ছিল না। কিন্তু রাজাধিরাজ এই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলে, কেবল যে রাজকামিনী বিপদ্‌গ্রস্তা হইবেন এমন নহে, রাজকুমারও মহাবিপাকে পড়িবেন, এমন কি তাঁহার জীবন রক্ষা করা দুর্ঘট হইয়া উঠিবে, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আমিও ধনে প্রাণে মারা যাইব। অতএব এই ভয়ানক ব্যাপারে আমার লিপ্ত থাকা অনুচিত, এক্ষণে আপনাকে ভাবী বিপদ্ হইতে মুক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে।"

ইবনে তাহের এইরূপ চিন্তাতে সমস্ত দিন রাত্রি মগ্ন থাকিয়া পর দিন প্রত্যূষে রাজনন্দনের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে রাজমহিলার প্রেমে বিরত করিবার মানসে নানা প্রকার সদুপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্তই বিফল হইল। যুবরাজ বনিককে কহিলেন, "হে বন্ধো! সমসেলনেহার আমাকে যখন প্রাণের অধিক ভাল বাসেন, তখন আমি তাঁহাকে ভাল বাসিব না ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? তিনি যখন আমার নিমিত্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তখন আমারও কি আপনার প্রাণের প্রতি মায়া পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে? অতএব আমি কোন রূপেই তাঁহার প্রেমে বিরত হইতে পারিব না, ইহাতে আমার ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবে।"

যখন রাজনন্দনের প্রমুখাৎ এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া বনিক্ ভাবিতেই গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তৎকালে তাঁহার এক জন রত্নব্যবসায়ী প্রিয়তম বন্ধু তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমসেলনেহারের পরিচারিণী পুনঃপুনঃ ইবনে তাহেরের ভবনে গমনাগমন করিত এবং

ইবনে তাহেরও পারস্য যুবরাজের নিকট সর্ব্বদা থাকিতেন, ঐ রত্নবণিক্ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন। রাজকুমারের পীড়ার বিষয়ও তিনি বিশিষ্টরূপে অবগত ছিলেন। অতএব ইবনে তাহেরকে বিমর্ষ ভাবাপন্ন দর্শনে মনে মনে সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধো! তুমি কি ভাবিতেছ? এবং সমসেলনেহারের দাসী তোমার ভবনে সর্ব্বদা যাতায়াত করে কেন? বোধ করি, ইহার কোন গূঢ় কারণ থাকিতে পারে।" বণিক্ এই প্রশ্ন শ্রবণে প্রথমতঃ অবাক্ হইলেন পরে প্রতারণাপূর্ব্বক কহিলেন, "তিনি একটা সামান্য কর্ম্মোপলক্ষে আমার নিকট সর্ব্বদা আসিয়া থাকেন বটে।" রত্নবণিক্ কহিলেন, "তুমি আমাকে সত্য কথা বলিতেছ না, কিন্তু ভাবে বুঝা যাইতেছে কোন গুরুতর ব্যাপার নিশ্চয়ই থাকিবে। আমার নিকট তাহা প্রকাশ করিবার প্রতিবন্ধকতা কি আছে?" বণিক্ তখন সে বিষয় আর গোপন করিতে না পারিয়া বলিলেন "বন্ধো! সাবধান যেন ব্যক্ত না হয়, তুমি যাহা মনে করিয়াছ তাহা যথার্থই বটে, ব্যাপারটী সর্ব্বনাশের মূল।" ইহা বলিয়া রাজপ্রিয়তমার সহিত যুবরাজের প্রেম প্রসঙ্গের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এই নগরস্থ ধনী, মানী গুণী, জ্ঞানী সকল লোকেই আমাকে সমাদর করিয়া থাকেন, কিন্তু এই প্রেম প্রসঙ্গ ব্যক্ত হইলে আমি যে কেবল অপমানিত হইব এমন নহে, সপরিবারে ধনে প্রাণে মারা যাইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অতএব ইহার জন্যই আমি সর্ব্বদা চিন্তাযুক্ত আছি। এবং আমি ইহাও মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছি, মহাজনগণের ঋণ পরিশোধ এবং আমার প্রাপ্য টাকা সংগ্রহ করিয়া এই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক বালশোরা নগরে ত্বরায় প্রস্থান করিব। পরমেশ্বর এমন না করুন! রাজরমণী এবং যুবরাজ পাছে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়েন তাহাও চিন্তা করিতে হইতেছে।" রত্নবণিক্ এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "সমসেলনেহার এবং রাজনন্দন না বুঝিয়া কেন এতাদৃশ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছেন, ইহাতে পরিণামে বিপরীত ঘটনার সম্ভাবনা। তাঁহারা ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা কোন মতেই সদ্বিবেচনার কার্য্য হয় নাই। তুমি এ বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য যে কল্পনা করিয়াছ তাহা নিতান্তই সঙ্গত।" পরে "এ কথা প্রাণান্তেও কাহার নিকট প্রকাশ করিব না।" ইহা বলিয়া রত্নবণিক্ তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

অনন্তর তৃতীয় দিবসে রত্নবণিক্ পুনর্ব্বার ইবনে তাহেরের পণ্যশালায় গিয়া দেখিলেন দোকান বন্ধ আছে, তাহাতে এক জন প্রতিবাসীকে দোকান বন্ধ থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে অনুমান করিয়া কহিল, "তিনি বাণিজ্যার্থ স্থানান্তরে গিয়া থাকিবেন।" ইহা শুনিবামাত্র রত্নব্যবসায়ী রাজকুমারের আবাসে গমন করিলেন। রাজ;

ভনরের সহিত রত্ন বণিকের বিশেষ আলাপ ছিল না বাদসায় উপলক্ষে কেবল পরস্পর পরস্পরকে চিনিতেন মাত্র। রত্নবণিক যুবরাজের সমীপস্থ হইলে রাজপুত্র তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলে রত্নবণিক্ কহিলেন; "যদিও আপনকার সহিত আমার বিশেষ আলাপ নাই, তথাপি আপনাকে একটী সংবাদ দিতে আসিলাম। ইবনে তাহেরের সহিত আমার বিশেষ হৃদ্যতা থাকাতে তিনি আমার নিকটে কোন কথা গোপন রাখেন নাই। অদ্য তাঁহার দোকানে গিয়া দেখিলাম দোকান বন্ধ আছে, তাহাতে প্রতিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম, দুই দিবস গত হইল, তিনি স্থানান্তরে গিয়াছেন। অতএব মহাশয়ের নিকট জানিতে আসিলাম, বোধ করি তাঁহার হঠাৎ স্থানান্তরে যাইবার কারণ আপনি বলিতে পারেন।" রাজকুমার এ কথা শুনিয়া বিমর্ষভাবে কহিলেন, "কি বলেন! ইবনে তাহের স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন! তিনি আমার বিশ্বাসপাত্র ছিলেন অতএব তাঁহার বিরহে কিরূপে জীবন ধারণ করিব।" ইহা বলিয়া কিয়ৎকাল অধোবদনে থাকিয়া এক জন ভৃত্যকে আজ্ঞা করিলেন, "ইবনে তাহেরের বাটীতে গিয়া অবিলম্বে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তিনি কোথায় গিয়াছেন।" ভৃত্য প্রত্যাগত হইয়া কহিল, "তিনি বালশোরা গমন করিয়াছেন, এবং পথে আসিতে আসিতে এক জন দাসীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি যুবরাজের কিঙ্কর?" আমি বলিলাম 'হাঁ' তাহাতে সেই দাসী আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য এক খানি পত্র হস্তে আমার সঙ্গে আসিয়াছে। ঐ দাসী সমসেলনেহারের পরিচারিণী হইবে, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া রাজকুমার তাহাকে ডাকিতে আজ্ঞা দিলেন। দাসী আসিবামাত্র রাজনন্দন তাহাকে সমাদরপূর্ব্বক নিকটে বসাইলেন। রত্নবণিক্ তখন তথা হইতে উঠিয়া অপর এক ঘরে উপবেশন করিলেন। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত দাসী এবং রাজকুমারে কথা বার্ত্তা হইবার পর, দাসী চলিয়া গেলে রত্নবণিক্ পুনর্ব্বার রাজকুমারের সমীপে আগমনপূর্ব্বক হাস্যবদনে কহিলেন, "আমি আভাসে বুঝিতে পারিয়াছি আপনি রাজবাটী সংক্রান্ত কোন গুরুতর ব্যাপারে লিপ্ত আছেন।" রাজনন্দন রত্নবণিকের প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র চমৎকৃত ও ভয়াকুলচিত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এমন কথা কেন বলিলেন?" রত্নবণিক্ উত্তর করিলেন, "ঐ দাসীকে দেখিয়া এ কথা বলিতেছি।" যুবরাজ বলিলেন, "আপনি কি জানেন এ কাহার পরিচারিণী?" বণিক্ কহিলেন, "রাজপ্রিয়তমার ঐ বিশ্বাসিনী দাসীকে ইবনে তাহেরের নিকটে অনেক বার আসিতে দেখিয়াছি।" রত্নবণিকের এই কথাতে রাজকুমার একবারে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন।

(৩৯)

অনন্তর রত্নবণিক সমস্ত ব্যাপার ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম,ইবনে তাহের আপনাকে এ অবস্থায় কিপ্রকারে ত্যাগ করিয়া গেলেন। আমি আপনকার কষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, অতএব আমাকে বিশ্বাস করুন আমি আপনার ইষ্ট সিদ্ধি করিয়া দিব।" যুবরাজ অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে তাঁহাকে ইবনে তাহেরের স্থলাভিষিক্ত করিতে সম্মত হইলেন। পরে জহরী বিদায় হইবার কালে বলিলেন, "আপনি আমার প্রতি অবিশ্বাস করিবেন না, আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি আপনার বিশেষ উপকার করিব।" রত্নবণিক রাজপুত্রের নিকট হইতে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক খানি পত্র পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলেন, এবং তাহাতে মোহর করা না থাকাতে তৎক্ষণাৎ পাঠ করিয়া সমস্ত মর্ম্ম অবগত হইলেন। দাসী যুবরাজের নিকট হইতে বিদায় হইয়া রাজরমণীকে ইবনে তাহেরের স্থানান্তর গমনের বিষয় অবগত করাতে রাজপ্রিয়া রাজনন্দনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, দাসী তাহা অসাবধানতা বশতঃ পথে ফেলিয়া গিয়াছিল। পত্র পাঠ সমাপন হইয়াছে এমন সময়ে সেই দাসী অতি ব্যগ্রভাবে লিপি অন্বেষণ করিতে২ তাঁহার নিকটে আসিল। বণিক দাসীকে দেখিবামাত্র পত্রখানি বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। পরিচারিণী তাহা দেখিয়া তাঁহার সমীপে আসিয়া কহিল, "আমার একখানি পত্র পথিমধ্যে পড়িয়াগিয়াছিল,আপনাকে তাহা গ্রহণ করিতে দেখিলাম,অতএব তাহা প্রদান করিলে, আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়।" বণিক তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া স্বালয়ে চলিয়া গেলেন,দাসীও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বণিক্ বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন,"সমসেলনেহার পারস্যের রাজকুমারের নিকট এই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন কি না?" দাসী ইহা শুনিবামাত্র শঙ্কিতা হইল। তাহাতে রত্নব্যবসায়ী কহিলেন, "আমার প্রশ্নে তুমি কি নিমিত্ত ভয়াকুলা ও লজ্জিতা হইতেছ? আমার পরমবন্ধু ইবনে তাহের স্থানান্তরে গিয়াছেন, এই সংবাদ জানাইতে এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আমি যুবরাজের নিকট গিয়াছিলাম। এক্ষণে আমাকে ইবনে তাহেরের ন্যায় বিশ্বাস করিলে আমার দ্বারাই সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে, তাহার সন্দেহ নাই। সমসেলনেহারের সহিত রাজপুত্রের প্রণয় বিষয়ে সহায়তা করিতে গিয়া যদি আমাকে ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব হারাইতে হয় তাহাতেও আমি ক্ষুব্ধ নহি। তুমি আমার নমস্কার জানাইয়া রাজপ্রিয়াকে এই সমস্ত কথা বলিও।"দাসী ইহা শুনিয়া বলিল, "আমি আপনার বাক্যে যৎপরোনাস্তি তুষ্টা হইলাম এবং ইবনে তাহেরের পরিবর্ত্তে যে, আপনাকে পাইয়াছি এবং আপনিও যে রাজরমণীর একজন পরম হিতৈষী এই সমস্ত বিষয় ঠাকুরাণীকে অবিলম্বে জানাইব।"

পরে রত্নবণিক্ পত্র বাহির করিয়া দাসীকে প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি এই পত্র খানি রাজকুমারের নিকট শীঘ্র লইয়া যাও,এবং তিনি যে প্রত্যুত্তর দিবেন,প্রত্যাগমন কালে তাহা আমাকে দেখাইয়া যাইবে।" দাসী লিপি লইয়া রাজকুমারের বাটীতে গেল। এবং যুবরাজ যে প্রত্যুত্তর দিলেন তাহা আনীয়া বণিক্‌কে দেখাইল। বণিক্ যুবরাজের পত্র পাঠ করিয়া তাহা দাসীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। পরিচারিণী পত্র গ্রহণপূর্ব্বক বলিল, "ঠাকুরাণী যাহাতে আপনাকে ইবনে তাহেরের ন্যায় বিশ্বাস করেন,তদ্বিষয়ে আমি বিশেষ চেষ্টা করিব।" ইহা কহিয়া দাসী তথা হইতে প্রস্থান করিল।

পর দিবস দাসী সানন্দচিত্তে আসিয়া রত্নজীবীকে কহিল, "গত কল্য আপনার নিকট হইতে গিয়া দেখিলাম, রাজপ্রিয়া অধৈর্য্যভাবে সজলনয়না হইয়া বসিয়া আছেন, পরে রাজকুমারের পত্র পাঠ করিয়া তিনি আরো বিষণ্ণা হইলেন।তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম,"ঠাকুরাণি! ইবনে তাহেরের অনুপস্থিত জন্য কেন ব্যাকুল হইতেছেন? আমি আর এক ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছি, তিনি আপনাদের মনস্কামনা সিদ্ধি করিতে সম্মত আছেন এবং যুবরাজের নিকট স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন প্রাণপণে আপনাদের কার্য্যসাধন করিয়া দিবেন।" এই সমস্ত কথা ঠাকুরাণীর কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি মহানন্দে নিমগ্না হইয়া আপনার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। অতএব আমার সঙ্গে রাজবাটীতে চলুন।" রত্নবণিক্ বলিলেন,"আমি তথায় যাইতে পারিব না, কেন না তাহাতে বিপদ্‌গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। তুমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবে।" ইহা শুনিয়া পরিচারিণী দ্রুতগামিনী হইয়া প্রত্যাগমন করিয়া রাজরমণীকে সমস্ত নিবেদন করিল।

সমসেলনেহার স্বয়ং রত্নবণিকের সমীপে যাইতে উদ্যত হইলেন, এবং তৎকালে যাহাতে যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহার সদুপায় করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নে রত্নবণিকের নিকটে দাসীকে পাঠাইয়া দিলেন। দাসী রাজপ্রিয়ার অনুমতিক্রমে রত্নবণিকের নিকটে আসিয়া সমুদায় জানাইল। রত্নজীবী কহিলেন, "আমার এ বাটীতে তাঁহাদের সাক্ষাৎ করা উচিত হইতেছে না, কি জানি এখানে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে,আমার আর একটী ভবন আছে,তাহাতে এক্ষণে কেহই বাস করে না, সেই ভবনেই তাঁহাদের পরস্পর সন্দর্শন নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে পারিবে,গোপনের কার্য্য গোপনে হওয়াই বিধেয়।" দাসী তখন তাহার ঠাকুরাণীকে ঐ সংবাদ দিতে গেল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগমন করিয়া বলিল, "রাজকামিনী ঐ ভবনে সন্ধ্যাকালে আগমন করিবেন।" পরে বণিক্‌কে এক তোড়া স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া পুনর্ব্বার কহিল, "মহাশয়!

পারস্য রাজপুত্র এবং সমসেলনেহার একাসনে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহারাদি করিতেছেন।

ভোজনের আয়োজন করিবার নিমিত্ত ঠাকুরাণী এই স্বর্ণ মুদ্রাগুলি প্রদান করিয়াছেন।” পরে যে আলয়ে নায়ক নায়িকার সংমিলন হইবে বণিক্ তাহা দাসীকে দেখাইয়া রাখিলেন। অনন্তর নানাবিধ রজত ও স্বর্ণ পাত্র এবং উত্তমোত্তম দ্রব্যাদি দ্বারা ঐ গৃহ সজ্জিত করিয়া, বণিক্ যুবরাজের বাটীতে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে এই শুভ সমাচার জানাইলেন।

রাজনন্দন প্রাণ প্রিয়তমার সুধাংশুবদন এত শীঘ্র দর্শন করিতে পাইবেন, ইহা স্বপ্নেও জানিতেন না, সুতরাং হর্ষার্ণবে সন্তরণ-পূর্ব্বক প্রেমাবেশে সুবেশধারণ করিয়া অবিলম্বে রত্নবণিকের সঙ্গে গমন করিলেন। রত্নবণিক্ তাঁহাকে সংগোপনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গেলে, তথায় উপবেশনপূর্ব্বক উভয়ে রাজরমণীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকালে বিশ্বাসিনী পরিচারিণী এবং আর দুই জন সঙ্গিনী সমভি ব্যাহারে সমসেলনেহার সেই গুপ্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলে, প্রেমিক প্রেমিকার পরস্পর সন্দর্শন হইবামাত্র পরস্পরের হৃদয়ে এরূপ প্রেমজনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দোদয় হইল যে, কিয়ৎক্ষণ উভয়ের মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, কেবল প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নে উভয়ে উভয়ের বদনা-

বলোকন করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া পরে সকরুণ বাক্যে প্রেমালাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎশ্রবণে রত্নবণিক্ এবং পরিচারিণীগণ আপনাপন নয়ননীর নিবারণ করিতে পারিল না। পরে দুই জনে একাসনে বসিয়া ভোজন পান করিলেন। তৎপরে রাজকামিনী বীণাবাদন সহকারে আপনার প্রেম প্রকাশক এক গীত রচনা করিয়া গাইতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে বণিক্ এবং দাসীগণ উঠিয়া অন্য এক গৃহে বসিয়া থাকিল।

ইতিমধ্যে অকস্মাৎ বহির্ভাগে একটা কোলাহল উঠিল। তৎক্ষণাৎ এক জন ক্রীতদাস আসিয়া রত্নবণিককে বলিল, "মহাশয়! কতকগুলি লোক বলপূর্ব্বক বাটীতে প্রবেশ করণার্থ দ্বারাঘাত করিতেছে।" ইহা শুনিয়া রত্নবণিক্ সমাচার জানিতে গিয়া দেখিলেন, কয়েক জন অস্ত্রধারী পুরুষ বাটীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। সুতরাং তিনি আত্ম প্রাণ রক্ষার্থ এক জন প্রতিবাসীর বাটীতে পলাইয়া গেলেন। তথায় গিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাজকুমারের সহিত রাজরমণীর প্রেম সংঘটনের সমাচার জানিতে পারিয়া, বুঝি রাজা এই অস্ত্রধারী পুরুষগণকে পাঠাইয়াছেন। রত্নবণিক্ প্রতিবাসীর ভবনে থাকিয়া রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঐ সকল লোকের কলরব শুনিলেন। পরে যখন আর কোলাহল শুনিতে পাইলেন না তখন ধীরে ধীরে সেই বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তথায় কেহই নাই, এবং রাজমহিষী ও পারস্য দেশীয় যুবরাজের যে কি হইয়াছে তাহারও কিছুই জানিতে পারিলেন না। তাহাতে অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া স্বগৃহে গমন করিয়া কত রূপ ভাবিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন ইবনে তাহের অতি বুদ্ধিমান্, সুতরাং তিনি এই সমস্ত বিপদ্ আশঙ্কায় স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। পুনর্ব্বার ভাবিলেন আমি কি নির্ব্বোধ, ইচ্ছা করিয়া কি নিমিত্ত এই জ্বলন্ত অনলে হস্ত দিতে সম্মত হইলাম। এক্ষণে রাজা আমার কি করেন বলা যায় না, না বুঝিয়া আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ঘটাইলাম। এইরূপ চিন্তায় সমস্ত রজনী যাপন করিলেন, একবারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না। পরদিন মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহার এক জন ভৃত্য আসিয়া কহিল, "এক জন আগন্তুক ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিপ্রায়ে দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।" ইহা শুনিয়া রত্নবণিক্ ঐ মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। আগন্তুক পুরুষ কহিল. "আপনি আমাকে জানেন না, কিন্তু আমি আপনাকে বিশিষ্টরূপে চিনি, আপনার সহিত আমার কোন বিশেষ কথা আছে, অতএব আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাকে কোন উত্তম সমাচার দিয়া সন্তুষ্ট করিব।" ইহা বলিয়া সে রত্নবণিক্কে সঙ্গে করিয়া এক অপরিচিত পথ দিয়া চলিল। কতকদূর গিয়া টাইগ্রিস্

নদীতটে উপনীত হইয়া একখান ক্ষুদ্র নৌকা আরোহণপূর্ব্বক দুই জনে নদী পার হইয়া গেল। তদনন্তর অনেক দূর গমন করিয়া সেই আগন্তুক ব্যক্তি ঐ জহরীকে লইয়া একটা বাটীতে প্রবেশ করিল এবং তাহার লৌহময় বৃহৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে একটা ঘরে লইয়া গেল। তথায় আর দশ জন পুরুষ ছিল, তাহারা বণিক্‌কে সমাদরপূর্ব্বক বসাইয়া, তাঁহার সহিত বিবিধ ভোজনীয় দ্রব্য আহার করিল। ভোজনান্তে তাহারা বণিককে জিজ্ঞাসা করিল "গত রজনীতে তোমার বাটীতে কি ঘটিয়াছিল তাহা সত্য করিবা আমাদিগকে কহ।" তাহাতে রত্নবণিক্ চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "তোমাদের কথার ভাবে বুঝিতে পারিতেছি, তোমরা সে সমস্ত ব্যাপার অবগত আছ। তাহারা কহিল, "হাঁ। যে যুবক যুবতী তোমার বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন তাঁহাদের প্রমুখাৎ সংক্ষেপে সমুদায় শুনা হইয়াছে, কিন্তু তুমি বিস্তারিত রূপে তৎসমুদায় বল।"এই সমস্ত কথা শুনিয়া বণিক্ বিবেচনা করিলেন তাহারাই দস্যু এবং তাহাদের দ্বারাই আমার যথা সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে। অতএব তখন তিনি তাহাদিগকে বিনীত বাক্যে বলিলেন, "আমি সেই যুবক যুবতীর জন্য অতিশয় ব্যাকুল চিত্ত আছি তাঁহাদের সমাচার বলিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করুন।" দস্যুগণ বলিল, "তাঁহাদের নিমিত্ত কোন চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহারা নিরাপদে আছেন।" তখন রত্নবণিকের মনে প্রত্যয় হইল যে, রাজকামিনী এবং রাজপুত্র প্রাণে বাঁচিয়া আছেন, তাহাতে তিনি সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া দস্যুপতিকে সমসেলনেহারের সহিত যুবরাজের প্রণয়ের আমূল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। তাহা শুনিয়া, দস্যুগণ চমৎকৃত হইয়া কহিল,"মহাশয়! এই যুবক কি পারস্যদেশের বিখ্যাত রাজকিশোর আলি ইবনে বেকার? এবং এই রমণী কি গৌরবান্বিতা সমসেলনেহার?" বণিক কহিলেন,"হাঁ। ইঁহারাই বাস্তবিক সেই পারস্যযুবরাজ এবং রাজপ্রিয়া সমসেলনেহার।" দস্যুগণ এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ যুবক যুবতীর নিকটে গমন করিয়া তাঁহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "আপনারা যদি অগ্রে পরিচয় দিতেন, তাহা হইলে আপনাদিগকে এত কষ্ট সহ্য করিতে হইত না। যাহা হউক, আমরা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা মার্জ্জনা করুন। এক্ষণে আমরা সাধ্যানুসারে আপনাদের উপকার করিতে ত্রুটি করিব না, যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।" পরে বণিক্‌কে কহিল, "আপনার বাটী হইতে যে সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করিয়াছি তাহা এখনি প্রত্যর্পণ করিতেছি, কিন্তু যাহা উপস্থিত নাই, তাহা আর পাইবার প্রত্যাশা করিবেন না। এবং আপনারা আমাদের কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিবেন না, যদি এরূপ স্বীকার করেন, তাহা হইলে, আমরা আপনাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া এমন স্থানে রাখিয়া আসি

যে, তথা হইতে আপনারা অক্লেশে স্ব স্ব আলয়ে যাইতে পারিবেন।" এই কথা শ্রবণ করিয়া যুবরাজ,সমসেলনেহার এবং রত্নবণিক্,তিন জনেই স্বীকার করিলেন যে,আমাদের দ্বারা তোমাদের কোন অনিষ্ট ঘটিবে না। তস্করগণ, এই অঙ্গীকার শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল, এবং এক খান তরণীর উপরে তাঁহাদিগকে আরোহণ করাইয়া পর পারে তুলিয়া দিল। পরে তিন জনে কূলে উঠিবামাত্র, কয়েক জন প্রহরী তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রধান প্রহরী অশ্বারোহী ছিল, সে অশ্ব হইতে তাঁহাদিগকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"তোমরা কে এবং কোথায় থাক ?" এই কথায় তাঁহারা একবারে স্তব্ধ হইলেন এবং ভয়ে কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। রাজরমণী এখন মহাবিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া প্রধান প্রহরীকে বিরলে ডাকিয়া আপনার প্রকৃত পরিচয় দিলেন। প্রহরী তাঁহার পরিচয় শুনিয়া আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করণানন্তর তাঁহাদের সকলের সমুচিত সম্মান করিল এবং তৎক্ষণাৎ দুই খান তরী আনাইয়া এক খানা তরণীতে সমসেলনেহারকে এবং অপর তরণীতে যুবরাজ ও রত্নবণিক্কে আরোহণ করাইয়া,দুই জন প্রহরীকে বলিয়া দিল," তোমরা ইঁহাদের সঙ্গে যাও, এবং ইঁহারা যথায় যাইতে চাহেন তথায় রাখিয়া আইস।" পরে মাঝীরা দুই খান তরী দুই দিকে বাহিয়া গেল। রাজকুমার, অত্যন্ত ক্লেশসহকারে স্বালয়ে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং এমনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার কথা কহিবারও ক্ষমতা ছিল না। রত্নবণিক্,রাজকুমারের এইরূপ ক্ষীণাবস্থা দেখিয়া সে রজনীতে তৎসন্নিধানে অবস্থিতি করিলেন, পর দিন প্রাতঃকালে বণিক্ যখন বিদায় হইয়াআসিলেন,যুবরাজ তখনও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না। পরে রত্নবণিক্,দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত স্বীয় যে সমস্ত দ্রব্যাদি প্রত্যর্পিত হইয়াছিল, সেগুলি আপন বাটীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, স্বীয় ভৃত্যগণকে কেবল ইঙ্গিত দ্বারা আজ্ঞা করিলেন।

রত্নব্যবসায়ী সমস্ত রাত্রি স্বালয়ে প্রত্যাগত না হওয়াতে তাঁহার পরিজনেরা অত্যন্ত চিন্তাকুল ছিল, কেন না তাহারা দেখিয়াছিল তিনি এক জন আগন্তুক ব্যক্তির সহিত গিয়াছিলেন। অতএব তিনি ভবনে আসিবামাত্র, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল। পর দিবস বণিক বাটী হইতে বহির্গত হইয়া সমসেলনেহারের পরিচারিণীকে আসিতে দেখিয়া অবিলম্বে এক দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। ঐ মহিলা যে রাজমহিষীর পরিচারিণী, ইহা সকলেরই বিদিত ছিল, সুতরাং তাহার সহিত প্রকাশ্য স্থানে কথোপকথন করিলে, পাছে লোকে কিছু সন্দেহ করে এই আশঙ্কায় বণিক দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ছিলেন।

দাসীও তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল। তদনন্তর বণিক দাসীকে সমসেলনেহারের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিল," অগ্রে তোমাদের সমাচার বল, পশ্চাৎ আমি তৎসমুদায় জ্ঞাপন করিব।"তাহাতে বণিক আপনাদের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন পরিচারিণী কহিল, " রাজরমণী ও রাজপুত্রকে লইয়া দস্যুগণ চলিয়া গেলে, আমি সজলনয়নে রাজবাটীতে প্রত্যাগত হইলাম। এবং সঙ্গিনীগণ ঠাকুরাণীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বলিলাম, ' তিনি কোন বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ অদ্য আসিতে পারিলেন না,কল্য আসিবেন।" এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলাম বটে ; কিন্তু আমার মনে যেরূপ ভাবনা উপস্থিত হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পর দিবস রজনীযোগে যখন আমি অন্তঃপুরের পশ্চাৎভাগে নদী তটে বসিয়া কতরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে এক খান নৌকা আসিয়া কূলে লাগিল। ঐ নৌকার মধ্যে ঠাকুরাণীকে দৃষ্টি করিয়া আমার সমুদায় ভাবনা দূর হইল। তখন রাজমহিষীর নৌকা হইতে উঠিবার ক্ষমতা নাই দেখিয়া, আমি ক্রোড়ে করিয়া তাঁহাকে তরণী হইতে কূলে নামাইলাম। পরে তিনি আমাকে ধীরে২ বিরলে বলিলেন, "দুই তোড়া স্বর্ণমুদ্রা আনীয়া নৌকাস্থিত প্রহরী ও মাঝীকে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান কর।"আমি ঠাকুরাণীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া তখনি তাহাদিগকে স্বর্ণমুদ্রা দিয়া বিদায় করিলাম। পরে রাণীকে করধারণপূর্ব্বক অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া তাঁহার বস্ত্রাদি ত্যাগ করাইয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইলাম। তিনি সমস্ত রজনী জ্ঞানশূন্যা হইয়া রহিলেন, প্রভাত হইবামাত্র অপরাপর পরিচারিণীগণ তাঁহারপ্রত্যাগমনের সমাচারপাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, আমি তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দিলাম না। "এক্ষণে ঠাকুরাণী অত্যন্ত অসুস্থা আছেন,অতএব এখানে গোলযোগ করিলে,তাঁহার ক্লেশ বৃদ্ধি হইবে।" পরে আমি এবং আমার সঙ্গিনীদ্বয় তাঁহার অনেক সেবা করিয়াতাঁহাকে কিছু আহার করাইলাম। ভোজনান্তে তাঁহার কথা কহিবার শক্তি হইলে, আমরা তাঁহাকে দস্যুগণের হস্ত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইলেন তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম।তাহাতে রাজপ্রিয়তমা উত্তর করিলেন,"তোমরা সে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া কেন আমার শোকানলপুনর্ব্বার উদ্দীপ্ত করিতেছ, দস্যুগণ যদি আমার প্রাণনাশ করিত, তাহা হইলে, আমার পক্ষে ভাল ছিল। কারণ তাহা হইলে, আমার সমুদায় যাতনা একবারে শেষ হইয়া যাইত।" ইহা বলিয়া রোদন এবং ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সমুদায় বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিয়া আমাকে কহিলেন, "রত্নবণিক আমার অনেক উপকার করিয়াছেন এবং আমার নিমিত্ত তাঁহাকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে অতএব কল্য প্রাতে

দুই তোড়া স্বর্ণমুদ্রা লইয়া তাঁহাকে দিবে এবং যুবরাজের সংবাদ লইয়া আসিবে।" আমি রাজপ্রিয়তমার শ্রীমুখাৎ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম, "ঠাকুরাণি! আপনি রাজনন্দনের প্রেমাসক্তা হইয়া এত কষ্ট পাইলেন এবং পরে আরো অনেক বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা, অতএব অনর্থক প্রণয়ের অধীন হইয়া আমাকে আর বিপদ্‌গ্রস্ত করিবেন না।" ঠাকুরাণী কহিলেন, "আমাকে ও কথা আর বলিও না, আমি রাজকুমারের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি।" আমি রাজনন্দিনীর এ কথায় আর কোন উত্তর দিতে না পারিয়া তাঁহার আদেশানুসারে তোমার জন্য এই দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আনয়ন করিয়াছি।" বণিক্ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক রাজমহিলাকে শত শত প্রণাম জানাইয়া দাসীকে বিদায় করিলেন।

রত্নবণিক্ পর দিবস প্রত্যূষে রাজনন্দকে দেখিতে গিয়া শুনিলেন, রাজকুমার স্বালয়ে প্রত্যাগমন করণাবধি নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া শয্যাগত ও নিস্তব্ধ হইয়া আছেন, কিছুমাত্র আহার করেন নাই, ইহাতে রত্নবণিক্ মহা উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া যুবরাজের শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অচৈতন্যাবস্থায় শয্যাগত দেখিয়া সাতিশয় দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া নমস্কার করিলেন। রাজনন্দন, বণিকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন, পরে বণিকের হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "তুমি এই হতভাগোর নিমিত্ত বহু কষ্ট পাইয়াছ এবং ইঁহার তত্ত্বাবধারণ করিতেও আলস্য কর নাই, তজ্জন্য আমি তোমার নিকট চিরবাধিত রহিলাম এবং তোমার ক্ষতি পূরণার্থ কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ কর।" এই কথা শ্রবণে বণিক্ রাজকুমারকে অনেক প্রবোধ বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু যুবরাজ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অনেক আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, "রাজপ্রিয়ার সহিত বিচ্ছেদ ঘটনার পর, তাঁহার কোন সমাচার অবগত হইয়াছ কি? আহা! বন্ধো! আমার এ কি দুঃসহ যন্ত্রণা ঘটিল!" তখন রত্নবণিক পরিচারিণীর মুখে রাজরমণীর বিষয় যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক কহিলেন। তাহাতে যুবরাজ অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। পরে দুই জনে সমসেলনেহারের প্রেম প্রসঙ্গ লইয়া নানাবিধ কথোপকথন করিবার পর, বণিক্ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে রাজমহিলার পরিচারিণী রোদন করিতে করিতে বণিকের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলে, বণিক তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে দাসী বলিল, "আর কি বলিব, সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, এইবার আমাদের কি বিপদ ঘটে দেখ? মহাশয়! আর রক্ষা নাই। আপনার আলয়ে আসিবার সময় তাঁহার সঙ্গে ঠাকুরাণীর যে দুই জন

পরিচারিণী ছিল, তাহাদের এক জন কোন দোষের জন্য অপমানিতা হইয়া ক্রোধভরে খোজাধ্যক্ষকে সমস্ত গুপ্ত বিবরণ বলিয়া দিয়াছে এবং আর এক জন পলায়ন করিয়া রাজসন্নিধানে গিয়াছিল, বোধ করি, সেও রাজার নিকট সমস্ত ব্যক্ত করিয়াছে কেন না, আমি এইমাত্র দেখিয়া আসিতেছি, বিংশতি জন রাজসৈন্য আসিয়া ঠাকুরাণীকে রাজভবনে লইয়া গেল। অতএব আপনি অতি শীঘ্র যুবরাজকে এই কথা বলিয়া যাহাতে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয় তদ্বিষয়ে পরামর্শ দিউন।" এই কথা বলিয়া দাসী তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। এই সংবাদ শুনিবামাত্র রত্নবণিকের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তিনি আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া যুবরাজের নিকটে গিয়া কহিলেন, "হে রাজপুত্র! বিষম বিপদ্ উপস্থিত।" ইহা বলিয়া দাসীর প্রমুখাৎ যে সমস্ত কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

রাজতনয় এই ভয়ানক ব্যাপার শ্রবণে ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইলেন। এবং রত্নবণিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক্ষণে উপায় কি?" রত্নবণিক কহিলেন, "আইস দুই জনে একত্র হইয়া স্থানান্তরে পলায়ন করি, ইহা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই।" ইহা শুনিয়া রাজকুমার তদ্দণ্ডেই কতকগুলি বহুমূল্য রত্ন ও অন্যান্য কতিপয় আবশ্যকীয় দ্রব্য লইয়া স্বীয় জননীর নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক রত্নবণিক ও কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। দুই দিন অবিশ্রান্ত গমন করিয়া, তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া একটা তরুমূলে উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে এক দল দস্যু আসিয়া যুবরাজের অনুচরগণকে আক্রমণ করিল এবং উভয় দলে ঘোরতর মারামারি কাটাকাটি হইবার পর রাজনন্দনের সমুদায় লোক বিনষ্ট হইল দেখিয়া রত্নবণিক ও যুবরাজ জীবন রক্ষার্থ দস্যুগণকে অনেক স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাহাতে তস্করগণ তাঁহাদের প্রাণনাশ না করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিবস্ত্র করিয়া রাখিয়া গেল। তদনন্তর তাঁহারা এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ধীরে ধীরে কিয়দ্দূর গিয়া এক মসজীদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় থাকিয়া সে রাত্রি প্রভাত করিলেন। পর দিন প্রত্যূষে, এক ব্যক্তি তথায় ভজনা করিতে আসিয়া তাঁহাদিগের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলে, রত্নবণিক তাঁহাকে আপনাদের দুরবস্থার বিষয় সমস্ত অবগত করাইলেন। তিনি তাহাতে সকরুণ হইয়া কহিলেন, "তোমরা আমার বাটীতে গেলে, আমি তোমাদের যথোচিত সহায়তা করিতে পারি।" তাহাতে রত্নবণিক কহিলেন, "আপনার বাটীতে যাইতে আমরা প্রস্তুত আছি।" ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি তাঁহাদের উভয়কে স্বালয়ে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহাদিগকে বস্ত্রাদি প্রদানপূর্ব্বক নানাবিধ সামগ্রী আহার করিতে

দিলেন। উভয়ে আহার করিতে বলিলেন বটে, কিন্তু যুবরাজ কিছুই আহার করিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল। এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই, তাঁহার মৃত্যু লক্ষণ স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল দেখিয়া যুবরাজ কহিলেন, "বন্ধো! আমার প্রাণত্যাগের আর অধিক বিলম্ব নাই। মরণ সময়ে তুমি আমার নিকটে থাকাতে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার এই আন্তরিক দুঃখ রহিল যে, জননীর সহিত সাক্ষাৎ হইল না এবং এই অন্তিম সময়ে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পারিলাম না। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই যে, আমার মৃতশরীর বোগ্দাদ নগরে লইয়া গিয়া জননীর সম্মুখে যেন সমাধি কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। হায়! হায়! মিত্র প্রাণ প্রিয়তমা সমসেলনেহারের বিচ্ছেদেই আমার প্রাণ গেল মদীয় নয়ন আর তাঁহার চন্দ্রবদন দর্শন করিবে না। প্রাণপ্রিয়ার নিমিত্ত প্রাণ-বিয়োগ হইল, ইহা আমার সামান্য সন্তোষের বিষয় নহে, হা প্রিয়ে! তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব, তোমার নিমিত্ত জীবন দিলাম, জীবনান্তে যেন তোমার সহিত সম্মিলন ঘটে। পরমেশ্বরের নিকট আমার এই শেষ প্রার্থনা, পর জন্মে যেন আমি তোমার প্রণয় লাভ করিতে পারি।" ইহা বলিয়া যুবরাজ তনু ত্যাগ করিলেন।

পারস্য রাজপুত্র মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যায় শায়িত, তৎপার্শ্বে তাঁহার বণিক্-বন্ধু উপবিষ্ট এবং সম্মুখে বাটীর কর্ত্তা মহাশয় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

যদিও রাজনন্দনের মৃত্যুতে রত্নবণিক একেবারে বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু কি করেন অন্য উপায় না দেখিয়া, ঐ মৃত দেহ লইয়া

বোগ্দাদে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন এবং তাঁহার জননীকে সমস্ত বিবরণ জানাইলেন। রাজমাতা অকস্মাৎ পুত্রের নিধন বার্ত্তা শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া মূর্চ্ছাপন্না হইলেন। এবং তৎপরে দাসীগণের যত্নে চৈতন্য লাভ করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। বণিক রাজনন্দনের শোকে ব্যাকুল হইয়া আপন বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র দেখিতে পাইলেন, সমসেলনেহারের দাসী সজলনয়নে দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তাহাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি রাজকিশোরের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছ? আর তদীয় শব সমাধি প্রদানার্থ বোগ্দাদে আনীত হইয়াছে ইহা কি শুনিয়াছ?" ইহাতে দাসী বিস্ময়াপন্না হইয়া কহিল, "হায়! তুমি কি বলিলে, সেই পরম সচ্চরিত্র অনুপম রূপবান রাজকুমার কি আর জীবিত নাই?" পরে রোদন করিতে করিতে বলিল, "তাঁহার প্রিয়তমা সমসেলনেহারেরও মৃত্যু হইয়াছে।" রত্নবণিক্ ইহা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং রাজরমণীর সমস্ত বিবরণ শুনিতে চাহিলেন। তাহাতে কিঙ্করী এইরূপে তদ্বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল, "মহাশয় আশ্চর্য্যের কথা শ্রবণ করুন। মনে করিয়াছিলাম দুইজন বন্দিনী ভূপতির সমীপে এই সমস্ত গুপ্ত কথা ব্যক্ত করাতে, তিনি রাজ্ঞীর প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইবেন, এবং যুবরাজের প্রাণ দণ্ড করিবেন। কিন্তু আমি এখান হইতে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম, ঠাকুরাণী আপনার ঘরেই বসিয়া আছেন, নৃপতি তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই। পরে আমার কথা শুনিতে পাইয়া, তিনি বাহিরে আসিয়া আমার গলা ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'প্রিয়সখি! আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলাম না, সে যাহা হউক, আমার নিমিত্ত তোমাকে আর অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না, কষ্টের এই শেষ হইয়া গেল। সায়ংকাল সমাগত হইলে নৃপতি তথায় আগমনপূর্ব্বক প্রেয়সীর হস্তধারণ করিয়া নিকটে বসাইলেন। সমসেলনেহার রাজকুমারের বিচ্ছেদে এরূপ শোকাতুরা ছিলেন যে, প্রতিক্ষণেই তাঁহার প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা হইতে ছিল। অতএব তিনি তখন রাজপার্শ্বে ক্ষণকাল বসিয়াই ভূমিতলে পতিতা হইলেন। তাহাতে রাজা এবং আমরা প্রথমতঃ অনুমান করিলাম তাঁহার মূর্চ্ছা হইয়াছে, কিন্তু মুখে বারি প্রদান পূর্ব্বক চৈতন্যোদয় করিতে গিয়া দেখিলাম, তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। তখন নৃপতি নানা প্রকার খেদোক্তি করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমি সমস্ত রাত্রি মৃত দেহের নিকটে থাকিয়া প্রভাতে স্বীয় নয়নজলে ঐ শবকে স্নান করাইয়া অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার উপযুক্ত বস্ত্রাদি পরাইয়া দিলাম। রাজকামিনী জীবদ্দশায় আপন মৃত শরীর রক্ষার জন্য এক আশ্চর্য্য অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়া-

ছিলেন। রাজা তথায় তাঁহাকে মৃত্তিকা দিলেন।” মহাশয়! এমন প্রণয়ত কখন দেখি নাই, আহা! এক সময়ে দুই জনেরই মৃত্যু হইল, কি আশ্চর্য্য! ইঁহাদের কাহাকেও কাহার জন্য শোক করিতে হইল না। পরন্তু আপনি যে ইতিপূর্ব্বে বলিলেন, যুবরাজের সমাধিকার্য্য বোগদাদ নগরে হইবে। কিন্তু আমার অভিপ্রায় এই যে, মৃত নায়ক নায়িকার গোর এক স্থানেই হয়, তাহা হইলে উভয়ের মৃতাত্মার সন্তোষ জন্মিতে পারে। তাহাতে বণিক কহিলেন,“সে কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহিত হইবে? রাজা কি ইহাতে সম্মতি প্রদান করিবেন?” দাসী কহিল, “তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই, রাজা আমার প্রতি গোরস্থান রক্ষা করিবার ভারার্পণ করিয়াছেন, অতএব আমার দ্বারাই এই কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে। এবং আমার অনুমান হইতেছে, যখন রাজা সমসেলনেহা-রের সহিত যুবরাজের গুপ্ত প্রণয়ের কথা শুনিয়া ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই, তখন মরণান্তে তাঁহাদের মৃতদেহ একস্থানে প্রোথিত হইলেও কোন আপত্তি করিবেন না।”

রত্নবণিক এই কথা শুনিয় দাসীর সঙ্গে সমসেলনেহারের মৃত দেহ দর্শন করণার্থ সমাধিস্থলে গিয়া দেখিলেন, তথায় মহালোকারণ্য হই-য়াছে, বোগদাদবাসী এবং অন্যান্য স্থানের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই গোরের চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া আছে। তাহাতে চমৎকৃত হইয়া দাসীকে কহিলেন,“এক্ষণে বোধ হইতেছে যে আমাদের মানস সিদ্ধ অনায়াসেই হইবে। কারণ এই সকল লোকের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, ইহারা সকলেই সমসেলনেহারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। অতএব ইহাদের নিকট প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম বিবরণ এবং উভয়ের এক কালীন মৃত্যুর কথা ব্যক্ত করিলে, ইহারা যাহাতে উভয়ের গোর এক স্থানে হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবে।” ইহা বলিয়া রত্নবণিক রাজনন্দন এবং সমসেলনেহারের প্রেম প্রসঙ্গ ও মৃত্যুর বৃত্তান্ত উচ্চৈঃস্বরে সকলের নিকটে ঘোষণা করি-লেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিবামাত্র সমস্ত লোক রাজকুমারের জননীর নিকট গিয়া নিবেদন করিল, “আর্য্যা! জীবদ্দশায় এই নায়ক নায়িকা একাত্মা ছিলেন, অতএব মরণান্তে তাঁহাদের সমাধি এক স্থানে হওয়া উচিত। একারণ যে স্থলে সমসেলনেহারের গোর হইয়াছে তথায় যুবরাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে অনুমতি করুন।” রাজ্ঞী তৎ-ক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন নগরের ও নানাস্থানের সর্ব্বাবস্থার লোক যুবরাজের শব আনয়নপূর্ব্বক সমসেলনেহারের পার্শ্বে গোর দিল। তদবধি বোগদাদনিবাসী ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী নানা দেশীয় লোক ঐ সমাধির প্রতি অত্যন্ত ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এই গল্প শেষ করণানন্তর শাহারজাদী কহিলেন, মহারাজ! আগামী রজনীতে আর একটী অদ্ভুত উপন্যাস বলিতে আরম্ভ করিব।

রাজপুত্র কামারলজমান এবং চীনদেশীয় রাজকন্যা বেদৌরার প্রেমের বিবরণ।

শাহারজাদী কহিলেন, মহারাজ! পারস্যরাজ্যের নিকটবর্ত্তী মহাসাগরের মধ্যে খালেদান নামে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। তথায় শাহজমান নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সাতিশয় বিক্রম সহকারে সুচারু প্রণালীতে রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহার চারিটী মহিষী ছিল, তন্মধ্যে কেহই পুত্রবতী হয়েন নাই। তজ্জন্য রাজা সর্ব্বদাই এই চিন্তা করিতেন "আমার মরণান্তে রাজ্যের কি দশা হইবে, আমি নিঃসন্তান, আমার উত্তরাধিকারী কেহই রহিল না।" অনন্তর এক দিবস তিনি প্রধান মন্ত্রীর নিকট তাঁহার এই মর্ম্মান্তিক বেদনার কথা ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, "অমাত্য! যাহাতে আমার সন্তান লাভ হয় এমন কোন সদুপায় বলিতে পার?" মন্ত্রী কহিলেন, 'মহারাজ! আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, তাহা মনুষ্যের সাধ্য নহে। কেবল পরমেশ্বরই ইহার উপায় করিয়া দিতে পারেন। অতএব আপনার মানস সিদ্ধির জন্য কেবল একাগ্রচিত্তে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করুন। মহারাজের এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য মধ্যে ঈশ্বর-পরায়ণ পুণ্যবান্ এমন বহুলোক আছেন, যাঁহারা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলে, অবশ্যই আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে, অতএব অর্থদান দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করুন, তাহা হইলে, তাঁহারা আপনকার মঙ্গল-কামনায় ঈশ্বরের আরাধনায় রত থাকিবেন।

শাহজমান রাজা প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে রাজ্যস্থিত সমস্ত দেবালয়ে ভূরি ভূরি অর্থ বিতরণপূর্ব্বক তদধ্যক্ষগণকে স্বাভীষ্ট সিদ্ধির মানসে স্বস্ত্যয়নে নিয়োজিত রাখিলেন। তাহাতে কিয়দ্দিন পরে ঈশ্বরেচ্ছায় এক জন রাজমহিষী একটী অনুপম রূপবান্ সুকুমার প্রসব করিলেন। নরেন্দ্র তাহাতে মহানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বিবিধ প্রকার আনন্দোৎসব করিলেন এবং তনয়ের নাম কামারলজমান রাখিলেন। কামারলজমান শব্দে "তৎকালীন শশধর" বুঝায়। রাজনন্দনের যেমন ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তৎসঙ্গে সঙ্গেই তিনিও নানাবিধ বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পকালের মধ্যেই, তিনি স্বীয় নৈসর্গিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে রাজনীতি ও বিবিধ বিদ্যায় সমরূপ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। যুবরাজকে এইরূপ অসামান্য গুণসম্পন্ন দেখিয়া প্রজাগণ ও ভূপতি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, রাজা তাঁহাকে রাজ্যভার দিবার অভিলাষে মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলেন। তাহাতে মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ! আপনি অগ্রে রাজকুমারের পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করুন, পরে তাঁহাকে আপনার সভায়

উপস্থিত থাকিতে অনুমতি দিইন,পশ্চাৎ তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবেন। কেন না তাঁহাকে আপনার নিকট বসাইয়া রাজরীতিনীতি শিক্ষা দিলে, পরিণামে প্রজাগণের বিশেষ মঙ্গলদায়ক হইবে।"

রাজা মন্ত্রীর উপদেশে তৎক্ষণাৎ যুবরাজকে স্বসন্নিধানে আনীতে আদেশ করিলেন। রাজকুমার পিতার আজ্ঞানুসারে রাজসভায় আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলে,রাজা কহিলেন, "আমি তোমার বিবাহ দিতে মানস করিয়াছি, ইহাতে তোমার মত কি ?" রাজনন্দন,হঠাৎ এই কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া কিঞ্চিৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া কহিলেন, "হে পিতঃ! আপনকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে আমার সাহস হয় না, কিন্তু না বলিলে নয়, এজন্য আপনাকে বলিতেছি, এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন। কারণ, অবলা-কুলের নিমিত্ত পুরুষগণের যে প্রকার যন্ত্রণা ঘটিয়া থাকে, তাহা আমি লোকমুখে ও গ্রন্থপাঠে জ্ঞাত আছি, অতএব দার পরিগ্রহ করণে এক্ষণে আমি কোন প্রকারেই সম্মত হইতে পারি না।"

নরপতি, পুত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া, তখন আর কোন কথা না বলিয়া, এক বৎসর পরে পুনর্ব্বার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"হে বৎস! গত বৎসর তুমি বিবাহ করিতে সম্মত ছিলে না, এখনও কি সেইরূপ স্থির-প্রতিজ্ঞ আছ ?" রাজপুত্র কহিলেন, "মহারাজ! আমি অনেক বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, রমণীগণ বিশ্বাস-ঘাতিনী এবং পুরুষদিগের মহানিষ্ট-কারিণী, অতএব বিবাহ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। তাহাদের দুশ্চরিত্রতা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সপ্রমাণ আছে। অতএব আপনি বিবাহের কথা আর উত্থাপন করিবেন না।"রাজকুমার এই কথা বলিয়া ভক্তিসহকারে মস্তকে পিতৃ পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক তথা হইতে চলিয়া গেলেন। শাহজমান ভূপতি, পুত্রের এইরূপ ব্যবহার দর্শনে মহা দুঃখিত হইয়া মন্ত্রীকে বিরলে বলিলেন, "অমাত্য! কামা-রলজমান আমার বশীভূত হইল না, সন্তানেরা পিতামাতার অবাধ্য হইলে, তাঁহাদের মনে কি প্রকার সন্তাপ উপস্থিত হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া যাহাতে যুবরাজের এই অসচ্চরিত্র সংশোধন হইতে পারে,তাহার কোন সদ্যুক্তি বল।" মন্ত্রী কহিলেন, "হে মহীপাল! আর এক বৎসর অপেক্ষা করুন, তাহার পর যদি যুবরাজ পাণিগ্রহণে অসম্মত হন, তাহা হইলে, তাঁহাকে রাজসভায় ডাকিয়া আনীয়া সকলের সমক্ষে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবেন,বোধ করি,তাহাতে তিনি মহারাজের অভি-মত কার্য্য করিতে অস্বীকার করিবেন না।" এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া ভূপতি রাজ্ঞীর নিকট গমন করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিতে লাগিলেন, "হে প্রেয়সি! মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে আমি এতাবৎ-কাল ক্ষান্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু পুত্র বিবাহ করিতে দ্বিতীয় বার অস্বী-

কার করাতে, অত্যন্ত মনস্তাপ পাইয়াছি। আমার বোধ হইতেছে যুবরাজ আমা অপেক্ষা তোমার অধিক বশীভূত, অতএব তুমি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত কর।” পরে রাজমহিষী এক দিন যুবরাজকে কহিলেন, “বৎস! তোমার বিবাহ করিবার এমন কি প্রতিবন্ধক আছে? এবং এ বিষয়ে তোমার এতাদৃশ বিদ্বেষই বা কেন?” তাহাতে যুবরাজ কহিলেন, “জননি! রাজা আমার বিবাহের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু আমি তাহাতে এই কারণে সম্মত হইতে পারি নাই। কোন্ কামিনী আমার সহধর্ম্মিণী হইবে তাহা বলিতে পারি না, যাহাকে বিবাহ করিব সে পরম সুন্দরী হইতে পারে, কিন্তু তাহার দোষ গুণ কিছুই এক্ষণে জানিতে পারিব না। যদি সে প্রণয়িনী না হইয়া আমার মতের বিরুদ্ধাচারিণী হয়, তবে বিবাহ সুখের জন্য না হইয়া কেবল অনন্ত দুঃখের আকর হইবে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বিবাহের প্রতি আমার অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।” এই কথা শুনিয়া, যাহাতে স্ত্রী জাতির প্রতি রাজনন্দনের শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, রাজমহিষী তদ্বিষয়ের অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি যুবরাজ পূর্ব্বরূপ স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া রহিলেন।

পুনর্ব্বার এক বৎসর অতীত হইলে, নৃপতি আত্মজকে রাজসভায় ডাকাইয়া বলিলেন, “পুত্র! বহু দিবসাবধি আমি তোমার বিবাহ দিতে মানস করিয়াছি, কিন্তু তুমি ক্রমাগত আমার বাক্য অবজ্ঞা করিয়াছ, এক্ষণে সভাস্থ সকলের সাক্ষাতে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি বিবাহ করিবে কি না?” রাজনন্দন কহিলেন, “পিতঃ! আপনি আমাকে বিবাহ করিবার জন্য কেন বারম্বার অনুরোধ করিতেছেন, আমি একবারেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, কোন মতেই বিবাহ করিব না।” রাজা এই কথা শুনিবামাত্র অত্যন্ত ক্রোধযুক্ত হইয়া কহিলেন, “ওরে কুপুত্র! তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা যে তুই পুনঃ পুনঃ পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করিয়া আমার অবমাননা করিস্? প্রহরিগণ! কে আছিস্ রে! ইহাকে এখনি আমার সম্মুখ হইতে লইয়া গিয়া ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান কর।” আজ্ঞামাত্র নপুংসকগণ রাজকুমারের করধারণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ লোকালয়ের বহির্ভূত এক বিজন পুরাতন দুর্গে লইয়া গেল, এবং তথায় এক শয্যা, কতিপয় পুস্তক, কিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয় আহার্য্য দ্রব্য এবং সেবার নিমিত্ত একটী দাস দিয়া,তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিল। এই অবস্থায় রাজনন্দন সে দিবস শিবিরে আবদ্ধ থাকিয়াও কতিপয় মনোমত পুস্তক অধ্যয়ন করিতে পাইয়া, একাকী থাকিবার জন্য কোন কষ্ট অনুভব করিলেন না। সন্ধ্যাকালে ভোজনাদি সমাপনপূর্ব্বক কোরাণ পাঠ করিয়া নিদ্রা গেলেন। ঘরের ভিতর একটী প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং ভৃত্য দ্বারদেশে শয়ন করিয়া রহিল।

ঐ শিবিরস্থ এক কূপে দৈত্যপতির দুহিতা মহীমোহিনী নাম্নী এক পরী বাস করিত। সে প্রত্যহ নিশীথ সময়ে কূপ হইতে বাহির হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। সেই রজনীতে নিরূপিত সময়ে সে কূপ হইতে বহির্গত হইয়া ঘরে আলোক দর্শনে চমৎকৃতা হইল, এবং দ্বারস্থিত সুপ্ত কিঙ্করকে উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, রাজকুমার অর্দ্ধ মুখ বসনাবৃত করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার সুন্দর গঠন এবং রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া পরী মনে মনে বলিতে লাগিল, "আহা! কি চমৎকার সুন্দর যুবক দেখিলাম, আমি সসাগরা বসুন্ধরা পর্য্যটন করিয়া থাকি, কিন্তু এমন শ্রীমান্ পুরুষ ত কখনই দেখি নাই। বোধ করি, ধরণীতে আর কখন এমন সুশ্রী পুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করে নাই। আহা! মরি! মরি! ইহার দুর্দ্দশা দর্শনে আমার প্রাণ কেমন করিতেছে! হায়! এ যুবা এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, ভূপতি ইহাকে এরূপ বিজন স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিতে অনুমতি দিয়াছেন।" পরী এই প্রকারে রাজনন্দনের রূপের সুখ্যাতি করিয়া গগনমণ্ডলে উড্ডীয়মানা হইয়া কিয়দ্দূরে গিয়া, দানহাস নামে ঈশ্বরবিদ্রোহী এক দানবকে বেগে আসিতে দেখিল। মহীমোহিনী সলোমনের দলভুক্তা থাকাতে ঐ দৈত্য তাহার কাছে সভয়ে থাকিত। অতএব দৈত্য পরীকে দেখিবামাত্র কহিল, "হে পূজনীয়া মহীমোহিনি! আমি তোমাকে প্রণিপাত করিতেছি।" তাহাতে মহীমোহিনী বলিল, "অরে দৈত্য! তুই কোথা হইতে আসিতেছিস এবং কোথায় কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিস, আমাকে সত্য করিয়া বল্।" তাহাতে দানহাস কহিল, "হে মহামান্যে রূপবতী! একটী অপরূপ কাহিনী বলি, শ্রবণ করুন।"

চীনদেশীয় রাজকন্যার কথা।

দানহাস কহিল, "আমি এক্ষণে চীনদেশ হইতে আগমন করিতেছি। ঐ দেশের রাজার একমাত্র কন্যা আছে, তাহার নাম বেদোরা। রাজকন্যা এরূপ রূপবতী যে, তাঁহার ন্যায় সুন্দরী কামিনী এই অবনীমণ্ডলে কখন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। রাজা, স্বীয় কন্যার অবস্থিতির নিমিত্ত, অত্যাশ্চর্য্য অদ্বিতীয়, সাত মহল এক অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। প্রথম মহল স্ফটিক রচিত, দ্বিতীয় পিত্তলের, তৃতীয় উৎকৃষ্ট লৌহের, চতুর্থ পূর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য পিত্তলের, পঞ্চম পরশমণির, ষষ্ঠ রৌপ্যের এবং সপ্তম সুবর্ণ নির্ম্মিত।

রাজনন্দিনীর অসামান্য রূপের কথা শুনিয়া, চীনদেশের সন্নিহিত নৃপতিগণ তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু চীনাধীশ্বর

কন্যার অসম্মতিতে বিবাহ দিবেন না এই পণ করিয়াছেন, কন্যাও বিবাহ করিতে সম্মতা নহেন। অতএব দূতগণ হতাশ হইয়া প্রত্যাগমন করিতেছে। এমন সময় চীনাধিপতি এক রাজকুমারকে বিবাহ করিতে কন্যাকে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে রাজকুমারী অসম্মতা হইয়া পিতাকে কহিলেন, "আপনি আমাকে বিবাহ করিতে বলিবেন না, আমি কোন মতেই বিবাহ করিব না।" চীনাধীশ্বর কন্যার এবম্প্রকার অসঙ্গত বাক্য শুনিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, "বৎসে! তুমি উম্মত্তা হইয়াছ, সুতরাং উম্মত্তার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য অদ্যাবধি তোমার প্রতি সেইরূপ করা যাইবে।" ইহা কহিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ কন্যাকে পূর্ব্বোক্ত সাত মহল বাটীর মধ্যে এক মহলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। এবং তাঁহার সেবার নিমিত্ত কেবল দশ জন প্রবীণা দাসী রাখিয়াছেন, তন্মধ্যে রাজকুমারীর ধাত্রীও আছে। তৎপরে রাজা এই কথা বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করাইলেন যে, রাজকন্যা উম্মাদিনী হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিবে, তিনি তাহার সহিত আত্মজার বিবাহ দিবেন।" দৈত্য এই কথা শেষ করিয়া কহিল, 'দেখুন মহীমোহিনী আমি ঐ অসামান্য রূপলাবণ্যযুক্তা কন্যাকে স্বচক্ষে দর্শন করণাবধি মনে মনে ভাবিতেছি, বুঝি মহীতলে তদ্রূপ সুন্দরী আর কখন জন্মগ্রহণ করে নাই।" তাহাতে মহীমোহিনী হাস্যবদনে কহিল, "আমি যে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রাজনন্দনকে দেখিয়াছি, তাহার সহিত কোন ক্রমে তোর রাজকন্যার তুলনা হইতে পারে না।" দানহাস জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোন্ রাজকুমারের কথা কহিতেছ?" মহীমোহিনী উত্তর করিলেন, "তোর রাজকন্যার যে দশা এই রাজপুত্রেরও সেই দশা ঘটিয়াছে। এ রাজকুমার বিবাহ করিতে সম্মত নহেন বলিয়া, তাঁহার জনক ক্রোধান্বিত হইয়া, আমি যে প্রাচীন দুর্গে অবস্থিতি করি, সেই দুর্গে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তৎক্ষণ হইল, আমি তাঁহার রমণীয় অঙ্গসৌষ্ঠব ও অনুপম সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছি। তুই মনে করিতেছিস আমার রাজপুত্র অপেক্ষা তোর রাজকন্যার সৌন্দর্য্য অধিক, কিন্তু আমি ভাবিতেছি আমার রাজপুত্র তোর রাজকন্যা অপেক্ষা অধিক রূপবান্। অতএব আমাদের এই বিবাদ ভঞ্জনের জন্য এক উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করা যাউক। তুই চীন হইতে তোর রাজকন্যাকে আনীয়া আমার রাজকুমারের পার্শ্বে শুয়াইয়া রাখ্, তাহা হইলে, উভয়েরই রূপের তারতম্য অনায়াসেই অনুভূত হইবে।'

দানহাস শূন্যমার্গ দিয়া চীনদেশীয় রাজকন্যাকে লইয়া আসিতেছে।

দানহাস দৈত্য, মহীমোহিনীর বাক্যে তৎক্ষণাৎ চীন রাজ্যে গিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে রাজনন্দিনীকে নিদ্রিতাবস্থায় আনয়নপূর্ব্বক রাজনন্দনের পার্শ্বে শয়ন করাইয়া দিলে, পরী বলিল, "রাজকুমারী অপেক্ষা রাজকুমার অধিক রূপবান্।" দৈত্য কহিল, "রাজপুত্র অপেক্ষা রাজকন্যা অধিক রূপবতী।" পরে এই বিষয় লইয়া মহাবিবাদ উপস্থিত হইল। পরিশেষে মধ্যস্থ দ্বারা ইহার মীমাংসা হইবে, এই স্থির করিয়া মহীমোহিনী মহীতে এক পদাঘাত করিবামাত্র মৃত্তিকা বিদীর্ণ হইয়া তন্মধ্য হইতে এক বৃহদাকার দৈত্য বহির্গত হইল। সে খঞ্জ ও কুব্জ, তাহার মস্তকে ছয় শৃঙ্গ ও হস্ত পদে সুদীর্ঘ নখ আছে। সে ভূমি হইতে নির্গত হইয়াই মহীমোহিনীকে প্রণাম করিয়া করপুটে নিবেদন করিল, "ঠাকুরাণি! আমাকে কি নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছেন?" তাহাতে মহীমোহিনী কহিল, "ওরে কাশকাশ! দানহাসের সহিত আমার একটা বাদানুবাদ হইয়াছে, তাহার মীমাংসার জন্য তোকে ডাকিয়াছি। তুই এই শয্যাস্থিত রাজকুমার ও রাজকুমারীকে দেখিয়া নিরপেক্ষ হইয়া বল্, ইহাদের মধ্যে কে অধিক সুন্দর?" কাশকাশ, যুবক যুবতীকে

বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া অনেক ক্ষণের পর বলিল, "ঠাকুরাণি! আমি উভয়ের অঙ্গসৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য দৃষ্টি করিয়া ইহাদের রূপের যে কিছুমাত্র প্রভেদ আছে, এমন বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। যদি আপনি নিতান্তই এই যুবক যুবতীর রূপের ন্যূনাধিক্য জানিতে চাহেন, তাহা হইলে, এই এক সদ্যুক্তি আছে, ইহাদের উভয়কে একে একে জাগরিত করুন, তাহাতে যে ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির জন্য অধিক ব্যগ্রতা ও অনুরাগ প্রদর্শন করিবে, তাহাকেই কিঞ্চিৎ ন্যূন সুশ্রী বোধ করা যাইবে।" এই পরামর্শ স্থির হইলে, মহীমোহিনী যুবরাজের নিদ্রা ভঙ্গ করণার্থ মায়াবলে মক্ষিকার রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার স্কন্ধে হুল ফুটাইতে লাগিলেন, তাহাতে রাজকুমারের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। রাজনন্দন, নিদ্রাভঙ্গে নেত্রোন্মীলন করিয়া, এক অনুপম রূপলাবণ্যবতী চন্দ্রাননা সযৌবনা ললনাকে আপন পার্শ্বে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া, একেবারে বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আহা! কি মনোহারিণী রূপবতী যুবতি! ইহার রূপের ছটা কি অপরূপ! বোধ করি, এরূপ রূপ কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই।" ইহা বলিয়া এক বারে মুগ্ধ হইয়া রাজকুমারীর চন্দ্রাননে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজবালা দানহাসের মায়াতে এমন নিদ্রাভিভূতা হইয়াছিলেন যে, কোন মতেই জাগরিত হইলেন না। তাহাতে যুবরাজ ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "হে সুন্দরি! অদ্যাবধি আমি তোমার প্রেমাধীন হইলাম। আহা! পিতা কি এই চিত্তহারিণীর সহিত আমার বিবাহ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন? হায়! হায়! যদি তাঁহার এই মনোগত অভিপ্রায় ছিল, তবে কেন তিনি ইহাকে অগ্রে আনীয়া দেখান নাই, তাহা হইলে, আমি কখনই বিবাহ করিতে অস্বীকার করিতাম না।" এইরূপ আক্ষেপ করিবার পর, মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "বিবাহের প্রতি আমার যথার্থ বিদ্বেষ আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য বুঝি, পিতা এই রমণীকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন। অতএব নয়নানন্দদায়িনীর স্মরণার্থ আমি ইহার অঙ্গুরীয় গ্রহণ করি।" ইহা বলিয়া যুবতীর অঙ্গুরীয় লইয়া আপনার অঙ্গুরীয় তাঁহার অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলেন। তৎপরে দৈত্যের কুহকে তিনি পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। রাজনন্দন নিদ্রায় অভিভূত হইলে, দৈত্য পুনরায় মক্ষিকার রূপ ধারণ করিয়া রাজবালার ওষ্ঠে দংশন করিল। তাহাতে রাজকন্যা শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। এবং আপন পার্শ্বে একজন পরম রূপবান্ যুবাকে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্না হইয়া কহিতে লাগিলেন, "ইহার সঙ্গেই কি জনক আমার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন? আহা আমি কি অভাগিনি! ইহা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে, কখনই তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া পিতাকে ক্লেশ দিতাম না।" পরে যুবরাজের অঙ্গ স্পর্শ

করিয়া কহিলেন, "প্রাণনাথ! একবার জাগরিত হওয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর।" ইহা বলিয়া যুবরাজের নিদ্রাভঙ্গ করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাজকুমার মায়ানিদ্রায় অচেতন থাকাতে কিছুতেই তাঁহাকে জাগাইতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি রাজপুত্রের অঙ্গুলিতে স্বীয় অঙ্গুরীয় রহিয়াছে দেখিয়া আপনার হস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন তাঁহার অঙ্গুলিতেও রাজতনয়ের অঙ্গুরীয় রহিয়াছে। তদ্দর্শনে বিবেচনা করিলেন, যুবাপুরুষ বুঝি আমাকে বিবাহ করিবার মানসে স্বীয় অঙ্গুরীয় পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ তিনিও মায়ানিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

রাজনন্দিনী, রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ করিবার নিমিত্ত অধিক প্রয়াস পাইয়াছিলেন দেখিয়া, মহীমোহিনী সগর্ব্ব বাক্যে দানহাসকে কহিল, "ওরে পাপিষ্ঠ দৈত্য! তুই কি বলিয়াছিলি? এখন কি হইল? তোর রাজনন্দিনী আমার রাজনন্দন অপেক্ষা কত নিকৃষ্ট তাহা দেখলি। অদ্য তোকে ক্ষমা করিলাম, বারান্তরে আমি যাহা বলিব তাহা বিশ্বাস করিস্।" ইহা কহিয়া দানহাসের প্রতি অনুমতি করিলেন, "রাজকুমারীকে স্বস্থানে রাখিয়া আয়।" এই কথা শুনিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ রাজকন্যাকে লইয়া চীনরাজ্যে গমন করিল, এবং মহীমোহিনী ও মধ্যস্থ দৈত্যও তথা হইতে গমন করিয়া কূপমধ্যে প্রবেশ করিল।

পরদিন প্রত্যূষে কামারলজমানের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই কামিনীকে নিকটে দেখিতে না পাইয়া অনুমান করিলেন, তাঁহার জনক বুঝি তাঁহার সহিত প্রতারণা করিয়াছেন। পরে মুখ প্রক্ষালন করিয়া নিয়মিত কার্য্য নির্ব্বাহকরণানন্তর ভৃত্যকে কহিলেন, "ওরে তুই এখানে আয়, দেখিস, মিথ্যা বলিস্ না, গত রজনীতে যে রূপবতী আমার নিকটে শয়ন করিয়াছিল তাহাকে কে আনয়ন করিয়াছিল?" ভৃত্য চমৎকৃত হইয়া বলিল, "আপনি কোন্ কামিনীর কথা কহিতেছেন? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" যুবরাজ কহিলেন, "যে রমণী গত নিশিতে আমার সঙ্গে একত্র শয়ন করিয়াছিল।" ভৃত্য কহিল, "যুবরাজ! শপথ করিয়া বলিতেছি আমি এ বিষয়ের কিছুই জানি না, বিশেষতঃ যখন আমি দ্বারে শয়ন করিয়া থাকি, তখন আমার অজ্ঞাতসারে গৃহমধ্যে কে আসিতে পারে?"

তখন নৃপতিনন্দন সক্রোধে বলিলেন, "ওরে বেটা মিথ্যাবাদী, তুইও আমাকে যন্ত্রণা দিতে উদ্যত হইয়াছিস্।" ইহা বলিয়া যুবরাজ দাসকে এক মুষ্ট্যাঘাতে ভূতলে ফেলিয়া ক্রমাগত তাহাকে পদাঘাত করিতে করিতে বারম্বার এই কথা বলিতে লাগিলেন, "বল্ সেই সুন্দরী কোথায়, নতুবা তোকে হত্যা করিব।" ভৃত্য প্রহারে মৃতপ্রায় হইয়া ভাবিতে লাগিল, "রাজকুমার উন্মত্ত হইয়া আমাকে বিনাশ করিতে

উদ্যত হইয়াছেন, অতএব এক্ষণে প্রতারণা ব্যতীত নিষ্কৃতি পাইবার অন্য উপায় নাই।” ইহা চিন্তা করিয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিল, “যুবরাজ! আমাকে বধ করিবেন না, আমি এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া আপনাকে সমস্ত বিদিত করিতেছি।” রাজকুমার কহিলেন, “তুই যা এখনি তাবৎ বিবরণ জানিয়া আসিয়া আমাকে বল্।” কিঙ্কর এই কৌশল দ্বারা রাজকুমারকে ভুলাইয়, তৎক্ষণাৎ বাটীর বাহিরে গিয়া দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া, তদবস্থায় রাজসমীপে গমন করত তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, নিবেদন করিল, “মহারাজ! একটী অশুভ সমাচার শ্রবণ করুন, রাজকিশোর ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া আমাকে ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, গত রজনীতে আমার নিকটে যে সুন্দরী শয়ন করিয়াছিল, সে কোথায় গেল? তাঁহার এই কথার কোন উত্তর দিতে না পারাতে, তিনি আমার যৎপরোনাস্তি দুর্গতি করিয়াছেন, কেবল ছল করিয়া কোন মতে প্রাণ বাঁচাইয়া পলাইয়া আসিয়াছি।” ভূপতি পরিচারকের মুখে এই কথা শুনিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, “তুমি অবিলম্বে এতদ্বিবরণ জানিয়া আমাকে সংবাদ দাও।” মন্ত্রী রাজাজ্ঞানুসারে যুবরাজের নিকট গমন করতঃ তাঁহাকে শান্তভাবে উপবিষ্ট হইয়া গ্রন্থ পাঠ করিতে দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, “হে নৃপতিনন্দন! আপনার দাস রাজসন্নিধানে গিয়া যাহা কহিয়াছে, তাহা কি সত্য?” তাহাতে যুবরাজ কহিলেন, “মন্ত্রি! তুমি কি বলিতে পার, গত রাত্রে কোন্ রূপবতী কামিনী আমার শয্যায় নিদ্রাগতা ছিল?' মন্ত্রী ইহা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, “আপনার বাক্যে আমি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইতেছি। এই দুর্গের দ্বার সর্ব্বদাই রুদ্ধ থাকে এবং আপনার শয়নমন্দিরের দ্বারে দাস শয়ন করিয়া ছিল, অতএব কোন কামিনী এস্থানে আসিতে পারিবে, বোধ করি, আপনি স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন।” রাজনন্দন কহিলেন, “আমি তোমার কথা শুনিতে চাহি না, তুমি প্রতারণা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে সত্য করিয়া বল, সে মনোমোহিনী কোথায়? নচেৎ এখনি তোমার যৎপরোনাস্তি অপমান করিব।”ইহা শুনিয়া রাজ মন্ত্রী মহাভীত হইয়া, তাঁহাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি সেই সুন্দরীকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন?” যুবরাজ কহিলেন, “হাঁ, আমি তাহাকে স্বচক্ষেই দেখিয়াছি, তুমি কি মনে করিতেছ আমি মিথ্যা বলিতেছি? বোধ করি, আমাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত তুমিই তাহাকে এখানে পাঠাইয়াছিলে।” মন্ত্রী কহিলেন, “দোহাই ধর্ম্মাবতার! ভূপতি কিম্বা আমি এ বিষয়ের কিছুই জানি না। অতএব অনুমান করি, আপনি স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন।” এই কথা শুনিবামাত্র রাজপুত্র ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন, “কি! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা তুই পুনঃ পুনঃ আমার কথা অগ্রাহ্য করিতেছিস।”

তখন মন্ত্রী আর কোন বাদানুবাদ না করিয়া কহিল, "আপনি যে কামিনীর কথা উত্থাপন করিতেছেন, অনুমতি হইলে, তাহার বৃত্তান্ত রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" যুবরাজ কহিলেন, "তুমি শীঘ্র গিয়া নৃপতিকে বল, তিনি গত নিশিতে আমার সমীপে যে সুন্দরীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি এখনি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছি, আমার বিবাহের প্রতি আর কোন বিদ্বেষভাব নাই।" মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ রাজভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত রাজপুত্রের যে কথোপকথন হইয়াছিল এবং যে প্রকারে তিনি তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আসিয়াছেন, তৎসমুদায় মহীপালকে বিমর্ষভাবে নিবেদন করিলেন। নরপতি পুত্রকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন, সুতরাং এই সমস্ত অসঙ্গত বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত সন্তাপিত হইয়া মন্ত্রীর সমভিব্যাহারে অপত্যের নিকটে গমন করিলেন। যুবরাজও তাঁহাকে দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

তদনন্তর মহীপাল পুত্রকে সস্নেহ বাক্যে বলিলেন, "শুনিলাম গত রাত্রে পরম সুন্দরী এক রমণী আসিয়া তোমার পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিল, তুমি কি জান সে রমণী কে?" যুবরাজ উত্তর করিলেন, "আপনি সে কথা উত্থাপন করিয়া আর কেন আমাকে যন্ত্রণা দেন? সেই চিত্তহারিণীর সহিত আমার বিবাহ দিলে, আমি অত্যন্ত উপকৃত হই। সেই সুন্দরীকে দর্শন করণাবধি নারী জাতির প্রতি আমার বিদ্বেষভাব দূরীভূত হইয়াছে। তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি এতাদৃশ বিমোহিত হইয়াছি যে, আমি নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে স্বীকৃত আছি।" রাজা এই সমস্ত কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার কথার কিছুই ভাব বুঝিতে পারিতেছি না। আমি রাজমুকুট স্পর্শ করিয়া শপথপূর্ব্বক বলিতেছি, সেই রমণীর কোন কথাই জানি না, অনুমান করি, তুমি স্বপ্ন দেখিয়া এরূপ বলিতেছ, নচেৎ যদি কোন সুন্দরী আসিয়া থাকে, সে আমার অজ্ঞাতসারে আসিয়া থাকিবে।" রাজপুত্র কহিলেন, "হে পিতঃ! আমার বাক্যে কর্ণপাত করুন।" ইহা বলিয়া রজনীর সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া কামিনীর অঙ্গুরীয় প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে জনক! ইতিপূর্ব্বে আপনি আমার অঙ্গুরীয় দেখিয়াছেন, এক্ষণে এই অঙ্গুরীয়ক দেখুন। ইহা দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, আমি উন্মত্ত হই নাই।" নৃপতি সেই অঙ্গুরীয় অবলোকন করিয়া আর কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। রাজকুমার কহিলেন, "হে পিতঃ! সেই চিত্তহারিণীকে দর্শন করিয়া অবধি আমি এতাদৃশ মুগ্ধ হইয়াছি যে, তাহাকে কোন মতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না, অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার সঙ্গে আমার বিবাহ দিউন। মহীপাল কহিলেন, "হে পুত্র! তুমি যে মিথ্যা বলিতেছ না অঙ্গুরীয় দর্শনে তাহা আমার

বিশ্বাস হইতেছে। কিন্তু সেই রমণী কে? তাহা জানিতে পারিলে, এখনি তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিয়া সুখী হইতাম। এক্ষণে কিরূপে সেই কামিনীর অনুসন্ধান করিব, তাহাই ভাবিতেছি, পরমেশ্বর সহায়তা না করিলে ইহার কোন সদুপায় হইতে পারে না।" শাহজমান ভূপতি এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গ হইতে যুবরাজকে রাজপ্রাসাদে লইয়া গেলেন। রাজনন্দন অপরিচিতা মহিলার বিরহজ্বরে আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত থাকিলেন। রাজা তনয়ের এইরূপ দুর্দ্দশা দর্শনে অত্যন্ত সন্তাপিত হইয়া রাজকর্ম্মে ঔদাস্য প্রকাশ করিয়া দিবানিশি তাঁহার সমীপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছু দিন গত হইলে, এক দিবস মন্ত্রী রাজসন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন, "মহারাজ! সভাস্থ পাত্র মিত্র এবং প্রজা-পুঞ্জ বহু দিবসাবধি আপনাকে না দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে, অতএব আপনাকে এক পরামর্শ বলি শ্রবণ করুন। আপনি রাজকুমা-রকে লইয়া সমুদ্র তটস্থিত দুর্গে গিয়া বাস করুন এবং প্রতি সপ্তাহে কেবল দুই দিন প্রজাগণকে দর্শন দিবেন। এবং তথায় থাকিলে, তত্রত্য উত্তম বায়ু সেবন দ্বারা যুবরাজ ক্রমশঃ সুস্থ হইতে পারিবেন।" নৃপতি মন্ত্রীর পরামর্শানুসারে সেই দুর্গে বাস করিয়া দিবা নিশি পুত্রকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

এদিকে দানহাস দৈত্য চীনরাজেশ্বরের কন্যাকে তাঁহার শয্যায় শয়ন করাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলে, রাজনন্দিনী প্রত্যূষে গাত্রো-থানপূর্ব্বক যুবরাজকে আপন শয্যায় দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে দাসীদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহাতে ধাত্রী তাঁহার সম্মুখে আসিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গতরাত্রে যে যুবা পুরুষ আমার পার্শ্বে শয়ন করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল বাসিয়াছি, তিনি এক্ষণে কোথায়?" ধাত্রী কহিল, "ঠাকুরাণি! আপনি কোন্ যুবা পুরুষের কথা বলিতেছেন?" রাজকুমারী কহিলেন, "গত রজনীতে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর যে যুবা পুরুষ আমার নিকটে নিদ্রাবস্থায় ছিলেন এবং অনেক যত্ন করিয়াও আমি যাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারি নাই, সেই সুন্দর পুরুষ কোথায়? বলিয়া দে।" ধাত্রী কহিল, "হে রাজনন্দিনি! আপনি কি আমাদের সহিত কৌতুক করিতেছেন? আমাদের অজ্ঞাতসারে এখানে কে আসিবে?" এই কথা শুনিয়া রাজ দুহিতা ক্রোধভরে ধাত্রীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাহাকে দুই তিন চপেটা-ঘাত করিয়া বলিলেন, "সে যুবা কোথায় বল, না বলিলে, এখনি তোর মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" ধাত্রী কোন কৌশলে রাজকন্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দ্রুতগতি রাজমহিষীর নিকটে গিয়া রাজবালার ক্রোধের সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিল। রাজরমণী এই কথা শুনিয়া

বিস্ময়াপন্না হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, "বুঝি নন্দিনী স্বপ্নে কোন যুবা পুরুষকে দেখিয়া উন্মাদিনী হইয়া থাকিবে।" তৎপরে তিনি ধাত্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কন্যার ভবনে গমন করিলেন, এবং তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে প্রাণাধিকা তনয়ে! তুমি ধাত্রীর প্রতি কি নিমিত্ত রুষ্ট হইয়াছ? ধাত্রী তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছে?" তাহাতে রাজবালা বেদোরা প্রত্যুত্তর করিলেন, "গত যামিনীতে যে সুপুরুষ আমার শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহার সহিত আমার বিবাহ দিউন।" রাজমহিষী কহিলেন, "বৎসে! তুমি কোন্ যুবকের কথা বলিতেছ, আমাকে প্রকাশ করিয়া বল দেখি।" নৃপতিনন্দিনী বিষাদিনী হইয়া বলিলেন, "হে মাতঃ! আমি যখন বিবাহ করিতে অসম্মত ছিলাম, তখন আপনি এবং রাজা উভয়েই আমাকে যন্ত্রণা দিতে ক্রটি করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে আমি স্বয়ং বিবাহ করিতে চাহিতেছি, অতএব আপনারা সেই যুবকের সহিত আমার বিবাহ দিউন, তাহা না হইলে, আমি আত্মহত্যা করিব।" রাজ-রমণী নন্দিনীকে বিবিধ প্রকারে প্রবোধ দিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তুমি এ ভবনে একাকিনী বাস কর, এখানে কোন মনুষ্য আসিতে পারে না, অতএব তুমি নিশ্চয়ই ভ্রমে পড়িয়া প্রলাপ বলিতেছ।" রাজ-কুমারী জননীর এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণে উত্তরোত্তর অধিক রাগান্বিতা হওয়াতে, রাজমহিষী রাজসমীপে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করি-লেন। তাহাতে ভূপতিও বিস্ময়াপন্ন হইয়া অবিলম্বে কন্যার নিকেতনে গিয়া তাঁহাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বেদোরা কহিলেন, "হে পিতঃ! আমি আপনকার প্রবোধ বাক্য শুনিতে চাহি না, গত নিশিতে যে মনোমোহন পুরুষ আমার সহিত একত্র শয়ন করিয়াছিলেন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে আমার নিকটে আনয়ন করুন।" রাজা কহি-লেন, "বৎসে! তুমি কি অদ্ভুত কথা বলিতেছ! তোমার নিকটে কোন্ পুরুষ শয়ন করিয়াছিল?" রাজতনয়া বলিলেন, "পিতঃ! আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছেন না বটে, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, আমি সেই সুপুরুষকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহার প্রকৃত প্রমাণ এই আমার অঙ্গুলিতে রহিয়াছে।" ইহা বলিয়া যুবরাজ প্রদত্ত অঙ্গুরীয় দেখা-ইলেন। ভূপতি, তাহা দেখিয়া অধিকতর চমৎকৃত হইয়া মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, "কন্যা পূর্ব্বাপেক্ষা আরো ক্ষিপ্তা হইয়াছে, সুতরাং সম্প্রতি আর কোন কথা বলা হইবে না, কি জানি তাহাতে বিপরীত ঘটিতে পারে।" ইহা ভাবিয়া তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, রাজকুমারীর শুশ্রূষার্থ কেবলমাত্র ধাত্রীকে তথায় থাকিতে অনুমতি দিয়া, আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজবালার রোগের

ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল দেখিয়া, ভূপতি অতিশয় দুঃখিত হইয়া সভাসদ্‌গণের সমীপে এই কথা প্রচার করিলেন, "যদি তোমাদের মধ্যে কেহ রাজকুমারীর রোগের প্রতীকার করিতে পার, তাহা হইলে, তাহার সহিত মদীয় কন্যার বিবাহ দিব এবং আমার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে, সেই ব্যক্তি এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবে।" এই কথা শ্রবণ করিয়া যাদুবিদ্যাবিশারদ সভাস্থ এক ব্যক্তি সুরূপা রাজকুমারীর ও চীনরাজ্যের লোভে অন্ধ হইয়া "রাজ দুহিতার রোগোপশম করিতে পারিব," বলিয়া অগ্রসর হইল। তৎশ্রবণে ভূপতি মহা তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন, "ভাল তুমি চিকিৎসা কর, কিন্তু যদি রোগ আরোগ্য করিতে না পার, তাহা হইলে, তোমার প্রাণদণ্ড করিব।" সেই সভাসদ্ ইহা শুনিয়াও তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইল না দেখিয়া, চীনাধিপতি তাহাকে নন্দিনীর সমীপে লইয়া গেলেন। বেদৌরা রাজসভাসদ্‌কে অবলোকন করিয়াই বসনে বদনাবৃত করিয়া পিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "পিতঃ! আপনি কোন্ ব্যক্তিকে আমার নিকটে আনয়ন করিয়াছেন, ইহার মুখ দর্শন করিলে, আমার ধর্ম্মহানি হইবে।" রাজা কহিলেন, "ইনি আমার এক জন সভাসদ্, ইঁহার সহিত তোমার বিবাহ হইবে।" রাজনন্দিনী কহিলেন, "হে পিতঃ! আপনি ইতিপূর্ব্বে আমাকে অন্য এক জনকে সম্প্রদান করিয়াছেন, তাহার নিদর্শন স্বরূপ তদীয় অঙ্গুরীয় আমার অঙ্গুলিতে রহিয়াছে। এতো সে ব্যক্তি নহে, তবে আমি কিরূপে ইহাকে বিবাহ করিতে পারি? আপনার বাক্যে কি আমি সতীত্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব?"

রাজসভা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিল রাজবালা ক্ষিপ্তা হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কথাবার্ত্তায় নিশ্চয় বুঝিতে পারিল, তাঁহার অন্য পীড়া নহে, কেবল প্রেম পীড়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। তাহাতে সে মহা অপ্রতিভ হইয়া নরেন্দ্রকে বলিল, "মহারাজ! রাজনন্দিনীর যে পীড়া হইয়াছে তন্নিবারণের ঔষধ আমার নিকট নাই।" তৎশ্রবণে ভূপতি তখনি তাহার মস্তকচ্ছেদনের অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনন্তর নরেন্দ্র সর্ব্বত্র এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন যে,"যে চিকিৎসক অথবা জ্যোতিবেত্তা রাজকুমারীকে সুস্থ করিতে পারিবে, তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া যাইবে, কিন্তু রোগশান্তি করিতে না পারিলে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।" এই সংবাদ শ্রবণে মায়াদিব্যা ও জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ এক দৈবজ্ঞ আসিয়া ভূপতিকে বলিল, "আমি রাজকন্যাকে আরোগ্য করিব।" তৎশ্রবণে রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে আত্মজার নিকেতনে পাঠাইয়া দিলেন। দৈবজ্ঞ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া স্কন্ধ হইতে ঝুলি নামাইল, এবং তন্মধ্য হইতে গ্রহাদি দর্শনের এক যন্ত্র, এক ক্ষুদ্র চক্র, অগ্নি জ্বালিবার এক আঙটা, এক পিত্তলের পাত্র এবং অন্যান্য নানাবিধ

দ্রব্য বাহির করিয়া অগ্নি জ্বালিতে বলিল। বেদৌরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সমস্ত উদ্যোগের কারণ কি ?" দৈবজ্ঞ কহিল, "আপনাকে যে ভূতে পাইয়াছে তাহাকে ছাড়াইয়া এই পাত্রে প্রবেশ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিব, তন্নিমিত্ত এই সমস্ত আয়োজন হইতেছে।" তৎশ্রবণে রাজকুমারী বলিলেন, "অরে অবোধ দৈবজ্ঞ! আমার বুদ্ধির কোন বৈলক্ষণ্য জন্মে নাই, তুই আপনি হতবুদ্ধি হইয়াছিস, আমি যাঁহার প্রেমাসক্তি প্রযুক্ত অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া আছি, তুই যদি বিদ্যাবলে তাঁহাকে এখানে আনীতে পারিস তবে আমাকে সুস্থ করিতে পারিবি।" দৈবজ্ঞ বলিল, " আপনি যাহা বলিতেছেন বাস্তবিক যদি তাহাই ঘটিয়া থাকে, তবে এ বিষয়ে আমার কোন ক্ষমতা নাই।" ইহা কহিয়া সমস্ত দ্রব্যাদি ঝুলিতে পূরিয়া রাজার নিকটে আসিয়া কহিল, "মহারাজ! আপনকার কন্যা প্রেমপীড়াগ্রস্তা হইয়াছেন, অতএব তদ্বিষয়ে আমার কোন বিদ্যাই ফলদায়ক হইবে না।" এই কথায় নৃপতি দৈবজ্ঞের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন। এইরূপে বহু সংখ্যক লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইল, কিন্তু রাজকন্যার রোগের কিছুমাত্র শান্তি হইল না।

মার্জ্জমান কর্ত্তৃক রাজপুত্র কামারল্‌জমানের সহিত রাজকন্যা বেদৌরার সংমিলন এবং তৎপরে তাঁহাদের বিচ্ছেদ।

শাহারজাদী কহিলেন, মহারাজ! চীনেশ্বর-দুহিতার ধাত্রীর মার্জ্জমান নামে এক পুত্র ছিল। সে বাল্যকালে রাজকন্যার সহবাসে বহু দিন অতিবাহিত করিয়াছিল, তাহাতে পরস্পরের এতাদৃশ প্রণয় জন্মিয়াছিল যে, পরস্পর পরস্পরকে সহোদর সহোদরা জ্ঞান করিত। ক্রমে উভয়ের বয়োবৃদ্ধি হওয়াতে তাহারা পৃথক্ ভাবে অবস্থিতি করিলেও তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। মার্জ্জমান শৈশব কালাবধি জোতিষ ও গণনা শাস্ত্রের অনুশীলনে কাল যাপন করিত। স্বদেশে ঐ বিদ্যা শিক্ষার সুবিধা না হওয়াতে সে অধিক ব্যুৎপত্তি লাভের মানসে দেশান্তরে গিয়াছিল। পরে বহু দিন নানা দেশ পরিভ্রমণানন্তর ঐ বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া পরিশেষে স্বীয় জন্মভূমি চীনদেশে প্রত্যাগত হইল। তথায় মাতার প্রমুখাৎ বেদৌরার ক্ষিপ্তাবস্থার কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, "ভূপতির অজ্ঞাতসারে বেদৌরার সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ করাইয়া দিতে পারিলে, আমি তাঁহার পীড়ার প্রতীকার করিতে পারি।" তাহাতে ধাত্রী কহিল, "যদি তুমি স্ত্রীবেশ ধারণপূর্ব্বক আমার কন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া আমার সঙ্গে

যাইতে সম্মত হও, তাহা হইলে, আমি তোমাকে অনায়াসে রাজকন্যার আলয়ে লইয়া যাইতে পারি।" মার্জ্জমান তাহাতে সম্মত হইলে, ধাত্রী রজনীযোগে তাহাকে কামিনীবেশে রাজকুমারীর নিকেতনে লইয়া গেল। প্রহরিগণ তাহাকে ধাত্রী-দুহিতা বিবেচনায় কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতাচরণ করিল না। রাজকন্যাও বহুকালের পর মার্জ্জমানের দর্শন পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। ধাত্রীতনয় জননীর মুখে রাজকন্যার পীড়ার কথা শুনিয়া কতিপয় পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, এবং ক্ষণকাল বাক্যালাপের পর সেই গুলি বাহির করিল। তাহাকে বেদৌরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভ্রাতা! তুমিও কি অন্যান্য লোকের ন্যায় ভ্রমে পতিত হইয়াছ? তুমিও কি আমাকে উন্মত্তা বোধ করিয়াছ? আমার দিব্য জ্ঞান আছে, আমি বাস্তবিক ক্ষিপ্তা হই নাই।" ইহা বলিয়া আপনার তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক তাহাকে স্বহস্তস্থিত অঙ্গুরীয় প্রদর্শন করিলেন। ধাত্রীনন্দন এই সমস্ত অবগত হইয়া ক্ষণকাল গ্রন্থপাঠ করণানন্তর বলিল, "বোধ করি আমার দ্বারাই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে, কারণ আমি অদ্যাপি যে সমস্ত দেশ দর্শন করি নাই তদ্দর্শনার্থ শীঘ্রই গমন করিব, এবং প্রত্যাগমন কালে আপনার সেই চিত্তহারক যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইব।"

মার্জ্জমান রাজকুমারীকে এইরূপ আশ্বাস বাক্যে প্রবোধ দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পর দিন স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশ ভ্রমণে গমন করিল। এবং যে দেশে, যে নগরে ও যে উপদ্বীপে গিয়া উপনীত হইল, সর্ব্বত্র চীনরাজার এবং তাঁহার কন্যার কথা লোক মুখে শ্রবণ করিতে লাগিল। চারি মাস কাল এই প্রকারে নানা দেশে পর্য্যটন করণানন্তর অবশেষে সমুদ্রতীরস্থ তোর্ক নামক এক নগরে গিয়া উপস্থিত হইল। তথায় আর চীন রাজকন্যার কথা শুনিতে পাইল না, কেবল কামারলজমান রাজপুত্রের নাম এবং তাঁহার পীড়ার কথাই সকলের মুখে শুনিতে লাগিল। রাজকন্যার পীড়ার ন্যায় রাজপুত্রের পীড়ার কথা শুনিয়া মার্জ্জমান আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইল এবং ঐ যুবরাজের বাসস্থানের অনুসন্ধান করিয়া এক মহাজনের অর্ণবযানারোহণপূর্ব্বক দুই মাসের মধ্যে শাহজমান ভূপালের দুর্গসম্মুখে গিয়া উত্তীর্ণ হইল। সেই সময়ে শাহজমান রাজা ও তাঁহার মন্ত্রী তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা মার্জ্জমানের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া তাহাকে ভদ্র লোক বোধ করিয়া যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক তাহার অভ্যর্থনা করিলেন। পরে কথায় কথায় মন্ত্রী তাহার নিকটে কামারলজমানের রোগের বিষয় উল্লেখ করিলে, মার্জ্জমান একবার রাজকুমারকে দেখিতে চাহিল। মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাহাকে যুবরাজের নিকটে লইয়া গেলেন।

মার্জ্জমান যুবরাজ কামারলজমানের পার্শ্বে উপবিষ্ট এবং সম্মুখে বৃদ্ধ রাজা দণ্ডায়মান।

মার্জ্জমান চীনরাজকন্যার অনুরূপ রাজতনয়ের গঠন ও আকৃতি দর্শন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, "এই যুবরাজের নিমিত্তই বেদৌরা উন্মত্তা হইয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।" তৎপরে মার্জ্জমান যুবরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে রাজতনয়! আপনি আর সন্তাপিত হইবেন না, আমি আপনার রোগের কারণ বুঝিতে পারিয়াছি আপনি যে মনোরমার প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া বিমর্ষভাব ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম বেদৌরা, তিনি চীনরাজ্যেশ্বরের একমাত্র দুহিতা, তাঁহার যেরূপ অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি, আপনারও তদ্রূপ ঘটিয়াছে।" ইহা কহিয়া রাজকন্যার সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করিয়া সহাস্যবদনে বলিল, "আপনাকে আমার সমভিব্যাহারে চীনরাজ্যে যাইতে হইবে, তথায় রাজকুমারী আপনার দর্শন পাইলে, অবশ্য সুস্থা হইবেন, এবং আপনিও তাঁহাকে দর্শন করিয়া এই দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।" ইহা শুনিয়া রাজনন্দন তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ সুস্থ ও সবল হইলেন।

অনন্তর ভূপতি নন্দনকে সবল ও সুস্থ শরীর অবলোকন করিয়া মহানন্দে আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন, তাহাতে নগরবাসিগণও তাঁহার সহিত যোগ দিল। পরে যুবরাজ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া চীনরাজ্যে গমন করণার্থ অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, কিন্তু কি প্রকারে পিতার অনুমতি গ্রহণ করিবেন, দিবারাত্র কেবল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু ভূপতি যুবরাজকে চীনদেশে যাইতে দিবেন না, মার্জ্জমান তাহা

বুঝিতে পারিয়া রাজকুমারকে মৃগয়াচ্ছলে দুই তিন দিবসের জন্য পিতার নিকট বিদায় লইতে পরামর্শ দিল। যুবরাজ রাজসমীপে মৃগয়ার্থ অনুমতি প্রার্থনা করিলে, রাজা কোন আপত্তি না করিয়া তাঁহার গমনোপযোগী অশ্ব প্রভৃতি যাবতীয় দ্রব্যের আয়োজন করাইয়া মার্জ্জমানের হস্তে কুমারকে সমর্পণ করিলেন।

কামারলজমান এবং মার্জ্জমান অশ্বারোহণপূর্ব্বক সমস্ত দিন অনবরত গমন করিয়া সন্ধ্যাকালে এক পান্থনিবাসে গিয়া উপনীত হইলেন, এবং তথায় আহারাদি করিয়া সুখে নিদ্রা গেলেন। পরে রাত্রি দুই প্রহরের সময়, পান্থ নিবাসস্থ সমস্ত লোককে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া মার্জ্জমান ধীরে ধীরে যুবরাজকে জাগরিত করিয়া উভয়ে অশ্বারোহণপূর্ব্বক দ্রুত বেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং বহু দিবসের পর চীন রাজধানীতে আসিয়া উপনীত হইলেন।

মার্জ্জমান রাজকুমারের সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে তিন দিবস এক দোকানে থাকিয়া তাঁহার জন্য এক প্রস্থ দৈবজ্ঞের বস্ত্র প্রস্তুত করাইল। তৎপরে ধাত্রীপুত্র যুবরাজকে দৈবজ্ঞের বেশে রাজভবনে যাইতে পরামর্শ দিয়া আপনি বাটী গমন করিল।

রাজনন্দন মার্জ্জমানের পরামর্শানুসারে পর দিবস প্রত্যূষে দৈবজ্ঞের বেশ ধারণ করিয়া রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া প্রহরিগণকে ডাকিয়া বলিলেন "আমি জ্যোতির্ব্বেত্তা দৈবজ্ঞ, মহারাজাধিরাজ চীনাধীশ্বরের অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী দুহিতার পীড়ার সমাচার শ্রবণ করিয়া, তাঁহার চিকিৎসা করিতে আগমন করিয়াছি। যদি তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারি তবে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিব, নতুবা আপনি প্রাণ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি।" রাজপুত্রের মনোহর রূপ, অঙ্গসৌষ্ঠব ও অল্প বয়স্ দেখিয়া প্রহরীদিগের অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হওয়াতে, তাহারা তাঁহাকে এ বিষয়ে নিরস্ত হইতে বিস্তর অনুরোধ করিল, কিন্তু রাজতনয় তাহাদের বাক্য অবজ্ঞা করিয়া যেমন স্বাভীষ্ট সিদ্ধির মানসে অগ্রসর হইলেন, অমনি রাজমন্ত্রী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকিশোর মহীপালের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ভূপতি কহিলেন, "ওহে আগন্তুক! তোমার এই নবীন বয়স্ দেখিয়া আমার এমন বোধ হইতেছে না যে, তুমি রাজনন্দিনীকে আরোগ্য করিতে পারিবে, কিন্তু তোমার এই দুষ্কর কার্য্য সাধন হয়, ইহা আমার নিতান্ত বাসনা। আর তোমার অগ্রে ইহাও অবগত হওয়া উচিত, যদি তুমি রাজনন্দিনীকে সুস্থ করিতে না পার, তাহা হইলে, তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।" তাহাতে যুবরাজ কহিলেন, "মহারাজ! যদি রাজকুমারীকে সুস্থ করিতে নিতান্তই অক্ষম হই, তাহা হইলে, আমার জীবন

ধারণ করিবার প্রয়োজন নাই।" রাজা এই কথা শুনিবামাত্র কামারল-জমানকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে একজন দাসের প্রতি আজ্ঞা করিলেন। রাজনন্দন পরিচারকের সঙ্গে রাজবালার নিকেতনে উপস্থিত হইয়া দাসকে কহিলেন, "যদিও আমি রাজবালার মুখাবলোকন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছি, তথাপি নিজ বিদ্যার গৌরব প্রদর্শনার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত না হইয়া এই স্থান হইতেই তাঁহার রোগের উপশম করিব।"ইহা বলিয়া ঝুলি হইতে মস্যাধার,লেখনী এবং কাগজ বাহির করিয়া রাজবালাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন।

"হে পরম পূজনীয়ে রাজপুত্রি! প্রেমপীড়িত রাজপুত্র কামারল-জমান তোমার বিরহে যে অনির্ব্বচনীয় ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে প্রকাশ করিয়া তোমাকে দুঃখিত করিবার আবশ্যক নাই। তিনি যে রাত্রিতে তোমার অলৌকিক রূপ দর্শন করেন, সেই রাত্রি হইতে আত্ম স্বাধীনতা পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার পবিত্র প্রেম শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া নিজ দেহ, মন, জীবন একেবারে তোমাকে সমর্পণ করিয়াছেন। তিনি তোমাকে আরো জ্ঞাপন করিতেছেন যে, তৎকালে তোমার নয়ন-কান্তি দর্শনার্থ তিনি তোমার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে অনেক যত্ন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরে আত্ম অনুরাগ প্রকাশ করিবার জন্য তিনি নিজ অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া তোমার অঙ্গুলি হইতে যে অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়াছিলেন,তাহা এই লিপির মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। তুমি যদি সম্মতা হইয়া পরস্পরের প্রেমের প্রতিভূস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়ক প্রতি প্রেরণ কর,তাহা হইলে তিনি ভূমণ্ডলস্থ তাবৎ প্রেমিক অপেক্ষা আপনাকে অধিক সৌভাগ্যশালী বিবেচনা করিবেন। নচেৎ তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন প্রাণপরিত্যাগ করি-বেন। এক্ষণে আপনার পত্রের প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষা করিয়া তিনি উৎ-কণ্ঠিতচিত্তে দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন।"

পত্র সমাপ্ত হইলে, যুবরাজ তন্মধ্যে রাজদুহিতার অঙ্গুরীয় রাখিয়া পত্র বন্ধ করিলেন এবং এক জন খোজার হস্তে লিপি প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "ভাই! তুমি এই পত্র খানি লইয়া একবার রাজকন্যার নিকটে যাও।" ইহা পাঠ করিয়া যদি তাঁহার পীড়ার উপশম না হয়, তবে সকল লোককে বলিও, "আমার সমান নির্ব্বোধ দৈবজ্ঞ এই ধরণী মণ্ডলে আর কেহই নাই।" নপুংসক এই কথায় বিস্ময়ান্বিত হইয়া পত্র লইয়া রাজকন্যাকে প্রদান করিল। বেদৌরা ঐ পত্রখানি খুলিবা-মাত্র তন্মধ্যে আপন অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইয়া আর পত্র পাঠে কাল বিলম্ব করিতে না পারিয়া মনের উল্লাসে সত্বর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যুব-রাজকে দর্শনকরণার্থ দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন যে, সেই যুবা পুরুষই তাঁহার পার্শ্বে শয়ন

করিয়াছিলেন। রাজনন্দনও তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র জানিতে পারিলেন সেই সুন্দরীই তাঁহার সহিত একত্র শয়ান ছিলেন। পরে উভয়ে প্রেমাবেশে আলিঙ্গনাদি করিলেন, কিন্তু মহানন্দ প্রযুক্ত কেহই কোন কথা কহিতে না পারিয়া কেবল পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তৎকালে ধাত্রী রাজবালার সঙ্গে ছিল, সে উভয়কে আহ্লাদে এরূপ জ্ঞানশূন্য দেখিয়া, তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ গৃহ মধ্যে লইয়া গেল। রাজনন্দিনী রাজনন্দনকে অঙ্গুরীয় দিয়া বলিলেন, "তুমি এই অঙ্গুরীয় পুনর্গ্রহণ কর, আমার এই অঙ্গুরীয় তোমারই হস্তের যোগ্য, ইহা অন্য হস্তে এরূপ শোভাকর হইবে না।" নপুংসক এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া চীনেশ্বরের নিকটে গিয়া বলিল, "মহারাজ! রাজকন্যাকে আরোগ্য করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে যত দৈবজ্ঞ এবং চিকিৎসক আসিয়াছিল, তাঁহারা সকলেই নির্ব্বোধ। উপস্থিত দৈবজ্ঞের গুণের কথা কি বলিব! ইনি না দেখিয়াই রাজকুমারীকে সুস্থা করিয়াছেন।" রাজা এই সংবাদ শ্রবণে মহা আনন্দিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কন্যার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন, এবং রাজকুমারের হস্তে কন্যার হস্ত সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, "হে বিদেশীয় যুবা পুরুষ! তুমি ধন্য, তুমি যে হও, আমি নিজ অঙ্গীকারানুসারে তোমাকে কন্যা সম্প্রদান করিলাম। এক্ষণে তুমি কে তৎপরিচয় দিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর কর। যদিও তুমি এস্থানে অতি হীন বেশে আসিয়াছ, তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, তুমি এক জন সামান্য মনুষ্য নহ।" রাজনন্দন তৎশ্রবণে কৃতাঞ্জলি হইয়া মৃদুস্বরে ভূপতিকে নিবেদন করিলেন, "হে পৃথিবীনাথ! আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহা যথার্থ, আমি কেবল আপনকার অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায় দৈবজ্ঞ বেশ ধারণ করিয়াছি, ফলতঃ আমি খালেদান উপদ্বীপাধীশ্বর শাহজমান নৃপতির পুত্র, আমার নাম কামারলজমান।" এইরূপে আত্ম পরিচয় দিয়া যুবরাজ যে প্রকারে রাজকন্যার প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন, আদ্যোপান্ত তদ্বিবরণ বর্ণন করিলেন। এবং রাজকন্যাও যে তাঁহার প্রেমাসক্ত হইয়াছেন, তাহার চিহ্ন স্বরূপ তদীয় অঙ্গুরীয় প্রদর্শন করিলেন। চীনাধিপতি এতাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সেই দিবসেই যুবরাজের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া, তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ এক অত্যুচ্চ পদ প্রদান করিলেন।

যুবরাজ কামারলজমান এইরূপে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, বহু দিবস পর্য্যন্ত পরম সুখে তাঁহার সহিত কাল যাপন করিলেন। তৎপরে এক দিবস স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার পিতা শাহজমান সাংঘাতিকরূপে পীড়িত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া স্বীয় পারিষদ্‌গণকে কহিতেছেন, "হায় আমি যে নন্দনকে এতাদৃশ ভাল বাসিতাম

এবং যাহাকে ঈদৃশ যত্নে সুশিক্ষিত করিয়াছিলাম, সেই তনয়ই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়া আমার মৃত্যুর মূলীভূত কারণ হইল।" এই স্বপ্ন দর্শনের অব্যবহিত পরেই যুবরাজের অকস্মাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে, তিনি এমনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে রাজকুমারীরও নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তখন রাজকন্যা প্রাণপতির সন্তাপের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, যুবরাজ অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন, "হে রাজনন্দিনি! আমি অনুমান করিতেছি আমার জনক মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে সমস্ত স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনাইলেন। ভূপতিদুহিতা পতিকে সান্ত্বনা করিতে না পারিয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে পরদিন পিতার সমীপে গিয়া বলিলেন, "পিতঃ! আমি যুবরাজের সহিত শ্বশুরালয়ে গমন করিতে বাসনা করি, অতএব আপনি অনুমতি প্রদান করুন।" নরপতি কহিলেন, "কন্যা! তোমার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার অদর্শনে যদিও আমাকে বিলক্ষণ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে, তথাপি ইহাতে আমি সম্মতি দিলাম। তুমি, স্বামী সমভিব্যাহারে শ্বশুরভবনে গিয়া, তথায় এক বৎসর অবস্থিতি করণানন্তর স্বামীর সহিত পুনর্ব্বার এখানে প্রত্যাগমন করিও. তাহা হইলে, শাহজমান রাজা পুত্র ও পুত্রবধূকে অবলোকনপূর্ব্বক সময়ে সময়ে যেরূপ তৃপ্তি লাভ করিবেন আমিও কন্যা ও জামাতাকে দেখিয়া সেইরূপ আনন্দিত হইব।" রাজদুহিতা এই সমস্ত কথা যুবরাজকে অবগত করাতে, যুবরাজ তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। তৎপরে চীনাধীশ্বর, কন্যা ও জামাতার গমনের সমস্ত আয়োজন করিয়া, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক সজলনয়নে বিদায় করিলেন। কামারলজমান রাজকুমারীকে সঙ্গে লইয়া হৃষ্টচিত্তে পিতৃ দর্শনার্থ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে এক মাসের পর এক প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করণার্থ রাজনন্দিনীর সহিত এক মনোহর তরুর ছায়ায় উপবেশন করিলেন। পরে বস্ত্রগৃহ প্রস্তুত হইলে, রাজকন্যা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দাসীগণকে তাঁহার কটিবন্ধন খুলিতে আজ্ঞা দিলেন। দাসীগণ কটিবন্ধ খুলিয়া দিয়া রাজকন্যাকে শয্যায় শয়ন করাইয়া তথা হইতে অন্যত্র গমন করিল। যুবরাজ ভৃত্য এবং অপরাপর সঙ্গিসমূহের অবস্থিতির জন্য বস্ত্রগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া, আপনি রাজকন্যার শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তথায় যাইবা মাত্র রাজবালার কটিবন্ধ দেখিতে পাইলেন। পরে ঐ কটিবন্ধসংলগ্ন হীরা ও বহুমূল্য রত্ন নিরীক্ষণ করিতে করিতে তৎসঙ্গে এক ক্ষুদ্র থলিয়া অবলোকন করিয়া, ঐ থলিয়ার মধ্যে কি আছে দেখিতে ইচ্ছা হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া দৃষ্টি করিলেন, এক খানি মণির উপর কতক গুলিন অপরিচিত অক্ষর ও অঙ্ক মুদ্রাঙ্কিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, বোধ করি, এই

মণি বহুমূল্য বলিয়া রাজকন্যা এত যত্ন করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা বেদৌরার কবচ, রাজকন্যা যত দিন ঐ কবচ নিকটে রাখিবেন ততদিন তাঁহার কোন বিপদ্ ঘটিবে না, এই উদ্দেশে চীনেশ্বরী তাহা তাঁহাকে দিয়াছিলেন। রাজনন্দন ঐ কবচ খানি উত্তমরূপে দেখিবার জন্য শিবিরের বাহিরে গিয়া উহা মনোযোগপূর্ব্বক অবলোকন করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে তথায় একটা পক্ষী আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ঐ কবচ মুখে ধরিয়া লইয়া নিকটস্থ এক বৃক্ষে গিয়া বসিল। তখন রাজপুত্র মহাসন্তাপিত হইয়া তৎসমীপস্থ হইবামাত্র সে পুনর্ব্বার উড্ডীয়মান হইয়া আরো কিঞ্চিৎ দূরে গেল। যুবরাজ তৎপশ্চাৎ ধাবমান হওয়াতে বিহঙ্গম কবচ গ্রাস করিয়া অনেক দূরে উড়িয়া চলিল। রাজকুমার মহাব্যাকুল হইয়া তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বিনষ্ট করিয়া কবচ লইবার প্রত্যাশায় যত বেগে তৎপশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন, পক্ষীও ততোঽধিক দ্রুতগামী হইয়া উড়িতে লাগিল। এই প্রকারে যুবরাজ অনেক দূর পর্য্যন্ত অত্যন্ত বেগে পক্ষীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া অবশেষে এক নগরের সমীপবর্ত্তী হইলেন, ইতিমধ্যে পক্ষী অদৃশ্য হইয়া কোথায় গেল, তিনি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না।

রাজনন্দন তখন নিরুপায় হইয়া বেদৌরার কবচ পুনঃ প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা এক কালে পরিহারপূর্ব্বক অত্যন্ত কাতর-চিত্তে ঐ নগরে প্রবেশ করিলেন। তিনি এক্ষণে কোথায় আসিলেন, কোথায় যাইবেন এবং কি প্রকারেই বা বেদৌরাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন, এই সমস্ত বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে এক নদীতটে উপনীত হইয়া দর্শন করিলেন, এক উদ্যানের দ্বার বিমুক্ত রহিয়াছে এবং তথায় এক জন প্রাচীন মনুষ্য কর্ম্ম করিতেছে। উদ্যানরক্ষক যুবরাজকে বিদেশী মুসলমান বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে উদ্যান মধ্যে আহ্বানপুর্ব্বক শীঘ্র দ্বার রুদ্ধ করিতে বলিল। যুবরাজ উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করণানন্তর উদ্যান পালকে এরূপ সতর্ক হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, উদ্যানরক্ষক কহিল, "এই নগরস্থ প্রায় সমুদায় লোক পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী, তাহারা মুসলমান জাতির প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে, বিশেষতঃ বিদেশীয় মুসলমানের উপর যৎপরোনাস্তি দৌরাত্ম্য করিয়া থাকে; এই কারণেই তোমাকে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সতর্ক হইতে বলিলাম।"

এতৎশ্রবণে রাজনন্দন তাহার নিকট বিস্তর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পরে উদ্যান-রক্ষক কামারলজমানকে আপন ঘরে লইয়া গিয়া যে কিছু খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত ছিল, তাহা তাঁহাকে ভোজন করাইল। যুবরাজ তাহার ভদ্রতা দৃষ্টে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া উদ্যানপাল জিজ্ঞাসা করিল, "হে বিদেশীয় ভদ্রলোক! এখানে তোমার

কি প্রকারে আগমন হইল?" তাহাতে রাজনন্দন স্বীয় প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিয়া, তাহাকে আপনার স্বদেশ গমনের সুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। উদ্যান রক্ষক উত্তর করিল, "পদব্রজে স্থলপথ দিয়া গমন করা অপেক্ষা এখান হইতে জলপথে এবনি উপদ্বীপ দিয়া খালেদান দ্বীপে গমন করিলে, অধিক বিলম্ব হয় না, এবং তাহাতে অনেক সুবিধাও আছে। আর প্রতি বৎসর ঐ উপদ্বীপ হইতে এক খানি অর্ণবপোত এই স্থানে আসিয়া থাকে, অতএব যে পর্য্যন্ত সেই জাহাজ খানি না আইসে সে পর্য্যন্ত তুমি আমার নিকটে অবস্থিতি কর।"

রাজনন্দন এই নির্ব্বান্ধবস্থানে জাহাজ আসিবার প্রত্যাশায় উদ্যানপালের নিকটে থাকিতে বাধ্য হইয়া দিবসে নানাবিধ চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া তাহার সঙ্গে উদ্যানে কর্ম্ম করিতেন, এবং রজনীতে বেদৌরার বিচ্ছেদে ব্যাকুল হইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেন।

শাহারজাদী কহিলেন, মহারাজ! যুবরাজের কথা এই পর্য্যন্তই থাকুক্, পরে বলিব। ওদিকে রাজনন্দিনীর কি হইল তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক।

কামারলজমানের সহিত বিচ্ছেদের পর বেদৌরার বিবরণ।

রাজনন্দিনী বেদৌরা শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাণপতি কামারলজমানকে দেখিতে না পাইয়া কাতর-চিত্তে দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজনন্দন কোথায় গেলেন?" তাহারা বলিল, "আমরা তাঁহাকে বস্ত্রগৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ছিলাম, কিন্তু কখন্ বহির্গত হইয়া কোথায় গিয়াছেন তাহা অবগত নহি।" পরে রাজকুমারী কটিবন্ধন খুলিয়া দেখিলেন তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র থলিয়ার মুখবন্ধন মুক্ত, এবং তন্মধ্যস্থিত কবচ নাই। তাহাতে তিনি এই অনুমান করিলেন, যুবরাজ তাহা লইয়া গিয়াছেন শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবেন। কিন্তু সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় থাকিয়া তিনি প্রত্যাগত হইলেন না দেখিয়া রাজনন্দিনী একবারে হতাশ হইয়া পড়িলে, এবং রাজনন্দন কোথায় গেলেন ও তাঁহার কি হইল, কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। রাজনন্দনের অনাগমনের বিষয় রাজনন্দিনী ও তাঁহার পরিচারিণীগণ ব্যতীত অন্য কেহই জানিতে পারিল না। অপর সঙ্গিগণ এ ব্যাপার অবগত হইলে কোন ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিলেও ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় বেদৌরা তাহা কাহারও নিকট ব্যক্ত না করিয়া মনের কষ্ট মনেতেই সঙ্গোপন করিয়া দাসীগণকে এ বিষয় প্রকাশ করিতে নিবারণ করিলেন।

অনন্তর তিনি আপনার বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজকুমারের বেশ ধারণ করিয়া, পর দিবস প্রভাতে বস্ত্রগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। রাজকুমার এবং রাজকুমারীর অবিকল একরূপ আকার থাকাতে, অমাত্য ও ভৃত্য প্রভৃতি সমস্ত সমভিব্যাহারী লোক তাঁহাকে রাজপুত্র বলিয়া বোধ করিতে লাগিল, কোন মতে তাহাদের মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইল না। তৎপরে বেদোরা সঙ্গিগণকে বস্ত্রাবাস উত্তোলন পূর্ব্বক তথা হইতে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন, এবং এক জন দাসীকে আপন শিবিকাতে আরোহণ করাইয়া আপনি অশ্বারোহণে শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কতিপয় মাস ক্রমাগত স্থলপথে ও জলপথে যাত্রা করিয়া পরিশেষে এবনি উপদ্বীপ-পের রাজধানীতে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন।

তৎকালে আর্ম্মানস্ নামক এক রাজা ঐ উপদ্বীপে রাজত্ব করিতেন। যাহারা প্রথমে কূলে অবতীর্ণ হইল, তাহারা এই কথা প্রচার করিয়া দিল যে, যুবরাজ কামারলজমান বহুদেশ পরিভ্রমণের পর পিতৃরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন। যুবরাজের পিতার সহিত আর্ম্মানস্ ভূপতির অত্যন্ত হৃদ্যতা থাকাতে, তিনি কামারলজমানের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বীয় পারিষদবর্গের সহিত তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদরপূর্ব্বক এক বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে আনয়ন করিয়া তিন দিবস বিবিধ আনন্দোৎসবে ক্ষেপন করিলেন। পরে যখন ছদ্মবেশি-রাজকন্যা পিতৃরাজ্যে গমন করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন, তখন আর্ম্মানস্‌রাজা তাঁহাকে বাস্তবিক যুবরাজ কামারলজমান বিবেচনা করিয়া নির্জ্জনে কহিলেন, "দেখ রাজপুত্র! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার আর অধিক দিন বাঁচিবার আশা নাই, এবং আমার পুত্র সন্তান নাই যে মৃত্যুকালে তাহাকে রাজত্ব প্রদান করিয়া যাইব, কেবল পরমরূপবতী এক কন্যা আছে, অতএব এক্ষণে আমার বাসনা এই যে, তুমি স্বদেশে প্রত্যাগমন না করিয়া আমার দুহিতার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক এই স্থানের রাজ্যেশ্বর হইয়া পরমসুখে রাজ্যভোগ কর, আমি তোমার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই।"

রাজনন্দিনী আর্ম্মানস্ নৃপতির এইরূপ কন্যাসম্প্রদান প্রসঙ্গ শ্রবণে অতিশয় চিন্তাযুক্তা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি স্বয়ং রমণী হইয়া কি রূপে অন্য এক রমণীকে বিবাহ করিব? এবং অগ্রে কামারলজমান বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছি এক্ষণে কি প্রকারেই বা পুনর্ব্বার তাঁহার পত্নী বলিয়া স্বীকার করিব। যদি রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত না হই, তাহা হইলে, ভূপতি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া আমার প্রাণ নষ্ট করিলেও করিতে পারেন। এক্ষণে শ্বশুরালয়ে গিয়াই বা কি হইবে,তথায় যে রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে তাহারই বা সম্ভাবনা

কি আছে? যদি কোন কালে পতির দর্শন লাভ ঘটে, তাহা হইলে তিনিই এই রাজবালা ও রাজ্য সম্ভোগ করিতে পারিবেন।" মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিয়া ভূপতির কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "মহারাজ! আপনি আমাকে যেরূপ সম্মান প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, আমি তদুপযুক্ত পাত্র নহি, আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য।" ইহা শুনিয়া ভূপতি মহা-তুষ্ট হইলেন। তৎপরে বেদৌরা আপন অমাত্য ও ভৃত্যগণকে বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখ আমি এখানে রাজনন্দিনীকে বিবাহ করিলে, রাজ-কন্যা বেদৌরা কখনই অসন্তুষ্টা হইবেন না, আমি তাহা ভাল জানি।" ইহা বলিয়া আপন দাসীগণকে তাঁহার সমস্ত গুপ্ত কথা গোপন করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দিলেন। পর দিবস প্রভাতে এবনি উপদ্বীপাধীশ্বর স্বীয় সভাসদগণকে রাজসভায় ডাকাইয়া আনিলেন, এবং ছদ্মবেশধারী রাজকিশোরকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, "সভ্যগণ! শাহ-জমান রাজার পুত্র এই কামারলজমানের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব ইহা স্থির করিয়া অদ্য এই রাজনন্দকে রাজসিংহাসন প্রদান করিলাম। অতএব তোমরা অদ্যাবধি ইঁহাকে রাজার ন্যায় সম্মান করিও।" ইহা বলিয়া বেদৌরাকে সমস্ত রাজকার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া আপনি সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন। রাজনন্দিনী বেদৌরা রাজবেশ ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে উপবিষ্টা হইলেন। অভিনব ভূপতির রাজ্যা-ভিষেক উপলক্ষে রাজ্য মধ্যে সর্ব্বত্র নানাবিধ উৎসব হইতে লাগিল। পরে রাজপ্রাসাদে মহাসমারোহপূর্ব্বক বেদৌরার সহিত রাজবালা হায়তন নিফাশের শুভ উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তদনন্তর বর ও কন্যা বাসরগৃহে গিয়া একত্র শয়ন করিয়া থাকিলেন। বেদৌরা এরূপ সাবধান হইয়া রাজকন্যার সহিত রাত্রিযাপন করিলেন যে তিনি যে পুরুষ নহেন রাজদুহিতাকে তাহা কোন প্রকারে জানিতে দিলেন না। পর দিন প্রাতে রাজনন্দিনী শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজবেশ ধারণ করিয়া রাজসভায় গমন করিলে, আর্ম্মানস রাজা স্বীয় কন্যার নিকটে গিয়া দেখিলেন, নন্দিনী বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন, তাহাতে কন্যাকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তৎপর দিবস প্রাতেও বৃদ্ধ ভূপতি কন্যার বিরস বদন অবলোকনে তৎপ্রতি জামাতার তাচ্ছীল্য ভাব বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তৃতীয় রাত্রে রাজকন্যা বেদৌরাকে স্বামী বোধ করিয়া বলিলেন, "হে রাজনন্দন! আপনি আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, কিন্তু আমার প্রতি এরূপ নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিতেছেন কেন? আমি এমন রূপবতী হইয়াও কি আপনকার চিত্ত রঞ্জন করিতে পারি নাই।" এই কথা শুনিয়া বেদৌরা মহাবিপদগ্রস্তা হইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া এইরূপ স্থির করিলেন, "রাজ

কন্যার নিকট গুপ্ত কথা প্রকাশ না করিয়া ইঁহার সহবাসে কি প্রকারে থাকা যাইতে পারে ? অতএব ইঁহার নিকটে আমার সমস্ত বিবরণ ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য।" ইহা ভাবিয়া বিনয়পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে রাজকন্যে ! তুমি যদি শপথপূর্ব্বক ইহা স্বীকার কর যে, আমি যাহা বলিব তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না, তাহা হইলে, তোমার নিকট আমার সমস্ত গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিতে পারি।"তাহাতে রাজকন্যা সম্মতা হইলে বেদৌরা আপনার তাবৎ বৃত্তান্তআদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া পরিশেষে বক্ষঃস্থলের বস্ত্র খুলিয়া বলিলেন, "দেখ আমি তোমার মত কামিনী, অতএব আমাকে ক্ষমা কর। আমি ইহাও স্বীকার করিতেছি, যদি কখন সৌভাগ্য ক্রমে যুবরাজ কামারলজমানের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে তুমিও তাঁহার বনিতা হইতে পারিবে।"

রাজবালা হায়তন নিফাশ, স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্না হইলেন। পরে বেদৌরার সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে অভয়দানপূর্ব্বক দুই জনে পরস্পর এরূপ প্রণয়ে আবদ্ধ থাকিয়া স্ত্রীপুরুষের ন্যায় দিনপাত করিতে লাগিলেন যে, রাজা, রাণী, পরিচারিণী ও সভাস্থগণের মধ্যে কেহই এই গুপ্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন না। বেদৌরা প্রতি দিন পুরুষ বেশে সুখ্যাতি সহকারে ও সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।ওদিকে রাজপুত্র কামারলজমান জাহাজ আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া উদ্যান-রক্ষকের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। এক দিন রাজকুমার প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিয়মানুসারে বাগানে কার্য্য করিতে যাইবেন এই উদ্যোগ করিতেছেন, ইতিমধ্যে উদ্যান রক্ষক তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া বলিল, "অদ্য পৌত্তলিকদিগের একটী পর্ব্ব দিন এজন্য অদ্য তাহারা কোন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করিয়া কেবল আমোদ করিয়া থাকে এবং তাহাদের ভয়ে মুসলমানেরাও কোন কর্ম্ম করিতে পারে না, অতএব তুমি গৃহে থাকিয়া অদ্য বিশ্রাম কর, আমি তাহাদের আমোদ প্রমোদাদি দর্শন করিতে যাই।" ইহা বলিয়া উদ্যান পাল পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক উদ্যান হইতে বহির্গত হইল।

যুবরাজ বনিতাবিরহে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া উদ্যানের মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে পক্ষিরব শ্রবণ করিয়া মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক দেখিলেন একটা বৃক্ষের উপর দুইটা পক্ষী বিবাদ করিতেছে। বিহঙ্গমদ্বয় চঞ্চু ও পক্ষ দ্বারা মহাযুদ্ধ করিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে একটা পক্ষী হত হইয়া তরুমূলে পতিত হইল, এবং আর একটা পক্ষী জয়লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উড়িয়া স্থানান্তরে গেল। ক্ষণকাল পরে অপর দুই বৃহদাকার পক্ষী ঐ মৃত বিহঙ্গমের নিকটে আসিয়াঅনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বিলাপ করিল,তৎপরে পদ ও নখদ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া